

ওঁ
দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।



তৃতীয় খণ্ড ।

শ্রীমানস্বর্ক্যচার্য্যকৃত-ভ.ম্য-সহ

বেদান্তদর্শন



শ্রীতারাকিশোর শর্মা চৌধুরী



কলিকাতা ।

৪৭ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার হইতে

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ।



শকাব্দা ১৮৩৩ ।

প্রণীতা :-— শ্রীঅশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্রিকাল প্রেস,
২৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

ও শ্রীগুরুবে নমঃ

ও হরিঃ ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

তৃতীয় পণ্ড ।

—*—

বেদান্তদর্শন ।

নিবেদন ।

শ্রীনিম্বাকাচায্যাকৃত “বেদান্তপারিজাতসৌরভ”-নামক ভাষ্যসহ শ্রীভগবান্ বেদব্যাসোপদিষ্ট “ব্রহ্মসূত্র” এই খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । “ব্রহ্মবাদো ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা”-নামক মূলগ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদস্বরূপে এই খণ্ডকে গ্রহণ করিতে হইবে । উক্ত মূলগ্রন্থের পাঠান্তে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, ইহাতে যে সকল বিচার প্রবর্তিত করা হইয়াছে, তাহা সম্যক বোধগম্য করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে । বেদান্তদর্শনে সম্পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস দার্শনিকপ্রণালীতে উপদেশ করিয়াছেন । ইহা নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে সর্ববিধ সংশয় দূরীভূত হয় । এই দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ অযোগ্য ; কেবল শ্রীগুরুপ্রেরণায় এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং তাঁহারই কৃপায় ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে । যদি ইহা পাঠ করিয়া, সাধকমণ্ডলী ব্রহ্মসূত্রের মঙ্গলাধারণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও

সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন, তবেই প্রযত্ন সফল হইয়াছে মনে করিয়া কৃতার্থমন্ত হইব।

আর এইস্থলে বক্তব্য এই যে মেট্রিকাক্স প্রেসের অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিরতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া “প্রফ” গুলি নিজে পরীক্ষা করিয়া এই গ্রন্থের মুদ্রাক্ষন কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি এইরূপ সাহায্য না করিলে, এই গ্রন্থের মুদ্রাক্ষন কার্য সম্পন্ন করা অত্যধিক কালসাপেক্ষ হইত এবং আমার পক্ষে সাতিশয় কঠিন হইয়া পড়িত। অতএব সূর্যাস্তঃকবুণেব সহিত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে নিবেদন এই যে, আমার ভুল ভ্রান্তির পতি উপেক্ষা করিয়া, সঙ্গদয় পাঠকগণ গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাই তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীতারাকিশোর শর্মা চৌধুরী।

— — —

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২৯	২৪	গুরুপরম্পরা	গুরুপরম্পরা
৩৩	১৪	অনন্ত ও নাম	অনন্ত নাম
৫০	১	অভিপ্রায়	অভিপ্রায়
৪০	১	বস্তুতঃ	বস্তুতঃ,
৪১	৭	বাচ্য	বাচ্য
৫২	১	সর্বাভীত	সর্বাভীত ;
৫৮	৭	অচেন	অচেতন
৬৭	৩	ভয়বিবহিত	ভয়বিবহিত
৭১	৫	বাক্য	বাক্য
৮৯	১১	দ্বৈত—	দ্বৈতা—
৯৩	১৯	ব্রহ্মণোবোপপত্তেচ্চ	ব্রহ্মণোবোপপত্তেচ্চ
১০৬	১৪	বাচ্য	বাচ্য
১০৯	১৫	জৈমিনিরাচার্যো	জৈমিনিরাচার্যো
১১১	১১	শ্রীভবান্	শ্রীভগবান্
১২৩	১৯	স্মর্যতে	স্মর্যতে ।
১৩০	৫	ইংস প্রযুক্তানাদ্রবাক্যশ্রবণাৎ	ইংস প্রযুক্তানাদ্রবাক্যশ্রবণাৎ
১৪১	২১	অজামস্তে	অজামস্তে
১৫০	৮	মতং	মতং
১৫৭	১	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অঙ্ক	শুদ্ধি
১৯৪	২৩	সর্বনিয়ন্তারূপে	সর্বনিয়ন্তরূপে
১৯৮	১	শ্লোক	শ্লোকে
১৯৮	২১	নিতা । সূতরাং	নিতা । (বিদেহমুক্ত পুরুষদিগেব অবস্থা ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে) । সূতরাং
২০৭	১	এতদাত্ম্যামিদং	ঐতদাত্ম্যামিদং
২১০	১৪	নৈর্ঘণ্যে	নৈর্ঘ্রণ্যে
২১১	২৭	তাদাবুপলভ্যতে	তাদাবুপলভ্যতে
২১৯	৫	দ্ব্যণুক	দ্ব্যণুক
২৩০	১২	দুইটি	দুইটিব
২৩৩	১	বুদ্ধেরা	বৌদ্ধেরা
২৪০	২১	অসম্ভব	অসম্ভব ;
২৪৪	১৮	অনিরুদ্ধ	অনিরুদ্ধ
২৪৭	৮	শাস্ত্ররিক্ষকৈতদমৃতামিতি	শাস্ত্ররিক্ষকৈতদমৃতামিতি
২৬০	২৩	পরমাত্মনঃ	পরমাত্মনঃ
২৬৯	৯	শাক্তিক ;	শাক্তিক
২৭০	৭	লইল	হইল
২৭১	১১	জীবোৎসঃ	জীবোৎসঃ
৩০৮	১১	থাকতেই	থাকতেই
৩০৯	১	কিন্তু ;	কিন্তু
৩১৮	২৪	৯	২৯
৩২২	১৫	ভাষ্যেই	ভাষ্যেই

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অঙ্ক	শুদ্ধি
৩২৬	২৪	শঙ্কবাচার্য্যে	শঙ্করাচার্য্যের
৩৩৬	৫	(শ্রেষ্ঠরূপ) অস্ত্যাব	(শ্রেষ্ঠরূপঃ) অস্ত্যাব ;
৩৩৮	১৩	ভেদব্যপদেশ,	ভেদব্যপদেশঃ
৩৪২	১২	বাক্যপাদ	বাক্যপাদ
৩৪৮	১৯	হেমমাস্ত্র	হেমমাস্ত্রং
৩৫৭	২৩	অহং	অহং
৩৫৮	১৫	চাক্ষুসপুংস	চাক্ষুসপুংস
৩৫৯	৮	পুরুষাবিত্ত্যামপি	পুরুষাবিত্ত্যামপি
৩৬০	১৮	বাক্যে শেষতা	বাক্যশেষতা
৩৬৭	১৩	পুরোডাশিনীষূপসংস্ক	পুরোডাশিনীষূপসংস্ক
৩৭৮	২৪	এবং বেদে	এবংবিদে
৩৮৭	১৫	বিত্ত্যানা	বিত্ত্যানা
৩৯৬	১৬	বিত্ত্যয়া	বিত্ত্যয়া
৪১২	৫	উত্তরেষামারোধ”	উত্তরেষামারোধা”
৪৪০	১৯	প্রাপ্তয়োগ্যত্বং	প্রাপ্তয়োগ্যত্বং
৪৭১	২	অচ্চিকে	অচ্চিকে
৪৭৮	১২	বিভূর্গে	বিভূর্গে

ওঁ ত্রীশূরবে নমঃ ।

ওঁ হরিঃ ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্ত-দর্শন ।

ভূমিকা ।

বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা এইক্ষণে আরম্ভ হইল । জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস কিরূপে সাধিত হয়, জীবের স্বরূপ কি, ঋতিপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তাহারই বা স্বরূপ কি, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, তাঁহাকে কি প্রকারে জীব লাভ করিতে পারে, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে যে, মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহার স্বরূপ কি, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের কিরূপে সংস্থিতি হয়, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্রনামক বেদান্ত-দর্শনে, তদ্বিষয়ক সমস্ত ঋতির উপদেশ সংগ্রহ করিয়া, প্রকাশিত করিয়াছেন । তাঁহার চরণে সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছি । তিনি বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া তদ্বিষয়ে পথ প্রদর্শন করুন । ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

বেদান্তদর্শন মোক্ষমার্গাবলম্বী সাধকগণের আদরনীয় গ্রন্থ । মোক্ষ-মার্গাবলম্বী ভারতবর্ষীয় সাধকসম্প্রদায়সকল সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । এক শ্রেণীর নাম সন্ন্যাসী, অপর শ্রেণীর নাম বৈষ্ণব । গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ সচরাচর “সাধু” নামে আখ্যাত হইয়েন । এতদ্ভিন্ন আরও অনেক শাখা সম্প্রদায় আছে ; কিন্তু তৎসমস্ত

উক্ত মূল দুই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইহাদিগের মধ্যে কোন না কোনটি হইতে নির্গত হইয়াছে ।

বেদান্তদর্শনের বহুবিধ ভাষ্য ! ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকর্তৃক প্রণীত হইয়াছে । শ্রীমদ্বৈতবোধায়ন, ধর্ম্মি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাসম্বন্ধিত এক “বৃত্তি” প্রণয়ন করিয়াছিলেন । কালক্রমে বোধায়নকৃত বৃত্তি এইক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে । পাণিনিগুরু পণ্ডিতবর উপবর্ষও ব্রহ্মসূত্রের এক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও এইক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে । শ্রীরামানুজস্বামিকৃত ভাষ্যে বোধায়নকৃত বৃত্তি কোন কোন স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে ; উপবর্ষ এবং বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার উল্লেখ শঙ্করভাষ্যেও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে এই সকল ব্যাখ্যা এক্ষণে প্রচলিত নাই ।

সন্ন্যাসিসম্প্রদায় অতি প্রাচীন । এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ জ্ঞান-মার্গাবলম্বী নিঃশৃঙ্খল ব্রহ্মের উপাসক । মহর্ষি দত্তাত্রেয় এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান প্রাচীন আচার্য্য ; তাঁহার নামানুসারে ইহাদিগের মধ্যে একটি সম্প্রদায় পরিচিত । কিন্তু আধুনিককালে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য হইতে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রভা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ; এক সহস্র বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিককাল পূর্বে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন । নাস্তিক বৌদ্ধনামধারী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অপভ্রংশকালে ভারতবর্ষে যখন একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও ধর্ম্ম-প্রবর্তক শ্রুতিসকলকে অনাদৃত করিয়া, যখন ইহার স্বীয় যুক্তির প্রাধান্য-স্থাপন-পূর্ব্বক ঋণিক-বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্ব-শূন্যবাদ প্রভৃতিই জগত্তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন ; তিনি অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে এই সকল (নামে মাত্র) বৌদ্ধপণ্ডিত-দিগের তর্কজাল খণ্ডন করিয়া শ্রুতির প্রামাণ্য স্থাপিত করেন । তৎপর হইতে এথাবৎ নাস্তিক বৌদ্ধমত আর ভারতবর্ষে উন্নতশির হইতে পারে

নাই। এইক্ষণকার অধিকাংশ সম্মাসি-সম্প্রদায়স্থ সাধকগণ শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের অতি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; সেই ভাষ্যই এইক্ষণে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ও ৬ কাশীধামে পণ্ডিতসমাজে বহুলরূপে প্রচলিত। নাস্তিক বৌদ্ধমতের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করাতে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের সর্বস্থানে পণ্ডিত সমাজে এযাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্যের বিচারশক্তি এত অদ্ভুত যে, পাঠকমাত্রই তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে জগৎ ভ্রমমাত্র, সত্য নহে। এক একান্ত নিগুণ ব্রহ্মই সত্য। জীব পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ; অবিদ্যাহেতু তিনি আপনাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই অবিद्या বিনষ্ট হইলেই তাঁহার পূর্ণব্রহ্মরূপতা লাভ হয়, এবং জগদ্ভ্রান্তি দূর হয়।

বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এক সম্প্রদায়ে প্রধান উপদেষ্টা; তাঁহার নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম মাধ্ব-সম্প্রদায় হইয়াছে। তিনিও ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি দ্বৈতবাদী। তাঁহার প্রণীত ভাষ্যে তিনি এই দ্বৈতবাদই সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ এই মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এক শাখা বলিয়া এক্ষণে পরিচিত; পরন্তু বলদেব বিদ্যাভূষণ র্ত্ত “গোবিন্দ ভাষ্য” নামক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্তর গোড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরীয়। মধ্বাচার্যের মতানুসারে অদ্বৈত-শ্রুতিসকল ব্রহ্মের সহিত জীবের সাদৃশ্যপ্রকাশক মাত্র। একদিকে দ্বৈত-শ্রুতিসকলকে ঔপচারিক বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়া একান্তাদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন; অপরদিকে মধ্বাচার্য্য “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি অদ্বৈত-শ্রুতিকে ব্রহ্ম ও জীবের সাদৃশ্যমাত্র প্রকাশক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমন্-

মধ্বাচার্য্যের কৃত ভাষ্য অদ্যাপি প্রচলিত আছে । নিত্য ভগবৎসান্নিপ্য-
নামক মুক্তি এই সম্প্রদায়ের অভীষ্ট ।

দ্বিতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী ; তিনি “বিষ্ণুদ্বৈত-
বাদী” ছিলেন, এবং ব্রহ্মহুত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই ভাষ্য
এইক্ষণে এতদেশে হুস্ত্রাপ্য । জীব বিষ্ণুদ্বাবস্থায় ব্রহ্মসামুদ্র্য লাভ করেন,
ইহাই এই সম্প্রদায়ের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । তাঁহার নামানুসারে
তৎসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ “বিষ্ণুস্বামী” সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ । বঙ্গদেশে
এই সম্প্রদায়ের সাধু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কোন কোন স্থানে
তাঁহাদিগের দুই চারিটি আখড়া বর্তমান আছে । শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে
তাঁহাদের বৃহৎ আখড়া সকল আছে ; কিন্তু তথাপি এই সম্প্রদায়ের সাধু-
সংখ্যা অল্প ।

তৃতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায় ; ইহাদিগের প্রধান আচার্য্য
শ্রীরামানুজস্বামী । শঙ্করাচার্য্যের অবাবহিত পরেই শ্রীরামানুজস্বামী আবি-
ভূত হইলেন ; তিনি ব্রহ্মহুত্রের অতি বিস্তীর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন ।
তিনিশ্রীমদ্বৈতভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট একান্তদ্বৈতমতের অতি বিস্তীর্ণ
সমালোচনা করিয়াছেন ; এবং নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতমতে নানাপ্রকার দোষ
প্রদর্শন করিয়া, তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন । তাঁহার মতে
ব্রহ্ম সগুণ, জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট, এবং সত্য ; ঈশ্বরই নিজ সৃষ্টির উপাদান ; তন্নিম্ন
অন্য উপাদান নাই ; জীব তাঁহার অংশবিশেষ । মৃত্তিকা যেমন ঘটশরাবাদি
নানাবিধ বিশেষ মৃন্ময় বস্তুর সামান্য, তদ্রূপ ঈশ্বর এবং জীবে সামান্য-
বিশেষ-অংশাংশী সম্বন্ধ । ঈশ্বর জীবের অন্তর্ধ্যামী ও নিয়ন্তা ; তিনি
ভক্তবৎসল হওয়াতে নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন ; বাস্তবদেব, সঙ্কর্ষণ,
প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহে তিনি অবস্থিত ; ভক্তিরই মোক্ষসাধনের
উপায়, ভক্তি অবলম্বন করিয়া জীব ক্রমশঃ উচ্চ অবস্থা সকল প্রাপ্ত হয়,

এবং তাহা অতিক্রম করিয়া, পরে ব্রহ্মসালোক্যরূপ মুক্তি লাভ করে। শ্রীরামানুজকৃত ভাষ্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বহুলপরিমাণে আদৃত, তাহা এইক্ষণে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রামানুজস্বামীর সম্প্রদায়ভূক্ত সাধুগণ “শ্রী”সম্প্রদায় নামে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইলেও, এইক্ষণে তাঁহারা সচরাচর রামানন্দী অথবা রামানুজ কিংবা রামাত সম্প্রদায় নামেই বিশেষ-রূপে পরিচিত। অযোধ্যাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থান; ভারতবর্ষে সর্বত্রই, বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাধুদিগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যাই এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিক।

চতুর্থ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বর্তমান নাম “নিম্বার্ক” অথবা “নিম্বাদিত্য” সম্প্রদায়। বিষ্ণুশ্রী ব্রহ্মার প্রথম মানসপুত্র অবিজ্ঞাবিরহিত সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ঋষি এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য। হংসাবতার হইতে উক্ত সনকাদি ঋষি প্রথমতঃ সম্যক ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করেন; শ্রুতিতে বহু স্থানে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিজ্ঞার আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদিগের নামানুসারে এই সম্প্রদায়কে “চতুঃসন” সম্প্রদায় নামেও আখ্যাত করা হয়, এবং শাস্ত্রে ইহাদিগকে “ঋষি” সম্প্রদায় নামেও কোন স্থানে আখ্যাত করা হইয়াছে। নারদ মুনি এই সনকাদি আচার্য্যের প্রথম শিষ্য; নারদ হইতে শ্রীমন্ নিয়মানন্দাচার্য্য এই ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করেন; নারদশিষ্য শ্রীনিয়মানন্দাচার্য্যই পরে “নিম্বার্ক” অথবা “নিম্বাদিত্য” নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। * কথিত আছে যে, একদা বহুসংখ্যক যতি অতিথিক্রমে দিবাব-

* শ্রীনিম্বার্কস্বামী যে শ্রীমন্নারদশিষ্য ছিলেন, তাহা বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম সূত্রের শ্রীনিম্বার্ককৃত ভাষ্যে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে, এবং গুরুপরম্পরা বিবরণ বাহা নিম্বার্কসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, তাহাতেও ইহা উল্লিখিত আছে।

সানে আচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হয়েন ; তিনি যোগবলে তাঁহাদিগের আহাৰ্য্য বস্তু সমুদয় উপস্থিত করিলে, তাঁহারা সূর্য্যাস্তের পর ভোজন করেন না বলিয়া জ্ঞাপন করাতে, তাঁহারা অভুক্ত থাকিবেন দেখিয়া, আচার্য্য ঋষি তাঁহার আশ্রমস্থ বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের উপরে আরোহণ পূৰ্ব্বক তত্পরি আকাশে শ্রীভগবানের সূদর্শনচক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন, এবং সেই চক্র সূর্য্যের জ্বালা প্রভাবুক্ত হইয়া অতিথি যতিগণের নিকট সূর্য্য বলিয়াই প্রতি-
 ভাত হয়েন ; তদর্শনে তাঁহারা ভোজনসামগ্রী গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন । পরন্তু তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইল, আচার্য্য সেই সূদর্শনচক্রকে প্রত্যাহার করিলে, অতিথি যতিগণ দেখিতে পান যে, তৎকালে রাত্রির চতুর্থাংশ অতীত হইয়াছে । এই অদ্ভুত ঘটনা হইতে আচার্য্যের নাম “নিম্বাদিত্য” হয় ; নিম্ববৃক্ষের উপরে আসীন হইয়া সূর্য্যকে ধারণ করিয়া-
 ছিলেন, এই অর্থে “নিম্বাদিত্য” অথবা “নিম্বার্ক” নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়েন, এবং তদবধি ঐ সম্প্রদায়ও “নিম্বাদিত্য” অথবা “নিম্বার্ক” নামে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছে । ব্রজধাম এই নিম্বার্কসম্প্রদায়স্থ সাধুদিগের কেন্দ্রস্থান । শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যা অপেক্ষা এই সম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যা অল্প । মহর্ষি বেদবাসও নারদশিষ্য ছিলেন ; তৎকৃত ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী রচনা করেন । তাহা পূৰ্ব্বাচার্য্যাদিগের ভাষ্যের জ্ঞান অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সারগর্ভ । এই ভাষ্য “বেদান্ত-পারিজাত সৌরভ” নামে আখ্যাত । ইহাকে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া নিম্বার্কশিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসা-
 চার্য্য “বেদান্ত-কৌস্তভ” নামে অপর এক ভাষ্য প্রচারিত করেন, তাহাও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত । পরে সেই ভাষ্যের নানাপ্রকার টীকা ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রচারিত হয় । বঙ্গদেশে যখন শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভু আবির্ভূত হইয়া-
 ছিলেন, তৎসমকালে শ্রীকেশবাচার্য্য নামে এই সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ আচার্য্য ঐ ভাষ্যের এক টীকা প্রকাশ করেন ; তাহা অষ্টাঙ্গি প্রচলিত

আছে । শ্রীনিম্বার্কস্বামী এবং শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের কৃত ভাষ্য ইতিপূর্বে এতদ্দেশে প্রকাশিত ছিল না, শ্রীবৃন্দাবনবাসী জনৈক সাধু শ্রীকিশোরদাস দাবাজী সম্প্রতি তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা সাধারণের প্রাপ্তব্য নহে, কারণ ইহা বিক্রীত হয় না ।

শ্রীনিম্বার্কস্বামী স্বীয়ভাষ্যে বৈতাঈতমীমাংসা সংস্থাপন করিয়াছেন । গোড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই বৈতাঈত মীমাংসাই ঐতির সিদ্ধান্ত বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন । মূল ব্রহ্মসূত্রেও বেদব্যাস এই বৈতাঈতমীমাংসাই সর্ববেদান্তের উদ্দেশ্য বলিয়া, প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; তাহা ব্রহ্মসূত্র পর পর পাঠ করিয়া গেলে সহজেই বোধগম্য হইবে । শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বায়ভাষ্যে তাহা স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন । ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদে ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া মহামুনি বেদব্যাস বহুবিশ শূত্রের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন । ব্রহ্মই জগৎকারণ হওয়াতে তাঁহাকে কেবল নিগূর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না । বেদব্যাসকৃত শূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ব্রহ্মের জগৎকারণতাবিশয়ক বহুবিশ শ্রুতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ৪র্থ শূত্রে ভাষ্যে ও অপরাপর স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; উক্ত পাদের ১১শ শূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিমীমাংসা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

“দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে ; নামরূপবিকারভেদোপাধি-
বিশিষ্টং, তদ্বিপরীতঞ্চ সর্বোপাধিবর্জিতম্ । “যত্র হি দ্বৈতমিব
ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাত্মৈ, তৎ
কেন কং পশ্যেৎ,” “যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বি-
জানাতি স ভূমা, যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্লং,
যো বৈ ভূমা তদমৃতম্, অথ যদল্লং তন্মর্ত্যং,” “সর্ববাণি রূপাণি

বিচিত্রা ধীরোনামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে,” “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং
শাস্তং নিরবত্বং নিরঞ্জনম্, অমৃতস্য পরং সেতুং দন্ধেক্কনমিবানলম্,”
“নেতি নেতি, অস্থূলমনগ্ধুহ্রস্বমদৌৰ্ঘমিতি,” “ন্যূনমন্ত্ৰং স্থানং,
সম্পূৰ্ণমন্ত্ৰং” ইতি চৈবং সহস্রশো বিজ্ঞাবিজ্ঞাবিষয়ভেদেন
ব্রহ্মণোদ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি” ।

অন্তার্থঃ—শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, নামরূপাদি
বৈকারিক ভেদোপাধিবিশিষ্ট রূপ এবং কৃত্ত্বিপরীত সর্ববিধ উপাধিবর্জিত
রূপ । “যে অবস্থায় ব্রহ্ম দ্বৈতের ত্রায় হয়েন, তখনই ভেদ লক্ষিত হয়,
একে দ্রষ্টা অপরে দৃশ্যরূপে বিভিন্ন হয়; যে অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ-
ভূত, তখন ভেদরহিত হওয়ায়, কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে”, “যখন
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া কোন বস্তুর দর্শন হয় না, শ্রবণ হয় না, জ্ঞান
হয় না, তাহাই ভূমা (বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ), যাহাতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে অবস্থিত
বলিয়া দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞান হয়, তাহা অন্ন; যাহা ভূমা তাহা অমৃত
(অনম্বক), যাহা অন্ন তাহা নম্বর” ; “সেই ধীর (ব্রহ্ম) সর্ববিধ রূপ প্রকাশ
করিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নামে সংজ্ঞিত করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া
অবস্থিতি করেন” ; “ব্রহ্ম নিষ্কল (বিভাগরহিত, অদ্বয়) নিষ্ক্রিয়, শাস্ত,
শুদ্ধস্বভাব (দোষরহিত), নিরঞ্জন (আবরণবিহীন, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ),
তিনি মোক্ষের সেতুস্বরূপ, নিধূম পাবকস্বরূপ”, “তিনি ইহা নহেন, উহা
নহেন, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দৌৰ্ঘ নহেন” ; “যাহা নূন,
তাহা সীমাবদ্ধ, যাহা পূর্ণ তাহা ইহা হইতে বিভিন্ন”, ইত্যাদি বিজ্ঞা ও
অবিজ্ঞা বিষয়ভেদে সহস্র সহস্র শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রতিপাদন
করিতেছেন” ।

শ্রুতি যে ব্রহ্মের সত্ত্বগুণ ও নিগুণত্ব এই উভয়রূপত্ব নির্দেশ

করিয়াছেন, তাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তৎকৃত ভাষ্যে উক্ত প্রকারে অনেক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন । দৃশ্যমান জগতের ব্রহ্মাভিন্নত্ব “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম” (পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম) ইত্যাদি অশেষবিধ বাক্যের দ্বারা প্রতি নানা স্থানে নানারূপে ঘোষণা করিয়াছেন । ঋতাস্থতর ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষৎ যাহা শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষরূপে একাধারে ব্রহ্মের সঙ্গুণত্ব ও নিগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । ঋতাস্থতরোপনিষৎকৃত এতদ্বিষয়ক কোন কোন প্রতি “ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা” নামক মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়া অধ্যায়ের চতুর্থপাদে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; অপরাপর বহু প্রতিও এইরূপ আছে, তাহা ভাষ্যে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যে সর্বপ্রতিসিদ্ধ, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই । বেদব্যাস বেদান্তেরই মর্ম্ম ব্রহ্মসূত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; সুতরাং তিনিও স্বপ্রণীত গ্রন্থে ব্রহ্মের দ্বিরূপতাই উপদেশ করিয়াছেন । ব্রহ্মের দ্বিরূপতা সিদ্ধ হওয়াতে, জীবের ও জগতের সহিত তাঁহার ভেদাভেদসম্বন্ধ এবং ব্রহ্মের বৈতাত্ত্বিকত্ব প্রতিপাদিত হয় ।

দৃশ্যমান জগৎসম্বন্ধে বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ব্রহ্মই ইহার উপাদান এবং নিমিত্তকারণ । এতৎসম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে মতবিরোধ নাই । ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও লয়কর্তা হওয়াতে, তিনি যে জগৎ হইতে অতীত হইয়াও আছেন, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য । জগৎ হইতে অতীত হইয়া অবস্থিতি করাতে, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হয় । আবার জগৎ ব্রহ্মতেই প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মাভিন্ন কোন উপাদান ইহার নাই ; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জগতের যে অভেদসম্বন্ধ আছে, তাহাও অবশ্যস্বীকার্য্য । অতএব ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে হইলে, এই সম্বন্ধকে ভেদাভেদসম্বন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয় । বস্তুতঃ জগৎ গুণাত্মক, এবং ব্রহ্ম গুণী ; গুণী বস্তু হইতে

গুণ (অথবা শক্তি) পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল নহে, অথচ গুণী বস্তু গুণ হইতে অতীতও বটে; সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে ভেদাভেদসম্বন্ধ বলা যায়। ব্রহ্মকে এই অর্থেই জগতের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অন্য অর্থে নহে। ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে এইরূপ ভেদাভেদসম্বন্ধ, এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নিগুণত্ব এতদ্ব্যতীতই বেদান্তশাস্ত্রের সম্মত।

সগুণত্ব ও নিগুণত্ব এই উভয়রূপতাতে কেবল দৃষ্টতঃই বিরোধ আছে; ইহা বাক্যবিরোধ, প্রকৃত বিরোধ নহে। কারণ কোন বস্তুর ধর্মসম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে যে, দুই বিরুদ্ধধর্ম একসাধারে থাকিতে পারে না; কিন্তু গুণ ও গুণী এতদ্ব্যতীত সম্বন্ধে এইরূপ বিরুদ্ধতা নাই; “গুণী” বলিলেই তাহা স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত বলিয়া স্বভাবসিদ্ধ ধারণা হয়; ইহাতে কোন বিরুদ্ধতা কাহার অনুভূতি হয় না।

জগৎ যে গুণবিকার, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রেরও সম্মত। পরন্তু সাংখ্যকার গুণকে পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল অথচ স্বভাবতঃ গণ্ডদান-বৎ ব্রহ্মের অধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মকে কেবল নিগুণ বলিয়া বর্ণনা করেন; বেদান্তদর্শনকার গুণ ও গুণাত্মক জগৎকে ব্রহ্মেরই গুণ ও অংশ বলিয়া শ্রুতিপ্রমাণমূলে বর্ণনা করিয়া, ব্রহ্মকে আবার স্বরূপতঃ গুণাতীত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উভয়দর্শনের উপদেশপ্রণালীতে এইমাত্র প্রভেদ।

ব্রহ্মসম্বন্ধে বেদান্তের আরও মীমাংসা এই যে, তিনি সর্বজ্ঞস্বভাব, জড়স্বভাব নহেন। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এবং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞস্বভাব হওয়াতে, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে প্রকাশিত সমস্ত জাগতিক রূপ ব্রহ্মসত্তাতে অভিন্নভাবে নিত্য অবস্থিত।* অতএব ব্রহ্মস্বরূপে নূতন

* এই সম্বন্ধে “ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা” নামক মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের উপসংহারংশ ও চতুর্থপাদ দ্রষ্টব্য।

কোন বিকারের সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং কালশক্তিও ব্রহ্মস্বরূপে অন্তর্নিহিত ;
শুণ ও শুণী বলিয়া কোন ভেদও ব্রহ্মের উক্তস্বরূপে বর্তমান থাকিতে পারে
না ; এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন ভেদও উক্তস্বরূপে নাই ।
ইহাই ব্রহ্মের নিগুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে ।

ব্রহ্ম আবার জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়েরও একমাত্র কারণ
হওয়াতে, তিনি সর্বশক্তিমান্ ; এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-
সাধিনী যে শক্তি ব্রহ্মের আছে, তাহা ব্রহ্মের নিত্য অঙ্গোভূত শক্তি ; কারণ
তাহা জগৎ-প্রকাশের পূর্বে ও পরে সঙ্গভাবে ব্রহ্মসত্য থাকে । সেই
শক্তিবলে ব্রহ্ম আপনা হইতে যেন পৃথকরূপে জগৎকে প্রকাশিত করেন,
এবং জাগতিক চিত্রসকলকে পৃথক্ পৃথকরূপে দর্শন করেন ; এবং
সকলের নিয়ন্তারূপেও অবস্থিতি করেন । এই শক্তি তাঁহার স্বরূপগত
হওয়ায়, ব্রহ্মের ঈশ্বরসংজ্ঞা হইয়াছে ; এই ঐশীশক্তিপ্রভাবে ব্রহ্ম জগৎ-
দ্বাপার সমাধান করিয়াও নির্বিকার থাকেন । এই শক্তিপ্রভাবে সর্বজ্ঞ
পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয়স্বরূপান্তর্গত জগৎকে পৃথক্ পৃথকরূপে দর্শন করেন
নাত্ম ; সুতরাং তদ্বারা তাঁহার বিকারিত্বের আশঙ্কা হইতে পারে না । যে
শক্তি দ্বারা তিনি আপনাকে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করেন, তাহা-
কেই জীবশক্তি বলে । অতএব জীবের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ ।
এই ভেদাভেদ সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে “দ্বৈতাদ্বৈত” বলিয়া ব্যাখ্যা
করা যায় ।

জীবের স্বরূপ, এবং ব্রহ্মের সহিত জীবের এই প্রকার ভেদাভেদসম্বন্ধ
শ্রীভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বনে বিশদরূপে স্বীয় গ্রন্থে
প্রদর্শন করিয়াছেন । এই ভেদাভেদসম্বন্ধই পূর্বোক্ত নিষাদিত্যসম্প্রদায়ের
সম্মত । এই সম্বন্ধই বেদব্যাসকর্তৃক ব্রহ্মস্বত্রে প্রদর্শিত বচিয়া নিষাক-
ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহেন ; “তত্ত্বমসি”

ইত্যাদি বেদবাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । অতএব জীব ও ঈশ্বরে অভেদসম্বন্ধ ; পরন্তু জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে ; জীব ব্রহ্মের অংশ, জীব অপূর্ণদর্শী, ব্রহ্ম পূর্ণদর্শী ; ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্ ; তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদি জগদ্ব্যাপার সাধন করেন ; জীবের মুক্তাবস্থায়ও সম্পূর্ণ সর্ব-শক্তিমন্তা হয় না, ইহা বেদব্যাস ব্রহ্মহৃত্রে স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ । জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশমাত্র হওয়াতে, পরমমোক্ষাবস্থায়ও তিনি অংশই থাকেন ; কারণ কোন বস্তুর স্বরূপের ঐকান্তিক বিনাশ সম্ভব হয় না ; সূত্রাং মুক্ত-জীবও জীবই থাকেন ; তিনি পূর্ণব্রহ্ম হয়েন না, এবং তাঁহার সর্বশক্তিমন্তা হয় না (ব্রহ্মহৃত্রের চতুর্থাদ্যায়ের ৪র্থ পাদে ১৭ সংখ্যক সূত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য, উক্ত সূত্র যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে) । চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তি ও মুক্তপুরুষের স্বরূপ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । জীবের উক্ত প্রকার স্বরূপ ও ব্রহ্মের সহিত উক্ত ভেদাভেদসম্বন্ধ ব্রহ্ম-হৃত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৪২ সংখ্যক সূত্রে বেদব্যাস স্বয়ং উপ-দেশ করিয়াছেন । এই সূত্রের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে নিম্নার্কভাষ্য এবং শঙ্করভাষ্যে কোন প্রভেদ নাই ; অতএব এই সূত্রটি এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে ; এতদ্বারা গ্রন্থের উপদিষ্ট বিষয় বোধগম্য করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে ।

“অংশো নানাব্যাপদেশাদনুথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীরত একে” ।

এই সূত্রের সম্যক নিম্নার্কভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

নিম্নার্কভাষ্য ।—অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমান্ননোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি । পরমান্ননোজীবোংশঃ, “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশাবি”-তাদিভেদব্যাপদেশাৎ, “তত্ত্বমসী”-ত্যাগভেদব্যাপদেশাচ্চ ; অপি

চ আত্মবর্ণিকাঃ “ব্রহ্মদাশাব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা” ইতি ব্রহ্মণোহি কিতবাদিহমধীয়তে ।

অন্তার্থঃ—“জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিতাবহেতু, উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—জীব পরমাত্মার অংশ ; কারণ ‘পরমাত্মা’ “জ্ঞ” (পূর্ণজ্ঞ), জীব “অজ্ঞ” (অপূর্ণজ্ঞ), পরমাত্মা ঈশ্বর (সর্বশক্তিমান), জীব অনীশ্বর (অল্পশক্তিমান), দুইই “অজ” (অনাদি) ইত্যাদি বহুশ্রুতি জীব ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । আবার “তত্ত্বমসি” (জীব পরমাত্মাই, তাঁহা হইতে অভিন্ন) ইত্যাদি বহু শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার অভেদও উপদেশ করিয়াছেন । এবঞ্চ অর্থ-বেদীয় শ্রুতি বলিয়াছেন “দাশসকল (কৈবর্তাদি অপকৃষ্ট জাতি) ব্রহ্ম, দাসেরা (ভৃত্যেরাও) ব্রহ্ম, ধূর্তেরাও ব্রহ্ম” ; এই সকল শ্রুতিতে ধূর্ত-লোকেরও ব্রহ্মত্ব উক্ত হইয়াছে ।”

এই স্বত্রের শাক্তরভাষ্য এতদপেক্ষা বহু বিস্তৃত ; কিন্তু নানা প্রকার বিচারান্তে শাক্তরাচার্য্যও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে বেদব্যাস এই স্বত্রে ভেদাভেদসম্বন্ধই স্থাপিত করিয়াছেন । ভাষ্যের শেষ নীমাংসা এই :—

চৈতন্যধাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্বথাহ্নিবিষ্ণুলিঙ্গয়োরৌষধ্যম্ ।
অতো ভেদাভেদাবগমাত্যামংশস্বাবগমঃ ।”

অন্তার্থঃ—“যেমন অগ্নির ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণত্ববিষয়ে ভেদ নাই, তদ্রূপ চৈতন্যবিষয়ে জীব ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই । অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রুতি-বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ও ভেদ উক্ত হওয়াতে, জীব ঈশ্বরের অংশ ।”

তৎপরবর্তী চারিটি স্বত্র দ্বারা এই ভেদাভেদসম্বন্ধ আরও বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই । এই সকল স্বত্র বথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে ।

জীব এইরূপে ঈশ্বররাংশ বলিয়া অবধারিত হওয়াতে, তিনি কাজেই ঈশ্বরের আয় পূর্ণজ্ঞ হইতে পারেন না ; সুতরাং জীবকে ঈশ্বরের আয় বিভূষ্যভাব বলা যাইতে পারে না ; জীব পরমেশ্বরের আয় সম্পূর্ণ বিভূষ্যভাব হইলে, জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদত্বই সিদ্ধ হয়, জীবত্ব আর সিদ্ধই হয় না ; জীবের স্বভাবসিদ্ধ যে অপূর্ণজ্ঞত্ব ও অসর্বশক্তিমত্তা দৃষ্ট হয়, তাহা আর থাকিতে পারে না ; যিনি বিভূ তাঁহার আবরণ কে জন্মাইতে পারে ? কিন্তু জ্ঞানের আবরণ না হইলে, জীবত্ব ঘটে না । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, পূর্ণজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বহু হইবার ইচ্ছাতেই জীব ও জগৎ প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তি নিত্য । এতৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্রুতি মূলগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ পাদে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাকালে অপরাপর শ্রুতিও উদ্ধৃত করা হইবে, এবং সূত্রব্যাখ্যা উপলক্ষে জীবের বিভূষ্যভাব বিষয়ে বিস্তারিত বিচারও করা হইবে । এইস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে ব্রহ্মের এই ইচ্ছা নিত্য ও স্বরূপগত হওয়াতে, জীবের জীবত্বও নিত্য । মুক্তজীব ও বদ্ধজীব এই মাত্র প্রভেদ যে, বদ্ধাবস্থায় জীব স্থায় ব্রহ্মরূপতা এবং জগতের ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে পারেন না ; দৃশ্য জগতের সহিত একাত্মতাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন ; মুক্তাবস্থায় তিনি আপনার ও জগতের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ববুদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন,—আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন । শ্রুতি বহু স্থানে এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

“তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ”,
 “তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ” ইত্যাদি ।

(বৃহদারণ্যক, ১ম অঃ)

অত্মার্থঃ—তিনি আপনাকে “আমি ব্রহ্ম” বলিয়া জানিয়াছিলেন, অতএব তিনি সকলের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । উক্তাবস্থায়

সকলই এক বলিয়া যখন দর্শন হয়, তখন শোক অথবা মোহ কি প্রকারে হইতে পারে ?

বামদেব পরমমোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সকল ভাষ্যকারেরই তাহা স্বীকার্য্য। পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বামদেবের মোক্ষদশায় তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন “আমিই সূর্য্য, আমিই মনু” ইত্যাদি (“ঋষিবামদেবঃ প্রতিপেদেহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি”)। ভাষ্যকার সকলও তাঁহার এই বাক্য স্বপ্রণীত ভাষ্যে ~~জ্ঞানাস্থা~~ উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্মৃতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তপুরুষ আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। এই মাত্র বদ্ধজীব ও মুক্তজীবে প্রভেদ। মুক্ত হইলে পুরুষের অস্তিত্ব এককালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ; মুক্ত হইলে যে সর্ব্ববিধ দেহ বিলুপ্ত হয়, তাহা নহে ; দেহের দেহরূপে অবস্থিতি (অর্থাৎ জীবের ভোগ্যরূপে অবস্থিতি) বিলুপ্ত হয়, তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বণিরা জ্ঞাত হয়—তাহা স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। কোন বস্তুর একদা বিনাশ নাই, তদ্বিষয়ে কোন শ্রুতিপ্রমাণ পাওয়া যায় না ; সর্ব্বপ্রকার দেহাশ্রবুদ্ধির বিনাশ হইয়া, দেহাদি সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই মুক্তাবস্থার লক্ষণ। দেহের দেহরূপে (ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে) অবস্থিতি লুপ্ত হয়, দেহের ব্রহ্মরূপে স্থিতি মুক্তাবস্থায় ব্যবস্থাপিত হয়, ইহাকেই পৌরাণিকেরা মুক্ত পুরুষদিগের “ভাগবতী তনু”-প্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দৃশ্যমান জগৎ পরমাত্মার একাংশরূপে তাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। জগতের আত্যন্তিক বিনাশ কোন দার্শনিকের স্বীকার্য্য নহে, এবং শ্রুতি স্বয়ং তাহা প্রতিষেধ করিয়াছেন। পরন্তু দৃষ্টতঃ পৃথকরূপে প্রকাশিত জগৎ পরমাত্মাতে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তিনি তদতীত হইয়া নিত্য অবস্থিত আছেন। তিনি জগদাত্মক-

নাত্র নহেন। পরন্তু জগৎই তদাত্মকরূপে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। মুক্ত-
পুরুষও তদ্রূপ; দেহবিশিষ্ট হইলেও তাঁহারা দেহাত্মকরূপে অবস্থিতি
করেন না, দেহই তদাত্মকরূপে অবস্থিতি করে। মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের
তৃতীয় পাদে এই বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এবং বেদান্ত-
দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদ ব্যাখ্যানে এতৎসম্বন্ধে নানা প্রকার বিচারও
প্রবর্তিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের বিরূপত্ব প্রতিপ্রতিপাদ্য বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে,
এই বিরূপত্ব দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন
অংশমাত্র। এই জগতের প্রত্যেক অংশে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন।
(“সর্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরঃ” ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। এই প্রত্যেক
অংশের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে দ্রষ্টারূপে তাঁহার জীবসংজ্ঞা; স্মৃতরাং জীবও
তাঁহার অংশ, এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন। জীবরূপে ব্রহ্ম তাঁহার অংশরূপ
জগৎকে পৃথক পৃথকরূপে দর্শন ও ভোগ করেন। এই দর্শন দ্বিবিধ; ব্রহ্ম-
রূপে দর্শন, এবং ব্রহ্মভিন্নরূপে দর্শন; ব্রহ্মভিন্নরূপে দর্শনকে বদ্ধাবস্থা, এবং
ব্রহ্মরূপে দর্শনকে মুক্তাবস্থা বলা যায়; কিন্তু এই দুই অবস্থার অতীত-
রূপেও ব্রহ্ম আছেন; তাহাই তাঁহার নিত্য সর্বজ্ঞ পরব্রহ্মাবস্থা, যাহাকে
তাঁহার স্বরূপাবস্থা বলা যায়। তদবস্থায় দৃকদৃশ্যাত্মক (জীব ও জড়াত্মক)
সমগ্র বিশ্ব একত্র ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত, ইহাতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা বলিয়া
কোন প্রকার ভেদের স্ফুরণ নাই, ইহাতে জ্ঞানের কোন প্রকার আনন্তর্য্য
নাই; অতএব তাহা কোন প্রকার বর্ণনার যোগ্য নহে। এই স্বরূপাবস্থা
জীব ও * জগৎ-রূপ অবস্থা হইতে বিভিন্ন হইয়াও সর্বময়। ইহাই

* ঈশ্বররূপ ব্রহ্মত্বের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ২ হইতে ৫ শ্লোকে ও
তৎপরে অন্ত্যস্ত স্থানে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এইহলে কেবল সাধারণভাবে
দিগদর্শন করা হইল মাত্র।

রন্ধের বিভূত্ব ; এই বিভূত্ব মুক্তজীবের নাই । মুক্তজীবও ধ্যানমাত্র অতীত, অনাগত সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই, এবং তিনিও জগৎকে এবং আপনাকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন সত্য, এবং এই নিমিত্ত তাঁহাকেও সর্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে ও বলা যায় ; কিন্তু অতীত, অনাগতবিষয়ক জ্ঞান তাঁহার ধ্যানসাপেক্ষ ; পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যে স্থানেই কোন মুক্তপুরুষের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানেই তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব ধ্যানসাপেক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন “স যদি পিতৃ-লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্ত পিতরঃ সমুত্তীৰ্ণস্তি” ইত্যাদি । বেদব্যাসও ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন । যোগ-সূত্রের কৈবল্যপাদের ৩৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যেও বেদব্যাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, কৈবল্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেও কালক্রমের অনুভব আছে । সূতরাং নিত্য-সর্বজ্ঞ ব্রহ্মে যেমন কালশক্তি অন্তর্মিত, মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপ সম্পূর্ণরূপে কালশক্তি অন্তর্মিত নহে । অতএব তাঁহাদের জ্ঞানের পারম্পর্য্য যে একেবারে তিরোহিত হয়, তাহা নহে । কিন্তু পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ধ্যানক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, অনাদি অনন্ত সর্বকালে প্রকাশিত জগৎ তাঁহাতে নিত্যরূপে বিরাজমান রহিয়াছে ; সূতরাং ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা পূর্বোক্ত অবস্থাদ্বয়ের অতীত অথচ সর্বময় । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বেদব্যাস শ্রীভগবৎকৃষ্ণপ্রসঙ্গে ইহাই স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । “একাংশেন স্থিতো জগৎ” (১০ম অঃ ৪২ শ্লোক)-জগৎ আমার এক অংশ মাত্র, এবং “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” (১৫শ অঃ ৭ শ্লোক)—এই যে জীব ইনিও আমারই অংশ, সনাতন ; ইত্যাদি বাক্যে জীব ও জগৎকে ভগবদংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, গীতা প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

“ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

৯ম অঃ ৪র্থ শ্লোক ।

“ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূত চ ভূতশ্চৈব মমাত্মা ভূতভাবনঃ” ॥

৯ম অঃ ৫ম শ্লোক ।

“দ্বাবিমৌ পুরুষৌলোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥

১৫শঃ অঃ ১৬শ শ্লোক ।

“উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্বাদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ” ॥

১৫শঃ অঃ ১৭শ শ্লোক ।

“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ” ॥

১৫শঃ অঃ ১৮শ শ্লোক ।

অন্তার্থঃ—অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি, চরাচর ভূতসমস্ত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমস্তকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছি । (৯ম অঃ ৪র্থ শ্লোক) । আমার যোগৈশ্বর্য্য অবলোকন কর, ভূতসকলও আমার স্বরূপে অবস্থিত নহে (আমি সমস্ত ভূতগ্রামকেও অতিক্রম করিয়া আছি), আমি সমস্ত ভূতসকলকে ধারণ ও পোষণ করিতেছি, তথাপি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বিরাজিত আছি । (৯ম অঃ ৫ম শ্লোক) । ক্ষর এবং অক্ষরস্বভাব দ্বিবিধ পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষর-স্বভাব এবং কূটস্থ পুরুষ অক্ষরস্বভাব বলিয়া

উক্ত হইল । (১৫শঃ অঃ ১৬শ শ্লোক) । এই দুই হইতেই ভিন্ন উত্তমপুরুষ, যিনি পরমাত্মা নামে কথিত হইলেন, ইনিই ঈশ্বর, ইনি সদা নির্বিকার, ইনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা ভরণ করিতেছেন । (১৫শঃ অঃ ১৭শ শ্লোক) । যেহেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত, এবং অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তমনামে প্রসিদ্ধ আছি । (১৫শঃ অঃ ১৮শ শ্লোক) ।

উপরোক্ত স্থলে এবং এইরূপ অপরাপর স্থলে পরমাত্মাকে কূটস্থ জীব-চৈতন্য হইতেও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । পরমাত্মার বিভূত্ব ও কূটস্থ প্রত্যক-চৈতন্যের অবিভূত্ব, এই মাত্রই প্রভেদ দৃষ্ট হয় ; অপর কোন প্রকার প্রভেদ নাই ।

দৃশ্যমান জগৎও ব্রহ্মের অংশমাত্র, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে ; সুতরাং তাহা একদা অলীক নহে ; শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা যে অর্থে বলা হইয়াছে তাহা প্রতিই প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা—“যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্রষ্টাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যব সত্যম্” (ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠক ১ম খণ্ড) ইত্যাদি । (হে সৌম্য শ্বেতকেতু ! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই সমস্ত মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান হয় ; ঘটশরাবাদি সকলই এক মৃত্তিকারই বিকার ; কেবল বাক্য অবলম্বন করিয়াই (কেবল পৃথক পৃথক নামের দ্বারাই) পৃথক পৃথকরূপে বোধগম্য হয়, পরন্তু মৃত্তিকাই মাত্র সমস্ত, (মৃত্তিকা হইতে পৃথকরূপে ঘট শরাবাদের অস্তিত্ব নাই) ; তদ্রূপ জগৎকারণভূত ব্রহ্মই সত্য, তাঁহার জ্ঞান হইলেই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হয় । জগৎকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহা এই অর্থেই বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত ঘটের অস্তিত্ব যেমন মিথ্যা, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত জগতের অস্তিত্বও তদ্রূপ মিথ্যা । জগৎ

ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই যে একপ্রকার জ্ঞান, তাহাকে বৈদাস্তিক ভাষায় ভ্রম-জ্ঞান বা অবিদ্যা বলে ; ইহা অসম্যাক্ দর্শনের একপ্রকার ভেদমাত্র ; যেমন অন্ধকার স্থলে রজ্জু দর্শন করিয়া লোকে সর্প বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়, পরে আলোকের সাহায্যে ইহাকে রজ্জু বলিয়া অবধারণ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপদর্শন হইলে, জগৎকে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া আর বোধ হয় না, ব্রহ্ম বলিয়াই বোধ হয় ; দৃষ্টবস্তুর মিথ্যা নহে, তাহাকে সর্প বলিয়া যে জ্ঞান তাহাই ভ্রম ও মিথ্যা, তাহা রজ্জুজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় ; তদ্রূপ জগৎ মিথ্যা নহে, তাহাকে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া যে বোধ তাহাই ভ্রম ও মিথ্যা ; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ ভ্রম বিনষ্ট হয়, জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ জন্মে । পূর্বোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্যেও জগতের একদা মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না ; পরন্তু ইহার ব্রহ্মাভিন্নত্বই স্থাপিত হয় ; জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহার অংশমাত্র ।

জগৎকে একদা মিথ্যা (অস্তিত্বহীন) বলা যে উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় নহে, তাহা তৎপরবর্তী উপদেশের দ্বারা আরও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় । শ্রুতি বলিতেছেন :—“তদ্বৈক আছরসদেবেদমগ্র আসীদেক-মেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে । কুতস্ত খলু সৌম্যোবাং স্তাদিতি হোবাচ, কথমসতঃ সজ্জায়তে ? সত্ত্বৈব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।” (এই সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে উৎপত্তির পূর্বে অসৎ মাত্র ছিল— অর্থাৎ অস্তিত্বশীল কিছুই ছিল না, সেই অসৎ হইতে সৎ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । পরন্তু, হে সৌম্য ! হহা কিরূপে হইতে পারে, অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ (জগৎ) উৎপন্ন হইতে পারে ? হে সৌম্য ! বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্বে জগৎ এক অদ্বৈত সচ্চাপেই বর্তমান ছিল) । এই স্থলে জগৎকে সৎ বলিয়াই শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করিলেন । অধিকন্তু কার্য ও কারণের অভিন্নত্ব যে বেদান্ত শাস্ত্রের সন্মত, তাহা ভাষ্যকারদিগের

স্বীকার্য ; শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও তাহা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায় ব্যাখ্যানে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । সদ্বস্ত ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া বেদান্তে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হওয়াতে, তৎকার্য্য জগৎও সূতরাং সৎ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । তবে কারণ বস্তু ব্রহ্ম হইতে ইহা ভিন্ন ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহাই মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম ; এবং এই মাত্রই “জগৎ মিথ্যা” বাক্যের অর্থ ; জগৎ একদা অলৌক—অস্তিত্ববিহীন, ইহা উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় নহে, এবং এতি এইরূপ কখন উপদেশ করেন নাই ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের পূর্বাঙ্ক ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, জীব ও জড়জগতের অতীত হইয়া ব্রহ্ম অবস্থিত আছেন ; কিন্তু তদ্রূপ থাকিয়াও তিনি জগতের অন্তর্গামী, নিয়ন্তা ও বিধাতা ; এই সকল শক্তি তাঁহার স্বরূপগত ; সূতরাং তিনি ঈশ্বর (সর্ব-শক্তিমান্) নামে খ্যাত । জীব ও জগৎকে প্রকাশিত করিয়া যে, ব্রহ্ম ইহা-দিগের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া আছেন, তাহা নহে । বস্তুতঃ জগৎও জীব ব্রহ্মের শক্তিমাত্র, শক্তি কখন শক্তিমান্কে পারিত্যাগ করিয়া পৃথক্রূপে থাকিতে পারে না । অতএব ব্রহ্ম সর্বগত এবং সর্বনিয়ন্তা ; এই সর্বগতত্ব ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব তাঁহার স্বরূপগত শক্তি ; এই শক্তি দ্বারা তিনি জীব ও জড়বর্গ সমস্ত ধারণ ও নিয়মিত করিতেছেন ; সূতরাং এই শক্তি জীব ও জড়বর্গ হইতে অতীত, তাঁহার স্ব-স্বরূপান্তর্গত শক্তি ; পরব্রহ্মের এই স্বরূপগত শক্তি দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরনামের সার্থকতা হইয়াছে । পরন্তু পরব্রহ্ম সর্বগত এবং সর্বনিয়ন্তা হইলেও, তাঁহার নিত্যসর্বজ্ঞত্ব থাকাতে, তিনি জীবের ত্রায় অবিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েন না, নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বভাবই থাকেন । শ্রীভগবান্ বেদবাস ব্রহ্মস্থত্রে বহুবিধ ত্রুটি প্রমাণ এবং যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মের এবং বিধ স্বরূপই সংস্থাপিত করিয়াছেন । শাস্ত্রমতে পরব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব আরোপিত, তাঁহার স্বরূপগত নহে । এই সিদ্ধান্ত সংসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ

করা যায় না ; কারণ জীব ও সৃষ্টি অনাদি, ইহা সর্ববাদিসম্মত ; জগতের একপ্রকারে সৃষ্টির পর লয়, এবং তৎপরে পুনরায় উদয়, এইরূপে জগৎ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে। জীব যে নিত্য, তাহাও সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং জগৎ ও জীবের নিয়ন্তৃত্বশক্তি যাহা পরব্রহ্মে আছে, তাহাও নিত্য ; তাহা আকস্মিক হইলে, তাহার আবির্ভাবের নিমিত্ত অপর কারণ কল্পনা করিতে হয় ; তাহা সর্বথা শ্রুতি ও যুক্তির বিরুদ্ধ। অতএব পরব্রহ্মের ঐশী শক্তি ঔপচারিক নহে, তাহা তাঁহার স্বরূপগত নিত্য শক্তি। এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সর্ববিধ সাধক তাঁহার সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য না থাকিলে, তিনি জগতের সহিত সর্ববিধ সম্পর্করহিত হইতেন। তাহাতে সম্পূর্ণ ভেদবাদ স্থাপিত হয় ; ব্রহ্মের জগৎকারণতা অস্বীকার করিতে হয় ; সর্ববিধ উপাসনার আনর্থক্য স্থাপিত হয়, এবং জগত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত করা যায় না। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে এবং প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ প্রভৃতিতে তাহা নিঃশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব পরব্রহ্ম সত্য সত্যই ঈশ্বর ; এবং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পূর্বোক্ত শ্লোক সকলে এবং অপরাপর স্থানেও বেদব্যাস সুস্পষ্টরূপে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা “ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা” নামক মূলগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

বেদব্যাস স্বরচিত ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধমত যে ব্রহ্মসূত্রে সংস্থাপন করিয়া স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। নিম্বার্কভাষ্যে গীতাবাক্য এবং সমস্ত শ্রুতি সমন্বিত হয় ; সুতরাং এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানে নিম্বার্কভাষ্যেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত মতে গীতাবাক্যের এবং বহুবিধ শ্রুতির সহিত বিরোধ

জন্মে, এবং তাঁহার নিজের বিবৃত পূর্বকথিত ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব-বিষয়ক ঐতিমীমাংসার সহিতও অসামঞ্জস্য হয়। এবং ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসকলেরও সহজব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া, অনেকস্থলে কূটব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে হয়, এবং সূত্রসকল পরস্পরবিবোধী হইয়া পড়ে। দ্বৈতবাদিভাষ্যেরও ঐতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য হয় না। এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্যে ব্রহ্মের স্বরূপগত পূর্ণতার হানি হয়। সুতরাং সর্ববিধ ঐতি ও স্মৃতিবাক্যের মর্যাদা এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত এক-বাক্যতা রক্ষা করিয়া, নিষ্পাকভাষ্যে যে দ্বৈতাদ্বৈতমত স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; এবং সুক্তিদ্বারাও তাহাই সিদ্ধান্ত হয়; ইহা ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানে নানাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ম পাদের ১৪শ ও তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদের ১১শ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রভৃতি এই স্থলে দ্রষ্টব্য)।

সর্বরূপী ও অরূপী, সর্বরূপময় ও সর্বরূপাতীত, প্রাকৃতিক-গুণাতীত অথচ সর্বজগতের নিয়ন্তা ও আশ্রয়, এই ব্রহ্মকে ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়; ভক্তিই এই পূর্ণব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ণসাধন। আপনাকে এবং সমগ্র-বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, ভক্তিমার্গের অঙ্গীভূত। জ্ঞানমার্গের সাধক কেবল আপনাকেই ব্রহ্মরূপে ভাবনা করেন এবং জগৎকে অনাত্ম বলিয়া পরিহার করেন। ভক্তিমার্গের সাধকের নিকট অনাত্ম বলিয়া কিছু নাই; তিনি আপনাকে যেমন ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করেন, তজ্জপ পরিদৃষ্টমান সমস্ত জগৎকেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করেন, এবং ব্রহ্মকে জীব ও জগদতীত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ বলিয়াও চিন্তা করেন। এই ভক্তিমার্গের উপাসনাকে কেবল সঙ্গুণ উপাসনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে। ভক্তিমার্গের উপাসনা ত্রিবিধ অঙ্গে পূর্ণ; জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন ইহার একটি অঙ্গ, জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা ইহার দ্বিতীয়

অঙ্গ, এবং জীব ও জগৎ হইতে অতীত, সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বশক্তিমান্ ও সৰ্ব্বাশ্রয়-রূপে ব্রহ্মের ধ্যান ইহার তৃতীয় অঙ্গ । উপাসনার প্রথম দুই অঙ্গের দ্বারা সাধকের চিত্ত সৰ্ব্বতোভাবে নির্মল হয়, তৃতীয় অঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় । ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সঙ্গুণ ও নিগুণ উভয়ই ; জাগতিক কোন বস্তুই কেবল গুণাত্মক নহে ; ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণ অবস্থিতি করিতে পারে না ; কারণ গুণের স্বাতন্ত্র্য বেদান্তশাস্ত্রে নির্বন্ধ হইয়াছে । স্মৃতরাং ভক্তসাধক যে কোন মূর্তিদর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া তৎপ্রতি স্বভাবতঃ প্রেমযুক্ত হইবেন । এইরূপে সৰ্ব্ববিধ দ্বৈতধারণা ও অস্থায়ী-বিবৰ্জিত হইয়া চিত্ত নির্মল হইলে পরব্রহ্মে সম্যক্ নিষ্ঠার উদয় হয় ; ইহাই পরাভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মসূত্রেও বেদব্যাস এই ত্রিবিধ উপাসনাই মোক্ষসাধনের উপায় বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন । (বেদান্ত-সূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের শেষ সূত্র এবং তৃতীয় অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) । শ্রীমদ্ভগবদ্দীতায়ও এই পরাভক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া বেদব্যাস ভগবদ্বক্তিপ্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৮ শ অঃ ৫৪ ।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তদ্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮শ অঃ ৫৫ ।

অন্তার্থঃ—আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধিতে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত পুরুষ কোন বিষয়ে শোক করেন না, কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, সৰ্ব্বভূতে তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি হওয়াতে তিনি সম্যক্ সমদর্শী হইবেন, (“অনাত্মা” বলিয়া তাঁহার পক্ষে কিছুই পরিহার্য্য নহে) । এইরূপ অবস্থাপন্ন পুরুষই মৎসম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন ॥ ১৮শ অধ্যায়

৫৪ শ্লোক ॥ ভক্ত আমার যথার্থ স্বরূপ (পরম বিভূষণতাব, সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন অথচ গুণাতীতরূপ) সর্বতত্ত্বের সহিত এই পরাভক্তি দ্বারা জ্ঞাত হইলেই আমাতে প্রবেশ করেন । ১৮শ অঃ ৫৫ শ্লোক ।

তবে দ্বৈতবুদ্ধিতে কোন বিশেষ মৃত্তিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মোক্ষদাতৃত্বের অভাব আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যসকল নিবিষ্টচিত্তে পর্যালোচনা করিলেই তাহা উপপন্ন হইবে ; এবং শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও তাহাই ব্রহ্মমূর্ত্ত্রে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । পরন্তু শ্রুতি ও স্মৃতির উল্লিখিত তৎসম্বন্ধীয় বাক্যদ্বারা কেবল “অহং ব্রহ্ম” ইত্যাকার ভাবনারূপ জ্ঞান-যোগই একমাত্র মোক্ষ-সাধনোপায় বলিয়া অবধারিত হয় না ; সুতরাং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এতৎ-সম্বন্ধীয় মতও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না । দ্বৈতভাবে ভগবদ্বিগ্রহের উপাসনা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষপ্রদ না হইলেও তাহা চিত্তের নির্মলতা-সাধন করিয়া জ্ঞানযোগাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প কষ্টে অদ্বৈতজ্ঞান উৎপাদন করে, এই অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, পরাভক্তি আপনা হইতে উদয় হয়, এবং সাধক অবশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন । * আত্মানন্দবিচাব-প্রধান জ্ঞানযোগদ্বারাও মোক্ষ সাধিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই ; তাহা সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন-

* শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রথমাবস্থায় জ্ঞানযোগেরই পক্ষপাতী ছিলেন ; সুতরাং বেদান্ত-দর্শনের ভাষা তাহারই প্রাধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু তিনি শঙ্করাংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; সর্বশূন্যবাদ প্রভৃতি নাস্তিক বৌদ্ধমতসকলের পরাভব সাধন করিয়া তিনি যখন নির্মল প্রশান্ত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন ভক্তশ্রেষ্ঠ জগদগুরু শঙ্কর তাঁহার অগুণম পরাভক্তি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের দেহে সঞ্চারিত করেন ; ইহা ভক্তসমাজে প্রসিদ্ধ আছে । গঙ্গাস্তোত্র, অন্নপূর্ণাস্তোত্র, মহাদেবস্তোত্র প্রভৃতি যাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য পরে গ্রন্থন করেন, তাহাই তৎসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । এই সকল স্তোত্র পাঠ করিয়া কোন ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত না হয় ? শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত আনন্দলহরী-প্রভৃতি গ্রন্থও এই শ্রেণীরই গ্রন্থ ।

ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে ; পরন্তু এই প্রণালীর সাধন অতি কঠিন ; তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়েও বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । পরন্তু কেবল জ্ঞানযোগই যে মোক্ষলাভের উপায় তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না । বেদব্যাস পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যে জ্ঞানযোগ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পরন্তু স্বরচিত বেদান্তদর্শনে তিনি ভক্তিরোগই প্রশস্ত সাধনোপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । পাতঞ্জল-ভাষ্যেও “ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ” ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যানে ভক্তিরোগ যে অতিশীঘ্র কলোৎপাদন করে, তাহা বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন ; পরন্তু পাতঞ্জলদর্শন প্রধানতঃ জ্ঞানমার্গীয় গ্রন্থ বলিয়া তাহাতে জ্ঞানযোগেরই বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে । অতএব সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জলদর্শন জ্ঞানযোগীদিগের উপাদেয় ; ব্রহ্মসূত্র ভক্তিমান্ যোগিসকলের বিশেষ উপাদেয় ।

সামান্যতঃ বেদান্তদর্শনের বিষয় বর্ণনা করা হইল । এইরূপে মূলদর্শন ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । এই গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্কচার্য্যের সূত্র পাঠ ও ভাষ্যেরই অনুসরণ করা হইয়াছে ; সম্যক্ নিম্বার্কভাষ্য অনুবাদসহ অধিক্যুংশ সূত্রের নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ; কোন স্থানে ভাষ্যের ভাবার্থগ্রহণ করিয়া সরলভাবে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এবং প্রয়োজন অনুসারে কোন স্থানে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া শঙ্করভাষ্যও অনুবাদসহ প্রদর্শিত হইয়াছে ।

ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ ।

ওঁ হরিঃ ।

দাশনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

শ্রীক্ৰমসূত্ৰম্ ।

বেদান্তদর্শন-প্রথম অধ্যায় ।

প্রথম পাদ ।

১ম সূত্র । অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ।

(অথ—অতঃ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) ।

ব্যাখ্যা :—“অথ” = অনন্তর, বেদাধ্যয়নের পর দর্শনমীমাংসা পাঠে বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল অবগত হইবার পর ; “অতঃ” = অতএব, সেই ফল পরিস্ক্রিয় ও অন্তবিশিষ্ট বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া হেতু, এবং কর্ম্মকাণ্ডের পতিপাদ্য দেবদেবীসকলই ঈশ্বরাদীন ও ব্রহ্মের বিভূতিমাত্র বলিয়া অবগত হওয়াতে ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হওয়া হেতু ; “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত, এবং তৎসাক্ষাৎকারলাভের উপায়বিষয়ে উপদেশ পাইবার নিমিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট অনুগত শিষ্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন ।

ভাষ্য ।—অথাধীতষড়ঙ্গবেদেন কর্ম্মফলক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়ক-
বিবেকপ্রকারকবাক্যার্থজন্মসংশয়াবিষ্টেন ততএব জিজ্ঞাসিত-

ধর্মমীমাংসাসাশ্ত্রেণ তন্নিশ্চিতকর্মতৎপ্রকারতৎফলবিষয়কজ্ঞান-
বতা কর্মব্রহ্মফলসান্ত্বন্যসাতিশয়ত্বনিরতিশয়ত্ববিষয়কব্যবসায়জাত-
নির্বোধেন ভগবৎপ্রসাদেপ্সুনা তদর্শনেচ্ছালম্পটেনাচার্যৈক-
দেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেবাহর্দেন মুমুক্শুগাহনস্তাচিস্তাস্বাভাবিকস্বরূপ-
গুণশক্ত্যাদিভিবৃহন্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দা-
ভিধেয়স্তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়ৈতু্যপক্রমবাক্যার্থঃ ।

অন্তার্থঃ—ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নের পর কর্মফলের ক্ষয়ক্ষয়ত্ববিষয়ক বিভিন্ন
বেদবাক্যার্থ চিন্তা করিয়া কর্মফলের ক্ষয়ক্ষয়ত্ববিষয়ে বিচার উপস্থিত
হইয়া তৎপ্রতি সংশয় জন্মিলে, ধর্মের (বৈদিক ধর্মের) স্বরূপ অবগত
হইবার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হয় ; তদনুসারে ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষের
পূর্বমীমাংসাদর্শনপাঠে ধর্মের স্বরূপ ও প্রকারভেদ এবং তৎফলের জ্ঞান
উপজাত হয় । অতঃপর কর্মফলের সান্ত্বন্য সাতিশয়ত্ব ও নিরতিশয়ত্ব
বিষয়ক বিচার দ্বারা ইহার পরিচ্ছিন্নতাবিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান উপজাত হইলে,
তৎপ্রতি অনাস্থা উৎপন্ন হয় ; এই প্রকারে কর্মফলে অনাদরবিশিষ্ট মুমুক্শু
পুরুষ শ্রীভগবানের গুণগ্রাম শ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবৎ-
প্রসন্নতা ও ভগবদর্শনলাভেচ্ছাবশতঃ প্রীতিপূর্বক সৎগুরুর অনুগত হইয়া
ভক্তিপূর্বক তাঁহার নিকট স্বভাবতঃ অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বরূপ গুণ ও শক্তি
প্রভৃতি দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববিধ বিভূতির আশ্রয়, ব্রহ্মশব্দবাচ্য, পুরুষোত্তমের
বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ইহাই গ্রন্থারম্ভক বাক্যের
অভিপ্রায় ।

শ্রীরামানুজস্বামিকৃতভাষ্যে এই শ্লোকের বোধায়নধর্মিকৃত বৃত্তি উদ্ধৃত
হইয়াছে, তদ্যথা :—“বৃত্তাৎ কর্মাদিগমাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিষা” (পূর্বে
বেদোক্ত কর্মবিষয়ক জ্ঞানলাভকার্যের অনন্তর, অর্থাৎ জৈমিনী-সহজোক্ত

কর্ম্মমীমাংসা জ্ঞাত হইবার পর, ব্রহ্মাবশ্যে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয়) । বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিলে ইহা সমাক্ প্রতিপন্ন হয় যে, বেদ সমাক্ অধীত না হইলে, এই গ্রন্থপাঠে অধিকার জন্মে না, প্রতিবাক্যসকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থের অধিকাংশ সূত্র রচিত হইয়াছে । সেই শ্রুতিসকল যিনি অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহার পক্ষে এই গ্রন্থ সমাক্ বোধগম্য করা অসম্ভব ; অনেক সূত্র কেবল শ্রুতিরই ব্যাখ্যার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে জৈমিনীসূত্রের প্রতিও বিশেষরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে । কর্ম্মের প্রাধিক্য ও তদ্বিবয়ক বিধিবাক্যসকল বহুল পরিমাণে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উক্ত আছে ; তাহার তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত নভযি জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন প্রথমে অধ্যতব্য ; ইহা ধর্ম্ম-মীমাংসা । বেদোক্ত ধর্ম্মাচরণ ও তৎফলের অন্তবত্তাবিশয়ে সমাক্ জ্ঞান না হইলে, অনাদিকালহইতে আচরিত কর্ম্মসংস্কার শিথিল হয় না, এবং প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না । এই নিমিত্ত বেদাধ্যয়নান্তে প্রথমে ধর্ম্মমীমাংসা অধ্যয়ন করা কর্তব্য ; তদ্বারা কর্ম্মফল অবগত হইলে, বিচারদ্বারা ঐ ফলের অন্তবত্তা বিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান জন্মে ; এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা উপজাত হয় । কর্ম্মফলের অনিত্যতা জ্ঞাত হইলে তৎপ্রতি অনাস্থার উদয় হয়, এবং তদ্ব্যবসায়িত্ব-বতঃই শ্রুত্যানুসৃত কর্ম্মাভীত ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের নিমিত্ত চিন্তা ধাবিত হয়, ইহাই সূত্রার্থ । ইহা দ্বারা জিজ্ঞাসু শিষ্যের অধিকার ও গ্রন্থের বিষয় অবধারিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । জৈমিনিসূত্রকে পূর্ব্বমীমাংসা অথবা ধর্ম্মমীমাংসা, এবং ব্রহ্মসূত্রকে উত্তরমীমাংসা অথবা ব্রহ্মমীমাংসা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে ; বস্তুতঃ এই উভয় মীমাংসা অধীত হইলে সমাক্ বেদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় । বোধায়নঋষিকৃত বৃত্তি অতি প্রাচীন ; ব্রহ্মসূত্র পূর্ব্বে গুরুপরম্পরা যেরূপ উপদিষ্ট হইত, তদনুসারেই বোধায়ন

মুনি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং উক্ত প্রকার ব্যাখ্যাই সূত্রকার-বেদব্যাঙ্গের অভিমত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। *

শ্রীমচ্ছঙ্করার্চাধ্যাও স্বীয় ভাষ্যে “অথ” শব্দের “অনন্তর” অর্থ করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তিনি বলেন, যে বেদাধ্যয়নের পর ধর্মজিজ্ঞাসা না হইয়াও উপনিষৎপাঠেই একেবারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কাহার কাহার মনে উদয় হইতে পারে, ধর্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোন অঙ্গাঙ্গিভাব নাই, ধর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে কোন সাধাসাধক-সম্বন্ধ নাই ; অতএব ধর্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়, অথবা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে, এইরূপ সূত্রার্থ করা উচিত নহে। শঙ্করের মতে (১) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, (২) ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, (৩) শম (বহিরিঙ্গিয়-সংযম), (৪) দম (অন্তরিঙ্গিয়-নিগ্রহ), (৫) তিতিক্ষা (শীতোষ্ণ, ক্ষুধাতৃষ্ণ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা), (৬) উপরতি (বিষয়ানুভব হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতি), (৭) সমাধান (আত্মতত্ত্বের ধ্যান), (৮) শ্রদ্ধা (গুরু ও বেদাস্তবাক্যে সমাক্-আস্থা) এবং (৯) মুমুক্শু + (মোক্ষের নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা) এই সকল যাহার “প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। অতএব শঙ্করমতে “অথ” শব্দের অর্থ এই সকল নিত্যানিত্যবিবেকপ্রভৃতি সাধনসম্পত্তিলাভের অনন্তর।

এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কোন কোন পুরুষের পক্ষে বেদের কন্মকাণ্ড অধ্যয়নের পরে ধর্ম-জিজ্ঞাসা না হইয়াই উপনিষৎ অধ্যয়ন

* নির্ধার্তব্যের কাল নিরূপণ করা হয় নাই। এই নিমিত্ত বোধায়নভাষ্যের বিষয়ই এইস্থলে বিশেষরূপে উক্ত হইল।

+ ভাষ্যে “নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থকলভোগবিরাগঃ, শমদমাদি-সাধনসম্পৎ, মুমুক্শুঃ” উল্লিখিত আছে। এই আদিশব্দদ্বারা তিতিক্ষা, উপরতি সমাধান ও শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা শঙ্করার্চাধ্যাকৃত বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতিগ্রন্থ ও ভাষ্যের টীকা প্রভৃতি পাঠে অবধারিত হয়।

দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে, সন্দেহ নাই ; এবং বেদাধ্যয়ন পর্য্যন্ত না করিয়া শৈশবাবস্থায়ই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, এমনও পুরুষের কথা শ্রুত হওয়া যায় । কিন্তু তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচিত হয় নাই ; সাধারণ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । সূত্রার্থ করিতে ভারতবর্ষের প্রচলিত সাধারণ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সূত্রার্থ করা উচিত । বাগাদি কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অঙ্গাঙ্গিভাব ও সাধ্যসাধক ভাব নাই সত্য ; পরন্তু অনাদি-কাল হইতে জীব কর্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, তজ্জনিত সংস্কার অতিশয় দৃঢ় ; সুস্থ বিচার দ্বারা কর্মফলের স্বরূপ অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত তৎপ্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা সাধারণতঃ জন্মে না । বিশেষতঃ বিহিত কর্মসকলের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় ; চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা বদ্ধমূল হয় না । কদলী বৃক্ষ যেমন ফলদান করিয়া স্বয়ং বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বৃক্ষভিন্ন ফল উৎপন্ন হয় না ; তদ্রূপ বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানও চিত্তপরিশুদ্ধি সম্পাদন পূর্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অথবা মুমুক্ষুরূপ ফলোৎপাদন করিয়া স্বয়ং পর্য্যবসিত হয় ; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন চিত্তের এই পরিশুদ্ধি আপনা হইতে জন্মে না । পরন্তু কাহারও কাহাও বাল্য-কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইতে শ্রুত হওয়া যায় সত্য ; কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে, এবং তাঁহাদেরও পূর্ব পূর্ব জন্মাজ্জিত সাধনসংস্কার-বলেই ইহজন্মে এইরূপ অবস্থা লাভ হওয়া অনুমিত হয়, এবং শাস্ত্রকার-গণও তদ্রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বিশেষতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইবার পরেও সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান বর্জন করা এই ব্রহ্মসূত্রে স্বয়ং বেদব্যাস আশ্রমীর পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন, (ব্রহ্মসূত্র তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পাদের ২৬২৭ সংখ্যক ও অপরাপর সূত্র দ্রষ্টব্য) । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বর্জন অনুমোদিত হয় নাই । অতএব ব্রহ্ম-

জিজ্ঞাসাবিষয়েও কর্মের এবং কর্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ সম্বন্ধাভাব স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মদর্শনসম্বন্ধে কর্মের সাক্ষাৎ ফল-জনকতা না থাকিলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপাদন করিতে কর্মের ও কর্মফল-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ উপযোগিতা আছে। ইহাই যে কর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠফল, তাহা শ্রুতি স্বয়ং “তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন” ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের না হউক, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উৎপাদনবিষয়ে কর্মজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। সূত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত হুই নাই, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয়মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

নিত্যানিত্যবিবেক প্রভৃতি যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া শঙ্করাচার্য্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও সম্যক্ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। নিত্যানিত্যবিবেক যাহার জন্মিয়াছে, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব একপ্রকার অবগতই হইয়াছেন বলা যায়; সমস্ত জগৎই আনিত্য, আত্মাই নিত্য, এইরূপ জ্ঞান যাহার জন্মিয়াছে এবং এই আত্মার ধ্যানই কর্তব্য বলিয়া যিনি জানিয়াছেন, তিনিই নিত্যানিত্যবিবেকী। যিনি এই নিত্যানিত্য-বিবেকসম্পন্ন হইয়াছেন, এবং নিত্য আত্মাতে চিত্ত “সমাধান”-রূপ সাধন-বিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার তদতিরিক্ত কিছু জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া সম্ভবপর নহে; তিনি যখন আত্মাকে একমাত্র নিত্যবস্তু বলিয়া জানিয়াছেন এবং সেই আত্মার স্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত সমাধানরূপ সাধনসম্পন্ন হইয়াছেন, তখন সেই সাধনের ফল প্রাপ্ত না হইয়াই অপর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। এবঞ্চ আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, জিজ্ঞাসারই বা বিষয় আর কি থাকে? সুতরাং আত্মানানুবিবেক এবং সমাধান ও শমদমাদিসাধনসম্পত্তিসম্পন্ন হওয়ার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়, এইরূপ সূত্রার্থ যাহা শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত

বলিয়া বোধ হয় না । বিশেষতঃ বোধায়ন ঋষিকৃত বৃত্তি অতি প্রাচীন ; বৌদ্ধমত প্রবর্তিত হইয়া ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর বিশৃঙ্খলতা স্থাপিত হইবার বহু পূর্বে বোধায়নকৃত বৃত্তি বিরচিত হইয়াছিল ; আচার্য্য-পরম্পরা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা বৈরূপ পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল, তদনুসারেই ঐ বৃত্তি গ্রথিত হওয়া অনুমিত হয় ; সুতরাং তদনুমোদিত সূত্রব্যাখ্যা বর্জন করিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার অনুকূলে কোন সঙ্গত হেতু দৃষ্ট হয় না ।

২য় সূত্র । জন্মান্তর যতঃ ॥

(অস্ত্য বিশ্বস্ত্য, জন্মাদি যতঃ) ●

ভাষ্য ।—তল্লক্ষণাপেক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ—অস্ত্যাহচিন্ত্যাবিচিত্রসংস্থানসম্পন্নস্ত্যাসংখ্যেয়নামরূপাদি বিশেষাশ্রয়স্ত্যচিন্ত্যরূপস্ত্য বিশ্বস্ত্য সৃষ্টিস্থিতিলয়া যস্মাৎ সর্ববজ্ঞাতনস্ত্যগুণাশ্রয়াদ্ব্যাক্শেপকালাদিনিয়ন্তৃত্বগবতো ভবন্তি, তদেব পূর্বোক্ত নির্বচনবিষয়ং ব্রহ্মেতি লক্ষণবাক্যার্থঃ ।

ব্যাখ্যা :—জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের লক্ষণ সম্বন্ধে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন ;—পরম্পরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত অনন্ত অঙ্গবিশিষ্ট, অনন্ত ও নামরূপে প্রকাশিত, এই অনন্ত বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাহা দ্বারা সাধিত হয়, সুতরাং যিনি সর্ববজ্ঞ ও অনন্তগুণের আশ্রয়, যিনি ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং কালাদিরও নিয়ন্তা, তিনিই সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম । জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের লক্ষণ এইরূপে এই সূত্রের দ্বারা অবধারিত হইল ।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীরোপনিষদের তৃতীয়বল্লীর উল্লিখিত ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সূত্র বিরচিত হইয়াছে, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল :—

“ভৃগুর্বে বারুণিঃ । বরুণং পিতরমুপসসার । অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি ।

তস্মা এতৎ প্রোবাচ । অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি । তৎ হোবাচ । যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে । যেন জাতানি জীবন্তি । যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি । তদ্বিজ্ঞাসস্ব । তদব্রূহস্মিতি ।”

অন্ত্যর্থঃ—বরুণপুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তাঁহাকে বরুণ এই কথা বলিলেন :—অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্য এতৎ সমস্ত ব্রহ্ম ; আরও বলিলেন, যাহা হইতে এই দৃশ্যমান্ বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা দ্বারা জন্মপ্রাপ্ত সমস্ত জীবিতাবস্থায় রক্ষিত হইতেছে, যাহাতে এতৎ সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয় এবং প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে তুমি বিশেষ-রূপে জ্ঞাত হইতে প্রযত্ন কর, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকে এই বিচিত্র জগতের কারণ বলা দ্বারা ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্ব-শক্তিমত্তা ভাবতঃ বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সূত্রের শব্দার্থ এইমাত্র যে “এই জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি যাহা হইতে হয়” (তিনিই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)। এই সংক্ষিপ্তবাক্যের সম্যক্ অর্থ অবধারণ করিয়া, ভাষ্যকারগণ পূর্বোন্নিখিত প্রকারে সূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন :—“জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্বজ্ঞং ব্রহ্মত্বপক্ষিপ্তং” (ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া প্রদর্শন করাতে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বও উপক্ষিপ্ত (ভাবতঃ উপদিষ্ট) হইয়াছে)। কারণ, সর্বজ্ঞ ভিন্ন কেহ এই বিচিত্র অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের কেবল স্রষ্টা বলিয়া উপদেশ করা হয় নাই। সূত্রোক্ত “জন্মাদি” শব্দে জগতের জন্ম (সৃষ্টি), স্থিতি ও লয় এই তিনই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম জগতের কেবল স্রষ্টা নহেন, তিনি ইহার পালনকর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং বিনাশকর্ত্তাও বটে। অতএব স্বরূপতঃই তাঁহার সর্বশক্তিমত্তাও থাকা সূত্রে উক্ত হইয়াছে

বলিয়া বুঝিতে হইবে । অধিকন্তু যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা, তিনি অবশ্য জগৎ হইতে অতীত, জগৎকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছেন । অতএব ব্রহ্মের জগদতীতত্বও এতদ্বারা বলা হইল, বুঝিতে হইবে । শাক্তরভাষ্যেও এই সূত্রের সারার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা :—

“অন্ত জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্থানেককর্তৃত্বোক্তসংযুক্তস্ত প্রতি-
নয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্ত মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্ত জন্মস্থিতি-
ভঙ্গং যতঃ সর্বজ্ঞাং সর্বশক্তেঃ কারণান্তবত্তি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ ।”

অস্তার্থঃ—বিবিধ নাম ও রূপে প্রকাশিত, অনেক কর্তা ও ভোক্তা-
সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশকালাদিহেতুক ক্রিয়াফলের আশ্রয়ীভূত, মনের
দ্বারাও অচিন্ত্যরচনা-বিশিষ্ট, এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় যে সর্বজ্ঞ
সর্বশক্তিমান কারণ হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম ; ইহাই বাক্যার্থ । *

অতএব এই সূত্রের ফলিতার্থ এই যে, প্রথম সূত্রের জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম
জগদতীত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, এবং জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের
একমাত্র কারণ । এই সূত্রের দ্বারা সূত্রকার ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে
বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম সত্ত্ব ও নিগুণ উভয়রূপ । তিনি একদিকে
জগদতীত—নিগুণ, অপরদিকে সর্বশক্তিমান—সত্ত্ব ।

৩ সূত্র । শাস্ত্রযোনিহাং ।

(যোনিঃ = প্রমাণম্)

ভাষ্য ।—কিং প্রমাণকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ শাস্ত্রমেব
যোনিস্তজ্জপ্তিকারণং যস্মিন্স্থদেবোক্তলক্ষণলক্ষিতং বস্তু ব্রহ্ম-
শব্দাভিধেয়মিতি ।

* যে স্থানে বিশেষ প্রয়োজন সেই স্থানেই শাক্তরভাষ্য উদ্ধৃত করা হইবে, অন্তত
হইবে না ।

ব্যাখ্যা :—এই ব্রহ্ম কি প্রকার প্রমাণগম্য, তৎসম্বন্ধে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—শাস্ত্রই উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মকে জানিবার উপায়, তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ । পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দের অভিধেয় বস্তুকে শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ বস্তুই ব্রহ্ম । (মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষপাদে এতৎসম্বন্ধীয় অনেকগুলি শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এই স্থলে তৎসমস্ত দ্রষ্টব্য) ।

ব্রহ্ম অনুমানপ্রমাণগম্য নহেন ; কারণ অনুমান ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত, ব্রহ্ম তদ্রূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন । ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কেবল বাহ্য-রূপরসাদিকে বিষয় করে, যিনি তৎসমস্তের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের বিধানকর্তা তিনি তদ্বারা পর্যাপ্ত নহেন ; তিনি তৎসমস্তের অতীত । সুতরাং তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন ; এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনুমানপ্রমাণ-গম্যও নহেন । কেবল শাস্ত্রই তাঁহার বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যা দ্বিবিধরূপে করিয়াছেন, যথা:—
 “মহাঃ ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রশ্চসর্বজ্ঞকল্পশ্চ যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম” ।
 (মহান্ সর্বজ্ঞতুল্য যে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র তাহার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান ব্রহ্ম) । “অথবা যথোক্তমৃগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমন্ত ব্রহ্মণো যথাবৎস্বরূপাধিগমে । শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ” । (অথবা পূর্বোক্ত প্রকার সর্বজ্ঞকল্প ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎস্বরূপজ্ঞানের কারণ অর্থাৎ প্রমাণ । যিনি জগতের জন্মাদির কারণ তিনি যে ব্রহ্ম, ইহা কেবল শাস্ত্র-প্রমাণেরই গম্য, ইহাই সূত্রের অভিপ্রায়) । এই দ্বিতীয় অর্থই শঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন ।

কিন্তু এইস্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বেদ কৰ্ম্মকেই

মুখ্যরূপে উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া জৈমিনিমীমাংসায় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ; পরন্তু এইস্থলে বলা হইল যে, বেদ ব্রহ্মকেই জগৎকারণ ও মুখ্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; সুতরাং এই শেষোক্ত মত কিরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে ? এবং ব্রহ্মকে যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগম্য বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহাকে শব্দপ্রমাণেরও অবিসয় বলিয়া শ্রুতিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতএব ব্রহ্মকে কিরূপে শ্রুতি-প্রমাণ-গম্য বলা যাইতে পারে ? তদন্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

৪ সূত্র । তত্ত্ব সমন্বয়াৎ ॥

(“তু” শব্দো আশঙ্কানিরাশার্থঃ । তস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্বশ্চ বেদশ্চ সম্যগ্-
বাচ্যতয়া অন্বয়স্তস্যাং শাস্ত্রৈকবেদ্যম্ উক্তলক্ষণং ব্রহ্মৈব) ।

ব্রহ্মই শ্রুতিবাক্যসকলের প্রতিপাদ্য ; এক ব্রহ্মেতেই সকল শ্রুতির সমন্বয় হয় ; অতএব উক্তলক্ষণ (জগতের জন্মাদির হেতু) ব্রহ্মই একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণগম্য ।

ভাষ্য ।—ননু সমস্তশ্রুতিপি বেদশ্চ ক্রিয়াপরত্বেন তত্ত্বিন্ন-
বিষয়কাণাং বেদান্তবাক্যানামপ্যর্থবাদবাক্যানাং তৎপ্রমাণস্ত্য-
প্রতিপাদনদ্বারা পরম্পরয়া বিধিবাক্যৈকবাক্যতাবৎ ক্রত্বঙ্গকর্তৃ-
প্রাশস্ত্যপ্রতিপাদনেন বিধ্যেকপরত্বাৎ, কথমিব শাস্ত্রৈকপ্রমাণকং
ব্রহ্মেতিপ্রাপ্তে, রাষ্ট্রান্তঃ, তজ্জিজ্ঞাসাং বিশ্বকারণং শাস্ত্রপ্রমাণকং
ব্রহ্মৈব ন কস্মাদি ; তত্রৈব প্রতিপাদকতয়া কৃৎস্নশ্রুতিপি বেদশ্চ
সমন্বয়াৎ মুখ্যবৃত্ত্যাহ্বয়ঃ । যদ্বা বেদেষু তত্রৈব প্রতিপাদকতয়া
সমন্বয়াদিতিসংক্ষেপঃ । ন চ কস্মাণি তৎসমন্বয়ো বক্তুং শক্যঃ ;
তশ্চ তু বিবিদিষোৎপাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ ক্রত্বঙ্গং ব্রহ্মেতিতু
বালভাষিতম্ । তশ্চ সর্বকৰ্ম্মকর্ত্রাদিকারকনियন্তৃত্বেন স্বাতন্ত্র্যাৎ,

তৎফলদাতৃত্বাচ্চ । প্রত্যুত কৰ্ম্মণ এব বিবিদিষোৎপাদনেন পর-
ম্পরয়া তৎপ্রাপ্তিসাধনীভূতজ্ঞানোৎপত্ত্যুপকারকত্বেন সমন্বয় ইতি
নিশ্চীয়তে বিবিদিষাশ্রতেঃ । ননু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়কত্ব-
বচ্ছব্দপ্রমাণাবিষয়ত্বশ্চাপি শ্রুতিসিদ্ধত্বান্ন শাস্ত্রৈকপ্রমেয়ং ব্রহ্মোতি-
প্রাপ্তে, ক্রমঃ, জিজ্ঞাস্তং ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকমেব, নাগ্যপ্রমাণকম্ ;
সমস্তশ্রুতীনাং সাক্ষাৎপরম্পরয়া বা তত্রৈব সমন্বয়াৎ ।
তত্র লক্ষণপ্রমাণাদিবাক্যানাং স্বত এব তদ্বিষয়কত্বেন, শাণ্ডিল্য-
পঞ্চাগ্নিমধুবিজ্ঞাদিবাক্যানাং প্রতীকাদিপ্রকারকাণাং চ পরম্পরয়া,
সমন্বয়ঃ । যদ্বা সৰ্ব্বেষামপি বাক্যানাং ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্ত-
কত্বেহপি সাক্ষাদেব ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ, তত্ত্বদ্বাক্যবিষয়াণাং সৰ্ব্বে-
ষামপি ব্রহ্মাত্মকত্বাবিশেষেণ মুখ্যবাক্যত্বাৎ । নচৈবং বিষয়নিষেধ-
পরাণাং বাধঃ শঙ্কনীয়স্তেষাং ব্রহ্মস্বরূপগুণাদিবিষয়কেয়ভানিষেধ-
পরত্বেন সমবিষয়ত্বাৎ । কিঞ্চাত্র প্রক্টব্যো ভবান্ “শব্দাহবিষয়ঃ
ব্রহ্মোতিবাক্যস্ত বাচ্যং ব্রহ্মাভিপ্রেতং নবেতি ? আছে বাচ্যত্ব-
সিদ্ধেরবাচ্যত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ, দ্বিতীয়ে সূতরাং বাচ্যতেতি । তস্মাৎ
সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বাচিন্ত্যশক্তিবিশ্বজন্মাদিহেতুর্বেদৈকপ্রমাণগম্যঃ
সৰ্ব্বভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্তৈব জিজ্ঞাসাবিষয়-
স্তত্রৈব সৰ্ব্বং শাস্ত্রং সমন্বয়েতীত্যোপনিষদানাং সিদ্ধান্তঃ ॥

অন্তার্থঃ—(পূর্ব্বস্থত্রে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্রই ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ
অর্থাৎ জ্ঞাপ্তিকারণ) । কিন্তু ইহাতে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে,
(জৈমিনি মীমাংসায় “আত্মায়শ্চ ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্” ইত্যাদি
স্থত্রে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে) সমস্ত বেদ যাগাদিক্রিয়াকেই

মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত করে ; ক্রিয়ার্থ প্রকাশ করে না, এইরূপ যে বেদোক্ত অর্থবাদবাক্য, তৎসমস্ত পরম্পরাসূত্রে ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যসকলেরই অর্থ বিস্তার করিয়া প্রকাশ করে (ইহারা বিধিবাক্যসকলেরই স্তাবক ; “বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তব্যর্থেন বিধীনাং স্মৃঃ” ইত্যাদি জৈমিনি সূত্রে ইহা প্রকাশিত আছে) ; এইরূপে এই সকল অর্থবাদবাক্য পরম্পরাসূত্রে বিধিবাক্যসকলের সহিত একার্থতা প্রাপ্ত হইয়া সার্থক হয়, ইহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র অর্থ নাই । তদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়ক বেদান্তবাক্যসকলও যাগাদিক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যসকল হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রতিপাদন করে না বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা উচিত । কর্ম্মকর্ত্তা ক্রতুরই একান্ত ; “তস্মমসি” ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে ঐ কর্ম্মকর্ত্তারই ব্রহ্মত্ব উপদেশ করা হইয়াছে ; তদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বেদের অর্থবাদবাক্যের দ্বারা, বেদান্তের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকল ক্রতুর অঙ্গীভূত যে কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহারই স্তাবকবাক্য নাত্র ; ঐসকল বাক্যের দ্বারা বেদ স্বতন্ত্র কোন অর্থ প্রকাশ করেন নাই । ইহারা পরম্পরাসূত্রে বেদোক্ত কর্ম্মবিষয়ক বিধিবাক্যেরই প্রাধান্য প্রকাশ করে, সর্ব্বপ্রধানরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না । অতএব পূর্ব্বসূত্রে যে বিশ্বকারণরূপে (স্তবরাং যাগাদি কর্ম্মেরও কারণরূপে) ব্রহ্মকে শাস্ত্র প্রমাণিত করে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা গ্রাহ্য নহে । এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” ; “তৎ” অর্থাৎ ব্রহ্মই বিশ্বকারণ এবং শাস্ত্র তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করে ; কারণ মুখ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়রূপে ব্রহ্মেতেই মুখ্যবৃত্তিতে সমস্ত বেদবাক্যের অন্বেষণ হয় । অথবা সংক্ষেপতঃ সূত্রার্থ এই যে, বেদবাক্যসকলের প্রতিপাত্তরূপে ব্রহ্মেরই সমন্বয় হয় । কর্ম্মে বেদবাক্যসকলের সমন্বয় হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে না ; কারণ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইবার ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করিয়াই কর্ম্মশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; এই ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করাই কর্ম্মের শেষ ফল ।

অতএব ব্রহ্মকে ক্রতুর অঙ্গস্বরূপে মাত্র উপদেশ করাই বেদের অভ্যর্থনা, ইহা নির্বোধ বালকের উপযুক্ত কথা । ক্রতুসম্বন্ধীয় কর্ম, কর্তা, করণ, ইত্যাদি সমুদয় কারকই ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বের অধীন বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন এবং যজ্ঞের ফলদাতাও তিনি (“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”, “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং” “যং সর্বো দেবা নমস্ন্তি” ব্রহ্মৈবদং সর্বং” ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য), সুতরাং তিনি তৎসমস্ত হইতে স্বতন্ত্র । এবঞ্চ “তমেতমাত্মানং বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদীষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বিবিদিবা (জিজ্ঞাসা) উপাদান করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত যে জ্ঞান, তাহার উৎপত্তিবিষয়ে পরম্পরাসূত্রে উপকারক হয় বলিয়াই কর্মের সার্থক্য হয়, এবং শ্রুতিও এই নিমিত্ত কর্মের উপদেশ করিয়াছেন ।

পরন্তু কেহ কেহ এইরূপও আপত্তি করেন যে, শাস্ত্র যেমন একদিকে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ তাহাকে শব্দপ্রমাণেরও অগম্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; অতএব পূর্বোক্ত তৃতীয় সূত্রে যে ব্রহ্মকে শাস্ত্রপ্রমাণগম্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অপসিদ্ধান্ত ; (কারণ শাস্ত্রবাক্যসকলও শব্দমাত্র, ব্রহ্মশব্দের অবিষয় হওয়ায় তিনি শাস্ত্রপ্রমাণগম্য হইতে পারেন না) । এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি যে “তৎ” জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, তিনি প্রত্যক্ষাদি অন্ত প্রমাণগম্য নহেন ; কারণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমস্ত শ্রুতির সমন্বয় হয় ; তন্মধ্যে যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের লক্ষণ এবং প্রমাণাদিবিষয়ক, সাক্ষাৎসম্বন্ধেই তাহাদের ব্রহ্মেতে সমন্বয় হয় ; এবং শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা, পঞ্চাঙ্গবিজ্ঞা, মধুবিজ্ঞা প্রভৃতি-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকোপাসনাপর বাক্যসকলেরও পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই

সমন্বয় হয় । বস্তুতঃ ভিন্নার্থবোধক হইলেও সমস্ত বেদবাক্যেরই সাক্ষাৎ-
সম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমন্বয় হয় বলিয়া নির্দেশ করা যায় ; কারণ তত্ত্ববাক্য-
সকলের বিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থেরই সমভাবে ব্রহ্মাত্মকরূপেই মুখ্যবাচ্যত্ব
হইয়াছে । (“সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ) ।
এই সিদ্ধান্তে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে, ব্রহ্মকে শ্রুতিপ্রমাণগম্য
বলিলে (শব্দের অবিষয়রূপে যে সকল শ্রুতি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন,
যথা “অবাস্ত্বানসগোচরঃ” “ঋশদম্পর্শং” “যতো বাচা নিবর্তন্তে”
ইত্যাদি) সেই সকল শ্রুতি এই নীমাংসানুসারে নিরর্থক হইয়া পড়ে ;
কিন্তু শ্রুতিকে নিরর্থক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ; অতএব
এই সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । কিন্তু বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্তের
সহিত পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের কোন বিরোধ নাই ; কারণ যে সকল
শ্রুতি ব্রহ্মকে শব্দের অবিষয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতি
ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বরূপগত গুণসকলের “ইদম্ভা”-নিষেধপর মাত্র অর্থাৎ
ব্রহ্ম যে এইমাত্রই নহেন, এবং কেবল শব্দাদিশক্তিমত্তাতেই যে তাঁহার
স্বরূপগত শক্তিসকল পর্য্যাপ্ত হয় না, তদতিরিক্ত ভাবেও যে তিনি আছেন,
তন্মাত্র প্রকাশ করাই সেই সকল শ্রুতির অভিপ্রায়, কারণ সেই সকল
শ্রুতি স্বয়ং শব্দমাত্র হইয়াও ব্রহ্মকেই বাচ্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন । আর
এই স্থলে আপত্তিকারীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে “শব্দের অবিষয় ব্রহ্ম”
এই যে বাক্য, ইহার বাচ্য ব্রহ্ম কি না, এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত
কি ? যদি বলেন যে, এই বাক্যের বাচ্য ব্রহ্ম, তবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা
ভঙ্গ হইল ; ব্রহ্ম, শব্দের বাচ্য হইয়া পড়িলেন ; আর যদি বলেন যে, না,
তাহা হইলেও এই “না” বলা দ্বারাই কার্য্যতঃ ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব
সিদ্ধ হইল । (কারণ “ব্রহ্ম”-শব্দের বাচ্য যে ব্রহ্মবস্তু তাহা তিনি ঐ
শব্দদ্বারাই বুঝিয়াছেন, না বুঝিলে এইরূপ উত্তর করিতে পারেন না) ।

অতএব সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মোত্তেই সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিত হয়; গ্রন্থারম্ভে জিজ্ঞাসার বিষয় বলিয়া যে ব্রহ্মকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি এই অচিন্ত্যশক্তিক বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়হেতু, তিনি একমাত্র বেদপ্রমাণগম্য; তিনি সমগ্রবিশ্ব হইতে ভিন্নও বটেন এবং অভিন্নও বটেন, এবং তিনিই সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বিশ্বাত্মা বাসুদেব ।

এই সূত্রব্যাখ্যানে ভাষ্যকার ইহা প্রতিপন্ন করিলেন যে, ব্রহ্ম বেদোক্ত যাগাদিকর্ম্মের অতীত, এবং ঐ যাগাদিকর্ম্মের কর্ত্তা যে পুরুষ, তাঁহার সত্তাতে মাত্র ব্রহ্মসত্তা পর্য্যাপ্ত হয় না; তিনি কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষসকলের এবং তৎকৃত সর্ববিধকর্ম্মের নিয়ন্তা ও বিধাতা । আবার সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রদর্শন করিয়া, ভাষ্যকার মধুবিজ্ঞা প্রভৃতিতে কথিত উপাসনাকর্ম্মেরও সার্থকতা প্রতিপন্ন করিলেন । অতএব ভাষ্যকারের শেষ মীমাংসা এই যে, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধই দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্রকার স্থাপন করিয়াছেন । “একাংশেন স্থিতো জগৎ” এবং “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” “ক্ষরাদতীতোহহমক্ষরাদ-পিচোত্তমঃ” ইত্যাদি গীতাবাক্যেও এইরূপ ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধই বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিয়াছেন । অপিচ তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে ব্রহ্মের সহিত শাস্ত্রের বাচ্যবাচকসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । এই বাচ্যবাচকসম্বন্ধ থাকে পাতঞ্জল-দর্শনে “তত্ত্বং বাচকঃ প্রণবঃ” সূত্রে শ্রীভগবান্ পতঞ্জলিও নির্দেশ করিয়াছেন । ঐ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই মত প্রকাশ করিয়াছেন,—যথা :—“বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্ত ।...সম্প্রতিপত্তি-নিত্যতয়া নিত্যঃ শকার্থসম্বন্ধঃ” । পরন্তু ব্রহ্ম একান্ত নিগুণস্বভাব নিঃশক্তিক হইলে, এই বাচ্যবাচকসম্বন্ধ অসম্ভব; কারণ শব্দ গুণমাত্র; একান্ত নিগুণপদার্থে ইহার শক্তি প্রতিহত হইয়া যায়, একান্ত নিগুণ-

পদার্থের সহিত ইহার কোনপ্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে না ; সুতরাং বাক্যের দ্বারা একান্ত নিগূর্ণপদার্থসম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না । ব্রহ্ম যখন সূত্রকারের মতে শ্রুতিপ্রমাণগম্য, তখন তিনি একান্ত নিগূর্ণ নহেন । যাহা দ্বারা বোধ জন্মে, তাহারই নাম প্রমাণ । শব্দরূপ শ্রুতিসকল তাঁহার গুণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার বোধ জন্মায় ; ব্রহ্মের যে গুণাতীতস্বরূপ তৎসম্বন্ধেও শ্রুতি ইহা বিজ্ঞাপন করে যে, তাহা বুদ্ধিগম্য পদার্থ নহে, তাহা তদতীত । অতএব তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্র দ্বারা সূত্রকার ইহাই বিজ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম যখন বেদান্ত কৰ্ম্মের ও কৰ্ম্মকর্তার অতীত হইয়া আছেন, তিনি যখন কৰ্ম্মকর্তা কিংবা দ্রব্যাদিসমন্বিত কৰ্ম্মের দ্বারা পর্যাপ্ত নহেন, তখন তিনি প্রাকৃতিকগুণাতীত এবং জীব হইতেও শ্রেষ্ঠ । আবার তিনি যখন শব্দ-প্রমাণগম্য, তখন তিনি সত্ত্বগুণও বটেন । সুতরাং ব্রহ্মের নিগূর্ণত্ববিষয়ক শ্রুতিসকল তাঁহার “এতাবন্মাত্রত্বই” (জগৎ ও জীবমাত্রত্বই) নিষেধ করে বলিয়া বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । বেদান্তদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বিশেষরূপে ব্রহ্মবিষয়ক । তাহাতে ব্রহ্মসম্বন্ধে এইরূপই সিদ্ধান্ত সূত্রকার সর্বত্র প্রতিপাদিত করিয়াছেন । সূত্রকার কোন স্থানে ব্রহ্মের সম্বন্ধে কেবল নিগূর্ণত্ব অথবা কেবল গুণাবচ্ছিন্নত্ব বর্ণনা করেন নাই ।

এই সূত্রের শাস্ত্ররভাষ্য অতি বিস্তীর্ণ ; তাহাতে নানাবিধ বিচার প্রবর্তিত করা হইয়াছে ; তৎসমস্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করা নিশ্চয়োজন । ইহার সার এই যে, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের গম্য নহেন, কেবল শাস্ত্রই তাঁহার সম্বন্ধে প্রমাণ ; ফলের দ্বারা শাস্ত্রের প্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হয় । মীমাংসকগণ বলেন যে “ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, জগদতীত নহেন, কারণ কৰ্ম্ম অথবা উপাসনাবিধির অঙ্গরূপে মাত্র তিনি বেদে উক্ত হইয়াছেন ; অতএব

কৰ্ম্মাভীত ব্রহ্ম শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহেন ; বৈদিককৰ্ম্মের অঙ্গীভূত যে কৰ্ম্মকর্তা, ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকল তাঁহারই স্তুতিসূচক বলিতে হইবে ; কারণ ঐ কৰ্ম্মকর্তাকেই ঋতি ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ।” “মীমাংসক” গণের এই মত সঙ্গত নহে ; কারণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ কৰ্ম্মসাধ্য নহে, তাহা ঋতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, এবং আত্মা যে অসঙ্গস্বভাব, শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত, তাহাও ঋতি উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং তিনি কৰ্ম্মসাধ্য হইতে পারেন না, এবং ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাভীত হয়েন বলিয়া ঋতি স্পষ্টরূপে উপদেশ কৰ্ম্মাতে, ব্রহ্মকে কৰ্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া কোন প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে না । ব্রহ্মকে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ারও কৰ্ম্ম বলা যাইতে পারে না ; কারণ ঋতি তাঁহাকে বিদিত ও অবিদিত সকল হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ঋতি যে আত্মাকে জ্ঞাতব্য ধাতব্য ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই নহে যে, আত্মা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধ্যানক্রিয়ার গম্য । অপর সৰ্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবৃত্তিকে নিকরু করাই উক্ত উপদেশ সকলের সার ; অপর বৃত্তি নিকরু হইলে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম আপনা হইতে প্রকাশিত হয়েন । জৈমিনিসূত্রে বলা হইয়াছে যে, কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মানই বেদের সার, ইহা বেদের কৰ্ম্মকাণ্ড-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, বেদান্তসম্বন্ধে নহে । কৰ্ম্মকাণ্ডেও নিষেধসূচক বাক্যা-গুলি অধিকাংশস্থলে অভাব অর্থাৎ ঔদাসীণ্যবোধক, কোন ক্রিয়াবোধক নহে ; অতএব কৰ্ম্মে প্রেরণাই বেদার্থ বলিয়া কোন প্রকারে স্বীকার করা যায় না । ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

পরন্তু শাক্তরভাষ্যে মূলসূত্রার্থের ব্যাখ্যা এইরূপে করা হইয়াছে, যথা :—

“তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । তদ্ব্রহ্ম সর্ববজ্রং সর্ববশক্তি-
জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে । কথং ?

সমস্বয়াৎ ; সর্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্যোণৈতৎস্বার্থস্ত
প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি” ।

অর্থঃ—“সূত্রে যে “তু”—শব্দ আছে, তাহা আপত্তিভঞ্জনবোধক ।
সেই ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু ;
বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা তিনি এইরূপ বলিয়া জ্ঞাত হইলেন । ইহা কি নিমিত্ত
বলি ? উত্তর :—এইরূপ ব্রহ্মই বেদের সমন্বয় হয় । সমস্ত বেদান্তোল্লিখিত
শ্রুতিবাক্যসকলের তাৎপর্য প্রতিপাদ্যরূপে ব্রহ্মেরই অনুসরণ করে ।”

বস্তুতঃ শ্রুতি স্বয়ং “সর্বো বেদোৎপাদকোহনন্তি, সর্বো বেদো যত্রৈকী-
ভবন্তি” ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মেতেই সমস্ত
শ্রুতি সমন্বিত হয়, তাঁহাকে প্রতিপন্ন করাই সমস্ত শ্রুতির অভিপ্রেত ।

কিন্তু এতৎসম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ত্রিগুণাত্মক প্রধানকেই
জগৎকারণ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে, এবং প্রধানের জগৎ-
কারণতা-বিষয়ে সাংখ্যবাদীরা শ্রুতিপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, যথা:—

“অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

বহ্বাঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সৰূপাম্” ।

ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায় ।

(লোহিত ও শুক্লবর্ণ (সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিক) একা প্রকৃতি
নিজের সমানরূপবিশিষ্ট (ত্রিগুণাত্মক) বহুবিশিষ্ট প্রজা সৃষ্টি করেন) ইত্যাদি ।
এই আপত্তি খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে পরবর্তী সূত্রের অবতারণা করা
হইয়াছে । যথা :—

১ম অঃ ১পাদ ৫ সূত্র । ঐক্ষতের্নাশব্দম্ ॥

(“ঐক্ষতেঃ,”-ন—অশব্দম্”)

ভাষ্য ।—সাংখ্যাভিমতমচেতনং প্রধানং তু অশব্দম্ শ্রুতি-

প্রমাণবর্জিতম্, অতো নৈব জগৎকারণম্; জগৎকর্তৃশ্চেতন-
ধর্ম্মশ্চেক্ষণশ্চ শ্রবণাৎ ।

ব্যাখ্যা—সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত অচেতন প্রধানের জগৎকারণতাবিষয়ে কোন প্রমাণ প্রতিতে নাই, তাহা জগৎকারণ নহে, অচেতন প্রধানকে জগৎকারণ বলা প্রতির অভিপ্রায় নহে; কারণ প্রতি স্পষ্টরূপে জগৎ-
কারণের “ঈক্ষণ” শক্তি (জ্ঞানপূরক দর্শনশক্তি) থাকা উল্লেখ করিয়াছেন; প্রধানের সেই শক্তি স্বীকৃতমতেই নাই ও থাকিতে পারে না; কারণ প্রধান অচেতন। অতএব সাংখ্যাজিহ্মত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব প্রতিবিরুদ্ধ। (ঈক্ষণঃ=(জগৎকারণের) ঈক্ষণকার্য্য (প্রতিতে) উক্ত থাকা হেতু; ন=সাংখ্যাজিহ্মত অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে; অশব্দম্=(অশ্রোতম্) ইহা প্রতিসিদ্ধ নহে, প্রতিপ্রমাণবিরুদ্ধ। জগৎ-
কারণের ঈক্ষণকার্য্যবিষয়ক প্রতি, যথা :—

“সদেব সৌমোদমগ্রাসৌদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তদৈক্ষত

বহু স্তাং প্রজাশ্চৈয়েতি তন্ত্বেজোহসৃজত” ইত্যাদি,

৭।সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠ প্রপাঠক দ্বিতীয় খণ্ড)

অন্ত্যর্থঃ—হে সৌম্য! এই জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) ভেদরহিত একমাত্র অদ্বিতীয় সত্ত্ব (ব্রহ্ম) ছিল...সেই সৎ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, (মনন করিয়াছিলেন) আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে সৃষ্টি হউক, এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া, সেই সৎ তেজের সৃষ্টি করিলেন।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদে এইরূপ বাক্য আছে, যথা :—

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রাসীৎ । নাশ্রুৎ কিঞ্চনমিষৎ ।

স ঈক্ষত লোকান্ হু সৃজা ইতি । স ইমার্লোকানসৃজত” ।*

* এই সকল এবং অপরায় অনেক প্রতির অর্থ বিশেষরূপে মূল গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের চতুর্থপাদে বিচারিত হইয়াছে, তাহা এইস্থলে দ্রষ্টব্য ।

অন্তার্থঃ—“এই বিশ্ব অগ্রে এক আশ্রয়রূপে অবস্থিত ছিল, অতঃপর কিছুই স্মরণ ছিল না, সেই আশ্রয় ঈক্ষণ করিলেন, লোকসকলকে সৃষ্টি করিব কি ? তিনি লোকসকল সৃষ্টি করিলেন ।”

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিও এই মর্মের ।

শ্রুতি এইরূপ জগৎকারণের “ঈক্ষণ” (মনন) কার্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যিনি জগৎকারণ তিনি “ঈক্ষণ” পূর্বক জগৎ রচনা করিলেন । সাংখ্যাভিमत প্রধান অচেতন, সুতরাং উক্ত “ঈক্ষণ” কার্য অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারে না ; অতএব প্রধানের জগৎ-কারণতা শ্রুতিবিরুদ্ধ, সুতরাং অগ্রাহ্য । (এই শ্রুতির ফলিতার্থ এই যে জগৎকর্তা ব্রহ্ম ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট অতএব চৈতন্যময় ; সুতরাং শ্রুতি অনুসারে সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না) ।

এইস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বহু এইবেন, এইরূপ মনন (ঈক্ষণ) করিয়া প্রজাসকলরূপে আপনাকে সৃষ্টি করিলেন, এবং পৃথক পৃথকরূপে সৃষ্টি হইবার পূর্বে সমস্ত বিশ্ব তাহার সহিত একীভূত হইয়াছিল, তখন কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্র ছিলেন । পরন্তু সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া শ্রুতি নানা স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অপর সকল শাস্ত্রেও এইরূপ মতই প্রকাশিত হইয়াছে ; দার্শনিকদিগের মধ্যেও এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই ; সুতরাং এই ঈক্ষণশক্তি যে ব্রহ্মস্বরূপে পূর্বে ছিল না, হঠাৎ উপস্থিত হইল, এইরূপ প্রকাশ করা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত নহে । ব্রহ্মে এই মননশীলতার অভাব ছিল, পরে তাহা উপজাত হইল, এইরূপ বলিলে তাহার কোন কারণও নির্দেশ করা প্রয়োজন, অকারণ কোন কার্য হইতে পারে না ; এবং ব্রহ্মের কালাধীনতা, এবং পরিণামশীলত্বও স্বীকার করিতে হয় ; তাহা শ্রুতি পুনঃপুনঃ

প্রতিবেদন করিয়াছেন। সুতরাং এই “ঈক্ষণ” শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপগত নিত্য শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিও যে তাঁহার স্বরূপগতশক্তি, তাহা খেতাস্থতর শ্রুতি “দেবাত্মশক্তিং স্বপ্তগৈনিগূঢ়াম্” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।* “জন্মান্তস্ত বতঃ” সূত্রে (এই পাদের দ্বিতীয় সূত্রে) বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং প্রলয়কর্তা। সুতরাং এই “ঈক্ষতেনাশকম্” সূত্রের দ্বারা পরিলক্ষিত শ্রুতিসকলের সহিত উক্ত বাক্যসকলের সমন্বয় করিলে, ইহা উপপন্ন হয় যে, ব্রহ্মের স্বরূপগত “ঈক্ষণ” শক্তি জগতের কেবল সৃষ্টি-বিষয়ক নহে, জগতের রক্ষণ ও লয়-সাধনও ইহার অন্তর্ভূত। পরিবর্তনই জগতের স্বরূপগত ধর্ম, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পরিবর্তনের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিনটিই পরিবর্তনশব্দের বাচ্য। অতএব জগতের এই নিত্য পরিবর্তনশীলতা দ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্টিাদি-শক্তির নিত্যত্বই সপ্রমাণ হয়।

পূর্বকথিত “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসাৎ” ইত্যাদি শ্রুতি, বাহাতে ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়ক “ঈক্ষণ” বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহার সম্যক বিচার করিলে দেখা যায় যে, সৃষ্টির অতীতাবস্থা বাহা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই উক্ত বাক্যসকল দ্বারা বিশদরূপে শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রুতি প্রথমে বলিলেন, যে চরাচর সমস্ত বিশ্ব তদ-বস্থায় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত, ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে কোন বস্তুরই স্ফূরণ নাই; আবার বলিলেন যে, ব্রহ্ম তদবস্থায় সৃষ্টিবিষয়ক ঈক্ষণবিশিষ্ট অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির প্রকাশ, রক্ষণ ও সংহার করিবার উপযোগী জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন—সুতরাং সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। আবার শ্রুতি বলিলেন যে, তিনি জগৎ-রূপে প্রকাশিত হইলেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়োপযোগী

* এই শ্রুতি মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষপাদে ভাব্যসহ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন, তাহা নহে, তিনি সেই শক্তি পরিচালনও করিয়া থাকেন ; তিনি জগৎকে বস্তুতঃ সৃষ্টি করেন, বস্তুতঃই পালন করেন এবং বস্তুতঃই সংহার করেন । এইরূপে শক্তিপরিচালনও নিত্য তাঁহার আছে ; সূতরাং ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত এতৎসমস্তই গ্রহণ করা আবশ্যক । প্রথমতঃ দেখা যায় যে, তিনি জগদতীত ও নিত্য সৰ্ব্বস্ব । দ্বিতীয়তঃ অতীত অনাগত ও বর্তমান সমস্ত জগৎই তদ্রূপে—তৎসত্তায় প্রতিষ্ঠিত ; সূতরাং তিনি সর্বপ্রকার বিকার-বর্জিত এক অদ্বৈত ; কারণ বিকার বলিলে এক অবস্থার অভাব ও অন্য অবস্থার ভাব, এবং সেই ভাবাবস্থার অভাব হইয়া, অভাবাবস্থার ভাব হওয়া বুঝায় ; কিন্তু ব্রহ্ম সর্বভাবশূন্য, ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বস্তুই তৎস্বরূপে অবস্থিত । অতএব স্বরূপতঃ গুণ ও গুণী বলিয়া ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই । গুণী বলিলেই গুণ হইতে গুণীর পৃথকরূপে বিবক্ষা হয় ; সূতরাং কেবল তদবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মকে সগুণ না বলিয়া “নিগুণ” বলিতে হয় । পরন্তু এইরূপ নিগুণ বলিলেই ব্রহ্মস্বরূপ সম্যক্ গণিত হয় না ; তিনি স্বরূপতঃই সর্বজ্ঞস্বভাব এবং সর্বশক্তিমান্ ; সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ কার্য্য ও তাঁহার নিত্য আছে বলিয়া শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন ; এই কার্য্য যে তিনি কখন করেন, কখন করেন না, এইরূপ হইতে পারে না ; কারণ এইরূপ হইলে তিনি বিকারী ও কালধীন হইয়া পড়েন । অতএব সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও সৃষ্টি স্থিতি ও লয়-কার্য্যকারিরূপে ব্রহ্ম নিতাই সগুণও বটেন । এইরূপে ব্রহ্মের নিত্য সগুণত্ব ও নিগুণত্ব উভয়ই প্রতিপাদিত হয় । ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপাদিগুণকে বিষয় করে, এবং অনুমান-প্রমাণও এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপরই স্থাপিত ; সূতরাং ব্রহ্মের এই বিরূপত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণগম্য নহে । কিন্তু প্রত্যক্ষও অনুমান-প্রমাণের গম্য নহে বলিয়া যে ইহা অসিদ্ধ, তাহা নহে ; কারণ শ্রুতি-প্রমাণ, বাহ্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে শ্রেষ্ঠ, তদ্বারা ব্রহ্মের এই বিরূপত্ব

প্রতিপাদিত হয়, এবং এই শ্রুতিপ্রমাণ তদ্বিশয়ক অল্পভব জন্মায়। অহুমান প্রভৃতি প্রমাণও অল্পভব জন্মাইয়াই যেমন সার্থক হয়, শ্রুতিবাক্যসকলও তদ্রূপ আত্মাতে অল্পভব জন্মাইয়া সার্থক হয়। এই অল্পভবের বীজ প্রত্যেক জীবে বর্তমান আছে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই উক্তপ্রকার দ্বিরূপতা ন্যূনাধিক পরিমাণে আত্মাল্পভবসিদ্ধ। আমার বাল্য, যৌবন, বার্কক্য ইত্যাদি অসংখ্য অবস্থা নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে, নানাপ্রকার চিন্তাশ্রোত প্রতিমুহূর্ত্তে আমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সুখদুঃখাদি ভোগ একটির পর আর একটি নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে; যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই আমি তত্তৎ অবস্থায় আত্মবুদ্ধিযুক্ত হই; আমি ছুলা, আমি কুশ, আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, আমি সুখী, আমি দুঃখী বলিয়া আপনাকে তত্তদ্ভাবাপন্ন অল্পভব করি। পক্ষান্তরে এই সমস্ত অবস্থা একটির পর আর একটি অতীত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি একই আছি বলিয়াও অল্পভব করি; বালককালে যে “আমি”, যৌবনাবস্থায় এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই “আমি”; পীড়িতাবস্থায় যে “আমি”, সুস্থাবস্থায়ও সেই “আমি”; স্বপ্নাবস্থায় যে “আমি” নানাবিধ খেলা করিয়া থাকি, সেই স্বপ্নের আবার দ্রষ্টারূপ “আমি”, স্বপ্নদৃষ্ট “আমির” আশ্রয়রূপে অপরিবর্তনীয়ভাবে অবস্থান করি। সুতরাং বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহা ভোগ করা এবং অপরিবর্তনীয় ও সর্বাবস্থার দ্রষ্টারূপে অবস্থিতি করা, এই উভয়রূপত্ব প্রত্যেকেরই আত্মাল্পভবসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব বাহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অল্পভব করিবার বীজ সকলজীবেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। শ্রুতিবাক্য সকলের মৰ্ম্ম চিন্তনের দ্বারা সেই বীজই অঙ্কুরিত হইয়া, ক্রমে জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত উপযোগী করে। বাস্তবিক জীব ব্রহ্মেরই অংশ; সুতরাং জীবের স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণ করিতে চেষ্টা করা অসম্ভব নহে।

আবার জগতের দিক হইতে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, গুণ অথবা শক্তি যে গুণী অথবা শক্তিমানকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, ইহা সর্বদাই প্রত্যক্ষ এবং আত্মানুভবগম্য ; গুণী অথবা শক্তিমান পদার্থ যে গুণ ও শক্তি হইতে অতীত, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য ; গুণী এবং শক্তিমান শব্দের ইহাই অর্থ । অতএব প্রত্যেক গুণী বস্তুই স্বরূপতঃ গুণাতীত অর্থাৎ নিগুণ ; এবং যখন গুণও তাহাতে যুক্ত আছে, তখন তাহাকে সগুণও অবশ্য বলিতে হইবে । ব্রহ্মও তদ্রূপ স্বরূপতঃ নিগুণ, পরন্তু গুণও তাঁহারই হওয়াতে তিনি সগুণও বটেন । গুণাতীত স্বরূপ যে তাঁহার বথার্থই আছে, তাহা শ্রুতিপ্রমাণে উপপন্ন হয় ।

ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ বুঝাইতে শাস্ত্র কোন কোন স্থানে মৃত্তিকা ও ঘাটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ; মৃত্তিকা যেমন প্রত্যেক ঘটশরাবাদি মৃৎপিণ্ডের সামান্যউপাদান এবং ঘটশরাবাদি যেমন সেই মৃৎসামান্যের বিশেষ, তদ্রূপ জাগতিক সমস্ত বস্তুরই উপাদান ব্রহ্ম । জীবচৈতন্ত্যের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে :—আমার এই দেহে অসংখ্য জীব অবস্থান করিতেছে ; আমার উৎপত্তিতে তাহাদের উৎপত্তি, আমার মৃত্যুতে এই দেহ চৈতন্ত্যবিবর্জিত হইলে, তৎসমস্ত জীবও চৈতন্ত্যবিবর্জিত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় । তদ্রূপ এই সমগ্র বিশ্বময় চৈতন্ত্যই ব্রহ্ম, এই বিশ্ব তাঁহার বপুঃ । ইহার প্রত্যেক অংশে ব্রহ্মচৈতন্ত্য অনুপ্রবিষ্ট থাকাতে, ঐ বিভিন্ন চৈতন্ত্যাংশকে অবলম্বন করিয়া, অসংখ্য জীবনিচয় প্রকটিত হইয়াছে ।

সাধারণভাবে ব্রহ্মস্বরূপের ধারণাবিষয়ে এইরূপ ভাবনা অতি প্রশস্ত ও মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই ; এবং শ্রুতিতেও অনেক স্থলে এইরূপ দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইয়াছে সত্য ; পরন্তু ইহা জানিতে হইবে যে, এইরূপ অথবা অন্ত কোন দৃষ্টান্তদ্বারা সম্যক ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইতে পারে না ; কারণ

ব্রহ্ম সৰ্ব্বাভীত মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত স্থলে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, শরাবাদি মৃত্তিকার, মৃত্তিকাকেই বিকারিত করে ; মৃত্তিকার যে সকল অংশ ঘটশরাবাদিরূপে পরিণত হয়, তাহা বিবৰ্জিত হওয়াতে, মূল মৃত্তিকার পরিমাণ উণ হইয়া যায় ; পরন্তু জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপার ব্রহ্মকে বিকারিত করে না, এবং সৃষ্টিকার্যের দ্বারা ব্রহ্ম কোন প্রকারে খর্ব হয়েন না ; মৃত্তিকার খণ্ডবিভাগ আছে, ব্রহ্ম অখণ্ড । এই সকল এবং অপরাপর কারণবশতঃ এই মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মসম্বন্ধে সৰ্ব্বাংশে খাটে না । ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে এই মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইয়াছে, তাহা নানাবিধ জাগতিক ব্যাপারে একদর্শনবিষয়ে বুদ্ধিকে প্রেরণা করিবার নিমিত্ত । শ্বেতকেতু নানাদর্শী ছিলেন, একত্ব-ধারণা-বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, তাঁহার পিতা উক্ত প্রকার দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছিলেন ; শ্বেতকেতুর বুদ্ধিকে এইরূপ প্রেরণা করিয়া, তিনি পরে তাঁহাকে সম্যক ব্রহ্মবিজ্ঞা উপদেশ করিয়াছিলেন । এবঞ্চ জীবচৈতন্য যে ব্রহ্মচৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি অতি উপাদেয়, এবং জগতে সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত প্রত্যেক অংশে কিরূপে একই চৈতন্যবস্তুর অল্পপ্রবিষ্ট আছেন, তাহাও সাধারণভাবে বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত এই দৃষ্টান্তটি বিশেষ উপযোগী । পরন্তু ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব এই দৃষ্টান্তদ্বারাও বাধাপ্রাপ্ত হয় । এবং ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ সৰ্ব্বাংশে প্রকাশ করিতে এই দৃষ্টান্ত উপযোগী নহে । আমার দেহস্থ জীবসকলের কার্যকলাপ নিয়মিত করিতে আমার কোন ক্ষমতা নাই ; আমি ইহাদের কর্মক্ষেপ্তা অবগত হইতেও পারি না ; তাহারা আমার অজ্ঞাতসারেই জন্মিয়া থাকে ; একদেহগত হইলেও ইহারা স্বতন্ত্র, এবং আমার ও পরম্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিতাব-বর্জিত । প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টির প্রকাশকালেও তিনি জগদভীত

ইহীয়া পূর্ণরূপেই নিত্য বিদ্যমান থাকেন ; সুতরাং কেবল বিশ্বরূপ বস্তু-
বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে বর্ণনা করিলে, তাঁহার স্বরূপের একাংশ মাত্র বর্ণিত
হয় ; শ্রুতি তাঁহার স্বরূপ যে প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমস্ত
এতদ্বারা প্রকাশিত হয় না । জীবকেও ব্রহ্মের অংশ বলা হয় সত্য ; এবং
ইহাই প্রকৃত মীমাংসা ; কিন্তু জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ ; শক্তির বিভিন্ন
প্রকার ভেদ আছে, কিন্তু ঐ শক্ত্যাশ্রয়বস্তুর যে ব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপতঃ কোন
খণ্ডভেদ নাই, অতএব ব্রহ্মস্বরূপের একখণ্ডের একজীব, অপর খণ্ডের অপর
জীবসংজ্ঞা হইতে পারে না । অতএব শ্রীনিম্বার্কস্বামী যে ব্রহ্মকে সগুণ ও
নিগুণ এই উভয়রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া
প্রতিপন্ন হয় । ব্রহ্ম একদিকে পূর্ণস্বভাব, সুতরাং গুণ ও গুণী বলিয়া কোন
ভেদ তাঁহাতে নাই—তিনি এক অদ্বৈত ; ইহাই তাঁহার নিগুণত্ব । আবার
তিনি সর্বশক্তিমান, নিজস্বরূপকে অনন্তভাবে প্রকটিত করিয়া পৃথক্
পৃথক্‌রূপে তাহার আশ্বাদন করেন—অদ্বৈত ইহীয়াও দ্বৈত হয়েন ; ইহাই
তাঁহার সগুণত্ব এবং দ্বৈতত্ব ।

যোগসূত্রে জীবকে চিতিশক্তি এবং দৃকশক্তি নামে অভিহিত করা
ইহীয়াছে, এবং দৃশ্যশক্তি নামে জড়জগৎকে আখ্যাত করা ইহীয়াছে ; এবং
ঈশ্বরকে “পুরুষ বিশেষ” বলিয়া সংজ্ঞিত করা ইহীয়াছে । শ্রীরামানুজ-
স্বামিকৃত বেদান্তভাষ্যেও তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, উক্ত “চিৎ”
অথবা “চিতি”-শক্তি এবং জড়শক্তি (দৃশ্যশক্তি) এই উভয়ই সেই
“বিশেষ” ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ, জীব ও জগৎ সেই অনাদি শক্তিরই
প্রকাশ । ঈশ্বর পরমকারুণিক ; তিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও
অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহে বর্তমান ইহীয়া জীবের কল্যাণসাধন করেন ।
ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতমীমাংসা নামে প্রসিদ্ধ । উপাসনার বিষয় সমস্তই এই
মীমাংসাতে বর্তমান আছে সন্দেহ নাই ; এবং অধিকাংশ শ্রুতিবাক্যেরও

যে এই মীমাংসাতে সামঞ্জস্য হয়, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের নিরবচ্ছিন্ন নিগূর্ণন-প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি আছে, তাহার সম্যক ব্যাখ্যা এই মীমাংসাতে হয় না । ছানোগ্যশ্রুতির উল্লিখিত মৃত্তিকা ও ঘটের দৃষ্টান্ত যাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহারই অনুরূপ এই সিদ্ধান্ত ; সুতরাং সম্যক ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত করা বিষয়ে, উক্ত দৃষ্টান্তে যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই মীমাংসাতে প্রযোজ্য হয় । কথিত আছে যে, শ্রীরামানুজস্বামী ভগবান্ অনন্তদেবের অংশাবতার ছিলেন ; অতএব অনন্তরূপী বিষ্ণু-ব্রহ্ম তাঁহার ভাষ্যের প্রতিপাদ্য । এবং ইহাও কথিত আছে যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যও ভগবান্ শঙ্করের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মের জগদ্বিনাশী শক্তির প্রকাশিত মূর্তি বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন । তদনুসারে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও জগতের অপলাপ করিয়া, সেই বিনাশী শক্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । উভয়ের মতই সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য ।

ব্রহ্মের যে দ্বিরূপত্ব পূর্বে বর্ণিত হইল, তাহাই “দ্বৈতাদ্বৈত” সিদ্ধান্ত নামে বিখ্যাত, তাহা ভগবান্ বেদব্যাস বিশদরূপে ব্রহ্মসূত্রে পরে বর্ণনা করিয়াছেন ; ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্বহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা ভেদাভেদসম্বন্ধ ; ইহাও পরে বিশদরূপে বেদব্যাসকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ; তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জগৎকারণের “ঈক্ষণ”-শক্তি থাকা শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং সাংখ্যসম্মত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ । কিন্তু তাহাতে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতাক্ত এই “ঈক্ষণ” শব্দ মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; এই “ঈক্ষণ” গোণ অর্থাৎ উপচারিক,—মুখ্য “ঈক্ষণ” নহে ; কারণ উক্ত ছানোগ্যশ্রুতি পূর্বোক্ত বাক্যের পরে বলিয়াছেন :—“তত্ত্বজ্ঞে ঐক্ষত বহু শ্রাম্” ইত্যাদি (সেই

তেজঃ ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব) ; কিন্তু তেজের ঈক্ষণ আরোপিত, ইহাকে মুখ্য ঈক্ষণ বলা যাইতে পারে না ; কারণ তেজঃ অচেতন পদার্থ ; অতএব জগৎকারণসম্বন্ধে যে ঈক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও আরোপিত মাত্র বুঝা উচিত, তাহা মুখ্যার্থে ঈক্ষণ নহে । অতএব অচেতন হইলেও প্রধানের জগৎকারণত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ বলা যায় না । এই আপত্তির উত্তরে ষষ্ঠ সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, যথা :—

১ম অঃ ১ পাদ ৬ সূত্র । গোণশ্চেচ্ছাস্ত্রশব্দাৎ ॥

(গোণঃ—চেৎ, ন,—আত্মশব্দাৎ) ॥

ভাষ্য ।—গোণাপীক্ষতিরযুক্তা, কুতঃ ? আত্মশব্দাৎ ॥

ব্যাখ্যা—গোণ অর্থে শ্রুতি ঈক্ষণশব্দের ব্যবহার করেন নাই ; কারণ শ্রুতি অবশেষে জগৎকারণ-সম্বন্ধে “আত্মা” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ; ঐ আত্মাশব্দকে অচেতন প্রধান অর্থে কখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে না । শ্রুতি যথা :—

‘ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো’

(ছান্দোগ্য ষষ্ঠপ্রপাঠক ৮ম খণ্ড)

অন্ত্যর্থঃ—সেই সৎ যিনি জগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইলেন, এই জগৎ তদাত্মক ; তিনি সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো ! তুমিও সেই

এই স্থলে যে “আত্মা” শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, তাহা কখনই অচেতন-প্রধানবোধক হইতে পারে না ; অতএব প্রথমোক্ত শ্রুতিতে “ঈক্ষণ” শব্দও গোণার্থে ব্যবহৃত হয় নাই । “তত্তেজ ঐক্ষত,...তা আপ ঐক্ষন্ত” ইত্যাদি বাক্য যে উক্ত স্থলে শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও তেজঃ ও অপ্ শব্দ অচেতন অগ্নি ও জল অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; কারণ উক্ত সকল বাক্যের পরেই দেখা যায় যে, শ্রুতি বলিয়াছেন :—

“হস্তাহিমিস্তিশ্রো দেবতা অনেক জীবনোন্মূখপ্রবিশু নামরূপে ব্যাকল্পবাণীতি” ।

(ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠক তৃতীয় খণ্ড) ।

অন্ত্যর্থঃ—আমি (ব্রহ্ম) এই তিন দেবতাতে (তেজ আদি দেবতাতে) স্বীয় জীব-চৈতন্তের দ্বারা অমুপ্রবিষ্ট হইয়া, নামরূপ সহযোগে জগৎ প্রকাশিত করিব ।

এইস্থলে তেজঃ প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়াই উক্তি করা হইয়াছে, এবং ইহাদিগের মধ্যে চৈতন্ত অমুপ্রবিষ্ট বলিয়া, শ্রুতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিলেন । অতএব শ্রুতি তেজঃ প্রভৃতি ঈদং জীবী অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন ।

পরন্তু আত্মা-শব্দ চেতনাচেতন উভয় স্থলেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ; সুতরাং কেবল আত্মা শব্দের ব্যবহারের দ্বারা প্রধানের অশ্রোতৃত্ব সিদ্ধ হয় না ; এই আপত্তির উত্তরে সপ্তম সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, যথা :—

১ম অঃ ১ পাদ ৭ সূত্র । তন্নিষ্ঠশ্চ মোক্ষোপদেশাৎ ॥

গাথ্য ।—সদীক্ষিত্রাত্মাদিপদার্থভূতকারণনিষ্ঠশ্চ বিদুষস্তস্তা-
বাপত্তিলক্ষণমোক্ষোপদেশান্ন প্রধানং সদাত্মশব্দবাচ্যম্ ।

ব্যাখ্যা :—এই স্থলে সৎ এবং আত্মা শব্দ অচেতন প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; কারণ “সদেব” ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্রুতিতে উক্ত “সৎ” “আত্মা” ও “ঈক্ষণকর্তা” প্রভৃতি পদের বাচ্য যে আদিকারণ তাঁহার চিন্তন ও ভজনকারী পুরুষ সেই ধ্যেয়স্বরূপ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ করেন বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি পরে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

“তন্তু তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষোহথ সম্পৎস্তে”

অন্ত্যর্থঃ—সেই পুরুষের ততকালই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না দেহপাত

হয়, এবং তদনন্তর তাঁহার সেই উপাশ্রয়ের স্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ হয় ।

পরন্তু অচেতন প্রধানের স্বরূপপ্রাপ্তি হইতে মোক্ষলাভ হয় না, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রেরও স্বাক্ষরিত । অতএব আত্মনিষ্ঠ পুরুষের মোক্ষলাভের উপদেশ থাকাতে, শ্রুত্যান্ত “সৎ” ও “আত্মা” শব্দ প্রধানবাচক হইতে পারে না ।

১ম অঃ ১ম পাদ ৮ সূত্র । হেয়ত্বাবচনাচ্ ॥

ভাষ্য ।—সর্ববজ্জেন হিতৈষণা সদাদিশনৈকরূপদিষ্টস্থাচেতনস্ত মোক্ষে হেয়স্ত হেয়ত্বমবশ্যং বক্তব্যমুপদেশেহপ্রয়োজনঞ্চ বক্তব্যম্, তদুভয়বচনাভাবান্ন সদাদিপদবাচ্যং প্রধানম্ ।

অচেতন প্রধানই শ্রুত্যান্ত “সৎ” প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইলে, পরন হিতৈষী শ্রুতি তাহা হেয় (ত্যাজ্য) বলিয়া উপদেশ করিতেন, এবং তাহা যে সাধকের পক্ষে অপ্রয়োজন, তদ্বিষয়েও শ্রুতি উপদেশ করিতেন ; তাহা না করিয়া “স আত্মা তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্য বলিয়া সাধককে প্রভারিত করিতেন না ; অতএব পূর্বকথিত বাক্যোক্ত “সৎ” “আত্মা” ইত্যাদি পদবাচ্য বস্তুর হেয়ত্ব শ্রুতি উপদেশ না করাতে তাহা অচেতন প্রধান নহে ।

১ম অঃ ১ পাদ ৯ সূত্র । প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥ *

ভাষ্য ।—কিঞ্চৈকবিজ্ঞানাৎ সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাবিরোধাদপি নাচেতনকারণবাদঃ সাধুঃ ॥

ব্যাখ্যা :—যে এক বস্তুর বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞান হয়, তাহা উপদেশ করিবেন বলিয়া শ্রুতি পূর্বোক্ত “সদেব সৌম্য” ইত্যাদি বাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; পরন্তু ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তু অচেতন প্রধান

* এই সূত্রটি শাক্তরম্ভাবো দ্রুত হয় নাই ।

হইলে, তদতিরিক্ত চৈতন্যবস্তুর উপদেশ উক্ত বস্তু প্রপাঠকে না থাকায়, শ্রুতির প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘন হয় ; কারণ অচেতন প্রধানের বিজ্ঞান হইলেই চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান হয় না ; ইহা সাংখ্যশাস্ত্রেরও অভিমত । অতএব শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবিরোধ হয় বলিয়াও অচেন প্রধান “সৎ” শব্দের বাচ্য হইতে পারে না ।

১ম অঃ ১ পাদ ১০ সূত্র । স্বাপ্যায়াম্ ॥

(স্ব—অপ্যায়াম্ ; স্বস্মিন্ অপ্যায়ঃ—লয়ঃ, তস্মায়)

ভাষ্য ।—সচ্ছদার্থঃ জগৎকারণং প্রকৃত্য “স্বপ্নাস্তমেব সৌম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতী”—ত্যাদিনোক্তস্যার্থস্থাচেতনকারণাবগতেরসম্ভবাৎ ব্রহ্মৈব জগৎকারণং যুক্তম্ ॥

বাখ্যা :—“সৎ” শব্দ যে উক্ত স্থলে প্রধানবাচক নহে, তাহার কারণান্তর এই যে, জগৎকারণকে “সৎ” শব্দ দ্বারা আখ্যাত করিয়া, তৎ-সম্বন্ধে ঐ প্রপাঠকেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সৃষ্টিকালে জীব এই সদাশ্রিতে লীন হয় । শ্রুতি যথা :—

“যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা, সৌম্য, সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বংহপীতো ভবতি”

অন্তার্থঃ—হে সৌম্য ! সৃষ্টিকালে এই পুরুষের স্বপিতি নাম হয়, তখন তিনি সৎ-সম্পন্ন হয়েন, “স্ব”তে (আশ্রিতে) অপীত (লীন) হয়েন, অতএব ইহাকে স্বপিতি নামে আখ্যাত করা যায় ; কারণ লীন হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েন ।

এই সকল বাক্যে ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে, অচেতন কোন বস্তু জগৎ-কারণ হইতে পারে না ; অতএব এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্ত হয় ।

১ম অঃ ১পাদ ১১ সূত্র । গতিসামান্যতাং ॥

ভাষ্য ।—সর্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতে স্তূল্যত্বাৎ অচে-
তনকারণবাদো নহি যুক্তঃ ।

ব্যাখ্যা :—কেবল ছান্দোগ্যশ্রুতি নহে, অপরাপর সমস্ত শ্রুতিই
জগতের চেতনকারণত্ব উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং সমস্ত শ্রুতিরই
সমানভাবে বিজ্ঞাপন এই যে, সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ ; অতএব অচেতন
প্রধান জগৎকারণ নহে ।

পরন্তু অচেতন প্রধান জগৎকারী না হইউক, কিন্তু ব্রহ্ম যে জগৎ-
কারণ তাহা শ্রুতির অর্থ না হইতে পারে । প্রলয়কালে প্রধানলীন
কোন জীব পরবর্তী সর্গে সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন । এতাবম্মাত্রই
শ্রুতির অভিপ্রায় হইতে পারে । তদ্বত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১পাদ ১২ সূত্র । শ্রুতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—তস্মাৎ সদাদিশিদ্ধাভিধেয়স্য সর্বজ্ঞস্য সর্ববিনয়ন্তঃ
সর্বৈশ্বরস্য চেতনত্বেন কারণত্বস্য শ্রুতত্বান্ন প্রধানগ্রহঃ ॥

ব্যাখ্যা :—অতএব যিনি “সৎ” প্রভৃতি শব্দবাচ্য জগৎকারণ, তিনি
সর্বজ্ঞ সর্ববিনয়ন্তা সর্বৈশ্বর ও চেতনস্বভাব বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ
করাতে, অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে । (এবং প্রধানলীন-প্রধানতা প্রাপ্ত
কোন জীবও জগৎকারণ নহেন) ।

ব্রহ্মই যে জগৎকারণ এবং অচেতন প্রধান যে জগৎকারণ নহে,
তাহা শ্রুতিবাক্যের বহু সমালোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন করা নিশ্চয়োজন ;
কারণ ইহা শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন ।

শ্রুতি, যথা :—

“আত্মন এবৈদং সর্বম্” ইত্যাদি । আত্মা হইতেই এতৎ সমস্ত জাত

হইয়াছে। ঋতাত্মতরুশ্রুতিও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিয়া তৎপরে তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন:—“স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্ম কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ”। (সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ, এবং ইন্দ্রিয়াধিপ জীবেরও তিনিই অধিপতি। তাঁহার জনক কেহ নাই, এবং অধিপতিও নাই)। এবং “দেবান্নশক্তিং” ইত্যাদি বাক্যেও ঋতাত্মতরুশ্রুতি ইহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পরন্তু এই স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে “আনন্দময়” জীবকেই জগৎব্যুৎপত্তির বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; স্মৃতরাং ঈশ্বরবোধক ঋতাত্মতরুশ্রুতিও এই আনন্দময় জীবকেই ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝা উচিত, তদ্বত্তরে হত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১ পাদ ১৩শ সূত্র। আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ।

(আনন্দময়ঃ—অভ্যাসাৎ—পুনঃ পুনরুক্তিত্বাৎ) ।

ভাষ্য।—আনন্দময়ঃ পরমাত্মৈব নতু জীবঃ ; কুতঃ ? পরমাত্ম-
বিষয়কানন্দপদাভ্যাসাৎ ।

ব্যাখ্যা:—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্রুক্ত “আনন্দময় আত্মা” শব্দের বিষয় পরমাত্মা পরব্রহ্ম, পরমাত্মাই ঐ শব্দের বাচ্য। কারণ আনন্দময় শব্দ ঐ শ্রুতি পরব্রহ্ম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন।

এই সূত্রে এবং তৎপরবর্ত্তী আরও কয়েকটি সূত্রে এবং এই বেদান্ত-দর্শনের নানা স্থানে তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়বল্লী, যাহা ব্রহ্মানন্দবল্লী নামে অভিহিত, তদ্বল্লিখিত বাক্যসকলের অর্থবিচার করা হইয়াছে। এই সকল সূত্রার্থ বুঝিবার নিমিত্ত নিম্নে ঐ ব্রহ্মানন্দবল্লীর কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, যথা:—

“ওঁ ব্রহ্ম বিদাপ্রোতি পরম্ । তদেবাভ্যুক্তা । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।

যো বেদ নিহিতং গুহ্যম্। পরমে ব্যোমন্ । সোহশ্নুতেসর্কান্ কামান্ সহ
ব্রহ্মণা বিপশ্চিততি ॥ ২ ॥

তস্মাদ্ধা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সত্ত্বতঃ । আকাশাদ্বায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ ।
অগ্নেরাপঃ । অস্ত্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ । ওষধিভ্যোহন্নম্ । অন্নাদ্রেতঃ ।
রেতসঃ পুরুষঃ । স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ ॥ ৩ ॥

তশ্চেদমেব শিরঃ । অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ । অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ । অয়মাত্মা ।
ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৪॥ ইতি প্রথমোহনুবাকঃ ।

* * * অন্নাভূতানি জায়ন্তে । জাতাত্মনেন বর্দ্ধন্তে । অগ্নতেহন্তি চ
ভূতানি । তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি ॥ ২ ॥

তস্মাদ্ধা এতস্মাদন্নরসময়াং অগ্নোহস্তর আত্মা প্রাণময়ঃ । তেনৈব পূর্ণঃ ।
স বা এষ পুরুষবিধ এব । তশ্চ পুরুষবিধতাম্ । অয়য়ং পুরুষবিধঃ । তশ্চ
প্রাণ এব শিরঃ । ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ । অপান উত্তরঃ পক্ষঃ । আকাশ
মাত্মা । পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩ ॥ ইতি
দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ।

* * * * *

* * * সর্বমেব ত আয়ুষন্তি । যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে । প্রাণোহি
ভূতানামায়ুঃ । তস্মাৎ সর্কায়ুষমুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

তস্মৈষ এব শারীর আত্মা । যঃ পূর্বশ্চ । তস্মাদ্ধা এতস্মাৎ প্রাণময়াং
অগ্নোহস্তর আত্মা মনোময়ঃ । তেনৈব পূর্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব ।
তশ্চ পুরুষবিধতাম্ । অয়য়ং পুরুষবিধঃ । তশ্চ যজুরেব শিরঃ । ঋগ্ দক্ষিণঃ
পক্ষঃ । সামোত্তরঃ পক্ষঃ । আদেশ আত্মা । অথর্বাক্ষিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥ ইতি তৃতীয়োহনুবাকঃ ।

যতো বাচো নিবর্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ । ন বিভেতি কদাচনেতি ॥ ১ ॥

তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা । যঃ পূৰ্ব্বস্ত । তস্মাদ্ধা এতস্মাদ্ধানোময়ঃ
অতোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ । তেনৈষ পূৰ্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ
এব । তস্ত পুরুষবিধতাম্ । অময়ং পুরুষবিধঃ । তস্ত শ্রদ্ধৈব শিরঃ ।
ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ । সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ । যোগ আত্মা । মহঃ পুচ্ছং
প্রতিষ্ঠা । তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥ ইতি চতুর্থোহনুবাকঃ ।

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে । কৰ্ম্মাণি তনুতেহপিচ ।

বিজ্ঞানং দেবাঃ সৰ্বে । ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে ।

* * *
তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা । যঃ পূৰ্ব্বস্ত । তস্মাদ্ধা এতস্মাদ্ধিজন-
নয়ঃ অতোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ । তেনৈষ পূৰ্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ
এব । তস্ত পুরুষবিধতাম্ । অময়ং পুরুষবিধঃ । তস্ত প্রিয়মেব শিরঃ ।
মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ । প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ । আনন্দ আত্মা । ব্রহ্ম
পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥ ইতি পঞ্চমোহনুবাকঃ ।

অসন্নেব ভবতি । অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেদ । সত্ত্বমেনং ততো বিহুরিতি ।

তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা । যঃ পূৰ্ব্বস্ত ॥ ১ ॥

অথাতোহনুপ্রশ্নাঃ । উতাবিধানমুং লোকং প্রেত্য । কশ্চন গচ্ছতি ।
অহো বিধানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমপ্নুতা উ । সোহকাময়ত । বহু
শ্রাং প্রজায়য়েতি । স তপোহতপ্যত । স তপস্তপ্ত । ইদং সৰ্ব্বমশ্রুত ।
যদিদং কিঞ্চ । তৎ সৃষ্ট । তদেবানুপ্রোবিশৎ ॥ ২ ॥

তদনুপ্রবিশ্ত । সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ । নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ । নিলয়নঞ্চানি-
লয়নঞ্চ । বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ । সত্যঞ্চানুতঞ্চ । সত্যমভবৎ । যদিদং
কিঞ্চ । তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে । তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩ ॥ ইতি
ষষ্ঠোহনুবাকঃ ।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ । ততো বৈ সনজায়ত ।

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত । তস্মাৎ তৎ স্কৃতমুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

যদৈ তৎ স্কৃতম্ । রসো বৈ সঃ । রসং হেবায়াং লঙ্কানন্দী ভবতি । কো হেবায়াং কঃ প্রাণ্যাৎ । যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ । এষ হেবানন্দয়াতি ॥ ২ ॥ যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্ণোহনাশ্বেহনিকৃষ্ণেহনিলয়নেহ-ভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে । অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি ॥ ৩ ॥ যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদুরমন্তরং কুরুতে । অথ তস্য ভয়ং ভবতি । তস্বেব ভয়ং বিহ্বোহময়ানস্য । তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৪ ॥ ইতি সপ্তমোহনুবাকঃ ।

ভীষান্নাদ্বাতঃ পবতে । ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষান্নাদগ্নিচ্ছেদ্রশ্চ । নৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ১ ॥

সৈবানন্দস্য মীমাংসা ভবতি ।.....স যচ্চায়ং পুরুষে । যচ্চাসাবা-দিত্যে ॥ ১ ॥ স একঃ । স য এবংবিৎ । অস্মাল্লোকাং প্রেত্য । এতময়ময়মাঙ্গানমুপসংক্রামতি । এতং প্রাণময়মাঙ্গানমুপসংক্রামতি । এতং মনোময়মাঙ্গানমুপসংক্রামতি । এতং বিজ্ঞানময়মাঙ্গানমুপসংক্রামতি । এতমানন্দময়মাঙ্গানমুপসংক্রামতি । তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥ ইত্যষ্টমোহনুবাকঃ ।

যতো বাচো নির্বত্তন্তে । অপ্রাপ্য মনা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ । ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ ১ ॥

অন্ত্যর্থঃ—ওঁ ; ব্রহ্মবিৎ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ লাভ করেন । তৎসম্বন্ধে এই শব্দ মস্ত উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত । যিনি গুহামধ্যে (গুপ্তস্থানে—বুদ্ধিতে) লুকায়িত শ্রেষ্ঠ আকাশে (হৃদয়াকাশে) স্থিত সেই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকেন । সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে । আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি,

অগ্নি হইতে অপ, অপ হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসকল, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ উপজাত হইয়াছে । এই পুরুষ অন্নরসের বিকারসমূহ ।

এই পুরুষের অঙ্গবিশেষকে শির বলে ; অঙ্গবিশেষের নাম দক্ষিণ বাহু ; অঙ্গবিশেষের নাম বামবাহু ; অঙ্গবিশেষ আত্মা অর্থাৎ মধ্যভাগ, অঙ্গবিশেষের নাম পুচ্ছ (নাভির নিম্নস্থ মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ) যাহার উপর এই দেহ প্রতিষ্ঠিত । তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে । ইতি প্রথম অনুবাক ।

* * * * *

অন্ন হইতে ভূত সকল জন্মে ; জন্মপ্রাপ্ত হইয়া অন্নের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয় ; অপরের আহাৰ্য্য হয় ; এবং অপরকে আহার করে ; অতএব তাহাদিগকে অন্ন (অন্নবিকার) বলিয়া আখ্যাত করা যায় ।

সেই এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে পৃথক্ কিম্ব তদভ্যন্তরে “প্রাণময়” পুরুষ অবস্থিত আছেন ; এই প্রাণময় পুরুষই অন্নময়ের সম্বন্ধে আত্মা ; এই প্রাণময়ের দ্বারা অন্নময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত) । তিনিও পুরুষাকার, অন্নময় পুরুষের ত্রায় এই প্রাণময়ও পুরুষবিশেষ । প্রাণবায়ু ইহার শির, ব্যান দক্ষিণ বাহু, অপান উত্তর বাহু, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ— আশ্রয়স্থান । তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে । ইতি দ্বিতীয় অনুবাক ।

যাঁহারা প্রাণরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইবেন, প্রাণই প্রাণিসকলের আয়ুঃ, অতএব প্রাণকে সকলের আয়ুঃপ্রদ বলা যায় ।

অন্নময়ের যিনি আত্মস্বরূপ সেই প্রাণ, এই প্রাণময় দ্বিতীয় পুরুষের দেহ ; সেই এই প্রাণময় হইতে পৃথক্, তদভ্যন্তরে “মনোময়” অবস্থিত আছেন ; এই মনোময় পুরুষই প্রাণময়ের সম্বন্ধে আত্মা ; এই মনোময়ের

দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত), তিনিও পুরুষাকার, প্রাণময়ের ত্রায় মনোময়ও পুরুষবিশেষ ; যজুঃ ইহাঁর শির, ঋক্ দক্ষিণ বাহু, সাম উত্তর বাহু, আদেশ (বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ) ইহাঁর আত্মা, অথর্কাক্সিরস মন্ত্র ইহাঁর পুচ্ছ—আশ্রয়-স্থান । তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে । ইতি তৃতীয় অনুবাক ।

বাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া মনের সহিত বাক্য নিবর্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি কখনই ভয়প্রাপ্ত হয়েন না ।

প্রাণময়ের যিনি আত্মস্বরূপ সেই মনঃ এই মনোময়-পুরুষের দেহ ; সেই এই মনোময় হইতে পৃথক্, তদভ্যন্তরে “বিজ্ঞানময়” অবস্থিত আছেন ; এই বিজ্ঞানময় পুরুষই মনোময়ের সম্বন্ধে আত্মা, এই বিজ্ঞানময়ের দ্বারা মনোময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত), তিনিও পুরুষাকার, মনোময়ের ত্রায় বিজ্ঞানময়ও পুরুষবিশেষ । শ্রবাই তাঁহার শির, ঋত ইহাঁর দক্ষিণ বাহু, সত্য ইহাঁর উত্তর বাহু, যোগ ইহাঁর আত্মা, মহঃ (বুদ্ধি) ইহাঁর পুচ্ছ—আশ্রয়স্থান । তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে । ইতি চতুর্থ অনুবাক ।

বিজ্ঞানই যজ্ঞসকল সম্পাদন ও বিস্তার করিয়া থাকেন, বিজ্ঞানই বৈদিক কর্মসকলও বিস্তার করিয়া থাকেন, দেবতাসকল বিজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন ।

মনোময়ের যিনি আত্মস্বরূপ, সেই বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানময় পুরুষের দেহ, সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্, তদভ্যন্তরে “আনন্দময়” অবস্থিত আছেন ; এই আনন্দময় পুরুষই বিজ্ঞানময়ের সম্বন্ধে আত্মা, এই আনন্দময়ের দ্বারা বিজ্ঞানময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত) । তিনিও পুরুষাকার, বিজ্ঞানময়ের ত্রায় আনন্দময়ও পুরুষবিশেষ । প্রিয়ই (প্রীতিই) তাঁহার শির, মোদ (হর্ষ) তাঁহার দক্ষিণ বাহু, প্রমোদ উত্তর বাহু, আনন্দ আত্মা,

ব্রহ্ম পুচ্ছ—প্রতিষ্ঠা । তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে ।
ইতি পঞ্চম অনুবাক ।

ব্রহ্মকে যিনি অসৎ (অস্তিত্ববিহীন) বলিয়া জানেন, তিনিও অসৎই
হয়েন, যিনি ব্রহ্ম আছেন বলিয়া জানেন, তিনিই সেই জ্ঞানহেতু সদ্ভুক্ত-
সাক্ষাৎকার লাভ করেন । বিজ্ঞানময়ের যিনি আত্মস্বরূপ সেই আনন্দ,
এই আনন্দময় পুরুষের দেহ ।

অনন্তর আচার্য্যাকে শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন, অবিদ্বান্ কোন
ব্যক্তি মৃত্যুর পর কি সেই লোক প্রাপ্ত হয়েন ? এবং বিদ্বান্ কোন ব্যক্তিও
কি মৃত্যুর পর সেই লোকে প্রাপ্ত হয়েন ? (উত্তর) সেই আনন্দময়
ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, প্রজারূপে আমার প্রকাশ হউক,
তিনি ধ্যান করিয়াছিলেন, ধ্যান করিয়া এতৎসমস্ত যাহা কিছু আছে,
তাহা সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, অনুপ্রবিষ্ট
হইয়া তিনি স্থূল মূর্ত ও সূক্ষ্ম অমূর্ত-রূপে প্রকাশিত হইলেন, বাক্ত এবং
অবাক্তরূপ হইলেন, দেহাদি-আশ্রয়বিশিষ্ট ও তদতীত হইলেন, বিজ্ঞান
এবং অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য হইলেন, এবং মিথ্যাও হইলেন । সেই
সত্যস্বরূপ পরিদৃশ্যমান সমস্তই হইলেন ; অতএব তিনিই সত্য বলিয়া
আখ্যাত হয়েন । তৎসম্বন্ধে এই শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে । ইতি ষষ্ঠ
অনুবাক ।

এই জগৎ প্রথমে অসৎ (অপ্রকাশ, অজগৎ রূপ) ছিল, সেই অসৎ
হইতে সৎ (দৃশ্যমান জগৎ) প্রকাশিত হয় । সেই “অসৎ” আপনিই
আপনাকে (প্রকাশ) করিয়াছিল ; অতএব ইহাকে স্বয়ংকৃত বলা যায় ;
যাহা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা রসস্বরূপ ; জীব সেই
রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দী হয়েন যদি হৃদয়াকাশে সেই আনন্দী
পুরুষ না থাকিতেন, তবে কেই বা স্বাসক্রিয়া কেই বা প্রস্বাসক্রিয়া করিত,

ইনিই (হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া) সকলকে আনন্দ দান করেন । যখন জীব সেই অদৃশ্য অশরীরী বাক্যাতীত স্বপ্রতিষ্ঠ বস্তুতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখনই তিনি সর্ববিধ ভয়বিয়হিত হইয়া অমৃতস্বরূপ হইবেন । কিন্তু যে পর্য্যন্ত অতি অল্প পরিমাণেও তাঁহার ভেদদর্শন থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ও বর্তমান থাকে, (তিনি মর্ত্যধর্ম-বিশিষ্ট থাকেন) । পণ্ডিত ব্যক্তিও অমননশীল হইলে, তাঁহার ব্রহ্ম হইতে ভয় থাকে । তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে । ইতি সপ্তম অনুবাক ।

ইহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহারই ভয়ে সূর্য্য উদ্ভিত হয়, ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম দেবতা মৃত্যু স্বীয় স্বীয় কন্মের নিয়োজিত হয় ।

ব্রহ্মানন্দের মীমাংসা (পরিমাণ) উক্ত হইতেছে ... এই পুরুষে যে আত্মা, এবং আদিত্যে যে আত্মা, তাহা একই । যিনি ইহা অবগত আছেন, তিনি এই লোক হইতে অন্তরিত হইয়া প্রথমতঃ অল্পময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হইবেন, তৎপর প্রাণময় আত্মাতে, তৎপর মনোময় আত্মাতে, তৎপর বিজ্ঞানময় আত্মাতে, তৎপর আনন্দময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হইবেন । তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক কথিত হইয়াছে । ইতি অষ্টম অনুবাক ।

মনের সহিত বাক্য যাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবর্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার আর কিছু হইতে ভয় থাকে না । ”

তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয়বল্লীরও কিয়দংশ এই পাদের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । এই উভয় বল্লীতে নানা স্থানে ব্রহ্মকেই আনন্দময় বলা হইয়াছে দেখা যায় ; যথা :—“ষদেব আকাশ

আনন্দো ন স্তাৎ ।” “এষ স্বেবানন্দয়াতি” । (দ্বিতীয়বল্লী সপ্তম অমুবাক) ।
 “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যাক্তানাং” (তৃতীয়বল্লী ষষ্ঠ অমুবাক) । “সৈবানন্দস্ত
 মীমাংসা ভবতি,” “আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন” ইত্যাদি । অতএব
 তৈত্তিরীয় উপনিষৎকৃত আনন্দময় আত্মা জীব নহেন, ব্রহ্ম । স্মৃতরাং পূর্বোক্ত
 আপত্তি সঙ্গত নহে ।

১ম অঃ ১ পাদ ১৪ সূত্র । বিকারশব্দায়েতি চেন্ন, প্রাচুর্যাৎ ॥

(বিকার-শব্দাৎ—ন,—ইতি—চেৎ,—ন,—প্রাচুর্যাৎ) ।

ভাষ্য ।—বিকারার্থে { ময়ট্‌বুণাঙ্গানন্দময়ঃ পরমাত্মেতি চেন্ন,
 কস্মাৎ ? প্রাচুর্যার্থকস্তাপি ময়টঃ স্মরণাৎ ।

ব্যাখ্যা :—আনন্দময়শব্দ ময়ট্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ; ঐ ময়ট্‌ প্রত্যয় বিকা-
 রার্থবোধক ; অতএব অবিকারী পরমাত্মা আনন্দময়শব্দের বাচ্য হইতে
 পারেন না ; যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহা গ্রাহ্য নহে ; কারণ প্রাচু-
 র্যার্থেও ময়ট্‌ প্রত্যয়ের বিধান আছে । অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিণামী আনন্দের আলয় ;
 তাহাতে কোন প্রকার দুঃখসম্পর্ক নাই, ইহাই আনন্দময়শব্দের অর্থ ।

১ম অঃ ১ পাদ ১৫ সূত্র । তদ্বৈতব্যাপদেদ্যাচ ॥

ভাষ্য ।—জীবানন্দহেতুত্বাদপি পরমাত্মৈবানন্দময়ঃ ।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্মকে জীবের আনন্দের হেতু বলিয়া ঐ শ্রুতি উপদেশ
 করিতেও পরমাত্মাই আনন্দময়পদবাচ্য । শ্রুতি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে,
 যথা :—“এষ স্বেবানন্দয়াতি ।” (দ্বিতীয়বল্লী সপ্তম অমুবাক) ।

১ম অঃ ১ পাদ ১৬ সূত্র । মান্ধবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥

(মান্ধবর্ণিকং = মন্ধপ্রোক্তম্)

ভাষ্য ।—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মে”-তি মন্ধপ্রোক্তং মান্ধ-
 বর্ণিকং তদেবানন্দশব্দেন গীয়তে ।

ব্যাখ্যা :—তৈত্তিরীয় শ্রুতির দ্বিতীয়বল্লীর প্রারম্ভেই যে শব্দ মন্ত্র “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” উল্লিখিত আছে, সেই মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মই আনন্দময়বাক্যে গীত হইয়াছেন । অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়শব্দবাচ্য ।

১ম অঃ ১ পাদ ১৭ সূত্র । নেতরোহনুপপত্তেঃ ॥

(ন—ইতরঃ—অনুপপত্তেঃ ; ইতর = জীবঃ ব্রহ্মেতরঃ) ।

ভাষ্য ।—আনন্দময়পদার্থমুদ্दिष्टা শ্রয়মাণানাং তদসাধারণ-ধর্ম্মাণাং তদিতরস্মিন্ননুপপত্তেরিতরো জীবো নানন্দময়পদার্থঃ ।

ব্যাখ্যা :—আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি যেসকল অসাধারণ ধর্ম্মের উক্তি করিয়াছেন, তাহা জীবে উপপন্ন হইতে পারে না ; তজ্জাত ব্রহ্মই আনন্দময়শব্দের বাচ্য, জীব নহেন । যে সকল অসাধারণ লক্ষণ ঐ তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময়ের সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ বর্ণিত হইতেছে ; যথা :—

‘সোহকাময়ত । বহু জ্ঞাং প্রজ্ঞায়েয়েতি’, “স তপোহতপ্যত । স তপস্তপ্ত্বা । ইদং সর্বমসৃজত ।” (দ্বিতীয়া বল্লী ষষ্ঠ অমুবাক) ।

সৃষ্টি প্রকাশের পূর্বে জীব প্রকাশিত ছিল না ; তবে জীবে কিরূপে এই সকল লক্ষণ, যাহা আনন্দময়সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা বর্তাইতে পারে ?

১ম অঃ ১ পাদ ৮ সূত্র । ভেদব্যাপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—“রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দাভবতী”—তিবাক্যেন লব্ধ্ব-লব্ধব্যয়োর্ভেদব্যাপদেশাজ্জীবো নানন্দময়ঃ ।

ব্যাখ্যা :—“রসো বৈ সঃ । রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি ।” (দ্বিতীয়া বল্লী সপ্তম অমুবাক) এই বাক্য দ্বারা লব্ধব্য আনন্দময় ব্রহ্ম ও লব্ধা জীবের ভেদ শ্রুতি প্রদর্শন করাতে, জীব উক্ত আনন্দময় শব্দের বাচ্য নহে ।

১ম অঃ ১পাদ ১৯ সূত্র । কামাচ্চ নামুমানাপেক্ষা ॥

ভাষ্য।—প্রত্যগাত্মনঃ কারণত্বস্বীকারে অনুমানস্ত প্রধানস্ত কারণাদিরূপস্তাপেক্ষা ভবেৎ কুলানাদেঘটাদিজননে মৃদাণ্ডপেক্ষা-
বৎ ; অপ্ৰাকৃতস্থানন্দময়স্ত সর্ববশক্তেঃ পুরুষোত্তমস্ত তু ন, কুতঃ ?
কামাৎ সঙ্কল্লাদেব “সোহকাময়ত বহুশ্চা”-মিত্যাदिশ্রুতেঃ ।
অতস্তত্ত্বিন্ন আনন্দময়ঃ ।

ব্যাখ্যা :—আনন্দময়স্বৰূপে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন:—“সোহকাময়ত বহু
শ্চাং প্রজায়েষেতি । স তপোহতপ্যত । স তপন্তপ্ত ।। ইদং সৰ্ব্বমসৃজত” ;
তদ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে আনন্দময় নিজের কেবল নিজ ইচ্ছা হইতে,
অন্ত কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়া, সৃষ্টিবিস্তার করিলেন ; কিন্তু
জীব এই আনন্দময় হইলে সাংখ্যমতেই গুণরূপ উপাদানের সাহায্য না লইয়া
কেবল নিজের ইচ্ছাবশতঃ তিনি সৃষ্টি রচনা করিতে পারেন না, কুন্তকার
কখন মৃত্তিকার সাহায্য ব্যতীত ঘট রচনা করিতে সমর্থ হয় না ; অতএব
ঐন্দ্রিয়ানন্দময়শব্দের জীব অর্থ কোন প্রকারে হইতে পারে না ; আনন্দময়-
শব্দের বাচ্য যে অপ্ৰাকৃত সৰ্ব্বশক্তিমান পুরুষোত্তম, তাহা অবশ্য স্বীকার
করিতে হইবে ।

১ম অঃ ১পাদ ২০ সূত্র । অস্মিন্স্চ চ তদ্যোগং শান্তিঃ ॥

(অস্মিন্—অস্ত—চ তদ্যোগং শান্তিঃ ; তদ্যোগং = তত্ত্বাবাপত্তিং, ব্রহ্ম-
তাবাপত্তিং ; শান্তিঃ = উপদিশতি)

ভাষ্য ।—তদ্যোগমানন্দযোগং শান্তিঃ শ্রুতিঃ, “রসো বৈ সঃ,
রসং হ্রেবায়ং লব্ধ্বাহনন্দীভবতি”, ইতি জীবস্ত যল্লাভাদানন্দযোগঃ
স তস্মাদন্য ইতি সিদ্ধম্ ।

ব্যাখ্যা:—“রসো বৈ সঃ,” ইত্যাদি এবং “বদা হ্রেবৈব এতস্মিন্...

প্রতিষ্ঠাং বিন্ধতে” “রসং হেবায়ং লব্ধ্বাহনন্দীভবতি” ইত্যাদি বাক্যে তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময়কে লাভ করিয়া জীবের আনন্দময়ত্ব লাভ এবং সংসার ভয় হইতে মুক্তি উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আনন্দময়শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীব বুঝাইতে পারে না ।

এইক্ষেণে ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে বিবৃত ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক বাক্যের সকল অবলম্বন করিয়া যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা সূত্রকার খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রথমতঃ উদগীথ-উপাসনাসম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে নিম্নলিখিত বাক্যসকল দৃষ্ট হয়, যথা:—

“অথ য এবোহস্তরাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্চহিরণ্য-
কেশ আশ্রণথাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ ।

“তন্ত্ৰ যথা কপ্যাসঃ পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্ত্রোদিতি নাম, স এষ সর্কেভ্যঃ পাপুভ্যঃ উদিত, উদেতি হ বৈ সর্কেভ্যঃ পাপুভ্যো য এবঃ
বেদ ।”

“তন্ত্ৰর্ক্ চ সাম চ গেঞ্চৌ, তস্মাদুদগীথ, তস্মাদ্বেবোদগীতৈতন্ত্ৰ হি
গাতা, স এষ যে চামুখ্যাৎ পরাঞ্চৌ লোকান্তেবাং চেষ্টে দেবকামানাং
চেতাধিদৈবতম্ । ছান্দোগ্য প্রথম প্রপাঠক ষষ্ঠখণ্ড).....

“চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম, তদেতদেতন্ত্ৰামৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম
গীয়তে । চক্ষুরেব সাত্মামস্তং সাম ।...অথ য এবোহস্তরাক্ষিণী পুরুষো
দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তং সাম তদ্রুক্ তং তদ্বজ্জুস্তদব্রহ্ম ; তন্ত্ৰৈতন্ত্ৰ তদেব রূপং
যদমুষ্য রূপং, যাবমুষ্য গেঞ্চৌ তৌ গেঞ্চৌ, যন্নাম তন্নাম ।” (ছান্দোগ্য
প্রথম প্রপাঠক সপ্তম খণ্ড)

(ছান্দোগ্যশ্রুতি ব্রহ্মের উদগীথোপাসনা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রথম প্রপাঠ-
কের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রারম্ভে পৃথিবী, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ, নক্ষত্র, চন্দ্রমা

ও আদিত্যের যথাক্রমে ঋক্-সামব্রূপে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া পরে বলিতেছেন) :—

অন্ত্যর্থঃ—আদিত্যমণ্ডলে যে হিরণ্য (জ্যোতির্শব্দ) পুরুষ, ঐ আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে (সমাহিতচিত্ত নিম্নল উপাসক কর্তৃক) দৃষ্ট হয়েন, সেই হিরণ্য পুরুষের অংশ হিরণ্য, কেশ হিরণ্য, তাঁহার নথ পর্যাস্ত সর্বাঙ্গই হিরণ্য ।

তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ পুণ্ডরীকসদৃশ, (কপিপৃষ্ঠের নিম্নভাগ বাহা রক্তবর্ণ, যত্নপরি কপি উপবেশন করে, এই অর্থে কপ্যাস, তদ্বৎ রক্তবর্ণ), তাঁহার নাম “উৎ,” তিনি সর্গের পিতা (বিকার) হইতে উদিত (মুক্ত) ; অতএব তিনি “উৎ,” যে উপাসক ইহা অবগত করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করেন ।

পূর্বোক্ত পৃথিব্যাদি আদিত্য পর্যাস্ত গীতপর্ব্ব সকল তাঁহার ঋক্ ও সাম (পৃথিবী অগ্নি ইত্যাদি বাহা ঋক্ ও সামরূপে গীত হয়, তৎসমস্ত তাঁহারই রূপ), অতএব (বেহেতু তাঁহার নাম “উৎ” এবং ঋক্ ও সাম তাঁহারই গান, অতএব) তিনিই উদগীথ ; অতএব উদগাতাও তিনি, “উৎ” নামক যে তিনি, তাঁহার গাতা এই নিমিত্ত উদগাতা । সেই “উৎ” নামক দেবতা আদিত্য ও তদুর্দ্ধেস্থিত লোকসকলের নিয়ামক, এবং তত্তৎদেবতাসকলের ভোগদাতা (পালনকর্ত্তা)ও বটে। আদিত্যাদি দেবতাদিগের তিনি নিয়ামক ও পালক, এই নিমিত্ত তিনি অধিদেবত ।

চক্ষুই ঋক্, আত্মা (চক্ষুঃপ্রতিষ্ঠা জীবাশ্মা) সাম ; এই সামরূপ আত্মা ঋক্‌রূপ চক্ষুতে অধিকৃত (তত্পরি প্রতিষ্ঠিত) ; অতএব ঋকের উপর স্থাপিত হইয়া সাম গীত হয় । চক্ষুই সামের “সা” অংশ, এবং আত্মা “অন্” অংশ ; অতএব চক্ষুঃ ও আত্মা এতদ্ব্যতির সামশব্দের বাচ্য । এই চক্ষুর্দ্বয়ের অভ্যন্তরে যে পুরুষ (সমাহিতচিত্ত উদগীথোপাসক সাধক

কর্তৃক) দৃষ্ট হয়েন ; তিনি ঋক্, তিনি সাম, তিনি উক্, তিনি যজুঃ, এবং তিনি ব্রহ্ম (বেদ) ; আদিত্যাস্তর্গত পুরুষের যে সকল রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্ত এই চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষের রূপ ; পূর্বোক্ত পৃথিব্যাদি-রূপে গীত ঋক্ ও সামময় যে সকল রূপ আদিত্যাস্তর্গত পুরুষের গীত হয়, তৎসমস্তই এই আত্মার গান । আদিত্যাস্তর্গত পুরুষের যে “উৎ” নাম, সেই “উৎ” ও ইহারই নাম ।

এই সকল প্রতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপত্তি হইতে পারে যে, আদিত্যাস্তর্গত ও চক্ষুর অন্তর্গত পুরুষ, বাহ্যকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব, ব্রহ্ম নহেন ; কারণ প্রতি “হিরণ্যশ্র, হিরণ্যকেশ আ প্রণথাৎ সর্ক্স এব সূবর্ণঃ” “তস্ম যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী” ইত্যাদি বাক্যে আদিত্য ও চক্ষুর অন্তর্গত উপাস্য পুরুষের বিশেষ বিশেষ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন । তাহা ব্রহ্মের কখনও হইতে পারে না, অথচ তিনি ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত প্রতিতে বর্ণিত হইয়াছেন ; সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা বলিয়া যে ব্রহ্ম প্রতিতে কথিত হইয়াছেন, তিনি জীববিশেষ হইতে পারেন । এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১ পাদ ২১শ সূত্র । অন্তস্তদ্বক্ষ্মোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য ।—আদিত্যাহঙ্কোরন্তস্থো মুমুকুধ্যোয়ো হি পরমাত্মৈব, নতু জীববিশেষঃ ; কুতস্তশ্চৈবাপহত-পাপ্যাহসর্ববাত্মাদীনাং ধর্ম্মা-গামুপদেশাৎ ।

ব্যাখ্যা :—আদিত্য ও চক্ষুর অন্তরে স্থিত যে পুরুষ মুমুকুগণের উপাস্য রূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম (তিনি জীব নহেন) ; কারণ নিষ্পাপত্ব, সর্ক্সাত্মকত্ব, দেবাদি সমস্ত প্রধানজীবেরও নিরন্তর প্রভৃতি গুণ সেই পুরুষের থাকি উক্ত প্রতি বর্ণনা করিয়াছেন । পরন্তু সর্ক্সজীবের নিরন্তর

ও সৰ্বব্যাপী বলাতে তিনি ব্রহ্ম, জীব হইতে পারেন না ; এই সকল ধর্ম জীবাতীত, ব্রহ্মেরই ধর্ম ।

(ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আদিত্য চকু ইত্যাদির অন্তর্গত-
রূপে এবং সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী, জগৎকর্তা জগন্নিয়ন্তা ইত্যাদি রূপে, এই
উভয়বিধরূপে, একসঙ্গে ব্রহ্মেরই উপাসনা শ্রুতি ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এই
আদিত্যস্তরস্থ পুরুষই বিকারাতীত ব্রহ্ম ; “স এষ সর্বোভাঃ পাপাভাঃ
উদিত” (তিনি পাপসম্বন্ধরহিত), এইরূপ জানিয়া যিনি তাঁহাকে উপা-
সনা করিবেন, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ শুদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিরূপে পরিবেন (“উদেতি
হ বৈ সর্বোভাঃ পাপাভ্যো য এবং বেদ”) ; সুতরাং বেদোক্ত ব্রহ্মের উপাসনা
সম্পূর্ণ উপাসনা, কেবল নিগূর্ণ উপাসনা নহে ; আদিত্যাদি হইতে অতীত-
রূপে এবং তদন্তর্গতরূপে উপাসনার ব্যবস্থা দ্বারা ব্রহ্মের দ্বিরূপতাই শ্রুতি
প্রকাশ করিয়াছেন । এবং আদিত্যাদি প্রতীকাবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনারই
ব্যবস্থা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, ইহা পৌত্তলিকতা নহে ।

১ম অঃ ১ পাদ ২২শ সূত্র । ভেদব্যাপদেশোচ্চাত্তঃ ॥

৬

(ভেদব্যাপদেশাৎ—চ—অন্তঃ, জীবাৎ অন্তঃ ব্রহ্ম ইতি)

ভাষ্য ।—আদিত্যাদিজীববর্গাদন্তোহস্তি পরমাত্মা, কুতঃ ?
“আদিত্যে তিষ্ঠন্তি”ত্যাদিনা ভেদব্যাপদেশাৎ ।

ব্যাখ্যা :—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আদিত্যাদি পরীরাভিমানী জীব হইতে
তদন্তরস্থ পুরুষ ভিন্ন বলিয়া উপদেশ আছে । শ্রুতিসকল পরস্পর বিরুদ্ধ
হইতে পারে না ; সুতরাং ছান্দোগ্যের উল্লীখোপাসনোক্ত আদিত্যস্তরস্থ
পুরুষ ব্রহ্ম, জীব নহেন । বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিবাক্য নিম্নে বিবৃত
হইল :—

“য আদিত্যে তিষ্ঠন্তি আদিত্যস্তরো, যমাদিত্যো ন বেদ, যজ্ঞাদিত্যঃ

শরীরং, য আদিতামন্তরো যময়তোষ, ত আত্মাস্তর্য়ামামৃতঃ”, (বৃহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ) ।

অন্তার্থঃ—যিনি আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্যের অন্তর্ভুক্তী, যাহাকে আদিত্যও জানেন না, যাহার শরীর আদিত্য, যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন (আদিত্যের পরিচালক), তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা অন্তর্য়ামী ও অমৃত ।

১ম অঃ ১ পাদ ২৩ সূত্র । আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥

(আকাশঃ আকাশশব্দার্থঃ পরমাত্মৈব কুতঃ ? তল্লিঙ্গাৎ, তস্ত পরমা-
ত্মনঃ লিঙ্গং তল্লিঙ্গং সর্বভূতোৎপাদকত্বাদি, তস্মাৎ, পরমাত্ম-সাধারণধর্ম্মাৎ)

ভাষ্য ।—“অশ্র লোকশ্র কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচে”-
তত্রাকাশশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা ; কুতঃ ? “সর্ববাণি হ বা ইমানি
ভূতান্‌ত্ৰাকাশাদেবোৎপত্ত্বাস্তু” ইতি সর্বব্রহ্মত্বাদি তল্লিঙ্গাৎ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ডে যে আকাশই সমস্ত লোকের গতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই আকাশশব্দের অর্থ ব্রহ্ম ; কারণ উক্ত বাক্যের পরই পরমাত্মার স্রষ্টৃত্বাদি লিঙ্গ ঐ আকাশের বর্তমান থাকার প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন । প্রতি যথা :—

“অশ্র লোকশ্র কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি
ভূতান্‌ত্ৰাকাশাদেব সমুৎপত্ত্বাস্তু আকাশং প্রত্যস্তুং বস্তুত্ৰাকাশো হেবৈভ্যো
জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ।” (ছান্দোগ্য প্রথম প্রপাঠক নবম খণ্ড)

১ম অঃ ১ পাদ ২৪ সূত্র । অতএব প্রাণঃ ॥

ভাষ্য ।—“সর্ববাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব সন্নিশস্তি
প্রাণমভূজিহতে” ইত্যত্রাপি সন্বেশনোদগমনরূপাদ্ভুক্তলিঙ্গাৎ
পরমাত্মৈব প্রাণঃ ॥

ব্যাখ্যা—উল্লীখোপাসনাবর্ণনে ছানোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, যে চরাচর বিশ্ব প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইস্থলেও প্রাণশব্দের অর্থ ব্রহ্ম ; কারণ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ (চিহ্ন, ধর্ম) প্রাণের থাকা ঐ শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রুতি যথা :—

“সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণেন বাতিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যাজিহতে সৈবা দেবতা প্রস্তাবমবায়তা ।” (ছানোগ্য ১ম অঃ ১১শ খণ্ড) ।

চরাচর সমস্ত ভূতগ্রাম প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং প্রাণ হইতেই উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, এই প্রাণই এই স্তরের দেবতা । জগতের সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতে হয় এবং লয়ও ব্রহ্ম হইতেই হয়, ইহা ছানোগ্য শ্রুতি পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; সুতরাং এই স্থলে কথিত এই সকল চিহ্নদ্বারা প্রাণশব্দের ব্রহ্ম-অর্থই প্রতিপন্ন হয় ।

১ম অঃ ১ পাদ ২৫ সূত্র । জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥

(জ্যোতিঃশব্দবাচ্যং ব্রহ্মৈব, চরণাভিধানাৎ, সর্বভূতানি তস্ত একপাদ ইতিবচনাৎ)

ভাষ্য ।—“দিবো জ্যোতিরিতি” জ্যোতিব্রহ্মৈব, “পাদোহস্য সর্বভূতানী”-তি চরণাভিধানাৎ ॥

ব্যাখ্যা—ছানোগ্যে তৃতীয় প্রপাঠকের ১৩শ খণ্ডে “দিবোজ্যোতিঃ” ইত্যাদি বাক্যে যে “জ্যোতিঃ” শব্দ আছে, তাহারও অর্থ ব্রহ্ম ; কারণ পূর্বে মন্ত্রভাগে ঐ জ্যোতির একপাদ এই চরাচর বিশ্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । “দিবোজ্যোতিঃ” ইত্যাদি শ্রুতি নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

“বদন্তঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু “অনুত্তমেষুত্তমেষু লোকেষিৎ বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতি-স্তৈষা দৃষ্টিঃ” ।

অন্তার্থ :—এই স্বর্গলোক হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে,

ইহা সমস্ত বিশ্বের উপরে (অতীত), সংসারের সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে ; এই জ্যোতিঃ উত্তমাদম সমস্ত লোকেই প্রবিষ্ট, এই পুরুষের (জীবের) মধ্যে যে জ্যোতিঃ, তাহাও এই জ্যোতিঃ. ইহা দ্বারাই সমস্ত প্রকাশিত হয় ।

স্বত্রের লক্ষিত মন্ত্রাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে :—

“তাবানশ্চ মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাদোহশ্চ সৰ্বভূতানি, ত্রিপাদশ্চামৃতং দিবি।”

অন্তর্থাঃ—(“গায়ত্রী বা ইদং সৰ্বং” ইত্যাদি বাক্যান্তে গায়ত্রীছন্দের ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই চতুর্পাদ এবং ষড়ক্ষরত্ব প্রথমে বর্ণনা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন)—“এতৎ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মাহাত্ম্যাবিস্তার, পুরুষ ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় সমস্ত ভূতই ইহার পাদস্বরূপ ; ইনি ত্রিপাদ, এই ত্রিপাদাখ্য পুরুষ গায়ত্র্যাশ্রয় ব্রহ্মের অমৃত, স্বীয় ত্রোতনাত্মক-স্বরূপে এই ত্রিপাদ অবস্থিত (অর্থাৎ বিশ্বাত্মক গায়ত্রীকে অতিক্রম করিয়াও তিনি স্বীয় মহিমায় অবস্থিত আছেন, বিশ্ব তাঁহার একপাদ মাত্র) ।

১ম অঃ ১ পাদ ২৬ স্বত্র । ছন্দোহভিধানাম্বেতি চেম তথা তা-
হর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্ ॥

(ছন্দঃ, গায়ত্র্যাখ্যছন্দঃ—অভিধানাৎ কথনাৎ, ন, চরণ শ্রুতির ব্রহ্মপরঃ, ইতি চেৎ, যদি শক্যতে ; ন, তন্ন ; কৃতঃ ? তথা চেতঃ—
অর্পণনিগদাৎ গায়ত্রীশব্দবাচ্যে ব্রহ্মণি চিত্তসমাধানশ্চ অভিধানাৎ ; তথাহি দর্শনম্ তথৈব দৃষ্টান্তঃ “এতৎ হেব বহুচা” ইত্যাদিঃ) ।

ভাষ্য ।—পূর্ববাক্যে গায়ত্র্যাখ্যছন্দোহভিধানাৎ তৎপরঃ
চরণশ্রুতিরন্তু ন ব্রহ্মপরেতি চেম, গুণযোগাৎ গায়ত্রীশব্দাভিধেয়ে
ভগবতি চেতোহর্পণাভিধানাৎ দৃষ্টশ্চ বিরটিশব্দঃ প্রকৃতপরঃ ॥

ব্যাখ্যা :— পূর্বোক্ত “পাদোহস্ত সর্কভূতানি” ইত্যাদি বাক্যের পূর্বে “গায়ত্রী বা ইদং সর্কং” ইত্যাদি বাক্যে গায়ত্রীখ্যছন্দমাত্র কথিত হওয়ায়, সেই গায়ত্রীছন্দেরই পাদরূপে বিশ্ব পরবর্তী মস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে বুঝা যায় ; অতএব ব্রহ্ম সেই মস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহেন ; যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তবে তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ গায়ত্রীশব্দবাচ্য ব্রহ্মে চিন্ত্যসমাধান করিবার ব্যবস্থা ঐ শ্রুতি করিয়াছেন, তাহা অপর শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা—

‘এতং হেব বহুচা মহাক্ষে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবধব্যাব এতং মহাব্রতে ছন্দোগা’ ইতি ।

‘ঋগ্বেদীরা এই পরমাত্মাকে মহৎ উক্তরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, যজুর্বেদী অধ্বর্য্যগণ অগ্নিতে ইহার উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং সামবেদীয় ছন্দোগাগণ যজ্ঞে ইহার উপাসনা করিয়া থাকেন, ইত্যাদি ।

বিশেষতঃ ব্রহ্মসম্বন্ধেই শাস্ত্রে বিরাটরূপত্ব উক্ত হইয়াছে । অতএব এই আপত্তি সঙ্গত নহে ।

অঃ ১ পাদ ২৭ হ্রত্ব । ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপপত্তৈশ্চৈবম্ ॥

(ভূতাদিপাদব্যাপদেশ—উপপত্তেঃ—চ—এবম্) । ভূত-পৃথিবী-শরীর-জদয়াথ্যে পাদৈশ্চতুস্পদা গায়ত্রীতি ব্যাপদেশস্ত ব্রহ্মণ্যেব উপপত্তৈশ্চ)

ভাষ্য ।—ন কেবলং তথা চেতোহর্পণনিগদানগায়ত্রীব্রহ্মে-
ত্যাচ্যতে, ভূতপৃথিবীশরীরজদয়ানাং ব্রহ্মণি ভগবতু্যপপত্তে-
শ্চৈবম্ ॥

ব্যাখ্যাঃ—কেবল চিন্ত্যসমাধানের উপদেশ হেতুই যে গায়ত্রীকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত, তাহা নহে ; গায়ত্রীকে ভূত, পৃথিবী, শরীর ও জদয় এই চতুস্পদবিশিষ্ট বলিয়া ঐ শ্রুতি উপদেশ করাতে, এবং এই

সকল উক্তি ব্রহ্মেতেই প্রযোজ্য হয় বলিয়া, ব্রহ্মই গায়ত্রীশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন বলিয়া উপপন্ন হয় ।

১ম অঃ ১ পাদ ১৮ সূত্র । উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়শ্লিষ্মপ্য-
বিরোধাৎ ॥

(উপদেশভেদাৎ—ন—ইতি—চেৎ,—ন,—উভয়শ্লিষ্ম—অপি—অবি-
রোধাৎ) ;

ভাষ্য ।—পূর্ব্বমধিকরণত্বেন পুনরবধিৎন (“ত্রিপাদশ্রামৃতং দিবি” ইত্যত্র সপ্তমীবিভক্ত্যা অধিকরণত্বেন পুনরপি “অতঃ পরোদিবো-
জ্যোতির্দীপ্যতে” ইত্যত্র পঞ্চম্যা বিভক্ত্যা অবধিৎন) ত্রোর্নির্দিষ্ট্যতে
ইতু্যপদেশভেদান্ন ব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞায়তে ; ইতি ন ; কুতঃ ?
উভয়ত্রাপি ব্রহ্মণ একত্বস্থাবিরোধাৎ ।

বাখ্যাঃ—পরন্তু যদি বল, পূর্ব্বোক্ত “ত্রিপাদশ্রামৃতং দিবি” এই স্থলে
দিব্ শব্দ সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত থাকাতে তাহা অধিকরণার্থ-জ্ঞাপক, এবং
পূর্ব্ব উক্ত “অতঃ পরোদিবোজ্যোতিঃ” ইত্যাদি বাক্যে দিব্ শব্দ পঞ্চমী-
বিভক্ত্যন্ত হওয়ায় তাহা অবধিত্ব (সীমা)-জ্ঞাপক ; অতএব প্রতিতে এইরূপ
উপদেশের ভেদ থাকাতে উভয় বাক্যোক্ত ব্রহ্ম এক নহেন ; তাহা সম্ভব
আপত্তি নহে ; কারণ পূর্ব্বাপর প্রতি পাঠ করিলে, এই প্রতিবাক্যদ্বয়
অবিবোধে এক পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ।
যেমন “বৃক্ষাগ্রে শ্বেনঃ”, “বৃক্ষাৎ পরতঃ শ্বেনঃ” ইত্যাদি স্থলে একই শ্বেন
উক্ত হয়, বৃক্ষশব্দে একবার সপ্তমী এবং পুনরায় পঞ্চমী বিভক্তির যোগ
থাকাতে অর্থের কোন তারতম্য হয় না ; তদ্রূপ উক্ত প্রতিতেও অর্থের
কোন তারতম্য নাই । এক ব্রহ্মই উভয়স্থলে উক্ত হইয়াছেন ।

১ম অঃ ১ পাদ ২৯ সূত্র । প্রাণস্তথাহনুগমাৎ ॥

(“প্রাণশব্দবাচ্যঃ ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্ । কৃতঃ ? তথাহুগমাৎ পৌৰ্ব্বা-
পর্যেণ পর্যালোচ্যমানে বাক্যে । পদানাং সমুচ্চয়োব্রহ্মপ্রতিপাদনপর
উপলভ্যতে”)

ভাষ্য ।—প্রাণোহস্মীত্যাদিবাক্যে প্রাণাদিশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা
হিততমত্বানন্তত্বাদিধৰ্ম্মাণাং পরমাত্মপরিগ্রাহেহবগমাৎ ॥

কৌষীতকৌ-ব্রহ্মণোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাণোপাসনা বর্ণনে
প্রাণকেই উপাস্ত বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে, উক্ত স্থলেও প্রাণশব্দ
ব্রহ্মবাচক ; কারণ পূৰ্ব্বাপর এই প্রতিবাক্যসকলের আলোচনা দ্বারা
ব্রহ্মই ঐ সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় । কারণ
হিততমত্ব, অনন্তত্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্ম যাহা পরমাত্মা-বোধক, তাহা ঐ প্রাণশব্দকে
প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন ।

কৌষীতকৌ উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, যে দিবোদাস-
পুত্র প্রতর্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া, ইন্দ্রের ধামে গমন করেন,
এবং তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুমতি
করেন । তখন প্রতর্দন বলিলেন, “ত্বমেব মে বৃণীষ স্বং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং
মন্যসে” মনুষ্যের পক্ষে যাহা হিততম বলিয়া আপনি মনে করেন, সেই বর
আপনি আমাকে প্রদান করুন । তৎপর ইন্দ্র বলিলেন, “মামেব বিজানী-
হেতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং ব্রজে” । আমার স্বরূপ জ্ঞাত হও, ইহাই
মনুষ্যের পক্ষে হিততম বলিয়া আমি বিবেচনা করি । “প্রাণোহস্মি
প্রজ্ঞাত্বা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব” । আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্বা,
আমাকে আয়ুঃ এবং অমৃত জ্ঞানিয়া উপাসনা কর ; “প্রাণেন হেবামুন্নি-
র্যোকে অমৃতত্বমাপ্নোতি” প্রাণ কর্তৃকই পরলোকে জীব অমৃতত্ব লাভ
করে । এই ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদে সৰ্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে “স এষ প্রাণ

এব প্রজ্ঞানানন্দোহজরোহমৃতঃ” । সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত । কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জীবের পক্ষে হিততম ; অজরত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্য প্রাণবায়ুর নাই, এবং মুখ্যপ্রাণেরও নাই ; অজরত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি বাক্য ব্রহ্মসম্বন্ধেই শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারই এই সকল ধর্ম্য ; সুতরাং এই সকল ধর্ম্য এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই মনুষ্যের পক্ষে হিততম হওয়ায়, উক্ত শ্রুতিতে উপাস্তরূপে যে “প্রাণ” উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই “প্রাণ” শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

১ম অঃ ১ পাদ ৩০ হ্রত্ব । ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্ম-
সম্বন্ধভূমাহস্মিন্ ॥

ভাষ্যঃ—প্রাণাদিশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ন ভবতি, কুতঃ ? “মামেব
বিজানীহি” ইতি বক্তৃস্বরূপাভিন্নোপদেশাদিত্যেতৎ (যদি আশ-
ঙ্ক্যতে, সা অনুপপন্না ; কুতঃ ?) অস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্মাসম্বন্ধস্ত
বাহুল্যমন্ত্যতঃ প্রাণেন্দ্রাদিপদার্থঃ পরমাত্মৈব ।

যদি বল, ব্রহ্ম প্রাণাদিশব্দ-বাচ্য নহেন ; কারণ বক্তা ইন্দ্র “মামেব
বিজানীহি” (আমাকে অবগত হও, ইহাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম) ইত্যাদি
বাক্যে স্বীয় স্বরূপই উপাস্তরূপে অবগত হইবার বিষয় উপদেশ করিয়াছেন
বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা নহে ; কারণ এই অধ্যায়ে পরমাত্মাবিষয়ে
উপদেশ বহুল-পরিমাণে আছে । মাতৃ-পিতৃ-বধাদি পাপ কিছুই ইন্দ্র-
উপাসককে স্পর্শ করে না, সেই প্রাণোপাসক সাধু কর্ম্ম করিয়া বুদ্ধিপ্রাপ্ত,
এবং অসাধু কর্ম্ম করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত, হয়েন না ; সেই প্রাণই লোকসকলকে
সাধু এবং অসাধু কর্ম্ম করাইয়া উদ্ধ এবং অধোলোকসকলে প্রেরণ করেন
ইত্যাদি বাক্য কেবল সামান্তপ্রাণসম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া কখনই

সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; অতএব উক্ত স্থলে প্রাণ ইন্দ্র ইত্যাদি শব্দের
বাচ্য ব্রহ্ম ।

১মঅঃ ১পাদ ৩১ত্বত্র । শাস্ত্রদৃষ্ঠ্যা তুপদেশো বামদেববৎ ॥

(শাস্ত্রদৃষ্ঠ্যা—তু—উপদেশঃ—বামদেববৎ)

ভাষ্য ।—ইন্দ্রোহি সর্বম্ভ্য ব্রহ্মাত্মকত্বমবধার্য্য “মামেব
বিজানীহী”-তি শাস্ত্রদৃষ্ঠ্যা যুক্তমুক্তবান্ । তত্র কঃ শোকঃ
কোমোহ একত্বমনুপশ্যত” ইত্যাদি শাস্ত্রম্ যথা “অহম্ মনুরভবম্
সূর্য্যশ্চ” ইতি বামদেব উক্তবান্ ৫ তদ্বৎ ।

ব্যাখ্যা :—“যিনি সকলকে এক ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহার শোক
অথবা মোহ নাই” ইত্যাদি প্রতিবাক্যে আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনার
উল্লেখ আছে । প্রতি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বামদেব ঋষি পরমাত্ম-
তত্ত্ব জানিবার পর বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন যে “আমিই মনু,
আমিই সূর্য্য” ইত্যাদি । এতৎ শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তে ইন্দ্রও আপনার এবং
বিশ্বের পরমাত্মত্ব চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, “মামেব
বিজানীহী” তাঁহার এই উক্তি বামদেবের উক্তিসদৃশই বুঝিতে হইবে ।
অতএব তাঁহার এই উক্তি সঙ্গত ।

১মঅঃ ১পাদ ৩২ত্বত্র । জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসা-
ত্ৰৈবিধ্যাদাপ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥

(জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ-ন, ইতি চেৎ-ন, উপাসাত্ৰৈবিধ্যাৎ-আপ্রিতত্বাৎ-
ইহ তদ্যোগাৎ । ইন্দ্র-প্রতর্দনসংবাদে জীবলিঙ্গস্য (ধর্ম্মস্য) মুখ্যপ্রাণলিঙ্গস্য
চ দর্শনাৎ, ন ব্রহ্ম তস্মিন্ প্রতৌ উপদিশ্ত ইতি চেৎ ; তন্ন । কুতঃ ?
ব্রহ্মোপাসনায়াঃ ত্রৈবিধ্যং সর্বপ্রতিবু উক্তত্বাৎ অন্তত্ৰাপি ত্রিবিধবর্ণনং ব্রহ্মণ
উপাসনম্ আপ্রিতম্ ; অত্ৰাপি তদ্য যোজ্যতে ; তস্মাৎ ব্রহ্ম এব প্রতিপন্নঃ) ।

কৌশীতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদে উক্ত আছে, যে ইন্দ্র তাঁহাকে উপাস্যরূপে জানিতে উপদেশ করিয়া তাঁহার নিজ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “ত্রিশীর্ষণং স্বাধ্বমহন্” আমিই ত্রিশীর্ষকে ও স্বধ্ব-পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলাম ইত্যাদি । এই বাক্যদ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি নিজকে জীবরূপেই উপাস্য বলিয়াছেন ; কারণ জীবরূপেই তিনি ত্রিশীর্ষ প্রভৃতির বধসাধন করিয়াছিলেন । আরও দেখা যায় যে, তিনি বলিয়াছেন “ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত । বক্তারং বিজ্ঞাৎ” বাক্যকে জানিবার প্রয়োজন নাই, যিনি বক্তা তাঁহাকেই জান । এই বাক্য বাগিন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ শরীরস্থ জীবকেই জানিবার উপদেশ করিয়াছেন । সুতরাং এই ইন্দ্রপ্রতর্দনসংবাদে যে ইন্দ্রকে উপাস্তরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই ইন্দ্রকে উক্ত জীবসাধারণ লিঙ্গ (ধর্ম) দ্বারা জীবরূপী ঈশ্বর বলিয়াই বুঝা উচিত । এবং ঐ সংবাদে উপাস্তরূপে নির্দিষ্ট প্রাণের যে সকল লিঙ্গ কথিত হইয়াছে, তদ্বারা মুখ্যপ্রাণই লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ; কারণ ঐ সংবাদে উক্ত আছে যে, প্রাণই শরীরকে রক্ষা করে, ও উত্থাপিত করে ; যথা—“অগ্নিন্ শরীরে প্রাণা বসতি তাবদায়ুঃ” এই শরীরে যাবৎকাল প্রাণ থাকে, তাবৎকালই আয়ুঃ ইত্যাদি । কিন্তু এই সকল মুখ্যপ্রাণের কার্য ; অতএব উক্ত ক্রটিতে কথিত উক্ত জীববোধকবাক্য ও মুখ্যপ্রাণবোধকবাক্যদ্বারা জীবরূপী ইন্দ্র ও মুখ্যপ্রাণই উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হওয়া সিদ্ধান্ত হয় ; ব্রহ্ম যে ঐ “ইন্দ্র” ও “প্রাণ” শব্দের বাচ্য ইহা প্রতিপন্ন হয় না । যদি এইরূপ আপত্তি করা হয়, তবে সেই আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধতা আছে, ইহা শ্রুতাস্তরেও উল্লিখিত আছে । এই স্থলেও তদনুসারে একই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ উপাসনা উল্লিখিত হইয়াছে ।

ভাষ্য ।—“ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারম্ বিজ্ঞাৎ” “ত্রিশীর্ষণং

স্বাস্থ্যমহিমিত্যাদি জীবলিঙ্গাৎ”, “প্রাণ এব প্রজ্ঞাভেদং শরীরং পরিগৃহোথাপয়তি”-তি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাত্র ব্রহ্মপরিগ্রহ ইতি চেম্নোপাসকতারতমেন ব্রহ্মোপাসনায়াস্ত্রৈবিধ্যাজ্জীববর্গাস্তব্যামিহেন প্রাণাভ্যুচেতনাস্তব্যামিহেন তদুভয়বিলক্ষণেন চান্যে অশ্রিত-
ত্বাদিহাপি তদযোগাৎ ।

অন্তার্থ :—“ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিজ্ঞাৎ” “ত্রিশীর্ষণং স্বাস্থ্যমহন” ইত্যাদি জীবধর্ম-প্রতিপাদক বাক্য এবং “প্রাণ এব প্রজ্ঞাভেদং শরীরং পরিগৃহোথাপয়তি” ইত্যাদি মুখ্যপ্রাণধর্ম-প্রতিপাদক বাক্যসকল (যাহা ইন্দ্রপ্রতর্দন-সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে) তদ্বারা দেখা যায় যে, উক্ত সংবাদে উপাত্তরূপে ব্রহ্ম পরিগৃহীত করেন নাই । এইরূপ আশঙ্কা হইলে বলিতেছি, তাগ প্রকৃত নহে । উপাসকের অধিকারবিষয়ে তৎপরতয়া হেতু ব্রহ্মোপাসনা ত্রিবিধ :—জীববর্গের অন্তর্ধ্যামিরূপে, প্রাণাদি অচেতন পদার্থের অন্তর্ধ্যামিরূপে, এবং তদুভয় ব্যতিরিক্তরূপে, এই ত্রিবিধরূপে ব্রহ্মোপাসনা অন্ততঃ ত্রিবিধেও অশ্রিত (অবলম্বিত) হইয়াছে ; তদ্রূপ এই ত্রিবিধেও এই ত্রিবিধত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ; অতএব ব্রহ্মই এই হলে ইন্দ্র ও প্রাণ-শব্দের বাচ্য ।

এই সূত্রের রামানুজভাষ্যও নিম্বার্কভাষ্যের অনুরূপ । শঙ্করভাষ্যে অত্র একপ্রকার ব্যাখ্যা প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, অবশেষে নিম্বার্কভাষ্যানুরূপই ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও অনুমোদন করিয়াছেন । শঙ্করভাষ্যের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“ন ব্রহ্মবাক্যোহপি জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিরূধ্যতে । কথম্? উপাসা-
ত্রৈবিধ্যাৎ ; ত্রিবিধমিহ ব্রহ্মণ উপাসনং বিবক্ষিতং—প্রাণধর্মণ, প্রজ্ঞা-
ধর্মণ, স্বধর্মণ চ । “তজ্জায়ুরমৃতমিত্যুপাসনং আয়ুঃ প্রাণ ইতি”, ইদং

শরীরং পরিগৃহ্যোথাপয়তি তস্মাদেতদেবোক্তমুপাসীত” ইতি চ প্রাণধর্ম্যঃ ।
 ...“প্রজ্ঞয়া বাচং সমাকৃহু বাচা সর্বাণি নামান্তাপ্রোতি” ইত্যাদিঃ প্রজ্ঞাধর্ম্যঃ ।
 ...“স এষ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা” ইত্যাদিব্রহ্মধর্ম্যঃ । তস্মাদব্রহ্মণ এবৈতদ্-
 পাধিষ্মধর্ম্যেণ স্বধর্ম্যেণ চৈকমুপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতম্ । অত্বেত্রাপি মনোময়ঃ
 প্রাণশরীর ইত্যাদাবুপাধিধর্ম্যেণ ব্রহ্মণ উপাসনমাশ্রিতম্ । ইহাপি তদ্বোজ্যতে ।
 বাক্যস্তোপক্রমোপসংহারাত্যামেকার্থত্বাবগমাৎ প্রাণপ্রজ্ঞাব্রহ্মলিঙ্গাবগমাচ্চ ।
 তস্মাদ্ ব্রহ্মবাক্যমেতদিতিসিদ্ধম্ ।”

অন্ত্যর্থঃ—শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মপরতা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা জীব-
 ধর্ম্মের ও মুখ্যপ্রাণধর্ম্মের উল্লেখদ্বারা বোধিত হয় না, জীব ও মুখ্যপ্রাণ-
 বোধক বাক্যসকল তদ্বিরুদ্ধ নহে । কারণ ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধতা আছে ;
 এই ইন্দ্র প্রতর্দন-সংবাদে ব্রহ্মের ত্রিবিধ উপাসনা বিবৃত হইয়াছে—প্রাণ-
 ধর্ম্মে উপাসনা, প্রজ্ঞাধর্ম্মে উপাসনা এবং স্বধর্ম্মে উপাসনা । “তন্মায়ুর-
 নুতমিত্যুপাসনস্ব, আয়ুঃ প্রাণ” ইতি “ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোথাপয়তি” “তস্মা-
 দেতদেবোক্তমুপাসীত” ইত্যাদি বাক্যে প্রাণধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে । ...
 “প্রজ্ঞয়া বাচং সমাকৃহু” ইত্যাদি বাক্যে প্রজ্ঞাধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে ।
 “স এষ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে । অতএব
 এই উপাধিষ্মধর্ম্ম (প্রজ্ঞা ও প্রাণরূপ উপাধিষ্ম ধর্ম্ম) ও স্বধর্ম্ম দ্বারা
 ব্রহ্মেরই এক উপাসনা ত্রিবিধরূপে উক্ত হইয়াছে । অত্বেত্র ও শ্রুতিতে
 মনোময় ও প্রাণময় শরীর ইত্যাদি উপাধি ধর্ম্মে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত
 হইয়াছে । বাক্যের আরম্ভ ও শেষ দ্বারা একই অর্থ প্রতিপন্ন হয়, তদ্ব্যতীত
 এবং প্রাণ প্রজ্ঞা ও ব্রহ্ম এই তিনেরই ধর্ম্ম উপদিষ্ট হওয়ায়, এইস্থলেও
 তাহা যোজনা করা উচিত । অতএব ব্রহ্মই যে ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দের
 বাচ্য, তাহা সিদ্ধ হয় ।

অত্বেত্র শ্রুতিতে ব্রহ্মোপাসনার যে ত্রিবিধতা প্রদর্শিত আছে, তাহা

নিম্নাংশে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যাকৃত বেদান্তকৌস্তভ-নামক ব্যাখ্যানে উক্ত-
রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল । তৈত্তিরীয় শ্রুতান্ত
ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক বাক্যদ্বয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য
করিয়া শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য বলিতেছেন :—

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, অনন্দো ব্রহ্মেতি স্বরূপেণ উপাস্ত্বম্ । তৎসৃষ্টা
তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্চ সচ্চত্যাচ্চাভবৎ । নিরুক্তং চানিরুক্তং চ
নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানং চেত্যাদিষু চিদচিদপূরাত্মন্য চ
তন্ত্রোপাস্ত্বম্ ।”

অন্ত্যর্থঃ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” “অনন্দো ব্রহ্ম”
এই সকল বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপে উপাসনাব্যঞ্জক, (এই সকল বাক্য
ব্রহ্মের বিশ্বাতীত স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন) এবং বিধ স্বরূপের ধ্যান ব্রহ্মো-
পাসনার এক অঙ্গ । “তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্চ সচ্চ ত্যাচ্চা-
ভবৎ নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যাদি
বাক্যে চেতন ও অচেতনাত্মক বিশ্বের অন্তরাষ্ট্রাক্রমে, এবং সর্বাত্মকরূপে
ব্রহ্মে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে । (এইরূপে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধ স্ব
সর্বত্রই শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়) ।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদ ব্যাখ্যাত হইল ; ইহার দ্বিতীয়
হইতে পঞ্চম সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিষয়ক
শ্রুতিসকলের বিচার দ্বারা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিয়াছেন
যে, চেতনাকে চৈতন্য চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি স্থিতি ও লয়প্রাপ্ত হয় ;
এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, তাহারই একাংশস্বরূপ ; ব্রহ্ম এই বিশ্ব
হইতে অতীতরূপেও আছেন, সেই অতীতরূপই তাহার স্বরূপ বলিয়া উক্ত
হয়, এই অতীতরূপে তিনি নিত্য সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ; এবং ঐ

অতীতরূপে চেতনাচেতন সমগ্র বিশ্ব—সর্ববিধ গুণ, সর্ববিধ শক্তি, সর্ববিধ কার্য, তাঁহার স্বরূপভুক্ত হওয়াতে গুণ ও গুণী বলিয়া তদবস্থায় কোন ভেদ নাই ; অতএব স্বরূপে তিনি পূর্ণাট্মত, গুণাতীত, নিত্য মুক্ত শুদ্ধ অপাপবিন্দু-স্বভাব । পরন্তু জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-ব্যাপারও তাঁহার নিত্যধর্ম, ইহা আকস্মিক নহে ; ইহা নিত্যই তাঁহার অঙ্গীভূত ; অতএব তিনি সশক্তিক-সগুণও বটে। সুতরাং তাঁহার সম্পূর্ণ স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিলে, তিনি নিগুণ ও সগুণ এই উভয়রূপী বলিয়া উপপন্ন হয়েন ।

ব্রহ্মোপাসনাবিবয়ক যে সকল সূত্র এই পাদে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তৎসমস্ত উপসংহার করিয়া, সর্বশেষে সূত্রে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্থাপন করিয়াছেন । তাঁহাকে চেতনাচেতন সকলের অন্তঃস্যানী ও নিয়ন্তারূপে চিন্তন প্রথমঙ্গ ; সর্বাঙ্গ্যক-রূপে চিন্তন দ্বিতীয় অঙ্গ, এবং তদুভয়াতীতরূপে চিন্তন তাঁহার উপাসনার তৃতীয় অঙ্গ ; এই ত্রিবিধ অঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণ । উক্ত সূত্রের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন “ব্রহ্মণ...একমুপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতং” ব্রহ্মের একই উপাসনার ত্রিবিধ অঙ্গ । স্বোপাসিনাতে সূর্য্যের জ্যোতির্ময় পিণ্ড ও প্রকাশাদি শক্তি, এবং তন্নিহিত জীবচৈতন্য, এবং এতদ্ব্যতিরিক্তে অতীত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মরূপ, এই ত্রিতয় এক ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে । এইরূপ উপাসনা দ্বারা সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন, ইহাই শ্রুতির উপদেশ । ছন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ত্রী ; অতএব গায়ত্রীকেও এইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতেই উপাসনা করিবে । গায়ত্রীর পৃথিব্যাদি পাদ সমস্তই ব্রহ্ম, গায়ত্রীনিষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্ম, এবং সর্ব-নিয়ন্তা ব্রহ্ম ; অতএব গায়ত্রীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা ; তদ্বারা উপাসক অমৃতত্ব লাভ করেন ; ইহা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন । দেবতা-

গণেরও অধিপতি ইন্দ্র ; তাঁহার অপরিসীম শক্তি যাহা শ্রুতি প্রথমেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য ; এই অপরিসীম শক্তিশালী ইন্দ্রকে ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করিবে। দেহের পরিচালক যে প্রাণ, তাহা ইন্দ্রেরই মুণ্ডিবিশেষ ; এই প্রাণ ও ইন্দ্র উভয়কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। প্রাণ ও ইন্দ্রের মহিমা বর্ণনা দ্বারা ব্রহ্মেরই মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মহিমা শ্রবণে ও চিন্তনে মানবচিত্ত স্বভাবতঃ ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় ; এইরূপ মহিমা যাহার, যিনি আমার প্রাণরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিনায়ক, যিনি ঐন্দ্ররূপে হৃদযাকারীর শাসনকর্ত্তা, তিনি অবশ্য আমার ভজনীয়। সুতরাং হৃদনাচেতন অধিষ্ঠানে ব্রহ্মের চিন্তন তৎপ্রতি প্রেমভক্তিসংস্কারের অমোঘ উপায় ; শ্রুতি এই দুই অঙ্গের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অমৃত, অজর, নিত্য শুদ্ধ-স্বভাব এবং আনন্দময় ; অতএব এই ত্রিবিধ অঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা পরিপূর্ণ। অধিকারিভেদে কাহারও এক অঙ্গে, কাহারও অপর অঙ্গে, কাহারও সর্ব্বাঙ্গে সাধন প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহাদের একাঙ্গেও সাধন আরম্ভ হয়, তাঁহারাও ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গসাধনক্ষম হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। ইহাই ভক্তিমার্গ ; এবং এই মার্গই ব্রহ্মসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানমার্গের উপদেশ সাংখ্যদর্শন বর্ণনাকালে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। ইহার সহিত ভক্তিমার্গের সাধনের প্রভেদের বিষয় এইক্ষেণে বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। জ্ঞানযোগাবলম্বি-সাধক আপনাকে মুক্তস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিবেন, ইহাই জ্ঞানযোগের সার ; দৃশ্যমান জগৎ সাংখ্যমতে গুণাত্মক, শাকরমতে নারীমাত্র, উভয়মতেই তাহা অনাত্ম, সুতরাং বর্জনীয় ; অতএব তৎপ্রতি তীব্র বৈরাগ্যও জ্ঞানযোগের পুষ্টিকর অঙ্গ। সুতরাং এই জ্ঞানযোগ পূর্ণব্রহ্মোপাসনার একাংশমাত্র। ভক্তিযোগাবলম্বিসাধকও আপনাকে ব্রহ্মাংশ বলিয়াই জানেন, এবং তদ্রূপই চিন্তা করেন। কিন্তু

ব্রহ্মের সত্তা উপাসকের সত্তাতেই পর্যাপ্ত নহে ; ব্রহ্ম বিভূষ্যভাব, উপাসক বিভূষ্যভাব নহেন, ব্রহ্মের অংশমাত্র, এবং ব্রহ্মের নিয়তির অধীন ; ইহা বেদব্যাস পরে বিশেষরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন । এবং ব্রহ্ম অশেষবিধ গুণসম্পন্ন । এতৎ সমস্ত চিন্তা করিয়া তত্ত্ব ব্রহ্মের প্রতি স্বভাবতঃ প্রেম-সম্পন্ন হয়েন । এই প্রেমের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের স্বাতন্ত্র্য-বিষয়ক সংস্কার অচিরকালমধ্যে তিরোহিত হয় । সংসারেও দেখা যায় যে, প্রেমই পার্থক্যবুদ্ধিলোপের অব্যর্থ উপায় ; প্রেমে স্ত্রী পুরুষ এক হয়, পিতা পুত্র এক হয়, বন্ধু ও বন্ধু এক হয় ; সম্পূর্ণরূপে ভেদবুদ্ধির লোপই প্রেমের পরাকাষ্ঠা । ব্রহ্মের অশেষবিধ গুণত্বই তৎ প্রতি যে প্রেম হয়, তাহারই নাম ভক্তি । সুতরাং ভক্তিমার্গের সাধন সরস, জ্ঞানমার্গের সাধন নীরস ।

উপাসনাপ্রণালীর উপদেশ দ্বারাও ব্রহ্মের পূর্ব প্রতিপন্ন দ্বৈত-দ্বৈতত্বই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । উপাসনার প্রথম দুই অঙ্গ ব্রহ্মের সগুণধর্মজ্ঞাপক, তৃতীয়াঙ্গ গুণাতীত ও জীবাতিত ধর্ম-জ্ঞাপক । ব্রহ্ম সগুণ, অথচ নিগুণ ; ব্রহ্ম এই দ্বিরূপবিশিষ্ট হওয়াতে, তাঁহার পূর্ণ উপাসনাও সুতরাং উক্ত উভয়ধর্মবিশিষ্ট, এবং তাহাই ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমপাদেই শেষস্থত্রে বিজ্ঞাপন করিলেন

প্রথমপাদে ব্রহ্মহৃদের উপদিষ্ট সমস্তবিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে । জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব এতৎ সমস্তেরই আভাস এই প্রথমপাদে বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন । গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিতর্কদ্বারা এই সকল তত্ত্বই বিশেষরূপে বিস্তারিত করা হইয়াছে ।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমোধ্যায় প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয়পাদ ।

প্রথমপাদে শ্রুতির ব্রহ্মবোধকতা সাধারণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনা বর্ণনাতে শ্রুতি নানা স্থানে নানা প্রকার বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তত্তৎ-বাক্যের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নহেন । সেই সকল শ্রুতিবাক্য বিচার করিয়া শ্রীভগবান্ বেদবাস এই প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয়পাদে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই সেই সকল বাক্যের প্রতিপাদ্য । উপনিষৎ ভাষ্যরূপ অভ্যাস না থাকিলে, এই দুই পাদের সূত্রোক্ত বিচার সম্যক্ বোধগম্য হয় না ; সাধারণতঃ এইমাত্র জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, উপনিষদে ব্রহ্মই উপাস্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন । যত প্রকার উপাসনাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তেরই লক্ষ্য ব্রহ্ম ; তিনিই নানাবিধ প্রণালীতে নানাবিধ বিভূতি অবলম্বনে উপাস্ত বলিয়া শ্রুতি অবধারণ করিয়াছেন । শ্রুতিসকল সম্যক্ উদ্ধৃত করিয়া সকল স্থলে সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, এই গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া যায় ; তন্নিমিত্ত শ্রুতি-সকলের কিয়দংশমাত্র স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া, সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ।

পরন্তু ব্রহ্মের সঙ্গুৎথ যে বেদব্যাসের স্থিরসিদ্ধান্ত, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন

নিগূর্ণত্ব যে তাঁহার সিদ্ধান্ত নহে, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের বিচারের ফল শব্দরভাষ্যে দ্বিতীয়পাদের প্রারম্ভে যেক্রমে উক্ত হইয়াছে, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা বাইতেছে :—

“প্রথমে পাদে জন্মান্তস্ত যত ইত্যাকাশাদেঃ সমস্তস্ত জগতোজন্মান্দি-
কারণং ব্রহ্মত্বাক্তম্ । তত্ সমস্তজগৎকারণস্ত ব্রহ্মণো ব্যাপিত্বং নিত্যত্বং
সর্বজ্ঞত্বং সর্বায়কত্বমিত্যেবশীলীকৃত্য পৰ্য্য উক্ত এব ভবতি । অর্গ্যস্তর-
প্রসিদ্ধানাং কেবালিকল্পানাং ব্রহ্মনিবৃত্তে তে তু প্রতিপাদনেন কানিচ্ছিকাকানি
সন্দিগ্ধমানানি ব্রহ্মপরতয়া নিবীতানি ।”

অর্থঃ—প্রথমপাদে “জন্মান্তস্ত যতঃ” সূত্রদ্বারা আকাশাদি সমস্ত
জগতের কারণ বে ব্রহ্ম, তাহা উক্ত হইয়াছে । সমস্তজগৎকারণ ব্রহ্মের
সর্বব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বায়কত্ব প্রভৃতিজাতীয় ধর্ম থাকাও উক্ত
হইয়াছে । শব্দাক্ত কোন কোন শব্দ বাহার অত্র অর্থে প্রয়োগ প্রসিদ্ধি
আছে, সেই সকল শব্দের উক্ত প্রতিপাদনে ব্রহ্ম-অর্থে প্রয়োগ হওয়া,
এবং সন্দিগ্ধার্থ কোন কোন প্রতিবাদ্য-সকলের ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা, হেতু-
প্রদর্শন পূর্বক নির্দেশ করা হইয়াছে” ।

অতএব শব্দরচায্যের ব্যাখ্যামুসারেও ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, বেদব্যাস
সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিত্ব, সর্বায়কত্ব প্রভৃতি ধর্ম ব্রহ্মের থাকা প্রথম-
পাদে উপদেশ করিয়াছেন । দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগেই ব্রহ্মের সত্য-
সংকল্পাদি গুণও থাকা বেদব্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন ; অতএব তাঁহাকে
নিরবচ্ছিন্ন নিগূর্ণ, নিঃশক্তিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যে বেদব্যাসের ও
শ্রুতির অভিপ্রেত নয়, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব ।

১ম অঃ ২য় পা ১ম সূত্র । সর্ববত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ।

ছানোগ্যে ইদমাশ্রয়তে—

“সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত । অথ খলু

ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিংশ্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ
 প্রেত্য ভবতি ; স ক্রতুং কুব্বীত ॥ ১ ॥ মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভা-
 রূপঃ” ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্মৈঃ
 শারীর আত্মোপাস্ত্বেনোপদিশ্যত আহোস্বিদ ব্রহ্মেতি । কিন্তুাবৎ
 প্রাপ্তম্? শারীর ইতি ।...ইতোবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—পরমেব
 ব্রহ্মেহ...উপাস্তম্ । কুতঃ? সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ যৎ সর্বেষু
 বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম ব্রহ্মাদিস্থ চালম্বনং জগৎকারণম্, ইহ চ
 সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বা ক্যাপ্যতমে শ্রুতং, তদেব মনোময়ত্বাদি-
 ধর্মাবিশিষ্টমুপদিশ্যত ইতি যুক্তম্।” ইতি শঙ্করভাষ্যে ।

অন্তর্থাৎ—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ উক্তি আছে যথা :—“এতৎ
 সমস্ত ই ব্রহ্ম ; এতৎ সমস্ত তজ্জ (তাঁহা হইতে জাত হয়), তজ্জ (তাঁহাতে
 লয় প্রাপ্ত হয়), তদন্ (তাঁহাতে স্থিতি করে, তৎকর্তৃক পরিচালিত
 হয়) । ইহা জানিয়া শাস্ত্র (অর্থাৎ কামক্রোধাদি বিকারবর্জিত ও
 আত্মপরবুদ্ধিবিরহিত) হইয়া উপাসনা করিবে । এবঞ্চ পুরুষ ক্রতুময় হয়
 (পুরুষ ধোয়গুণবিশিষ্ট হয় ; ক্রতু=উপাসনা, ধ্যান ।) ; ইহলোকে পুরুষ
 ঘেরূপ ক্রতুসম্পন্ন হইলে, ইহলোক হইতে গমন করিয়া তিনি সেই প্রকার
 রূপ প্রাপ্ত হইবেন । অতএব পুরুষ ক্রতু করিবে, মনোময় প্রাণ-শরীর
 জ্যোতীরূপ ধ্যান করিবে” । এইস্থলে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে,
 শ্রুতি কি মনোময়ত্বাদি ধর্মাবিশিষ্ট শরীরস্থ জীবাত্মারই উপাসনার উপদেশ
 করিয়াছেন, অথবা ব্রহ্মেরই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন । প্রথমে
 মনে হয়, শারীর জীবাত্মারই উপাসনার উপদেশ হইয়াছে । এইরূপ
 আশঙ্কা হইলে, তদন্তরে আমরা বলি পরমব্রহ্মই মনোময়ত্বাদিধর্মের দ্বারা
 উপাস্তরূপে অবধারিত হইয়াছেন । কারণ—“সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ”

সমস্ত বেদান্তে ব্রহ্মস্বরের বাচ্য জগৎকারণ বলিয়া যে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ
আছেন, এই স্থলে বাক্যের প্রারম্ভভাগে “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম” বাক্যে সেই
ব্রহ্মই উল্লিখিত হইয়াছেন, অতএব তিনিই যে মনোময়ত্বাদি-ধর্মবিশিষ্ট-
রূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই সঙ্গত শীর্মাংসা । *

১ম অঃ ২য় পা ২য় সূত্র । বিবাক্তিতত্ত্বগোপপত্তেস্চ ।

“তদিহ যে বিবাক্তিতত্ত্বাণা উপাসনায়ামুপাদেয়ত্বেনোপদিষ্টাঃ
সত্যসঙ্কল্পপ্রভৃতয়ঃ, তে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যপত্তেস্চ । সত্যসঙ্কল্প ইং
হি সৃষ্টিস্থিতিসংহারের প্রতিবন্ধকসিদ্ধিঃ পরমাত্মানোহবকল্যাতে ।
পরমাত্মগুণত্বেন চ, “য আত্মাঃ পহতপাপা” ইত্যত্র “সত্যকামঃ
সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি শ্রুতম্ । “আকাশাত্মা” ইত্যাদিনা আকাশ-
বদাত্মাহন্তেত্যর্থঃ ; সর্বগতত্বাদিভির্পর্যন্তৈঃ সম্ভবত্যাকাশেন সামাং
ব্রহ্মণঃ ।” ইতি শাক্তরভাষ্যে । †

* নির্বাক্তিতত্ত্বাণাও সূত্রের এইরূপই অর্থ করা হইয়াছে, যথা—“নবং
এক তত্ত্বম্ভাবিত্যুপপত্তিঃ” ইত্যুপপত্ত্যাদিতে “মনোময়ঃ প্রাণশরীর” ইতি । অত্র
মনোময়ত্বেনোপদিষ্টঃ সর্বকারণভূতঃ পরমাত্মা গৃহ্যতে ন প্রত্যগাত্মা ; কৃতঃ ? সর্বেষু
বেদান্তেষু প্রসিদ্ধত্ব পরমাত্মন এব পূর্বত্র সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্মত্বাদ্যুপদেশাৎ ॥”

† নির্বাক্তিতত্ত্বাণাও সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । যথা :—“মনোময়ঃ
প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যাদিনাং বিবাক্তিতত্ত্বাণাং মনোময়ত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদিনাং
গুণানাং ব্রহ্মণ্যোপপত্তেস্চ । যে যে স্থলে শাক্তরভাষ্য এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,
সেই সেই স্থলেই বুলিতে হইবে যে, সূত্রের বাণী বিষয়ে কোন বিরোধ নাই ; পরন্তু
শাক্তরভাষ্য উদ্ধৃত করিবার অভিপ্রায় এই যে, ব্যাসকৃত সূত্রসকলের ব্যাখ্যা
শাক্তরাচার্য্যও এইরূপই করিয়াছেন, সূত্রের বাণীসত্ত্ব নাই । পরন্তু এই সকল
সূত্রদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মের কেবল নির্গুণত্বই বেদান্তে এবং ব্রহ্মসূত্রে
উপদিষ্ট হয় নাই, পরন্তু জীবের ব্রহ্মের আয় যে বিভূত্ব নাই, তাহাও স্পষ্টরূপে ইহাতে
উপদিষ্ট হইয়াছে । এতদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, বেদান্তদর্শনে ভক্তিমার্গই বেদব্যাস
কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে ।

অন্তর্থাৎ—উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি যে সকল গুণ উপাদানার্থ গ্রহীতব্যাক্রমে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়। সৃষ্টিহিতি ও সংহারবিষয়ে অপ্রতিমতশক্তিমানহেতু পরমাত্মা-সম্বন্ধেই সত্যসঙ্কল্প কল্পিত হইতে পারে। শ্রুতিতে “য আত্মাহুপহত-পাপুনা” বাক্যে যে আত্মার অপাপবিকল্প উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মাব পবমাত্মা-সম্বন্ধীয় সত্যকামস্ব সত্যসঙ্কল্প গুণ থাকা ঐ শ্রুতিই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি যে “আকাশাত্মা” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ আকাশের আয় সর্ববাপী তাহার রূপ ; সর্বগতত্বাদিধর্ম আকাশের সহিত ব্রহ্মেরই তুলনা হইতে পারে। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

১ম অঃ ২য় পা ৩য় সূত্র। অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ ।

“পূর্বেণ সূত্রেণ ব্রহ্মণি বিবক্ষিতানাং গুণানামুপপত্তিরুক্তা : অনেন শারীরে তেধামনুপপত্তিরুক্ত্যেত । তু-শব্দোহবধারণার্থঃ । ব্রহ্মৈবোক্তেন ত্বায়েন মনোময়ত্বাদিগুণঃ, ন তু শারীরো জীবো মনোময়ত্বাদিগুণঃ । “যৎ কারণং” “সত্যসঙ্কল্প” “আকাশাত্মা” “হৃদীকানাদরো” “জ্যায়ান্ পৃথিব্যা” ইতি চেবজ্ঞাতীরণা গুণা ন শারীরে আঞ্জন্তেনোপপত্তস্তে ।” ইতি শাকরভাষ্যে ।

অন্তর্থাৎ—পূর্ক্বে সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিবাক্যোক্ত গুণসকল ব্রহ্মের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় ; এই সূত্রে বলা হইতেছে, শারীর জীবাশ্মায় সেই সকল গুণের উপপত্তি হয় না। সূত্রোক্ত “তু” শব্দ অবধারণার্থক। ব্রহ্মই পূর্কোক্ত কারণে মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, শারীর জীব তদ্বিশিষ্ট নহে। যেহেতু সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, অবাকী, অনাদর (অকাম), পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ, শ্রুত্বাত্মক এই সকল এবং এই জ্ঞাতীর গুণসকল শারীর জীবাশ্মায় প্রত্যক্ষীভূত হয় না।

(আকাশাত্মা বলিতে সম্ভব্যাপী বুঝায়, তাহা জীবের নাই, এই সূত্রে ইহা স্পষ্টরূপে বলা হইল ; সুতরাং এতদ্বারা জীবের বিভূত্ব নিবারিত হইল বুঝিতে হইবে ; অতএব শঙ্করাচাৰ্য্য যে জীবকে বিভূত্বভাব বলিয়া পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত নহে । *

১ম অঃ ২য় পা ৪র্থ সূত্র । কর্ম্মকর্তৃব্যাপদেশাচ্চ ।

“এতমিতঃ প্রেত্যাহভিসম্ভবিতাহস্মি” ইতি শারীরস্থ কর্ম্মহে-
নোপাসকত্বেন ব্যাপদেশাৎ, পরমাত্মনঃ কর্ম্মহেনোপাস্ত্বেন প্রাপ্য-
ত্বেন চ ব্যাপদেশাৎ ।” ইতি শারীরভাষ্যে ।

অন্ত্যর্থঃ—“আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে (আমার উপাস্তকে) প্রাপ্ত হইয়াছি” এই বাক্যে শারীর জীবের উপাসকরূপে কৃত্ত্ব উপদেশ আছে, এবং “এতৎ” পদবাচ্য পরমাত্মার কর্ম্মত্ব, উপাস্ত্ব ও প্রাপ্যত্বরূপে উপদেশ আছে । অতএব শারীর জীবাত্মা উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য নহে, পরমাত্মাই উপাস্ত্বরূপে উপদিষ্ট । †

১ম অঃ ২য় পা ৫ম সূত্র । শব্দবিশেষাৎ ।

নিষ্বাক ভাষ্য :—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ শারীরাদন্তঃ পরমাত্মা
“এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে” ইতি জীবপরমাত্মনোঃ ষষ্ঠীপ্রথমাস্ত-
শব্দবিশেষাৎ ।

অস্যর্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন “এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে” এই আত্মা
আমার হৃদয়ে ; এই স্থলে জীব সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করিয়া “মে”

* এই সূত্রের নিষ্বাকভাষ্য এইরূপ ; যথা,—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরএব, ন
জীবন্তদ্বিগ্নবোময়ত্বসত্যসঙ্কল্পদ্বাদ্যনুপপত্তেঃ ।

† এই সূত্রের নিষ্বাকভাষ্যও এইরূপ ; যথা,—ইতোহপ্যত্র মনোময়াদিপদবাচ্যো
ন শারীরঃ । “এতমিতঃ প্রেত্যা সম্ভবিতাহস্মি”-তি কর্ম্মকর্তৃব্যাপদেশাৎ ।

শব্দ উক্ত হইয়াছে, এবং উপাস্য আত্মাকে প্রথমাবিভক্ত্যন্ত করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ বিশেষ করিয়া শব্দ প্রয়োগ হওয়াতে প্রতি-
বাক্যোক্ত মনোময়বাদি গুণ জীবের সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই, পরমাত্মার সম্বন্ধেই
উক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ২য় পা ৬ষ্ঠ সূত্র । স্মৃতিশ্চ ।

“স্মৃতিশ্চ শারীরপরমাত্ত্বানোর্ভেদং দর্শয়তি, ঈশ্বরঃ সর্ব-
ভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি । ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রাক্রান্তানি
মায়া” ইত্যাত্মা । ইতি শাক্তভাষ্যে ।

অস্যার্থঃ—স্মৃতিও স্পষ্টরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন
করিয়াছেন । যথা ;—ঈশ্বরভূতবলীত্বাৎ উক্ত আছে, “ও অর্জুন ! ঈশ্বর
সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি হৃদয়ে থাকিয়া মায়াদ্বারা
জীবসকলকে যন্ত্রাক্রান্ত পুণ্ডরীককার গ্রায় দান্যমান করেন । ইত্যাদি । *

১ম অঃ ২য় পা ৭ম সূত্র । অর্ভকৌকস্তাত্ত্ব্যপদেশাচ্চ নোঁচ চেম
নিচায়াহৃদ্যদেবং ব্যোমবচ্চ ।

(অর্ভক—ওকন্) —ত্বাৎ—তৎ—ব্যপদেশাচ্চ—ন, ইতি চেৎ, ন ;
নিচায়াহৃদ্যৎ এবং—ব্যোমবৎ চ । (অর্ভকং=অন্নং, ওকং=স্থানং যন্ত স,
তস্ত ভাবঃ তৎ, তস্মাৎ=অর্ভকৌকস্তাত্ত্ব্যৎ ।)

ভাষ্য :—“এব মে আত্মা হৃদয়ে” ইত্যাত্মায়তনত্বাৎ, “অনীয়ান্
ব্রৌহের্বা” ইত্যাত্মব্যপদেশাচ্চাত্ত্ব্য ন ব্রহ্মোতি চেৎ, নৈব তথাহেন
ব্রহ্মণইহোপাস্তত্বাৎ বৃহতোহিব্রহ্ম গবাক্ষব্যোমবৎ সংগচ্ছতে ।

অন্ত্যর্থঃ—“এই আত্মা আমার হৃদয়ে” এই প্রতিবাক্যে আত্মার

* এই সূত্রের নিষাকর্তব্য এইরূপ ; যথা,—“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন
তিষ্ঠতি”-তি স্মৃতিশ্চ জীবপরমাত্ত্বানোর্ভেদোহিতি ।

অন্নাতনত্ব বোধগম্য হয়; “আত্মা ত্রীহি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র” এই স্পষ্ট উপদেশও তৎসম্বন্ধে আছে; তদ্বারা আত্মার অন্নত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম বিভূষ্যভাব; অতএব ব্রহ্ম ঐ শ্রুতির উপদেশের বিষয় হইতে পারেন না। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত স্থলে উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্ম ক্ষুদ্ররূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন; আকাশ অনন্ত হইলেও গবাক্ষ-বোম (গবাক্ষস্থ আকাশ) ইত্যাদি স্থলে যেমন বৃহত্তর অন্নত্ব বিবক্ষা হয়, তদ্রূপ বিভূ আত্মারও ঐ প্রকার ক্ষুদ্রত্ব উপদেশ অসঙ্গত নহে।

১ম অঃ ২য় পাদ ৮ম সূত্র। সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেন বৈশেষ্যাৎ ।

ভাষ্য।—“সর্বহৃদয়সম্বন্ধাৎ সুখদুঃখসম্ভোগপ্রাপ্তিব্রহ্মণোহপি জীবন্তেবেতি চেন্নায়ং দোষঃ, স্বকৃতকর্মফলভোক্তৃত্বেনাপহত-পাপুত্বেন চ জীবব্রহ্মণোহত্যন্তবিশেষ্যাৎ ।”

অন্তার্থঃ—সকলের হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে জীবের হ্যায় ব্রহ্মেরও সুখদুঃখভোগ সম্ভব হইতে পারে; (পরন্তু ব্রহ্মের সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্ম উক্ত বাক্যের প্রতিপাত্ত নহেন) যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহা সঙ্গত নহে; ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ বলাতে কোন দোষ হয় না। কারণ, স্বকৃতকর্মফলের ভোক্তৃত্ব জীবে আছে, ব্রহ্ম সর্বদাই নির্বিকার (অপাপবিদ্ধ); জীব ও ব্রহ্মের এইরূপ প্রভেদ শ্রুতিই বর্ণনা করিয়াছেন।

শাকরভাষ্যেও সূত্রের এইরূপই অর্থ করা হইয়াছে। যথা—“ন তাবৎ সর্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্ছারীরবদ্ ব্রহ্মণঃ সম্ভোগপ্রসঙ্গো, বৈশেষ্যাৎ” ইত্যাদি ।

১ম অঃ ২য় পাদ ৯ম সূত্র। অজ্ঞা চরাচরগ্রহণাৎ ।

ভাষ্য।—“যস্মৈ ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং, মৃত্যুর্যাস্তো-

পসেচনং ক ইথা বেদ যত্র স” ইত্যত্রান্তা শ্রীপুরুষোত্তমঃ ।
কুতঃ ? মৃত্যুপসেচনোদনস্ত ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিতচরাচরাঙ্কুশস্ত
বিশ্বস্ত গ্রহণাৎ ।

অন্তার্থঃ—কঠশ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে, যথা :—

“যস্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং ।

মৃত্যুৰ্যন্তোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ” । (১ম অঃ ২য়াবলী)

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাহার অন্ন, মৃত্যু যাহার উপসেচন মাত্র (দ্ব্যতাদি
বস্ত্র যাহা অগ্নে মাখিয়া খুঁড়িয়া যায়, তদ্রূপ উপসেচন মাত্র) । তাঁহাব
স্বরূপ কি, এবং তাঁহার স্থিতি বা কোথায়, তাহা কে জানিতে পারে ?

এই বাক্যে যিনি অস্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনি
ব্রহ্ম ; কারণ, মৃত্যুকেও তাঁহার উপসেচনমাত্র বলায় ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিত
চরাচর বিশ্ব সমস্তই তিনি গ্রহণ (আয়ত্ত্বসাৎ) করেন বলা হইল ;
ব্রহ্মেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই অস্তা (ভক্ষক) ব্রহ্মই ।

১ম অঃ ২য়পাদ, ১০শ্রুত । প্রকরণাচ্চ ।

ভাষ্য ।—অস্তা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ “মহাস্তং বিভু”-মিতি
তস্মৈব প্রকৃতত্বাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—কঠোপনিষদের যে প্রকরণে (প্রথম প্রকরণের দ্বিতীয়
বলীতে) ঐ বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মবিষয়ক পকরণ ; সুতরাং ব্রহ্মই
ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য । উক্ত প্রকরণের প্রতিপাদ্য আত্মাকে প্রথমে
“মহাস্তং বিভু” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া “যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যঃ” ইত্যাদি
বাক্যে শ্রুতি পরমাধ্যাকেই সুস্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন । অতএব
পরমাধ্যাই উক্ত বাক্যের কথিত অস্তা (ভক্ষণকর্তা) ।

১ম অঃ ২য়পাদ ১১শ্রুত । গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানো হি তদদর্শনাৎ ।

ভাষ্য ।—“ঋতং পিবন্তো স্কৃততশ্চ লোকে, গুহাং প্রবিষ্টা-”
বিত্যত্র গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি চেতনৌ হি জীবপরমাত্মানৌ
বোধ্যো ; কুতস্তদর্শনান্তয়োরেবাস্মিন্ প্রকরণে গুহাপ্রবেশব্যপদেশ-
দর্শনাৎ । “তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতমি”-তি পরমাত্মনঃ
“যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতিদেবতাময়ী গুহাং প্রবিষ্টা তিষ্ঠন্তী সা
ভূতেভির্ব্যজায়তে”-তি জীবশ্চ ।

ব্যাখ্যা :—কঠবল্লীতে “গুহাং প্রবিষ্টৌ” ইত্যাদি বাক্যে “গুহাতে
প্রবিষ্ট” বলিয়া যে আত্মাদ্বয়ের কথা উল্লেখ আছে, সেই দুই আত্মাকে পব-
মাত্মা ও জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে ; কারণ এই প্রকরণে জীবাত্মাকে ও
পবমাত্মা এই উভয়কেই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা :—
“তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতম্” ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাকে এবং
“যা প্রাণেন গুহাং প্রবিষ্টা তিষ্ঠন্তী” ইত্যাদি বাক্যে জীবাত্মাকে গুহাপ্রবিষ্ট
বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন ।

১ম অঃ ২য়পাদ ১২ সূত্র । বিশেষণাচ্চ ।

ভাষ্য ।—জীবপরয়োরেবাত্র গুহাপ্রবিষ্টেনপরিগ্রহঃ ; তা-
হস্মিন্ প্রকরণে “ব্রহ্মবজ্রং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তি-
মত্যন্তমেতি”, “যঃ সেতুরীজানানা”মিত্যাदिষু তয়োরেবোপাস্তো-
পাসকভাবেন বেদন্তবেত্ত্বাদিনা চ বিশেষিতত্বাচ্চ ।

অন্তার্থঃ—পরমাত্মা ও জীবাত্মাই যে “গুহা প্রবিষ্ট” বাক্যের অর্থ,
তাহার অন্ততর কারণ এই যে, উক্ত শ্রুতিতে “ব্রহ্মবজ্রং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি”, “যঃ সেতুরীজানানাং” ইত্যাদি একের
বেদন্ত্ব অপরের বেত্ত্ব, একের উপাস্ত্ব, অপরের উপাসকত্ব, ইত্যাদি
বিশেষণ দ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে ।

১ম অঃ ২য়পাদ ১৩ সূত্র । অস্তুর উপপত্তেঃ ।

ভাষ্য ।—“য এষোহস্তুরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইত্যক্ষিণ্যস্তুরঃ পুরুষোত্তমএব নান্তঃ ; কুতঃ ? “এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি”, “এতং সংযদ্বাম ইত্যচক্ষতে” ইত্যাত্মাহাভয়হাদীনাং সংযদ্বামহাদীনাং চ পুরুষোত্তমে এবোপপত্তেঃ ।

অন্তার্থঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে উপকোশলবিজ্ঞা প্রকরণে উক্ত আছে “য এষোহস্তুরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” (চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হইলেন) । এই স্থলেও চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষ ব্রহ্ম জীব নহেন ; কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য এই চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষকে আত্মত্ব, অভয়ত্ব, অমৃতত্ব, সংযদ্বামত্বাদি ব্রহ্মগুণসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল বাক্য জীবসম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে না । শ্রুতি যথা :—“এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি” এবং “এতং সংযদ্বাম ইত্যচক্ষতে এতং হি সর্বাণি বামান্তভিঃ সংবন্তি” ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে ঐ শ্রুতি সংযদ্বাম, বামনী, ভামনী-শক্তিসম্পন্ন (জীবের কর্মফলদাতা, সর্বপ্রকাশক ইত্যাদি) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ।

১ম অঃ ২য় পাদ ১৪ সূত্র । স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ।

ভাষ্য ।—পরমাত্মনো “যচ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নি”—ত্যাদিশ্রুত্যা স্থানাদেব্যপদেশাচ্চাক্ষিপুরুষঃ স এব ।

ব্যাখ্যা :—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যচ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্, তস্তোদ্বিতি নাম হিরণ্যাক্ষশ্চ” (যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যিনি চক্ষুতে অবস্থান করেন, উৎ খাহার নাম, যিনি হিরণ্যাক্ষ নামে অশ্রবিশিষ্ট) ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ধ্যানের অগ্নি স্থান, নাম ও রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে দেখা যায় । অতএব এই স্থলেও ব্রহ্মকে চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষ বলাতে দোষ হয় নাই ।

১ম অঃ ২য় পাদ ১৫ হ্রদ্র । সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ।

ভাষ্য ।—অক্ষিগতঃ পর এব “কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মে”—তি সুখ-
বিশিষ্টাভিধানাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত শ্রুতিতে “প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যে
অক্ষিগত পুরুষকে প্রাণস্বরূপ, সুখস্বরূপ (আনন্দময়) ইত্যাদি রূপে
অভিহিত করা হইয়াছে ; কিন্তু জীব সুখময় নহে, জীব হৃৎথে নিপতিত ;
সুতরাং উক্ত স্থলে অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই ।

১ম অঃ ২য় পাদ ১৬ হ্রদ্র । অত এব চ তদ্ব্রহ্ম ।

ভাষ্য ।—তৎ কং ব্রহ্মেতি সুখবিশিষ্টং ব্রহ্মেব, কুতঃ ?
“যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং, তদেব ক”—মিতিপরস্পর-
বৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদকবাক্যাদেব চ ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত শ্রুতিতে এইরূপ বাক্যও আছে, যথা “যদ্বাব কং,
তদেব খং যদেব খং তদেব কং” (যিনি সুখস্বরূপ, তিনিই আকাশস্বরূপ ;
যিনি আকাশস্বরূপ তিনিই সুখস্বরূপ) । অতএব সুখবিশিষ্ট আত্মাকে
আকাশের হ্রায় সর্বব্যাপক বলাতে সেই সুখময় আত্মা জীবাত্মা হইতে
বিভিন্ন পরব্রহ্ম :

১ম অঃ ২য় পা ১৭ হ্রদ্র । শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ।

(শ্রুতোপনিষৎকস্ত—গতি—অভিধানাৎ (কথনাৎ)) ।

ভাষ্য ।—শ্রুতোপনিষন্তেন তস্মৈ শ্রুতোপনিষৎকস্ত যা
গতির্দেবানামাখ্যা “অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিজ্ঞয়াত্মান-
মস্বিধ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে এতদৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়-
মেতৎপরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ততে” ইতি শ্রুত্যন্তরে প্রসিদ্ধা

“তস্যা এবাহ তেচ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তী” ত্যাদিনা গতেরতিথানা-
চ্চাক্ষান্তরঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তম এব ।

অস্যার্থঃ—(উপনিষদতি পরমাত্মানং প্রাপয়তি যা পরমাত্মবিজ্ঞা
সা উপনিষৎ ; অতঃ উপনিষদ্যোনঃ প্রত্যোপনিষদ্যোনঃ) রহস্যের সহিত উপ-
নিষদবেত্তা পুরুষের সম্বন্ধে প্রত্যন্তরে “অথোত্তরেণ তপসা” ইত্যাদি বাক্যে
যে গতিপ্রাপ্তি প্রসিদ্ধ আছে, সেই গতি “তস্যা এবাহ” ইত্যাদি বাক্যে
অক্সিপুরুষের সম্বন্ধেও উপদিষ্ট হওয়ায় ঐ অক্সিপুরুষ পরমাত্মা বলিয়া
উপপন্ন হয়েন ।

এই সূত্রের সম্পূর্ণ শাক্তব্যাখ্যা নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

“ইতচ্চাক্ষিহানঃ পুরুষঃ পরমেখরো, যস্মাৎ প্রত্যোপনিষৎকস্তা প্রত্যরহস্ত-
বিজ্ঞানস্য ব্রহ্মবিদো যা গতির্দেবানাথ্যা প্রসিদ্ধা প্রত্যো, “অথোত্তরেণ তপসা
ব্রহ্মচর্যেণ শঙ্করা বিজ্ঞানাত্মানমগ্নিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে, এতদ্বৈ প্রাণানামায়ত-
নমেতদমৃতমভয়ংমেতৎপরায়ণমেতস্মান পুনরাবর্ত্তত ইতি ।” স্মৃতাৰপি,—

অগ্নিজ্যোতিরহঃ গুরুঃ যগ্নাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥

ইতি সৈবেহাহক্সিপুরুষবিদোহভিধীয়মানা দৃশ্যতে । “অথ যহ চৈবায়িন্
শব্যং কুর্সন্তি যচ্চ নার্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি,” ইত্যুপক্রম্য “আদিত্যাক্ষমসঃ
চক্ষমসো বিদ্বাতঃ, তৎপুরুষোহমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেব দেবপথো
ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপত্তমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তত ইতি” তদ্বিহ
ব্রহ্মবিদ্বিয়য়া প্রসিদ্ধা গত্যাহক্সিহানস্য ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে” ।

অস্যার্থঃ—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষ (যিনি ত্রয়োদশ সূত্রের লক্ষিত
ছান্দোগ্যপ্রতিতে উক্ত হইয়াছেন) তিনি পরমেখর—পরমাত্মা । কারণ,
রহস্য-বিজ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষের (প্রত্যোপনিষৎকস্য) যে প্রতিপ্রসিদ্ধ
দেবদানগতিপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে (যথা প্রতি বলিয়াছেন :—“তপস্যা,

ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করিয়া (আত্মস্বরূপ লাভ করিবার নিমিত্ত সাধন করিয়া) দেহান্তে সূর্যালোক প্রাপ্ত হইলেন (তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন), ইহাই জীবের শেষ বিশ্রামস্থান, ইহাই অমৃত (মোক্ষ), পরম অভয়স্থান । এই স্থানপ্রাপ্ত পুরুষ আর সংসারে পুনরাবর্তন করেন না ” । এইরূপ স্মৃতিও বলিয়াছেন :—ব্রহ্মবিৎ-পুরুষ, অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্র উত্তরায়ণ যগ্যাসরূপ দেবতাসকলকে প্রাপ্ত হইয়া, তৎপর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেন । সেই প্রসিদ্ধ গতিই অক্ষিপুরুষোপাসক লাভ করেন বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন । যথা শ্রুতি বলিয়াছেন :—(উপাসকের মৃত্যু হইলে তাহার কুটুম্বগণ) তাঁহার শব-সংস্কার করুক আর নাই করুক, তিনি অর্চিকে (অগ্নিদেবতাকে) নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইলেন ” ; এইরূপে গতিবর্ণনা আরম্ভ করিয়া শ্রুতি পরে বলিয়াছেন, “সেই পুরুষ আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যার্লোক প্রাপ্ত হইলেন ; তখন ব্রহ্মলোকবাসী দিব্যপুরুষ উক্ত উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান ; ইহারই নাম দেবপথ ও ব্রহ্মপথ ; ইহা প্রাপ্ত হইলে মানবের এই আবর্তমান সংসারে পুনরাবর্তন হয় না ” । ব্রহ্মবিদগণের যে এই প্রসিদ্ধগতি উক্ত আছে, তাহা অক্ষিপুরুষোপাসকের সম্বন্ধে উক্ত হওয়ার অক্ষিস্থিত পুরুষ ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত হইলেন ।

মন্তব্য :—এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ছান্দোগ্যাদি উপনিষদ্রুক্ত অক্ষিপুরুষোপাসনা প্রভৃতি ভক্তিমার্গীয় ত্রিবিধ অঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা, বাহ্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পাদেব শেষসূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার দ্বারা যে মোক্ষপদ লাভ হয়, এবং ব্রহ্মবিদগণের যে দেহান্তে দেবযানগতি প্রাপ্তি হয়, তাহাও বেদব্যাস স্পষ্টরূপে এই সূত্রে বর্ণনা করিলেন, এবং এই সূত্রের এইরূপেই মর্ম্ম থাকা শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্বকৃত ভাষ্যে ব্যাখ্যা করিলেন ; সুতরাং কেবল জ্ঞানমার্গই মোক্ষপ্রাপক বলিয়া যাহাদের

অভিমত, তাঁহাদের মত আদরণীয় নহে ; এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য পরে যে এই উভয় বিষয়ে বিরুদ্ধমত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও গ্রহণীয় নহে । নিষার্কভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এতৎ সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যার বিরোধ নাই ।

১ম অঃ ২য়পাদ ১৮ সূত্র । অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥

ভাষ্য ।—অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মৈতরো ন ভবতি, কুতস্তদিতরশ্চ তত্র নিয়মেনানবস্থিতেরমূতত্বাদিস্তত্রাসম্ভবাচ্চ ।

ব্যাখ্যা—অক্ষিপুরুষ পুনরাহ্বা : জীব, ছায়াপুরুষ অথবা দেবতা নহেন ; কারণ জীবের অক্ষিতে অবস্থানের নিয়ম নাই, (জীব সৰ্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ; ছায়াপুরুষ প্রতিবিম্বরূপী হওয়ায়, তাঁহার স্থিতি পরিবর্তনশীল ; এবং সূর্য্যাদেবতাও রশ্মি দ্বারাই চক্ষুতে অবস্থিত বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন) এবং অমৃতত্বাদিগুণও ইহাদের নাই । অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ অক্ষিপুরুষ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম ।

— * —

২ম অঃ ২য়পাদ ১৯ সূত্র । অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিলোকাদিষু তদ্ব্যবাপদেশাৎ ॥

ভাষ্য ।—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নি”—তু্যপক্রম্য “এষ তে আত্মাহ-স্তর্য্যামী”—তি পৃথিব্যাদ্যধিদৈবাদিসর্ববপর্য্যায়েষু শ্রয়মাণোহস্তর্য্যামী পরমাত্মৈব, কুতস্তদ্ব্যবাপদেশাৎ সর্ববনিয়ন্তৃত্বাদেৱিহ ব্যপদেশাৎ ॥

ব্যাখ্যা—বৃহদারণ্যকশ্রুতি তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে “যঃ পৃথিব্যাস্তিষ্ঠন্” (যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন), এইরূপ বাক্যারম্ভ করিয়া, “এষ তে আত্মাহস্তর্য্যামী” (এই আত্মা তোমার অন্তর্য্যামী) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ; এবং পদের পর্য্যায়ক্রমে অপ, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু,

স্বর্ণ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, তেজঃ, সর্ববিধ প্রাণিবর্গ, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুতে স্থিত পুরুষকে অধিদেব, অধিলোক, অধ্যাত্মভেদে বর্ণনা করিয়া, সেই পুরুষ তোমার অন্তর্যামী বলিয়া বাঁকা শেষ করিয়াছেন। এই অধিদেব ও অধিলোকাদিতে অন্তর্যামিরূপে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম, জীব নহেন। কারণ ঐ আত্মার সর্বনিয়ন্তৃত্বাদি যে সকল ধর্ম ঐ শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের ধর্ম, জীবের নহে।

১ম অঃ ২য়পাদ ২০ সূত্র । নচ স্মার্ত্তমকঙ্কস্মাভিলাপাৎ ॥

ভাষ্য ।—নচ প্রধানমন্তর্য্যামিশব্দবাচ্যং, চেতনধর্ম্মাণাং সর্ব-
নিয়ন্তৃত্বসর্বদ্রষ্টৃত্বাদীনাং চাভিলাপাৎ ।

বাখ্যাঃ—সাংখ্যাস্ত্যুক্ত প্রধান, উক্ত স্থলে অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য নহে ; কারণ, অচেতন প্রধানকে ঐ অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য বলিলে সর্ব-
নিয়ন্তৃত্ব সর্বদ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি উক্ত শ্রুতাক্ত চেতনধর্ম্মসকলের অপলাপ হয় ।

১ম অঃ ২য়পাদ ২১ সূত্র । শারীরশ্চেতাভয়েহপিহি ভেদেনৈনম-
ধীয়তে ॥

(ন—শারীরশ্চ ; হি যতঃ উভয়ে—অপি, ভেদেন এনম্ অধীয়তে) ।

ভাষ্য ।—নচ জীবোহন্তর্য্যামী, যতশ্চৈনমন্তর্য্যামিগোভেদেন
“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নি”-তি কাণ্ডাঃ, “য আত্মানী”-তি মাধ্যাদিনা-
শ্চেতাভয়েপ্যহধীয়তে ।

বাখ্যা—এই স্থলে শারীর জীবও অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য বলিতে পার না ; কারণ কাণ্ড এবং মাধ্যন্ধিন এই উভয় শাখাতেই এই অন্তর্য্যামী হইতে জীব বিভিন্ন বলিয়া গীত হইয়াছেন ।

১ম অঃ ২য়পাদ ২২ সূত্র । অদৃশ্যাদিশৃণ্বকোধর্ম্মোক্তেঃ ॥

ভাষ্য ।—আথর্বণিকৈরুদাহৃতঃ অদৃশ্যমিত্যাदिना, इदृश्यादि-
गुणकः परमात्मैव, कुतः ? “यः सर्वज्ञः” इत्यादिना तद्वर्णोक्तेः ॥

ব্যাখ্যা—অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকে উক্ত “যন্তদ্-
দেশমগ্রাহমগোত্রমবর্ণম্” (যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ ইত্যাদি)
বাক্যে অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া যিনি উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম ;
কারণ ঐ শ্রুতি পরে “যঃ সর্বজ্ঞঃ” ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে সর্বজ্ঞাদি
গুণবিশিষ্ট বলিয়াছেন ।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৩স্থত্র বিশেষণভেদব্যাপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥

(ন—ইতরৌ (জীবঃ প্রধানঃ চ) ; বিশেষণাং (ভূতযোনিব্ধাদিবিশেষ
ণাং ন জীবঃ), “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি ভেদব্যাপদেশাৎ ন প্রধানঃ চ)

ভাষ্য ।—প্রধানজীবৌ ন ভূতযোনিব্ধরূপদবাচ্যৌ বিশেষণভেদ-
ব্যাপদেশাভ্যাং, “সর্বগত”-মিতিবিশেষণব্যাপদেশঃ, “অক্ষরাৎ
পরতঃ পরঃ” ইতি ভেদব্যাপদেশশ্চ ।

ব্যাখ্যা—সাংখ্যোক্ত প্রধান অথবা জীব উক্ত শ্রুতুক্ত ভূতযোনি ও
অক্ষরপদের বাচ্যে নহে ; কারণ “সর্বগত” বিশেষণ দ্বারা জীবাত্মা হইতে,
এবং “অক্ষর হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ” এই বাক্য দ্বারা প্রধান হইতে, শ্রুতি
তাঁহার বিভিন্নতা নির্দেশ করিয়াছেন । শাকরভাষ্যেও এই স্থত্রের এইরূপই
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৪স্থত্র । রূপোপস্থাসাচ্চ ॥

(উপস্থাসাৎ কথন্যৎ)

ভাষ্য ।—“অগ্নিমূর্ধ্বে”-ত্যাदिना परमात्मनোরূপোপস্থাসাচ্চ
নেতরৌ ॥

ব্যাখ্যা—“অগ্নিমূর্ধ্বে চক্ষুরী চক্ষুর্হৃদৌ” (অগ্নি ইহার শিরোদেশ,

চন্দ্র ও সূর্য্য ইহার চক্ষুর্দৃশ্য) ইত্যাদি বাক্য যাহা ঐ শ্রুতি ঐ পুরুষের রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পরমাত্মারই সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে ।
অতএব ইনি জীব নহেন, পরমাত্মা ।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৫সূত্র । বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য ।—বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব, যতোহগ্নিব্রহ্মসাধারণস্তাপি বৈশ্বানরশব্দস্য ব্রহ্মপরিগ্রহে দ্যুমুর্দ্ধাত্তত্ত্ববয়ব-বিধানেন বিশেষাব-
গমাৎ ।

ব্যাখ্যা—ছান্দোগ্যোপনিষদে যে বৈশ্বানর উপাসনার উল্লেখ আছে, সেই বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য পরমাত্মা ; কারণ ঐ বৈশ্বানরশব্দ অগ্নি ও ব্রহ্ম উভয়-বাচক হইলেও “দ্যুমুর্দ্ধাত্তা”দি (স্বর্গশিরস্ত ইত্যাদি) বিশেষণ দ্বারা উক্ত স্থলে পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৬সূত্র । সূর্য্যমাণমনুমানং স্তাদিতি ॥

ভাষ্য ।—পরমাত্মনো হি বৈশ্বানরত্বে “যস্তাগ্নিরাস্তং জ্যোতীর্দ্ধে”-
তাদিস্মৃত্যুক্তমপি রূপং নিশ্চায়কং স্তাৎ ॥

ব্যাখ্যা—স্মৃতিতেও এই সকল রূপ ব্রহ্মেরই বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই স্মৃতি আপনার মূলশ্রুতির অর্থ অনুমান করায়, তদ্বারাও বৈশ্বানর-
শব্দের বাচ্য যে পরব্রহ্ম তাহাই সিদ্ধান্ত হয় । স্মৃতি যথা :—

জ্ঞাং মুর্দ্ধানং যন্ত বিপ্রা বদন্তি

খং বৈ নান্তি চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে ।

দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ

সোহচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা” ॥

অন্তার্থঃ—ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকে বাহ্যর মন্তক, আকাশকে

যাঁহার নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে যাঁহার নেত্রদ্বয়, দিক্ সকলকে যাঁহার শ্রোত্র বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং পৃথিবীকেই যাঁহার পাদ বলিয়া অবগত হইলেন, সেই আত্মা অচিন্ত্য, এবং সকল ভূতের স্রষ্টা । (ঠিক এইরূপ আরও স্মৃতিবাক্য আছে ; যথা:—“যন্ত্রাঘ্নিরাত্মং ত্র্যোমূর্দ্ধাং নাভিচরণৌ ক্ষিতিঃ । সূর্য্যশ্চকুদিশঃ শ্রোত্রং তস্মৈ লোকাঙ্ঘনে নমঃ” ইত্যাদি ।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৭ সূত্র । শব্দাদিত্যোহন্তঃপ্রতিষ্ঠানাম্নেতি চেন্ন, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমভিধীয়তে ॥

(শব্দ + আদিভাঃ (বৈশ্বানরশব্দাদিত্যঃ), অন্তঃপ্রতিষ্ঠাৎ (অন্তঃপ্রতিষ্ঠানশ্রবণাচ্চ), ন (বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা) ইতি চেৎ ; ন ; তথা—(তস্মিন্ বৈশ্বানরে) দৃষ্টি + উপদেশাৎ (পরমেশ্বরদৃষ্টৈকপদেশাৎ), অসম্ভবাৎ, পুরুষম্ অভিধীয়তে (পুরুষত্বশ্রবণাচ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব) ।

ভাষ্য ।—জাঠরাগ্নৌ বৈশ্বানরশব্দস্তা রূঢ়হৃদাঘ্নিত্রেতাবিধানাৎ প্রাণাহৃত্যাধারব্রহ্মস্বরূপাদন্তঃপ্রতিষ্ঠানশ্রবণাচ্চ ন বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা কিন্তু জাঠরাগ্নিরিতি চেন্ন ; তথা তস্মিন্ জাঠরে পরমেশ্বরদৃষ্টৈকপদেশাৎ পরমাত্মাপরিগ্রহাভাবে ত্র্যমূর্দ্ধাত্তসম্ভবাৎ পুরুষত্বশ্রবণাচ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব ॥

অন্তার্থঃ—বৈশ্বানরশব্দের স্বাভাবিক অর্থ জাঠরাগ্নি, এবং অগ্নিশব্দ, যাহা এই শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হৃদয়, গার্হপত্য ও মনঃ এই ত্রিবিধ অগ্নিবাচক । এবং “প্রথমমাগচ্ছেৎ” ইত্যাদি প্রাণাহতিবাক্যে অগ্নির আধারত্বও উক্ত হইয়াছে । অতএব এই সকল কারণে, এবং “পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ” ইত্যাদি বাক্যে ঐ বৈশ্বানরকে পুরুষের অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলিতে, উক্ত শ্রুতিতে বৈশ্বানরশব্দ পরমেশ্বরার্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; যদি এইরূপ বল, তাহা সঙ্গত নহে । কারণ, বৈশ্বানর উপাধিতে

পরমেশ্বরকেই দৃষ্টি করিবার উপদেশ এই শ্রুতি দিয়াছেন ; বিশেষতঃ বৈশ্বানরশব্দে পরমেশ্বর না বুঝাইয়া জাঠরাগ্নি বুঝাইলে “স্বর্গে ইঁহার শির” ইত্যাদি যে সকল বাক্য ঐ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব হয় এবং ঐ বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, যথা “স এষোহগ্নিকৈবশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেষুস্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ” ইতি । অতএব উক্তস্থলে বৈশ্বানর-শব্দ পরমাত্মবাচক ।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৮ সূত্র । অতএব দেবতা ভূতং চ ॥

ভাষ্য ।—উক্ত হেতুভ্যএব দেবতা ভূতং চ ন গৃহ্যতে বৈশ্বানরশব্দেন ।

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত কারণে বৈশ্বানরকে অগ্নিনামক দেবতা অথবা অগ্নিনামক ভূতও বলা যাইতে পারে না ।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৯ সূত্র । সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥

ভাষ্য ।—বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ সর্বাত্মা ভগবান্ বৈশ্বানর ইতি সাক্ষাদুপাস্তইত্যবিরোধং জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে ।

ব্যাখ্যা ।—বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সর্বাত্মা ভগবান্‌ই বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য, এবং তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে (জাঠরাগ্নিসম্বন্ধ ব্যতিরেকে) উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিলেই দৃষ্টতঃও কোন বাক্যবিরোধ হয় না, ইহা জৈমিনি মুনি বলেন ।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩০ সূত্র । অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরপ্যঃ ॥

(অভিব্যক্তেঃ অভিব্যক্তিনিমিত্তম্) ।

ভাষ্য ।—উপাসকানামনন্তানামনুগ্রহায়ানন্তোহপি পরমাত্মা

তত্ত্বদানুরূপতয়া অভিব্যক্ত্যে ইতি প্রাদেশমাত্রত্বমুপপদ্যতে ইত্যে-
বমভিব্যক্তেরিত্যাশ্চর্য্যোমুনির্ম্মম্মতে ।

অন্তার্থঃ—আশ্চর্য্য মুনি বলেন অনন্তমতি উপাসকদিগের প্রতি অহু
গ্রহের নিমিত্ত পরমাত্মা অনন্ত হইলেও বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত
হয়েন ; অতএব প্রাদেশমাত্র হৃদয়ে তিনি প্রাদেশমাত্ররূপে প্রকাশিত হয়েন ।
অতএব পূর্কোক্ত শ্রুতিবাক্যে কোন দৃষ্টবিরোধ নাই ।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩১ সূত্র । অস্ব্মুতেরবাদরিঃ ॥

ভাষ্য ।—মূর্কাদিপাদান্তদেহকল্পনমস্ব্মুতেরস্ব্মুরণার্থমিতি বাদ-
রিরাচার্য্যো মন্ততে ।

ব্যাখ্যা—বাদরি মুনি বলেন অস্ব্মুতি অর্থাৎ ধ্যানের নিমিত্ত
পরমেশ্বরকে কখন প্রাদেশপরিমাণ, কখন শিরশ্চরণাদি অবয়ববিশিষ্ট-
রূপে শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন ।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩২ সূত্র । সম্প্রভেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শ-
য়তি ॥

ভাষ্য ।—বৈশ্বানরোপাসকেন ক্রিয়মাণায়া বৈশ্বানরবিজ্ঞান-
ভূতপ্রাণাহতেরগ্নিহোত্রসম্প্রস্তু্যর্থঃ তেষামুরআদোনাং বেজাদিহ-
কল্পনমিতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্ততে, “তথৈবাপ য এতদেবং বিদ্বা-
নগ্নিহোত্রং জুহোতী”—ত্যাশ্রুতি দর্শয়তি ।

ব্যাখ্যা—বৈশ্বানর উপাসনার অঙ্গীভূত প্রাণাহতির অগ্নিহোত্রত্ব
সম্পাদনার্থ তদুপাসকদিগের স্বীয় উরঃ প্রভৃতি অঙ্গকে উপাস্ত বৈশ্বানর
আত্মার অঙ্গরূপে ধ্যান করিতে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, ইহা আচার্য্য
জৈমিনি অভিमत করেন । “যে বিদ্বান্ পুরুষ এই প্রকার অগ্নিহোত্র
ভাগ করেন” ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন । শাস্ত্র-
সংগত

ভাষ্যে বাজসনেয়ব্রাহ্মণোক্ত “প্রাদেশমাত্রমিব হ বৈ দেবাঃ সুবিদিতা অভিসম্পন্না” ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া এই সূত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ব্যাখ্যার সার একই । বাজসনেয়শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গসকলকে উপাসক আপনার শিরঃ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত প্রাদেশপরিমিত স্থানে ধ্যান দ্বারা সন্নিবেশিত করিয়া, তাঁহার নিজ শিরঃ প্রদেশকে বিরাটরূপী বৈশ্বানরের মস্তক স্বর্গরূপে, নিজ চক্ষুকে বৈশ্বানরের চক্ষু সূর্য্যরূপে, নিজ মুখবিবরকে আকাশরূপে ইত্যাদি ক্রমে ধারণা করিয়া তাঁহার সহিত অভেদতাবাপন্ন হইবেন ; ধোয়-বস্তুর সহিত একরূপতা হওয়াকেই সম্পত্তি অ বা সমাপত্তি বলে ; এইরূপ সম্পত্তির নিমিত্ত প্রাদেশশ্রুতি উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই জৈমিনির অভিপাত ।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩৩ সূত্র । আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ।

ভাষ্য ।—দ্যামূর্দ্ধাদিমন্তঃ বৈশ্বানরমস্মিন্নুপাসকদেহে পুরুষ-বিধমামনন্তি চ ।

ব্যাখ্যা :—(এইরূপে শ্রীভবান্ বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত মত সকল অনুসন্ধান করিয়া বলিতেছেন :—) শ্রুতি স্বয়ং “স যো হৈতমেবমগ্নিঃ বৈশ্বানরং পুরুষ-বিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ” ইত্যাদি বাক্যে এই দ্যামূর্দ্ধাদিবিশিষ্ট বৈশ্বানরকে উপাসকের অন্তঃপ্রবিষ্টরূপে ধ্যান করিবার উপদেশ করিয়াছেন ; অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে বৈশ্বানরশ্রুতি পরব্রহ্মবোধক ।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমোধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ।

ও তৎসং ।

ও শ্রী গুরুবে নমঃ ॥

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১মত্ৰ । দ্যুভ্যুত্ৰায়তনং স্বশকাৎ ॥

(দ্য—ভু—আদি—আয়তনং, স্বশকাৎ)

ভাষ্য ।—“বস্মিন্ ত্তো”-রিতিদ্যুভ্যুত্ৰায়তনং ব্রহ্ম, স্বশকা-
দ্ব্রহ্মবাচকাদাত্মশকাৎ ।

ব্যাখ্যা—মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকে যিনি স্বর্গ-পৃথিবী-আদি
আয়তনবিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম ; কারণ ব্রহ্মবাচক
আত্মশব্দ ঐ শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন । মুণ্ডকশ্রুতিবাক্য
যথা :—

“বস্মিন্ ত্তোঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষমোতঃ

“মনঃ সহ প্রাগৈশচ সর্কৈ

“স্তম্ভৈবৈকং বিজানতাস্থানমহা

“বাচো বিশ্বকথাহমৃতস্যৈষ সেতুঃ ।”

অন্তার্থ :—স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ
বাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই অমর আত্মাকে অবগত হও, অস্ত্র বাক্য
পরিত্যাগ কর, এই অমর আত্মা অমৃতের (মোক্ষের) সোপান ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২ম ব্রহ্ম । মুক্তোপস্থপ্যব্যপদেশাৎ ॥

(মুক্তে: উপস্থপাং প্রাপ্যং যদব্রহ্ম, তত্ত্ব ব্যপদেশাৎ কথনাং দ্ব্যভাষায়-
তনং ব্রহ্মৈব)

ভাষ্য ।—দ্ব্যভাষায়তনং ব্রহ্মৈব, কুতস্তদায়তনস্তৈব “যদা
পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ষবর্ণং” মিত্যাदिমুক্তোপস্থপ্যব্যপদেশাৎ ।

মুক্তপুরুষেরাও ইহাকে প্রাপ্ত করেন, এইরূপ উপদেশ উক্ত শ্রুতিতে
ধাকাত্তে পূর্বোক্ত স্বৰ্গ-পৃথিব্যাदि আয়তনবিশিষ্ট পুরুষ ব্রহ্ম । তদ্বিষয়ক
শ্রুতি যথা :—

“ভিস্ততে রুদয়গ্রহিষ্টিষ্টিস্তে সৰ্বসংশয়াঃ ।

কৌরন্তে চাত্ত কৰ্ম্মাগি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

“যথা নন্তঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে

হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহার ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদিমুক্তঃ

পর্যাপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥”

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ষবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মবোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩ম ব্রহ্ম । নানুমানমতচ্ছকাৎ ॥

ভাষ্য ।—নানুমানগম্যাং প্রধানং তদায়তনং, তদ্বোধকশকা-
ভাবাৎ ।

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যস্বভিঃ উল্লিখিত অনুমানগম্য প্রধান উক্ত স্বৰ্গপৃথিব্যাদি
আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ নহে ; কারণ তদ্বোধক শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪ সূত্র । প্রাণভূত ।

ভাষ্য ।—ন প্রাণভূদপি দ্যুত্ভাভ্যায়তনং, কুতোহতচ্ছদাদেব ।

ব্যাখ্যা :—প্রাণভূৎ—জীবও পূর্বোক্ত স্বর্গ-পৃথিব্যাदि আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ নহে ; কারণ তদ্বোধক শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৫ সূত্র । ভেদব্যাপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—কিঞ্চ জ্ঞাতজ্ঞেয়ভাবে ভেদব্যাপদেশাদপি দ্যুত্ভাভ্যায়তনং ন প্রাণভূৎ ।

ব্যাখ্যা :—পূর্বোক্ত স্বর্গ-পৃথিব্যাदि আয়তনবিশিষ্ট আত্মাকে জ্ঞেয় এবং জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া উক্ত শ্রুতিতে উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হওয়াতেও, জীব উক্ত আত্মা নহে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৬ সূত্র । প্রকরণাৎ ।

ভাষ্য ।—পরমাত্মপ্রকরণান্ন দ্যুত্ভাদ্যায়তনম্ভেন জীবপরিগ্রহঃ ।

ব্যাখ্যা :—যে প্রকরণে পূর্বোক্ত স্বর্গপৃথিব্যাदि আয়তনবিশিষ্ট আত্মাব উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকরণও পরমাত্মবিষয়ক । সুতরাং উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য জীবাত্মা নহেন ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৭ সূত্র । স্থিতাদনাত্মাৎ ॥

(স্থিতি—অদনাত্মাৎ—চ ; অদনং=ভক্ষণং ফলভোগঃ) ।

ভাষ্য ।—দ্বাসুপর্ণেত্যাদিমস্তে পরমাত্মানোহভোক্তৃভেন স্থিতে-জীবস্তাহদনাচ্চ ন জীবাত্মা দ্যুত্ভাভ্যায়তনম্ ।

ব্যাখ্যা :—পূর্বোক্ত শ্রুতিতে “দ্বা সুপর্ণা” ইত্যাদি মস্তে পরমাত্মার অভোক্তৃভাবে (কেবল দর্শকরূপে) স্থিতি এবং জীবাত্মার কল-ভোক্তৃভের উল্লেখ দ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বায়াও

সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্বকথিত স্বর্গপৃথিব্যাदि আয়তনবিশিষ্ট আত্মা জীবাশ্মা নহেন, পরমাশ্মা ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৮ সূত্র । ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যাপদেশাৎ ॥

(ভূমা, সম্প্রসাদাৎ—অধি—উপদেশাৎ ; সম্যক্ প্রসীদতি অগ্নিন্ ইতি সম্প্রসাদঃ স্রুষ্ণং স্থানম্ ; তস্মাৎ অধি উপরি, তুরীয়ত্বেন উপদেশাৎ, “ভূমা” শব্দবাচ্যো ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ ।

ভাষ্য ।—পরমাচার্য্যেঃ শ্রীকুমারৈরস্মদগুরবে শ্রীমন্নরদায়ো-
পদিষ্টো “ভূমাত্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্য” ইত্যত্র ভূমা প্রাণো ন ভবতি,
কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমঃ, কুতঃ ? “প্রাণাহুপরি ভূম উপদেশাৎ” ।

অন্তার্থঃ—পরমাচার্য্য শ্রীসনৎকুমারাদি ঋষি আমার গুরুদেব শ্রীমন্নরদ
ঋষিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছান্দোগ্যোপনিষদে উল্লিখিত
আছে, যথা, “ভূমাত্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্য” (যাহা ভূমা (মহৎ) তাহা তুমি
জ্ঞাত হও) ; এই স্থলে ভূমা শব্দের বাচ্য প্রাণ নহে (যদিও উক্ত সংবাদ
পাঠ করিলে আপাততঃ প্রাণ বলিয়াই বোধ হয়) । কিন্তু এই ভূমা
শব্দের বাচ্য শ্রীপুরুষোত্তম ; কারণ, প্রাণের উপরে (প্রাণ হইতে অতিক্রান্ত
রূপে) এই ভূমার স্থিতি ঐ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন । (সম্প্রসাদ
শব্দে স্রুষ্ণস্থান বুঝার, স্রুষ্ণি অবস্থায় প্রাণই জাগরিত থাকে ; অতএব
প্রাণই স্রুষ্ণস্থানীয় । সুতরাং শ্রুতির উপদিষ্ট ভূমাকে সম্প্রসাদের
অতীত বলাতে, তাঁহাকে প্রাণের অতীত বলা হইয়াছে । অতএব এই
ভূমা প্রাণ নহেন) ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৯ সূত্র । ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য ।—নিরতিশয়সুখরূপত্বামৃতত্বস্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাদীনাং
পরমাত্মন্যেবোপপত্তেশ্চ ভূমা পরমাত্মৈব ॥

ব্যাখ্যা :—নিরতিশয় সুখরূপত্ব, অমৃতত্ব স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব ইত্যাদি ধর্ম, উক্ত ভূমাসম্বন্ধে ঐ শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত ধর্ম পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয় ; অতএব পরমাত্মাই ভূমাপদবাচ্য ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১০ সূত্র । অক্ষরমক্ষরাস্তু ধূতেঃ ॥

(ব্রহ্মেব “অক্ষরং”, কুতঃ অক্ষরং আকাশঃ তৎ অস্তে যন্ত পৃথিব্যাদি-
বিকারজাতস্ত, তন্ত পৃথিব্যাচ্চাকাশপূর্য্যাস্তস্য ধূতেধারণাৎ) ।

ভাষ্য ।—অক্ষরং ব্রহ্ম কুতঃ কালত্রয়বর্ত্তিকার্য্যাদারতয়া নির্দি-
ষ্টস্থাকাশস্ত ধারণাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—বৃহদারণ্যকোক্ত “অক্ষর” শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম ; কারণ, ত্রিকালে প্রকাশিত পৃথিব্যাতির আধার যে আকাশ তাহারও ধারণকর্ত্তা বলিয়া উক্ত শ্রুতি সেই অক্ষরকে বর্ণনা করিয়াছেন, এই সকল ধর্ম ব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাতেও উপপন্ন হয় না । বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণ পাঠ করিলেই এতৎসমস্ত বিচার বোধগম্য হইবে) ।

২ম অঃ ৩য় পাদ ১১ সূত্র । সা চ প্রশাসনাৎ ॥

ভাষ্য :—সাচ ধৃতিঃ পুরুষোত্তমশ্চৈব, কুতঃ “এতশ্চৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত” ইত্যাজ্ঞাপয়িত্ব-
শ্রবণাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—সেই পৃথিব্যাদি আকাশ পর্য্যন্ত ধৃতি পরমাত্মারই ; কারণ, উক্ত শ্রুতি বলিয়াছেন, যে ইঁহার প্রকৃষ্ট শাসনপ্রভাবে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে । (“এতশ্চৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্য-
চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ”) এইরূপ “প্রশাসনের” উল্লেখ থাকার “অক্ষর” শব্দ পরমাত্মবোধক ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১২ সূত্র । অন্ত্যভাবব্যাবৃত্তেঃ ॥

ভাষ্য :—অত্র প্রধানশ্চ জীবশ্চ বাহ্যকরণকেন গ্রহণং নাস্তি
পরমেবাকরণশব্দার্থঃ, কুতঃ “তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যহৃদৃষ্টিং দ্রষ্টু
অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তু অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ” ইত্যন্ত্যভাব-
ব্যাবৃত্তেঃ ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত স্থলে প্রধান বা জীব, অক্ষরশব্দের বাচ্য নহে ;
পরব্রহ্মই সেই অক্ষরশব্দের প্রতিপাদ্য ; কারণ, সেই অক্ষরের বর্ণনা
যেভাবে উক্ত শ্রুতি করিয়াছেন, তদ্বারা সেই অক্ষরের ব্রহ্মভিন্নত্ব নিবারিত
হইয়াছে, যথা—

“তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যহৃদৃষ্টিং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্তুবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ
নাগ্ৰদতোহস্তি দ্রষ্টৃ নাগ্ৰদতোহস্তি শ্রোতৃ নাগ্ৰদতোহস্তি মন্তু নাগ্ৰদ-
তোহস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ হু খরক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি” ।

অন্ত্যার্থঃ—হে গার্গি ! এই অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও
শ্রোতা, তিনি অচিন্ত্য হইয়াও স্বয়ং মননকর্তা, তিনি অবিজ্ঞাত হই^১ও
স্বয়ং বিজ্ঞাতা, তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্তা ও বিজ্ঞাতা নাই । হে
গার্গি ! সেই অক্ষর পুরুষে আকাশও ওতপ্রোত রহিয়াছে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ১৩ সূত্র । ঐক্ষতিকস্মব্যাপদেশাৎ সং ॥

(“ওমিত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধায়ীত স...পুরুষমীক্ষতে”
ইত্যত্র ঐক্ষতে: কস্মস্থানীয়ঃ যঃ পুরুষ স ব্রহ্মৈব, নতু হিরণ্যগর্ভঃ ; কুতঃ
“যত্তচ্ছাস্তমজরমমৃতমভয়মিত্যাদিনা তদ্বক্ষ্যমাণং ব্যাপদেশাৎ ।

ব্যাখ্যা :—প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ঔকার দ্বারা
ধ্যান করিয়া যে পুরুষকে ঐক্ষণ করা যায় বলিয়া (ঔক্ষ) পিঙ্গলাদ
সত্যকামকে (শিষ্যকে) উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ঐক্ষণক্রিয়ার কস্ম-

স্থানীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা নহেন, পরমাত্মা ; কারণ, পরে সেই পুরুষ সম্বন্ধে ঐ শ্রুতি “যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চৈতি” এই বাক্য দ্বারা তিনি যে পরমব্রহ্ম, তাহা উপদেশ করিয়াছেন ।

১৮ অঃ ৩য় পাদ, ১৪ সূত্র । দহরউত্তরেভ্যঃ ॥

(পরমেশ্বর এবং দহরাকাশো ভবিতুমর্হতি, কুতঃ উত্তরেভ্যো বাক্যশেষ-
গতেভ্যো হেতুভ্যঃ ইত্যর্থঃ)

ভাষ্য ।—“অগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম দহরোহ-
স্মিন্নস্তুরাকাশ” ইতি শ্রুত্য প্রোক্তো দহরাকাশঃ পরমাত্মা
ভবিতুমর্হতি, কুতঃ উত্তরেভ্যো “যাবান্ বাহয়মাকাশস্তাবানসৌ
অন্তর্হৃদয় আকাশঃ উভেহগ্নিন্ দ্বাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে
এষ আত্মাহপহতপাপুা বিজর” ইত্যাদিভির্বক্ষ্যমাণা যে পর-
মাত্মাসাধারণধর্ম্মাস্তেভ্যো হেতুভূতেভ্যঃ ॥

ব্যাখ্যা :—ছান্দোগ্যোপনিষদের “অগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীক-
কৈঃ দহরোহস্মিন্নস্তুরাকাশঃ” (এই ব্রহ্মপুর্বে দেহে যে দহব (ক্ষুদ্র গর্ভ)
তৎসদৃশ পদ্মাকার গৃহ আছে, এই দেহমধ্যস্থ সেই দহবাকাশ) এষ্ট ব কোক্ত
দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা ; তাহা জীব অথবা ভূতাকাশ নহে ; কারণ
উক্ত প্রস্তাবের শেষভাগে উক্ত আছে, “যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানসৌ
অন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভেহগ্নিন্ দ্বাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, এষ
আত্মাহপহতপাপুা বিজরঃ” ইত্যাদি (এই বাহ্যাকাশ যৎ পরিমিত অর্থাৎ
যেক্রপ সর্বব্যাপী, এই হৃদয়স্থ আকাশও তৎপরিমিত । পৃথিবী ও স্বর্গ
এই উভয় ইহারই অন্তরে অবস্থিত । এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, নিম্নল,
বিজর), এই সকল পরমাত্মার ধর্ম্ম ; সুতরাং উক্ত দহরাকাশশব্দের বাচ্য
পরমাত্মা ।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ১৫ সূত্র । গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং
লিঙ্গঞ্চ ।

ভাষ্য ।—“সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্তী”-তি গতিঃ “ব্রহ্মলোক-
মিতি শব্দস্তাভ্যাং দহরঃ পরইতি নিশ্চায়তে ।” “সতা সৌম্য তদা
সম্পন্নো ভবতী”তি প্রত্যহং গমনং শ্রুত্যন্তরে তথৈব দৃষ্টম্ ;
কস্মদধারয়সমাসপরিগ্রহে ব্রহ্মৈব লিঙ্গং শব্দসামর্থ্যঞ্চ ।

অন্যার্থঃ -“ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন
বিন্দন্তি” । ইতি দহরাকাশবাক্যে “অহরহর্গচ্ছন্ত্য” ইতি “গতিঃ”, “এতং
ব্রহ্মলোকং” ইতি “শব্দ”-শ্চ ; তাভ্যাং দহরাকাশঃ পরমাত্মৈত্যবগম্যতে ;
জীবানাং অহরহঃ সুষুপ্তৌ ব্রহ্মগমনেন, “ব্রহ্মলোক”-শব্দেন চ, দহরাকাশঃ
পরমাত্মৈব । তথৈব এতৌ অন্তত্রাপি দৃষ্টং, “সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো
ভবতি” ইত্যেবমাদৌ । ব্রহ্মলোকপদমপি পরমাত্মনি দৃষ্টং, যথা “এব
ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি” । তত্র সৰ্ব্বপ্রজানামহরহর্গমনং ; ব্রহ্মৈব লোক ইতি
কস্মদধারয়-সমাসেন, “এতম্” ইতি দহরার্থকপদসমানাধিকরণতয়া ঠিষ্টো
ব্রহ্মলোকশব্দশ্চ, দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মত্বে লিঙ্গঞ্চ গমকণ্ঠেত্যর্থঃ ।

ব্যখ্যা :—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত দহরাকাশবাক্যে এইরূপ উক্তি আছে :
—“এই সকল প্রজা প্রতিদিনই এই (দহরাকাশরূপ) ব্রহ্মলোকে
(সুষুপ্তিকালে) গমন করিয়া থাকে, অথচ তাহারা তাহা জানে না” ।
এই গতি, ও “ব্রহ্মলোক” শব্দ দ্বারা শ্রুতি জানাইয়াছেন যে, পরমাত্মাই
দহরাকাশশব্দের বাচ্য, অর্থাৎ জীব প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত
হয়, এইরূপ বলাতে এবং “ব্রহ্মলোক” এই শব্দ ব্যবহার করাতে,
দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা । ছান্দোগ্য শ্রুতিতে অন্তত্রও এইরূপ
সুষুপ্তিকালে জীবের ব্রহ্মে অবস্থানের বিষয় উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়, যথা :—

“হে সৌম্য ! তৎকালে (স্মৃষ্টিকালে) জীব ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়” । ইত্যাদি । পরমাত্মা অর্থে ব্রহ্মলোকশব্দেরও ব্যবহার শ্রুতিতে আছে ; যথা “এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট” । অতএব ব্রহ্মেতেই প্রজা অহরহঃ স্মৃষ্টিকালে গমন করে । ব্রহ্মএব লোকঃ এই অর্থে কৰ্ম্মধারয়সমাস করিয়া “ব্রহ্মলোক” শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; এবং পূর্বোক্ত শ্রুতিতে যে “এতৎ” শব্দ আছে, তাহা দহরাকাশ অর্থবোধক । সুতরাং “ব্রহ্মলোক” শব্দ ও তাহার সমাসগত অর্থ এতৎভিন্ন দহরাকাশের ব্রহ্মবোধকত্ববিষয়ে প্রমাণ ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৬ সূত্র । ধৃতেশ্চ মহিম্নোহস্থাস্মিন্নুপলব্ধে ॥

(ধৃতোঃ চ “ধৃতি”-কথনাং ব্রহ্মেব দহরাকাশঃ ; অস্তু ধৃতিরূপস্ত মহিম্নঃ অস্মিন্ পরমেশ্বরে অতুত্রাপি শ্রুতৌ উপলব্ধেঃ অতুত্রাপি পরমেশ্বর-বাক্যে শ্রুতৌ তস্মাৎ, ইতি বাক্যার্থঃ)

ভাষ্য ।—“সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং” বিধারকত্বং দহরস্ত পরমাত্মত্বে সঙ্গচ্ছতে ; অস্তু চ মহিম্নো ধৃত্যাখ্যোহস্মিন্ পরমাত্ম-ন্যেব “এতস্তাবাহঙ্করস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ” ইতি শ্রুত্যন্তরে উপলব্ধেঃ ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত শ্রুতিতে উল্লেখ আছে “স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং” ইত্যাদি (ইনি লোক সকলের বিধারক সেতুস্বরূপ) এই বিধারকত্ব দহরাকাশের পরব্রহ্মবাচকতা প্রতিপন্ন করে । ইহার ধৃতিরূপ মহিমার উপলব্ধি পরমেশ্বরেই হয়, ইহা অপরাপর শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে, যথা :—বৃহদারণ্যকে “এতস্ত বাহঙ্করস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ” ইত্যাদি ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৭ সূত্র । প্রসিদ্ধেশ্চ ।

ভাষ্য ।—আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা সর্ববাণি হ বা

ইমানি ভূতাত্মাকাশাদেব সমুৎপত্তস্তে” ইতি পরমাত্মত্বপ্যাকাশ-
শব্দপ্রসিদ্ধেচ্চ দহরাকাশঃ পরমাত্মৈব ॥

শ্রুতিতে আকাশশব্দের পরমাত্মা অর্থে ব্যবহার প্রসিদ্ধই আছে ;
তদ্বৎ দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা । শ্রুতি যথা, “সর্বাণি হ বা
ইমানি ভূতাত্মাকাশাদেব সমুৎপত্তস্তে” ইত্যাদি ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৮ শ্লোক । ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেমা-
সম্ভবাৎ ॥

(ইতরস্ত জীবস্ত পরামর্শাৎ বাক্যদ্বয়ে উক্তত্বাৎ সোহপি দহরঃ, ইতি
চেৎ, ন ; তদ্বাক্যোক্তধর্ম্মাণাং জীবে অসম্ভবাৎ)

ভাষ্য ।—“এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুত্থায়.....” ইতি
দহরবাক্যমধ্যে জীবস্তাপি পরামর্শাজ্জীবোহস্ত দহর ইতি চেমাপ-
হ পাপুহাদীনাত্ পূর্ব্বোক্তানাং জীবৈহসম্ভবাৎ ।

ব্যাখ্যা :—দহরবাক্যের শেষভাগে শ্রুতি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন
যথা, “এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত স্নেন
রূপেণাভিনিম্পত্ততে এষ আত্মেতি” (এই সুসৃষ্টি অবস্থা প্রাপ্ত জীব এই
শরীর হইতে উঠিয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে নিম্পন্ন হয়েন,
তিনি এই আত্মা) ; এই স্থলে জীবের উক্তি থাকায় জীবও দহরশব্দবাচ্য
হইতে পারেন ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ তৎপূর্ব্ব
অপহতপাপুহাদি যে সকল ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা জীবের পক্ষে
সম্ভব নহে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৯ শ্লোক । উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত ।

(উত্তরাৎ—চেৎ, আবিভূতস্বরূপঃ—তু)

(তু শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ । উত্তরাং, (জীবপরাং প্রজাপতিবাক্যাং, জীবোহপি অপহতপাপুত্বাদিধর্ম্যবৎ) ইতি চেৎ, (তন্ন) কুতঃ ? অত্রাপি আবিভূতস্বরূপোজীবো বিবক্ষ্যতে ; আবিভূতং স্বরূপমন্ত্যোবিভূত-স্বরূপঃ । যদ্বন্ত্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরংব্রহ্ম তদ্রূপতয়েনং জীবং ব্যাচষ্টে, ন জীবেন রূপেণ) ।

ভাষ্য ।—উত্তরাং জীবপরাং প্রজাপতিবাক্যাং জীবোহপি অপহত-পাপুত্বাদিগুণাষ্টকমবগম্যতে হতঃ স এব দহরাকাশোহস্তিতি চেদুচ্যতে পূর্বোক্তগুণব্রহ্মেনিত্যাবিভূতস্বরূপঃ পরমাত্মা দহর আবিভূতস্বরূপো জীবন্ত ন ।

ব্যাখ্যা :—প্রজাপতি যে শেষ উপদেশ ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, যথা, “এষ সম্প্রসাদ” ইত্যাদি. তাহাতে জীবেরও অপহতপাপুত্বাদি গুণ আবিভূত হওয়ার উল্লেখ থাকাতে, জীবই দহরপদবাচ্য হওয়া সঙ্গত ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ উক্ত ধর্মসকল জীবের স্বাভাবিক নহে, তাহা তাঁহার মুক্তাবস্থায় আবিভূত হয়, জীবের যে পারমার্থিক পরস্বরূপ তাহাই শ্রুতি ঐ স্থলে বুঝাইয়া দিয়াছেন । শ্রুতি এই স্থলে তাঁহার জীবরূপের উল্লেখ করেন নাই । পরমাত্মারই অপহতপাপুত্বাদি গুণ নিত্য ; অতএব তিনিই উক্ত স্থলে লক্ষিত হইয়াছেন ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২০ সূত্র । অন্ত্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ।

(“চকারঃ সম্ভাবনারাং” ; পরামর্শঃ “জীবপরামর্শঃ ; অন্ত্যার্থঃ পর-মাত্মনো জীবস্বরূপাবির্ভাবহেতুত্বপ্রদর্শনার্থঃ । ”)

ভাষ্য । জীবপরামর্শঃ পরমাত্মনো জীবস্বরূপাবির্ভাবহেতুত্ব-প্রদর্শনার্থঃ ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত বাক্যে যে জীব উক্ত হইয়াছেন, ইহা জীবের স্বরূপাবি-

ভাবের মূলীভূত যে পরমাত্মা, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত । ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ ; জীবত্বপ্রতিপাদন ঐ বাক্যের অভিপ্রায় নহে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২১ সূত্র । অল্পশ্রুতেরিতি চেতুদ্রুতম্ ।

ভাষ্য ।—অল্পশ্রুতেন বিভূরত্র গ্রাহ ইতি চেৎ । তৎসমাধানায় যদুক্তব্যং তদুক্তং পুরস্তাৎ ।

ব্যাখ্যা :—দহরশব্দের অর্থ অল্প-স্বল্প ; সূত্রটি বিভূ পরমাত্মা ইহার বাচ্য হইতে পারেন না ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহার উত্তর পূর্বেই বলা হইয়াছে । (১ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তম সূত্র দ্রষ্টব্য) ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২২ সূত্র । অনুকৃতেস্তস্মৈ চ ।

ভাষ্য ।—তস্মৈ নিত্যাবিভূতস্বরূপস্মৈ “তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং” ইত্যনুকৃতেষ্টানুকর্তা জীবো নিত্যাবিভূতস্বরূপো দহরো ন ভবিতুমর্থতি ।

ব্যাখ্যা :—“তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং” (সেই স্বপ্রকাশ যিনি স্বতঃই প্রকাশ পাইতেছেন, যাহার পশ্চাৎ অপর সমস্ত প্রকাশিত হইছে) ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুতুক্ত বাক্যে অপরসকলজীব পরমাত্মারই অনুসরণ করে, ইত্যাদি উপদিষ্ট হওয়াতে, জীব তাঁহার অনুসরণকর্তামাত্র । অতএব জীব সেই নিত্যাবিভূতস্বরূপ দহর হইতে পারে না ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৩ সূত্র । অপিতু স্মর্য্যতে ।

ভাষ্য ।—অপিচ “মম সাধর্ম্ম্যমাগতা” ইতি স্মর্য্যতে ॥

স্মৃতিও এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা,—শ্রীমদ্ভগবদগীতা—
“বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ,” “মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ” ইত্যাদি ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৪ সূত্র । শব্দাদেব প্রমিতঃ ।

ভাষ্য ।—প্রমিতোহক্ষুষ্ঠপরিমাণকঃ পুরুষোত্তমএব “ঈশানো-
ভূতভব্যস্তে”-তি শব্দাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—কঠোপনিষদ্বুক্ত অক্ষুষ্ঠমাত্র পুরুষ পরমাত্মা ; (প্রমিতঃ অক্ষুষ্ঠ-
পরিমাণকঃ পুরুষঃ যঃ কঠোপনিষদি অভিহিতঃ স পরমাত্মৈব ; শব্দাৎ
ঈশানাদিশব্দাৎ) কারণ সেই শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন “ঈশানো-
ভূতভব্যস্তে” (তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের ঈশান—নিয়ন্তা) ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৫ সূত্র । হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ।

ভাষ্য ।—উপাসকহৃদয়পেক্ষয়াহক্ষুষ্ঠমাত্রত্বমুপপত্ততে । ননু
জন্তুশরীবেষু হৃদয়স্থানিয়তপরিমাণত্বাদপেক্ষয়াহপি তথাহি
কণমাত্রাহ মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—পরমাত্মা সর্বব্যাপী হইলেও উপাসকের হৃদয়ে অবস্থানের
প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অক্ষুষ্ঠমাত্র বলা যায় ; কিন্তু ইহাতে আপত্তি
হইতে পারে যে, প্রাণী ছোট বড় অনেক প্রকার আছে ; সুতরাং
হৃদয়েরও পরিমাণ অনিয়ত ; অতএব কেবল মনুষ্য-হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য
করিয়া তাঁহাকে অক্ষুষ্ঠপরিমাণ বলিয়া শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন. এইরূপ
উক্তি সঙ্গত নহে । তদন্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, শাস্ত্রপাঠে মনুষ্যেরই
অধিকার, অতএব তদ্রূপ বলা হইয়াছে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৬ সূত্র । তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ।

ভাষ্য ।—তস্মিন্ ব্রহ্মোপাসনে মনুষ্যাণামুপরিষ্ঠাদপি যে,
দেবাদয়োহি তেষামপ্যধিকারোহস্তীতি ভগবান্ বাদরায়ণো
মশ্বতে ॥

ব্যাখ্যা :—বাদরায়ণ (বেদব্যাস) বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনবিষয়ে
মনুষ্যের উপরিস্থ দেবাদিরও অধিকার আছে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৭ সূত্র । বিরোধঃ কৰ্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতি-
পত্তেদর্শনাৎ ।

(কৰ্ম্মণি বিরোধঃ, ইতি চেৎ, ন ; অনেকপ্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ) ।

ভাষ্য ।—শরীরং বিনা ব্রহ্মোপাসনানুপপত্ত্যা তেষামবশ্যং
বিগ্রহবদ্ধমভ্যুপগম্যব্যং, তথাহেতু কৰ্ম্মণি বিরোধ ইতি চেন্নায়ং
দোষঃ, কুতঃ ? একস্থাপ্যানেকেবাং দেহানাং যুগপৎ প্রতিপত্তে-
দর্শনাৎ ।

বাখ্যা :—শরীরধারণ বিনা ব্রহ্মোপাসনা^১ অসম্ভব ; অতএব দেবতা-
দিগের ব্রহ্মোপাসনার অধিকার থাকা বলিলে, তাঁহাদিগকেও অশ্রদ্ধাদির
ক্রমে শরীরবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু দেবতাগণ শরীরী
বলিয়া স্বীকার করিলে যাগযজ্ঞাদি বেদবিহিত কৰ্ম্মের প্রতিষ্ঠা থাকে না,
অসংখ্য লোক বিভিন্ন স্থানে যাগযজ্ঞাদি কৰ্ম্ম একইকালে করিয়া থাকে ;
দেবতারা দেহবিশিষ্ট হইলে বিভিন্ন স্থানে যুগপৎ কি প্রকারে উপস্থিত
হইবেন ? অতএব তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধাদিবৎ দেহধারী স্বীকার করিলে
যাগাদি কৰ্ম্মের সিদ্ধতা বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয় ; কারণ এক যজ্ঞস্থানে
তাঁহাদের বর্তমানতা হইলে অপর স্থানে তাঁহাদের অবর্তমানতাহেতু যাগ-
যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম নিষ্ফল হইয়া পড়ে । এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত
নহে ; কারণ একেরই যুগপৎ অনেকদেহধারণ করা শ্রুতি প্রদর্শন
করিয়াছেন (যথা, বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবতাদের সংখ্যা বর্ণনা করিতে
গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবতাদের সংখ্যা ৩৬০৬, তৎপরে বলিয়াছেন
ঐ ৩৬০৬ দেবতাই ৩৩ দেবতার মূর্তি । পুনরায় বলিয়াছেন ঐ ৩৩ দেবতা
৬ দেবতার বিভূতি-রূপান্তর ইত্যাদি । যোগিগণ যুগপৎ বহু কলেবর
ধারণ করিতে পারেন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং

জন্মসিদ্ধ দেবতাগণ যে বহু দেহ এককালে ধারণ করিতে পারিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৮ সূত্র । শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ।

(অতঃ শব্দাদেব নিত্যাকৃতিবাচকাৎ প্রজাপতিবুদ্ধ্যুদ্বোধকাৎ, অর্থস্ত প্রভবাৎ “বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ” “অনাদিনিধনা নিত্য বাণ্ডংশ্চৈব স্বয়ংভুবা । আদৌ বেদময়ী বিজ্ঞা যতঃ সৰ্বা প্রবৃত্তয়ঃ” ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং - (শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং) । (বৈদিকাং শব্দাং দেবানাং প্রভবঃ উৎপত্তিরভিধীয়তে শ্রুত্যা স্মৃত্যাচ ইত্যর্থঃ) ।

ভাষ্য :—দেবাদীনাং বিগ্রহবস্ত্বস্বীকারে তদ্বাচিনি বৈদিকে শব্দে বিরোধঃ স্তাৎ, অর্থোৎপত্তেঃ প্রাথিনাশাস্তুরং চ নিরর্থকত্বাপত্তেরিতি চেন্নায়ং বিরোধঃ । অতঃশব্দাদেব নিত্যাকৃতিবাচকাৎ প্রজাপতিবুদ্ধ্যুদ্বোধকাদর্থস্ত প্রভবাৎ “বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ” “অনাদিনিধনা নিত্য বাণ্ডংশ্চৈব স্বয়ংভুবা ; আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সৰ্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ।

ব্যাখ্যা :—(দেবতার শরীর থাকা স্বীকার করিলে তাহা যজ্ঞবিরোধী না হইলেও) দেবতাদিগের বিগ্রহবস্ত্বস্বীকারে তাঁহাদের অনিত্যতা স্বীকার্য্য হয়, কারণ দেহধারী সকলই উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল । পরন্তু বৈদিক শব্দের নিত্য প্রতাপ আছে, এবং সেই শব্দের তদর্থের (তত্ত্বপ্রতিপাদ দেবতার) সহিত সম্বন্ধেরও নিত্যতা প্রতিপন্ন আছে ; কিন্তু দেবতার অনিত্য স্বীকৃত হইলে বৈদিকশব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধও অনিত্য হইয়া পড়ে, অর্থভূত দেবতাদিগের উৎপত্তির পূর্বে এবং তাঁহাদের বিনাশের পর বৈদিকশব্দের অর্থসম্বন্ধ থাকে না ; সুতরাং বৈদিকশব্দ

সকল অর্থশূন্য হয়। এই বিরোধ অনিবার্য; সুতরাং দেবতার শরীর থাকা স্বীকার করা যার না। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ শব্দ হইতে দেবতার উৎপত্তি ঋতি উল্লেখ করিয়াছেন, শব্দসকল নিত্য আকৃতিবাচক। প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে শব্দসকল স্মরণ করাতে, তদ্বারা তাঁহার বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইলে, তিনি দেবতাসকল সৃষ্টি করেন। অতএব বৈদিক শব্দের স্মরণপূর্বক যখন দেবতার সৃষ্টির উক্তি আছে, তখন দেবতার অনিত্যতা স্বীকারে কোন শব্দ-বিরোধ হয় না। শব্দসকলও প্রথম অপ্রকাশ থাকে, যখন শব্দসকল প্রকাশ হয়, তখন দেবতাও প্রকাশ হন; এইরূপ প্রকাশ ও অপ্রকাশ-ভাব বাচ্য বাচক উভয়েরই আছে। শব্দ প্রকাশিত হইলেই যখন দেবমূর্তিও প্রকাশিত হয়, তখন দেবমূর্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব (উৎপত্তি ও লয়) স্বীকার করাতে শব্দের ও তদর্থগত দেবতার সম্বন্ধের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না। বৈদিক শব্দ হইতে দেবতাদিগের সৃষ্টি ঋতি ও স্মৃতি উভয় দ্বারা প্রমাণিত হয়। ঋতি যথা :—বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ”। স্মৃতি যথা :—“অনাদিনিন্দনা” ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২২ সূত্র। অতএব নিত্যত্বম্।

ভাস্ক্য।—প্রজাপতেঃ সৃষ্টিঃ শব্দপূর্ব্বিকাহতোহেতোর্বেদন্ত নিত্যত্বম্।

বাখ্যা :—প্রজাপতির সৃষ্টিও শব্দপূর্ব্বিক; সুতরাং বেদ নিত্য। ঋতিতেও উল্লিখিত আছে।

যুগান্তেহস্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।

লোভিবে তপসা পূর্ব্বমমুক্তাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥

(ইতিহাসের সহিত বেদসকল প্রলয়কালে অস্তর্হিত ছিল; মহর্ষিগণ সে সকল তপস্বী দ্বারা স্বয়ম্ভুর কৃপায় লাভ করিয়াছিলেন)।

দেবতাগণ এবং সমস্ত বিশ্ব এইরূপ প্রলয়কালে অন্তর্হিত হয় এবং পুনরায় সৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে যথাকালে প্রকাশিত হয় । সম্পূর্ণ বিনাশ কাহারও নাই । সুতরাং বৈদিক শব্দ ও তদর্থ, এবং উভয়ের সম্বন্ধ এই অর্থে নিত্য ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩০ সূত্র । সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো-
দর্শনাৎ স্মৃতেষ্চ ।

(সমান নামরূপত্বাৎ—চ, আবৃত্তৌ—অপি—অবিরোধঃ)

ভাষ্য ।—এবং প্রাকৃতসৃষ্টিসংহারাত্তিকায়ামাবৃত্তাবপি ন বিরোধঃ ; কল্পাদৌ সৃজ্যমানস্ত কল্পান্তরাতেন পদার্থেন তুল্য-
নামরূপাদিমত্বাৎ ; “সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়”-দ্বিতী-
দর্শনাৎ, “যথার্থাবৃত্তুলিঙ্গানি নানারূপানি পর্যায়ে, দৃশ্যন্তে তানি
তান্বেব তথাভাবা যুগাদিষু” ইতি স্মৃতেঃ ।

ব্যাখ্যা :—সৃষ্টির পর লয়, লয়ের পর সৃষ্টি, এইরূপ সৃষ্টি ও লয় সর্বদাই আবর্তিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন দোষ হয় না ; কারণ এক কল্পের সৃষ্টি তৎপূর্ব্বকল্পের সৃষ্টির অনুরূপ, নাম-
রূপাদি সমানই থাকে । অতএব শব্দের নিত্যতা সিদ্ধান্তের সহিত কোন বিরোধ নাই । পূর্ব্ববৎ যে সৃষ্টি হয়, তাহা “সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা-
পূর্ব্বমকল্পয়ৎ” এবং “যো ব্রহ্মাণং বিদধতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ
প্রহিণোতি তস্মৈ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রমাণিত হয় ; এবং “যথার্থ-
বৃত্তুলিঙ্গানি” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও তাহা সিদ্ধান্ত হয় ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩১ সূত্র । মধ্যাদিষু সমস্তবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ।

ভাষ্য ।—উপাস্ত্যস্তোপাসকত্বাসম্ববাৎ মধ্যাদিষু বিভাস্ত সূর্য্যা-
দীনামনধিকার ইতি জৈমিনির্মন্ততে ।

ব্যাখ্যা :—ছান্দোগ্য উপনিষদ্বক্তৃ মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে সূর্যাদিদেবতা উপাস্ত হওয়াতে, তাঁহারা পুনরায় ঐ বিদ্যার উপাসক হওয়া অসম্ভব ; তদ্ব্যতীত উক্ত বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই, জৈমিনি এইরূপ বলেন ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩২ সূত্র । জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ।

ভাষ্য ।—জ্যোতিষি ব্রহ্মণি তেষামুপাসকত্বেন ভাবাচ্চ, মধ্বাদিষ্মনধিকার ইতি পূর্ববপক্ষঃ । (“তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ) ।

ব্যাখ্যা :—দেবতাগণ স্বপ্রকাশ (জ্যোতিরূপ) ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, সুতরাং মধ্বাদিবিদ্যাবিষয়ে (যাহার ফলে বস্তুবাদিপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে এবং যাহাতে সূর্যাদিদেবতা উপাস্তরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাহাতে) সূর্যাদিদেবতার অধিকার নাই ; এই পূর্বপক্ষ ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র । ভাবং তু বাদরায়ণোহস্তিহি ।

ভাষ্য ।—“তত্র সিদ্ধান্তমাহ, মধ্বাদিষ্মপি সূর্য্যবস্বাদীনামধিকার-সম্ভাবং বাদরায়ণো মন্যতে । হি যতন্তেষাং স্বান্তর্য্যামিব্রহ্মোপাস-
নেন কল্লান্তেহপি স্বাধিকারপ্রাপ্তিপূর্বকব্রহ্মলিপ্সাসম্ভবোহস্তি ।”

ব্যাখ্যা :—তদ্বিষয়ে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—সূর্য্য-বস্বপ্রভৃতি দেবতাদিগের মধ্বাদিবিদ্যাতেও অধিকার আছে, এইরূপ বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন । কারণ স্বীয় অন্তর্য্যামি-পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা কল্লান্তেও স্বীয় অধিকার প্রাপ্তিপূর্বক, পূর্বসংস্কারবশতঃ তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ে তাঁহাদের লিপ্সা উপজাত হয় ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৪ সূত্র । শুগশ্চ তদনাদরশ্রবণাস্তদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ।

(অশ্রু = জানশ্রুতেঃ, শুক্ = শোকঃ ; তদনাদরশ্রবণাৎ = হংসপ্রযুক্তা-

নাদরবাক্যশ্রবণাৎ ; তদৈব ব্রহ্মজ্ঞং বৈকং প্রত্যাদ্রবণাৎ গমনাৎ বৈকোক্ত
“শূদ্র” সম্বোধনেন শুক সজ্জাতা ইতি সূচ্যতে) ।

ভাষ্য ।—ছান্দোগ্যে মুমুক্শৌ গুরুপ্রযুক্তং শূদ্রপদমালোচ্য
শূদ্রোহপি ব্রহ্মবিজ্ঞায়ামধিক্রিয়তে, ইতি নাশঙ্কনীয়মস্মা মুমুক্শো-
র্জানশ্রুতের্জংসপ্রযুক্তানাদ্রববাক্যশ্রবণাৎ । তদৈব গুরুং প্রত্যা-
দ্রবণাৎ শুক সজ্জাতা ইতি শূদ্রেতি সম্বোধনেন সূচ্যতে ।

ব্যাখ্যা :—(ছান্দোগ্যে পনিষদে সম্বর্গবিদ্যাকথনে চতুর্থ প্রপাঠকের
প্রথম খণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে, যি জানশ্রুতির প্রপোক্ত অতিশয় ধান্মিক
রাজা ছিলেন ; তিনি নিত্য বহু অতিথিসংকার করিতেন ; তাঁহার প্রতি
সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার কল্যাণকামনায়, ঋষিগণ হংসরূপে একদিন রাত্রিতে
তাঁহার বাটীতে আগমন করিলেন ; তন্মধ্যে একটি হংস প্রথমে তাঁহার
প্রশংসাসূচক বাক্য বলিলেন ; তৎশ্রবণে অপর একটি হংস তাঁহার নিন্দা
করিয়া বলিলেন, “শকটবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠবিধির ভ্রাতৃ ইহাকে এইরূপ প্রশংসা
করেছে কেন ? ইনি কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ নহেন” । এই সকল কথা
রাজা শুনিয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন, রাত্রিপ্রভাতে লোক
পাঠাইয়া নানাস্থান অন্বেষণ করাইয়া এক শকটের অধোভাগে স্থিত
বৈকুণ্ঠবিধির সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং ছয়শত গো,
কণ্ঠহার, রথ ইত্যাদি তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তৎসমস্ত ঋষিকে
গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “ঋষি ! আপনি যে বিজ্ঞার
উপাসনা করেন, অন্বেষণ করিয়া আমাকে তাহা উপদেশ করুন” । হংস-
বাক্যে রাজা অতিশয় শোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছেন জানিয়া
ঋষি তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন “হে শূদ্র ! এই
সকল বস্তু তোমারই থাকুক” ; তখন রাজা তাঁহার কন্ডা গ্রাম ইত্যাদি

তঁাহাকে অর্পণ করিলে, তঁাহার ঔৎসুক্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি তঁাহাকে বিদ্যা অর্পণ করেন । এই আখ্যায়িকাতে ঋষি রাজাকে “শূদ্র” শব্দ দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন ; তদুপরি নির্ভর করিয়া এইরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে শূদ্রদিগেরও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে । এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, যে শূদ্রজাতীয় লোকের বেদোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার নাই ; কারণ, “শূদ্র” শব্দের অর্থ সেই স্থলে শূদ্রজাতীয় লোক নহে, (“শোচতীতি শূদ্রঃ । “শুচেদর্শচ” ইতি রক্ প্রত্যয়ে ধাতোশ্চ দীর্ঘে চকারস্ত দকারঃ”) শূদ্রশব্দের অর্থ শোকপ্রাপ্ত । ইহাই সূত্রে বলিতেছেন, যথা,—হংসেব অনাথর বাক্য শ্রবণহেতু জ্ঞান-শ্রুতির প্রাপ্তোক্তের অতিশয় শোক হইয়াছিল, এই শোকসন্তুষ্টিদ্বয়ে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি রৈক্যের নিকট গমন করিতে, সেই রাজা যে শোকার্ভ ৬ ওয়াতেই তঁাহার নিকট গিয়াছিলেন তাহা যোগবলে ঋষি অবগত হইয়াছিলেন ; অতএব তঁাহাকে “শূদ্র” অর্থাৎ শোকার্ভ বলিয়া তিনি সম্বোধন করিয়াছিলেন । অতএব এই প্রতিবাক্য শূদ্রজাতীয় লোকের বেদোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার জ্ঞাপন করে না ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৫ সূত্র । ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোক্তরত্ৰ চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥

(“উক্তরত্ৰ চৈত্ররথেন ক্ষত্রিয়েণ অভিপ্রতারিনামকেন সহ সমভিহ্যাহার-রূপলিঙ্গাৎ জ্ঞানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বস্য অবগতেন জ্ঞানশ্রুতিঃ শূদ্রঃ”) ।

ভাষ্য ।—“অথ হ শৌনকঃ চ “কাপেয়মভিপ্রতারিণঃ চ কাক্ষিসেনিং পরিবিষ্যমাণো ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে” ইত্যত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েণ সহ সমভিহাররূপলিঙ্গাজ্ঞানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতে ন জ্ঞানশ্রুতিঃ শূদ্রঃ ।

ব্যাখ্যা :—ঐ আখ্যায়িকার শেষভাগে একত্র ভোজনপ্রসঙ্গে চিত্ররথ-বংশীয় ক্ষত্রিয়জাতীয় অভিপ্রতারিনামক ব্যক্তির সমভিব্যাহারে জানশ্রুতির উল্লেখ থাকায়, তদ্বারা জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায় ; অতঃপরে তিনি শূদ্রজাতীয় নহেন । শ্রুতি যথা :—“অথ ২” ইত্যাদি (পাচক কপি-গোত্রীয় শৌনক ও কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারীকে পরিবেশন করা কালে এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিল) ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৬ সূত্র । সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—বিদ্যাপ্রদর্শে “ইতং হোপনিষৎ” ইত্যাদিনোপনয়ন-সংস্কারপরামর্শাৎ “শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতির্ন চ সংস্কারমহতীতি” “তদভাবাভিলাপাচ্চ” বিদ্যায়াং শূদ্রো নাধিক্রিয়তে ।

ব্যাখ্যা :—শূদ্রের বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার নাই ; কারণ তাহাদের উপনয়নসংস্কার নাই, (উপনয়নসংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্পণ করিবার বিধি শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন), এবং শূদ্রের পক্ষে সেই সংস্কার নিষেধ করিয়াছেন ; যথা “শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ” ইত্যাদি (চতুর্থবর্ণ শূদ্রজাতি সংস্কারযোগ্য নহে) ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৭ সূত্র । তদভাবনির্দারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥

ভাষ্য । কিঞ্চ গোতমশ্চ জাবালেঃ শূদ্রত্বাভাবনির্ণয়ে সতি তমুপনেতুমশুশাসিতুং প্রবৃত্তেঃ শূদ্রস্থানধিকারএবাত্র ।

ব্যাখ্যা :—ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, গোতম ঋষি যখন জাবালির পুত্র সত্যাকামের শূদ্রত্বাভাব নির্দারণ করিলেন তখনই তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার করিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন ; অতঃপরে শূদ্রের বেদোক্ত উপাসনায় অধিকার নাই । (জাবালির আখ্যান ছান্দোগ্যোপনিষদের

চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে বিবৃত আছে, তাহা মূলগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থপাদে বর্ণিত হইয়াছে) ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৮ সূত্র । শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ ॥

ভাষ্য ।—শূদ্রো নাধিক্রিয়তে “শূদ্রসমীপে নাধ্যোতব্য”মিত্যা-
দিনা তস্মৈ বেদশ্রবণাদিপ্রতিষেধাৎ ॥

শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, তদর্থজ্ঞান এতৎ সমস্তই প্রতিতে নিষিদ্ধ
আছে ; সুতরাং শূদ্রের তদ্বিষয়ে অধিকার নাই । (“শূদ্রসমীপে নাধ্যোতব্যং”
ইত্যাদিনা প্রতিষেধঃ) ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৯ সূত্র । স্মৃতেষু ॥

ভাষ্য ।—“নচাস্ম্যোপদিশেদ্ধর্মমি”-ত্যাতিস্মৃতেষু ॥

ব্যাখ্যা :—স্মৃতিতেও এইরূপ প্রতিষেধ আছে, যথা :—“ন চাস্ম্যো-
পদিশেদ্ধর্মঃ, ন চাস্ম্যত্রতমাদিশেৎ” ইত্যাদি ।

এইক্ষেপে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত অধিকারবিচার সমাপন করিয়া পুনঃ
প্রতীতিবিচার আরম্ভ হইতেছে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪০ সূত্র । কম্পনাৎ ॥

ভাষ্য ।—প্রমিতঃ পরঃ পুরুষঃ প্রতিপত্তব্যঃ সর্ববজগৎকম্প-
কহান্মহাদিত্যশ্চ ।

ব্যাখ্যা :—কঠোপনিষৎকৃত অঙ্কুষ্ঠমাত্রপুরুষ-প্রকরণে “যদিদং কিঞ্চ
জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং” ইত্যাদি বাক্যে প্রাণশব্দবাচ্য অঙ্কুষ্ঠ-
পরিমিত পুরুষ পরমাত্মা ; কারণ, তৎসম্বন্ধে সমস্ত জগতের কম্পকত্ব,
মহত্ব, ভীতিজনকত্বাদির উল্লেখ আছে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪১ সূত্র । জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য ।—“তস্য ভাসে”তি জ্যোতির্দর্শনাৎ প্রমিতঃ পুরুষঃ
পরঃ ।

ব্যাখ্যা :—কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অঙ্গুষ্ঠপরিমিতপুরুষপ্রকরণে
উক্ত প্রাণবাক্যের পূর্বে “তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং তস্য ভাষা সর্বমিদং
বিভাতি” ইত্যাদি বাক্যে “ভা” শব্দবাচ্য পরমাত্ম-সাধারণ জ্যোতি-
ধর্মের উক্তি থাকাতে এই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণপুরুষশব্দ পরমাত্মবাচক ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪২ সূত্র । আকাশোহর্থীস্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য । “আকাশো হ ইবৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতে”-ত্যা-
কাশশব্দবাচ্যঃ পুরুষোত্তমঃ । কুতঃ ? মুক্তাত্মনঃ জীবাৎ
পরমাত্মনো নামরূপোপলক্ষিতনিখিলনামরূপবদন্তুনির্বোদতয়াহর্থা-
স্তরত্বেন ব্যপদেশাৎ, ব্রহ্মত্বমূত্বাদিব্যপদেশাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—“আকাশো হ ইবৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা” এই ছান্দোগ্যো-
পনিষদুক্ত বাক্যে যে আকাশশব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মবাচক ;
কারণ, ঐ স্থানে নিখিলনামরূপনির্বাহকত্বাদি-গুণ দ্বারা সর্ববিধ জীব
হইতে ঐ আকাশের বিভিন্নত্ব (যাহা নামরূপবিশিষ্ট তাহা হইতে পৃথক্)
উল্লিখিত আছে, যথা, “তে যদন্তরা তদ্ব্যক্লেতি” নামরূপ যাহা হইতে ভিন্ন
ইত্যাদি । এবং ঐ আকাশের সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব, অমৃতত্ব ইত্যাদি বাক্যের
প্রয়োগ হইয়াছে ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪৩ সূত্র । স্বষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥

ভাষ্য ।—অজ্ঞাতং সর্বজ্ঞস্ত স্বষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ব্যপ-
দেশাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে জনক-বাজবল্য-
সংবাদে যে পুরুষ উক্ত হইয়াছেন, তিনিও পরমাত্মা ; কারণ, উক্ত শ্রুতি

জীবাশ্মার স্রষ্টৃপ্তি ও উৎক্রান্তি বর্ণনা করিয়া জীবাশ্মা হইতে পরমাশ্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪৪ সূত্র । পত্যাশিষ্যেভ্যঃ ॥

ভাষ্য ।—“সর্বস্বাধিপতিঃ সর্বশ্বেশানঃ” ইত্যাদি শব্দেভ্যো জীবাশ্মেদেন পরমাশ্মানো বাপদেশাৎ এবাকাশ ইতি স্থিতম্ ।

বাখ্যা :—“স সর্বস্ব বশী সর্বশ্বেশানঃ সর্বস্বাধিপতিঃ” ইত্যাদি শ্রুতুক্ত বাক্যে “পতি” প্রকৃতি শব্দ দ্বারা জীব হইতে ভেদ করিয়া পরমাশ্মার উপদেশ থাকাতে, পরমাশ্মাই আকাশশব্দবাচ্য বলিয়া উপপন্ন হয় ।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমোধ্য তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ।

ও শ্রীশ্রবণে নমঃ ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ পাদ ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১ সূত্র । আত্মমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন,
শরীররূপকবিষ্ণুস্তৃণীতেদর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য ।—ননু “মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ” ইত্যত্র
কঠশাখায়ামাত্মমানিকং প্রধানমপি শব্দবদুপলভ্যতে ইতি চেন্ন,
আত্মানং রধিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবে”ত্যত্র শরীরস্য রথরূপক-
বিস্তৃতাব্যক্তশব্দেন গ্রহণাৎ । ইন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণপ্রকারং
প্রতিপাদয়ন, রূপকপরিকল্পিতগ্রহণমেব । দর্শয়তি চ বাক্যশেষে
“যচ্ছেদ্বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্বচ্ছেদজ্ঞানমাত্মনি, জ্ঞানমাত্মনি মহতি
তদ্বচ্ছেচ্ছাস্ত আত্মনী”তি ॥

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যোক্ত প্রধান অত্মমানগম্য হইলেও, ইহা প্রতিসিদ্ধ
বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় ; কারণ, কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীতে
এইরূপ উক্তি আছে, যথা :—“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ”
(মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ) । সাংখ্যশাস্ত্রেও
উপদিষ্ট হইয়াছে, মহত্ত্ব হইতে অব্যক্তা প্রকৃতি (প্রধান)শ্রেষ্ঠ, এবং প্রকৃতি

হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র-শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং এই কঠশ্রুতি সাংখ্যোক্ত মহৎ অব্যক্ত ও পুরুষকে উপদেশ করিতেছেন বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ বাক্যের পূর্বেই কঠশ্রুতি বলিয়াছেন, “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। বুদ্ধিস্ত সারথিঃ বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ” ইত্যাদি (আত্মাকে রথিস্বরূপ বোধ করিবে, শরীরকে রথস্বরূপ বোধ করিবে, এবং বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) স্বরূপ জানিবে ইত্যাদি)। এই স্থলে শরীরকে রথের সহিত রূপকের দ্বারা তুলনা করা হইয়াছে ; এই রথস্বরূপ শরীরই পরবর্তী অব্যক্তশব্দের বাচ্য বলিয়া উক্ত বাক্যসকল পরস্পর মিলন করিলে প্রতীয়মান হয়। দেখ মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে উক্ত রূপক দ্বারা বর্ণনা করিয়া শ্রুতি ইহাদিগকে বশীভূত করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়া পূর্বোক্ত “মহতঃ পরমব্যক্তং” ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করাতে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে অব্যক্তশব্দের বাচ্য পূর্বোক্ত রূপক-কল্পিত শরীর। পরে বাক্যাশেষে ইহা আরও স্পষ্টরূপে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা শ্রুতি বলিয়াছেন :—“প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে মনে উপসংহার করিবে, মনকে জ্ঞানাত্মাতে, জ্ঞানকে মহতে, মহৎকে শান্ত আত্মাতে উপসংহার করিবে”। সাংখ্যমতে এই শেষোক্ত বাক্য কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ মহৎ উক্ত মতে প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়, শান্ত আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২ সূত্র । সূক্ষ্মস্তু তদহঁত্বাৎ ।

ভাষ্য ।—অব্যক্তশব্দঃ সূক্ষ্মবচনশ্চেতদর্থভূতং শরীরমপি সূক্ষ্মমস্তেব স্থলাবস্থাপন্নত্বাৎ ।

ব্যাখ্যা :—“অব্যক্ত” শব্দ সূক্ষ্মপদার্থবাচক ; সুতরাং স্থূল শরীরকে অব্যক্ত বলা সঙ্গত নহে, এইরূপ আপত্তি হইলে, বলিতেছি যে, স্থূল-

শরীরও সৃষ্ণেরই স্থলাবস্থা মাত্র । স্থূল সূক্ষ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, অতএব স্রুতিবাক্যের উক্ত প্রকার অর্থের কোন দোষ নাই ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৩ সূত্র । তদধীনত্বাদর্থবৎ ।

ভাষ্য ।—উপনিষদং প্রধানং পরমকারণাধীনত্বাদর্থবদানর্থক্যাং পরাভিতস্ত তস্মেতি ভেদঃ ।

ব্যাখ্যা :—উপনিষদুক্ত প্রধান পরমকারণ ঈশ্বরাদীন হওয়াতে সৃষ্টি বচনা করিতে পারে (অর্থবৎ হয়) ; সূতরাং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি হইতে ইহা ভিন্ন, এক নহে ; উপনিষদুক্ত প্রকৃতি ঈশ্বরেরই স্রুপগত শক্তি পৃথক্ নহে ; সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, অচেতন স্বভাব ; সূতরাং স্বয়ং অর্থবৎ হওয়া অসম্ভব । উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৪ সূত্র । জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ।

ভাষ্য ।—নাব্যাক্তশব্দস্তান্মিকপ্রধানবচনঃ জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—পূর্বোক্ত কঠকৃতি অব্যাক্তকে “জ্ঞেয়” বলিয়া উপদেশ করেন নাই ; সূতরাং ঐ অব্যাক্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে (মূল যাহা তাহাই জ্ঞেয় ; বৈকল্যবিকার তাহাত দৃষ্টই হইতেছে, সূতরাং তাহা জ্ঞেয় নহে ; বিকারের মূল যাহা তাহাই অব্যেবিতব্য—জ্ঞেয় । সাংখ্যমতে বিকারযোগ্য প্রকৃতিই জগতের মূল । এই সূত্রে তাহারই নিষেধ হইয়া ঈশ্বরই যে মূল জগৎ-কারণ—জ্ঞেয়বস্ত, তাহা প্রদর্শিত হইল) ।

১ অঃ ৪র্থ পাদ ৫ সূত্র । বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥

ভাষ্য ।—“অনাস্তনস্তুং মহতঃ পরং ক্রবং নিচাষ্য তং মৃত্যু-মুখাৎ প্রমুচ্যাতে” ইতিপ্রকৃত্তেঃ প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং বদতীতি চেন্ন । জ্ঞেয়ত্বেন প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা নির্দিষ্টস্তুং প্রকরণাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—“অনাস্তনস্তুং মহতঃ পরং ক্রবং, নিচাষ্য তম্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমু-

‘চ্যতে’ (‘অনাদি অনন্ত মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ সেই ঋব বস্তুকে অবগত হইয়া সাধক মৃত্যু হইতে মুক্ত হইবেন’), এই বাক্যে মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ (স্বল্প) অব্যক্তা প্রকৃতি তাকে জেয়বস্তু বলিয়া ক্রতি উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধান ক্রতিসিদ্ধ। যদি এইরূপ বল, তাহা ঠিক নহে; প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই জেয়রূপে উক্ত স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ঐ প্রকরণ আশ্রয়পাঠে জানা যায়। “তদ্বিশেষোঃ পরমং পদং,” “পুরুষান পরং কিঞ্চিৎ” ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাই জেয় বলিয়া এই প্রকরণ উপদেশ করিয়াছেন।

১ম অং ৪র্থ পাদ ৬ সূত্র। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥

ভাষ্য।—অস্থামুপনিষদ্যুপায়োপযোগং ত্রয়াণামুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ পূর্ববাপরবাক্যার্থবিচারেণ লভ্যতে। অনুমানিকতত্ত্ব-নিরূপণস্বাত্ত্রাবকাশো নাস্তি।

ব্যাখ্যা :—এই প্রকরণে তিনটি বিষয়ক প্রত্যুত্তর এবং তিনটি বিষয়ক প্রশ্ন; যথা, অগ্নি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা; প্রধানবিষয়ক কোন প্রশ্ন না হওয়ায়, উত্তরও প্রধানবিষয়ক নহে। (যমরাজের নিকট নচিকেতার অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীতে ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, এবং ঐ বল্লীর ২৮শ শ্লোকে জীবাত্মার গতি-বিষয়ে প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় বল্লীর ১৪শ শ্লোকে পরমাত্ম-বিষয়ক প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে; অতঃ কোন বিষয়ক প্রশ্ন নাই)।

১ম অং ৪র্থ পাদ ৭ সূত্র। মহদ্বচ্চ ॥

ভাষ্য।—সাংখ্যৈখ্যমহচ্ছব্দে বুদ্ধ্যাত্মাদ্বিতীয়ে তদ্বৈ প্রযুক্তো-হপি ততোহন্যত্রাপি “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমি”-ত্যাদিবেদ-বচনেন যথা দৃশ্যতে তথাইব্যক্তশব্দঃ শরীরপরোহস্ত।

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যশাস্ত্রে মহৎ শব্দ “বুদ্ধি” নামক দ্বিতীয় তত্ত্ব বুঝায় । কিন্তু শ্রুতাক্ত “মহৎ”—শব্দ সাংখ্যকথিত অচেতন মহত্ত্বের বোধক নহে ; শ্রুতিতে “বুদ্ধেরা আত্মা মহান্ পরঃ” “মহাস্তং বিভূমা আত্মনঃ” “বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাস্তং” ইত্যাদি বাক্যে বুদ্ধির অতীত আত্মা মহৎ শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছেন, সাংখ্যসম্মত অচেতন মহৎ নহে । তদ্বৎ “অব্যক্ত” শব্দও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবোধক নহে, ইহার অর্থ উক্ত স্থলে শরীরমাত্র ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৮ সূত্র । চমসবদবিশেষাৎ ।

ভাষ্য ।—“অজামেকামি”-ত্যাदिमन्त्रोक्त। প্রকৃতিঃ স্মৃতি-
সিদ্ধা ভবতু ইতি পূর্বপক্ষে ইচ্ছাস্তং দর্শয়তি । মন্ত্রোক্তাহজা
ব্রহ্মাঙ্গিকাস্তু । পূর্বপক্ষনির্দা।।ণে বিশেষাভাবাৎ “অর্বাণিল-
চমস” ইতি মন্ত্রোক্তচমসবৎ ॥

ব্যাখ্যা :—স্বৈতান্বিতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়োক্ত “অজামেকাং” ইত্যাদি মন্ত্রে যে অজা প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাংখ্যশ্রুতাক্ত প্রকৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে, তাহার সিদ্ধাস্ত সূত্র এই সূত্র দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন । উক্ত মন্ত্রোক্ত “অজা” ব্রহ্মাঙ্গিকা (সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রকৃতি নহে) । কারণ অচেতন প্রকৃতি বলিয়া নির্ধারণ করিবার উপযোগী কোন বিশেষণ অজাশব্দের সম্বন্ধে শ্রুতি উল্লেখ করেন নাই । বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণের ৩য় প্রকরণে “অর্বাণিলচমস” (নিম্নভাগে মুথরূপ গর্তবিশিষ্ট চমস) মন্ত্রে চমসশব্দের কোন বিশেষণ না থাকাতে, যেমন কিরূপ চমস নির্দেশ করা যায় না, চমসশব্দে সাধারণ ভক্ষণ-সাধন বস্তু বুঝায় (যেমন হাতা প্রভৃতি) ; কিন্তু কোন বিশেষ বস্তু বলিয়া নির্দেশ করা যায় না ; তদ্রূপ অজাশব্দেরও কোন বিশেষণ না থাকায়, তাহা সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান বলিয়া নির্দেশ করা যায় না ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৯ সূত্র । জ্যোতিরূপক্রমা তু তথা হৃদীয়ত একে ॥

ভাষ্য ।—ননু চমসমন্ত্রে “ইদং তচ্ছির” ইতি বাক্যশেষাচ্ছির-
শ্চমস ইতি গম্যতে । অজামন্ত্রে কিং গমকং বিশেষার্থগ্রহণে
ইত্যত্রোচ্যতে জ্যোতিব্রহ্মলক্ষণমুপক্রমঃ কারণং যন্তাঃ সাহিত্রাপ্য-
জামন্ত্রেণোচ্যতে, যতন্তথৈব “তস্মাদেতদ্রূপা নামরূপমন্তঃ চ
জায়তে” ইত্যেকৈহদীয়তে ।

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি উক্ত অব্যাক্তশব্দের বাচ্য বলিয়া নির্দিষ্ট
না হইলেও, ঐ অব্যাক্তের ব্রহ্মাঙ্কতায় অবধারণ করা যায় না ; “অর্কা-
খিলচমস”বাক্যে বিশেষণ না থাকিলেও “ইদং তচ্ছির” এই বাক্যশেষ
দ্বারা তদ্বাক্ত “চমসের” স্বরূপ অবধারিত হয় ; কিন্তু অজাবাক্যে ব্রহ্মাঙ্কতা-
বোধক কিছু নাই । যদি এইরূপ বলা যায়, তবে তদন্তরে সূত্রকার
বলিতেছেন ;—জ্যোতিব্রহ্মরূপ উপক্রম অর্থাৎ প্রবর্তক-কারণ বাহার,
এবংবিধা অজাই পূর্বোক্ত অজামন্ত্রে উক্ত হইয়াছেন ; কারণ তদ্রূপই
আধর্ষিণশাখায় মুণ্ডকোপনিষদে কীর্তিত হইয়াছে । যথা “তস্মাদেতদ্রূপা”
ইত্যাদি । (“সেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে এই মহৎব্রহ্ম এবং নামরূপ ও
অন্ত উপজাত হইয়াছে”) ।

শাকরভাষ্যে কিঞ্চিং বিভিন্নরূপে এই সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু
উভয় ব্যাখ্যার ফল একরূপই । শাকরভাষ্যে “জ্যোতিরূপক্রমা” শব্দে
“পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন তেজঃ অপ্ ও পৃথিবী” এই অর্থ করা হইয়াছে,
এবং ঐ তেজঃ প্রভৃতিই অজামন্ত্রে “অজা” শব্দের বাচ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত
হইয়াছে । ছান্দোগ্যে উক্ত তেজের বক্তবর্ণ, জলের গুরুবর্ণ এবং পৃথিবীর
কৃষ্ণবর্ণ থাকি উপদিষ্ট হওয়াতে ঐ তেজঃ প্রভৃতিই “লোহিত গুরুও কৃষ্ণ-
বর্ণ “অজা” মন্ত্রে বাচ্য বলিয়া ভাষ্যে নির্দেশ করা হইয়াছে

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১০ সূত্র । কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ।

(কল্পনা কৃষ্ণিঃ সৃষ্টিস্তুত্বপদেশাৎ, অবিরোধঃ, মধ্বাদিবৎ) ।

ভাষ্য ।—“ব্রহ্মোপাদানকত্বাহজ্ঞাত্বয়োরেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি ন বিরোধঃ । সূক্ষ্মশক্তিমতোজগৎকারণাৎ ব্রহ্মাণো বিশ্বসৃষ্ট্যুপদেশাদ্ভয়ং সঙ্গচ্ছতে, মধ্বাদিবৎ ।

অন্তার্থঃ—ব্রহ্মাত্মকত্ব ও অজ্ঞাত্ব এই দুই ধর্ম্ম একই বস্তুর সম্বন্ধে উক্ত হওয়াতে কোন বিরোধ নাই । কারণ ব্রহ্ম নিতাই উক্ত অব্যক্ত—সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট, তাহা হইলে জগৎসৃষ্টির উপদেশ হইয়াছে । সুতরাং ঐ সূক্ষ্মশক্তির অজ্ঞাত্ব (অজ্ঞাত্ব) ও ব্রহ্মোপাদানকত্ব এই দুইটিরই একত্র সমাধান হয় । যেমন মধুবিজ্ঞাতে আদিত্যকেই, তাহার কারণাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, মধু বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ এই স্থলেও কারণ-ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জগৎপাদিকা শক্তিকে অজ্ঞা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে । ঐ অব্যক্ত যে ব্রহ্মশক্তি, তাহা উক্ত স্বৈরাচারত্বোপনিষদে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, যথা, “দেবাস্বশক্তিং” ইত্যাদি বাক্য ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১১ সূত্র । ন, সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবা-
দতিরেকাচ্চ ।

(ন, প্রধানাদিসাংখ্যাত্তত্ত্বানাং শ্রৌতত্বং ন সিদ্ধম্ ; সংখ্যোপ-
সংগ্রহাদপি সংখ্যা তত্ত্বানাং সঙ্কলনাদপি ; কূতঃ ? নানাভাবাৎ সাংখ্যাত্তত্ত্বানাং
ভিন্নার্থত্বাৎ ; অতিরেকাচ্চ আধিক্যাচ্চ) ।

ভাষ্য ।—“ন চ যস্মিন্ পঞ্চপঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ”
ইতি সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং পঞ্চবিংশতিপদার্থানাং
শ্রুতিমূলকত্বমস্তু, প্রধানৈক্যকশ্চ শ্রুতিবেত্তা কো বিবাদ, ইতি
ন বক্তব্যম্ । কূতঃ ? নানাভাবাৎ, যস্মিন্মিতি শ্রুতিসিদ্ধে

ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতানাং পদার্থানাং ব্রহ্মাত্মকত্বপ্রতীত্যা তদ্বিক্রোভ্যঃ
পৃথক্ভা৷ । আধারস্ত ব্রহ্মণো হি তথাকাশস্ত চাতিরেকত্বাচ্চ ।

অন্তর্থাৎ—বৃহদারণ্যকোক্ত “যাহাতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ
প্রতিষ্ঠিত” এই বাক্যে সাংখ্যোক্ত সংখ্যার গ্রহণ হেতু সাংখ্যোক্ত প্রধানাদি
পঞ্চবিংশতিপদার্থের প্রতিমূলকত্ব সিদ্ধান্ত হয় । এক প্রধানেরই জগৎ-
কারণত্ব এই প্রতি প্রমাণিত করিয়াছেন, তদ্বিম্বয়ে কোন বিবাদ হইতে পারে
না । পরন্তু উক্ত প্রতিনির্ভরে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না ; কারণ
উক্ত বাক্যে যে “যস্মিন্” (যাহাতে) পদ আছে, তাহার অর্থ প্রতিসিদ্ধ
“ব্রহ্মেতে,” এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত পদার্থসকলের ব্রহ্মাত্মকত্ব ঐ প্রতি প্রতিপন্ন
করিয়াছেন ; সুতরাং সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসকল যাহার ব্রহ্মাত্মকত্ব স্বীকৃত নহে.
তাহা হইতে উক্ত বাক্যের লক্ষ্যীকৃত পদার্থসকল বিভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন
হয় । উক্ত পদার্থসকলের আধারস্থানীয় ব্রহ্ম, ও আকাশ ঐ বাক্যোক্ত “পঞ্চ
পঞ্চ জন” হইতে অতিরিক্ত বলিয়া উক্ত বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয় ;
সুতরাং সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে আরও দুই অতিরিক্ত তত্ত্ব
হইয়া পড়ে । (সাংখ্যের আকাশতত্ত্ব ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত ;
সুতরাং বাক্যার্থের ঠিকতা করিয়া যদিবা ঐ আকাশকে পঞ্চবিংশতিরমধ্যে
গণনা করা যায়, কিন্তু সকলের আধারস্থানীয় যে ব্রহ্ম “যস্মিন্” শব্দ দ্বারা
পরিলক্ষিত হইয়াছেন, উক্ত বাক্যের কোন প্রকার অর্থ করিয়া তাঁহাকে
ঐ পঞ্চবিংশতি সংখ্যার মধ্যে ভুক্ত করা যাইতে পারে না) ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১২ সূত্র । প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ ॥

ভাষ্য ।—“প্রাণস্ত প্রাণম্” ইত্যাদি বাক্যশেষাৎ তে পঞ্চজনাঃ
প্রাণা বোধ্যঃ ।

ব্যাখ্যা :—তদ্বাক্যোক্ত “পঞ্চজন” শব্দের অর্থ প্রাণাদি পঞ্চ ; কারণ

বাক্যশেষে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—“প্রাণস্ত প্রাণমৃত চক্ষু-
শ্চক্ষুরত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমন্নস্তান্নং মনসো যে মনো বিহুঃ” ইত্যাদি (যে
সকল উপাসক প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও
মনের মনকে জানেন) ইত্যাদি।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৩ সূত্র। জ্যোতিষৈকেষামসত্যাম্ ॥

(জ্যোতিষা,—জ্যোতিঃশব্দেন পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যতে ; একেবাং অসতি
অগ্নে ; একেবাং কাশ্মাণাং পাঠে অগ্নশব্দস্ত অবিদ্যমানত্বে)।

ভাষ্য।—কাশ্মাণাং ১, বাক্যশেষে ত্বসত্যাম্ উপক্রমগতেন
জ্যোতিষা পঞ্চত্বং পূরণীয়ম্ ॥

ব্যাখ্যা :—কাশ্মাণাং উক্তবাক্যে অগ্নশব্দে পাঠ নাই ; পরন্তু
তঁাহাদের পাঠে প্রথমে অধিকন্তু জ্যোতিষশব্দ আছে, (যথা “তদেবা
জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”) তদ্বারা কাশ্মাণাংও পঞ্চসংখ্যার পূরণ হয়।
অতএব সাংখ্যোক্ত পঞ্চসংখ্যা জ্ঞাপন করা শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় নহে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৪ সূত্র। কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপ-
দিত্তাত্ত্বৈঃ ॥

(শ্রুতৌ ব্রহ্মলক্ষণং যথা ব্যপদিত্তং তথা আকাশাদিষু অপি কারণত্বেন
উক্তং ; তস্মান্ন শ্রুতিবিরোধঃ)।

ভাষ্য। সর্ববস্ত্ত্বং সর্ববশক্তি ব্রহ্মৈব সর্বত্র আকাশাদিস্বষ্টী-
বিষয়কবাক্যেযু গ্রাহ্যং, লক্ষণসূত্রাদিষু যৎ প্রকারকং ব্রহ্ম ব্যপ-
দিত্তং, তৎপ্রকারকস্তৈবাকাশাদিত্বেন প্রতিপাদিতত্বাৎ।

অন্ত্যর্থঃ—সর্বস্ত্ত্ব সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই সর্বত্র আকাশাদিস্বষ্টীর
স্বষ্টেবিষয়ক বাক্যের গ্রাহ্য ; কারণ ব্রহ্মের লক্ষণবাক্যক সূত্রাদিতে তাঁহার
যে সকল ধর্ম উপদিশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই কার্য্যভূত আকাশাদিতে

কারণত্ব আরোপ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। (অতএব ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষণে ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া সকল শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যসকলের কোন বিরোধ নাই)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৫ সূত্র । সমাকর্ষাৎ ॥

ভাষ্য । “সোহকাময়ত” ইতি প্রকৃতশ্চ সতএব ব্রহ্মণঃ “অসদা ইদম্” ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ, “আদিত্যো ব্রহ্ম” ইতি প্রকৃতশ্চ ব্রহ্মণঃ “অসদেবেদম্” ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ। অসচ্ছব্দেন সৃষ্টিঃ পূর্ববৎ নামরূপবিভাগাত্তৎসম্বন্ধিত্বাহস্তিহাভাবেন সঙ্গপং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে । “তদেবং তহ ব্যাকৃতমাসীত্তন্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে” ইত্যব্যাকৃতশব্দোদিতশ্রোত্তরবাক্যে “স এষ ইহ প্রবিষ্টাননথাগ্রেভ্যঃ” ইত্যাদৌ সমাকর্ষাদচেতনশ্চ প্রধানশ্চান্তঃ প্রবিষ্টা প্রশাসিতৃহাশ্চসম্ভবাৎ, তদন্তরাত্ত্বভূতমব্যাকৃতং ব্রহ্মৈতু-চ্যতে । জগৎকারণপ্রতিপাদকেষু বাক্যেষু লক্ষণসূত্রাদি-নির্ণীতং ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যং, ন প্রধানশব্দাগন্ধোহপীতি ভাবঃ ।

অন্তার্থঃ—তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়ব্রহ্মীর কথিত “অসদা ইদ-মগ্র আসীৎ” এই বাক্যে ঐ শ্রুতিতে পূর্বে উক্ত “সোহকাময়ত” বাক্যোক্ত সম্বন্ধই, শ্রুতির অর্থের দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছেন ; এইরূপ “অসদেবেদং” এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যে “আদিত্যো ব্রহ্ম” এই বাক্যোক্ত ব্রহ্ম অর্থের দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছেন । পূর্বোক্ত বাক্যস্থ “অসৎ” শব্দ এই মাত্র বুঝায় যে, নামরূপবিভাগ-পূর্বক সৃষ্টির পূর্বে ঐ নামরূপ না থাকায়, তৎসম্বন্ধে জগৎ না থাকার স্বরূপ হইয়া কেবল সংস্বরূপ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত ছিল । “তৎকালে জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে নামরূপে প্রকাশিত হইল”, এই

বাক্যে অব্যাকৃতশব্দের দ্বারা জগতের সৃষ্টির প্রাণবস্থা প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রুতি বলিয়াছেন “তিনি নথাগ্র পর্য্যন্ত ইহার সর্বাঙ্গে প্রতিষ্ঠ হইলেন” ; এই বাক্যে পূর্ববাক্যোক্ত অব্যাকৃত (অপ্রকাশিত) পদার্থ আকর্ষিত হইয়াছে। পরন্তু সাংখ্যোক্ত প্রধানের এইরূপ অন্তঃপ্রবেশ-পূর্বক প্রশাসনকার্য্য অসম্ভব। অতএব জাগতিক পদার্থের অন্তরায়ভূত “অব্যাকৃত” পদার্থ ব্রহ্ম বলিয়াই উপপন্ন হয়। অতএব ব্রহ্মের লক্ষণ যে সকল শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বস্তু ব্রহ্মই জগৎকারণ-প্রতিপাদক বাক্যসকলের অভিপ্রেত, তাহাতে প্রধানের গন্ধও নাই।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৬ সূত্র । জগদ্বাচিহ্নাৎ ॥

ভাষ্য।—“যো বৈ বালাকে ! এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা যন্ত্ৰেতৎ কৰ্ম্ম” ইতি বাক্যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মকৰ্ম্মফলভোক্তা তত্ত্বোক্ত-পুরুষোবেদিতব্যঃ ইতি ন শক্যং, পরমাত্মৈবাত্র বেদিতব্যত্বেন নির্দিষ্টঃ। কুতঃ ? “ব্রহ্ম তে ক্রবাণি” ইতি ব্রহ্মপ্রকরণাৎ।
ক্রিয়তে যন্তৎ কৰ্ম্মেতি কৰ্ম্মশব্দস্য জগদ্বাচিহ্নাৎ, “এতদি”-তানেন সর্ববান্না প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধস্য জগত উপস্থিতত্বাচ্চ, তত্ত্বোক্ত-পুরুষপ্রকরণাত্বাচ্চ ॥

ব্যাখ্যা :—কৌষীতকী উপনিষদে “যো বৈ বালাকে ! এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা যন্ত্ৰেতৎ কৰ্ম্ম” (হে বালাকি ! যিনি এই সকল পুরুষের কৰ্ত্তা, এই সকল যাহার কৰ্ম্ম) এই বাক্যের বাচ্যবস্তুর সাংখ্যোক্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদি কৰ্ম্মফলের ভোক্তা পুরুষ বলিয়া অবধারিত হয় ; ইহা বলা যাইতে পারে না ; পরন্তু পরমাত্মাই এই স্থলে বেদিতব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কারণ “ব্রহ্ম তে ক্রবাণি (আমি তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব) এই বাক্য দ্বারা প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে ; এবং ক্রিয়তে যৎ তৎ কৰ্ম্ম এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা কৰ্ম্মশব্দে

এই সকল ক্ষতিতে জগৎ বুঝায় ; এবং “এতৎ” শব্দ ও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ সিদ্ধ জগৎসম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয় । এবং বিশেষতঃ সাংখ্যোক্ত পুরুষ এই প্রকরণের উপদেশের বিষয় না হওয়াতে পরমাত্মাই এই স্থলে উক্ত হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৭ সূত্র । জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গায়েতি চেত-
দ্ব্যাখ্যাতম্ ॥

ভাষ্য ।—“এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈবাত্মভির্ভুক্তে” ইতি জীব-
লিঙ্গাৎ “অথান্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি” ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ
তদন্ততরো গ্রাহ্যো ন ব্রহ্মেতি চেতদ্ব্যাখ্যাতং প্রতর্দনাধিকারে ।
জীবাদিলিঙ্গানি তত্র ব্রহ্মপরত্বেন ব্যাখ্যাতানি ; তদ্বদিহাপি
প্রোয়ানীত্যর্থঃ ॥

বাক্যশেষে “এষ প্রজ্ঞাত্মা” ইত্যাদি বাক্যে জীবের ও “অথান্মিন্ প্রাণে”
ইত্যাদি বাক্যে মুখ্যপ্রাণের উপদেশ আছে ; অতএব উক্ত বাক্যের প্রতিপ-
ত্রহ্ম নহেন, যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহার উত্তর প্রথমপাদের
শেষস্থত্রে প্রতর্দনাধিকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । উক্ত স্থানে জীবাদিবাচক
শব্দসকল যে ব্রহ্মবোধক, তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এই স্থলেও তদ্রূপই
বুঝিতে হইবে ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৮ সূত্র । অন্ত্যর্থং তু জৈমিনিঃ, প্রশ্নব্যাখ্যা-
নাভ্যামপি, চৈবমেকে ॥

ভাষ্য ।—অন্মিন্ প্রকরণে জীবগ্রহণমন্ত্যর্থং জীবব্যতিরিক্ত-
ব্রহ্মবোধার্থম্ ইতি জৈমিনির্মন্ত্যতে, “কৈষ এতদ্বালাকে ! পুরুষোহ-
শয়িক্ত, ক বা এতদভূৎ কুত এতদগাদি”-তি প্রশ্নাৎ “যদা সুপ্তঃ

স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি” ইত্যাদি প্রতিবচনাৎ বাজসনেয়িনোহপিচ এবমেব জীবব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনস্তি । তত্রাপি প্রশ্নপ্রতিবচনে ভবতঃ “কৈষ তদাভূৎ কুত এতদগাৎ” ইতি প্রশ্নঃ । “য এবোহন্তুহৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্ শেতে” ইতি প্রতিবচনম্ ॥

ব্যাখ্যাঃ—এই প্রকরণে যে জীববোধকশব্দের উক্তি আছে, তাহা অত্যাধিক প্রতিপাদক—জীববোধকরণে তদ্ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মবোধার্থক, এই কথা জৈমিনি বলেন ; ইহা এই প্রকরণেও প্রযুক্ত (“কৈষ এতদালাকে ! পুরুষোহশয়িষ্ঠ” — হে বালাকি ! এই পুরুষ কোন্ আশয়ে সুপ্ত ছিল, ইত্যাদি প্রশ্ন) এবং তদন্তর (“যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি”—যখন সুপ্তপুরুষ কোন প্রকার স্বপ্ন দেখে না, ইত্যাদি উত্তর ; কোষোতকী উপনিষৎ চতুর্থ অধ্যায়) হইতে তিনি মীমাংসা করেন । ঠিক এইরূপ প্রশ্নোত্তর দ্বারা বাজসনেয়শাখীরাও ব্রহ্মমীমাংসা করেন, দৃষ্ট হয় । তাহাতে প্রশ্ন এইরূপ, যথা “কৈষ তদাভূৎ” ইত্যাদি এবং উত্তর “য এষ অন্তহৃদয়ে” ইত্যাদি । (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ অজাতশত্রু ও বালাকিসংবাদ দ্রষ্টব্য ।)

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৯ সূত্র । বাক্যান্বয়াৎ ॥

ভাষ্য ।—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনা পরমাত্মা দ্রষ্টব্যত্বেন গ্রাহ্যো, বাক্যস্তোপক্রমাদিপৰ্য্যালোচনয়া তত্রৈবান্বয়াৎ ।

ব্যাখ্যা :—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত বাক্য দ্বারা পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন । পূর্বাণর বাক্যের সমালোচনা দ্বারা পরমাত্মাতেই এই সকল বাক্য সমন্বিত হয় ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২০ সূত্র । প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥

ভাষ্য ।—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধার্থম্ একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধার্থং, জীবন্ত পরমাত্মকার্যতয়া পরমাত্মানুভূত্যাৎ
তদ্বাচকশব্দেন পরমাত্মাভিধানং গমকম্ ইতি আশ্মরথ্যো
মন্ততে স্ম ।

ব্যাখ্যা :—একের বিজ্ঞানের দ্বারা যে সর্ববিষয়ের বিজ্ঞান হয়, ইহাই
প্রকরণের প্রতিজ্ঞার সাধাবিষয় ; জীব পরমাত্মা কার্যস্বরূপ, তাহা ইহাতে
অভিন্ন ; অতএব জীববাচকশব্দ এই স্থানে পরমাত্মজ্ঞাপক । প্রকরণোক্ত
প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, জীববাচকশব্দ
পরমাত্মারই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক । আশ্মরথ্য মুনি এইরূপ বলেন ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২১ সূত্র । উৎক্রমিষ্যত এবস্ত্বাবাদিত্যোড়ু-
লোমিঃ ॥

ভাষ্য ।—শরীরাত উৎক্রমিষ্যতো জীবন্ত, (এবস্ত্বাবাৎ অভে-
দাবাৎ) ব্রহ্মণা সহতাবাৎ, তচ্ছব্দেন ব্রহ্মাভিধীয়তে ইত্যোড়ু-
লোমিঃ মন্ততে স্ম ।

ব্যাখ্যা :—ওড়ুলোমি মুনি বলেন, শরীর ইহাতে উৎক্রান্ত জীবের
ব্রহ্মভাব হয় ; সুতরাং উক্ত জীববাচকশব্দ বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই বোধ জন্মায় ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২২ সূত্র । অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥

ভাষ্য ।—জীবাত্মনি স্থনিরম্যে “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনা-
নাম্”—ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধস্ত পরমাত্মনো নিয়ন্তৃৎস্নেনাবস্থিতেহেতো-
নিয়ম্যপদেনোপক্রমাদৌ নিয়ন্তৃপরিগ্রহ ইতি কাশকৃৎস্নো
মন্ততে স্ম ।

ব্যাখ্যা :—নিজের নিয়ন্তৃত্বাধীনে স্থিত জীবাশ্মাতে “অন্তঃপ্রবিষ্ট” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণানুসারে পরমাশ্মার নিয়ন্তৃত্বরূপে অবস্থিতিহেতু, নিয়ম-পদে নিয়ন্তারই পরিগ্রহ বুঝিতে হইবে, ইহা কাশকৃৎন মুনি বলেন ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৩ সূত্র । প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপ-
রোধাৎ ॥

ভাষ্য ।—প্রকৃতিরূপাদানকারণং চকারান্নিমিত্তকারণঞ্চ পরমা-
শ্মৈব । “উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং
মতং ভবত্যবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি প্রতিজ্ঞায়াঃ, “যথা
সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্রুতং” ইতি
দৃষ্টান্তস্তা চ সামঞ্জস্যং । (অনুপরোধাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ ন
উপরুধ্যোতে, তদ্ব্যতিক্রমঃ) ।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম জগতের কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন,
তিনি জগতের নিমিত্তকারণও বটে। এইরূপ সিদ্ধান্তেই শ্রুতির
প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের সামঞ্জস্য হয় (প্রতিজ্ঞা, যথা “উত তমাদেশম-
প্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতং ভবত্যবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং
ভবতি”=তুমি সেই উপদেশ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পাইয়াছ,
যদ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিস্তিতও চিস্তিত হয়, অজ্ঞাতও
জ্ঞাত হয়? দৃষ্টান্ত যথা—“যথা সৌম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং
মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্রুতং”=হে সৌম্য! যেমন একই মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞান
হইলে মৃন্ময় সমস্ত বস্তুই বিজ্ঞান হয়, (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠ প্রপাঠক) ।
শুণ্যশূন্য জগতের জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না, এবং পুরুষের উপাদান
প্রকৃতি নহে; অতএব ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ
কারণ, তাহাই উক্ত শ্রুতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৪ সূত্র । অভিধ্যোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য ।—(অভিধ্যা সৃষ্টিসঙ্কল্পঃ) “তদৈক্ষত বহু শ্রাম্” ইত্যাদিনা তদুপদেশাৎ ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বপ্রকৃতিত্ব বর্তেতে ॥

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম নিজেই বহু হইবেন, এইরূপভাবে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টরূপে শ্রুতি উপদেশ করাতে, জগতের নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি (উপাদানকারণ) যে ব্রহ্ম, তাহাই সিদ্ধান্ত হয় ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৫ সূত্র । সাক্ষাচ্চোভয়ান্নানাৎ ॥

(সাক্ষাৎ-চ-উভয়-আন্নানাৎ)

ভাষ্য ।—“ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুর্মনৌষিণো মনসা” “পৃচ্ছাত্তে এতদ্বদধ্যতিষ্ঠদ্বুবনানি ধারয়ন্নি”-তি নিমিত্তত্বমুপাদানং চ ব্রহ্মণঃ আন্নানাদ্ব্যবস্বৈবোভয়রূপম্ ॥

ব্যাখ্যা :—শ্রুতি ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই উপদেশ করিয়াছেন । অতএব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না । শ্রুতি যথা :—

“ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্যতো দ্যাবাপৃথিবী...এতদ্ বদধ্যতিষ্ঠদ্বুবনানি ধারয়ন্” ইত্যাদি (“ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে পৃথিবী ও আকাশ খণ্ডের ত্রায় প্রোত্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনৌষিগণ ধ্যানবোগে অবগত হয়েন” । এই উত্তর, এবং “প্রশ্ন এই যাহা ভুবনসমস্ত ধারণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে তাহা কি ?” এতদ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মকে নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ বলাতে ব্রহ্ম উভয়রূপই বটেন ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৬ সূত্র । আত্মকৃতোঃ, পরিণামাৎ ॥

(আত্মস্বক্কিনী কৃতিঃ করণং, তদ্ব্যবস্বৈবোভয়ঃ ইত্যর্থঃ । তত্ত্ব পরিণামাৎ ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানং চ) ।

ভাষ্য ।—ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানং চ । কুতঃ ? “তদাত্মানং

স্বয়মকুরুত” ইত্যাত্মকূতেঃ । নমু কৰ্ত্ত্বুঃ কুতঃ কৃতিবিষয়ত্বম্ ? পরিণামাৎ সৰ্ববজ্জং সৰ্ববশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকাংসং স্বাত্মানং পরিণম্য অব্যাকূতেন স্বরূপেণ শক্তিমতা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি ॥

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ; কারণ, “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” (তিনি স্বয়ংই আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন) এই প্রতিবাক্য ব্রহ্মই স্বয়ং কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । পরন্তু কৰ্ত্তারই কৰ্ম্মত্ব কিরূপে হয়, এই জিজ্ঞাসায় বলিতেছেন “পরিণামাৎ”, সৰ্ববজ্জং সৰ্ববশক্তিমান্ ব্রহ্ম স্বশক্তি বিক্ষেপপূৰ্ব্বক আপনাকেই জগদাকারে পরিণমিত করেন, এবং অবিকৃতরূপেও অবস্থান করেন, ইহাই তাঁহার সৰ্ববশক্তিমত্তার পরিচয় ।

শাক্তরভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; যথা—
“ইতচ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম । যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” ইত্যাত্মনঃ কৰ্ম্মত্বং কৰ্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি । আত্মানমিতি কৰ্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কৰ্ত্তৃত্বম্ । কথং পুনঃ পূৰ্ব্বসিদ্ধস্ত সতঃ কৰ্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্ত ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং ? পরিণামাদিতি ব্রহ্মঃ । পূৰ্ব্বসিদ্ধোহপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণামমাসাত্মানমিতি । বিকারাত্মনা চ পরিণামো নৃদাত্তাস্ত্ৰ প্রকৃতিমুপলব্ধম্ । স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে” ।

ভাবার্থঃ—“তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” (তিনি আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন) এই বাক্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রহ্মই কৰ্ত্তা, আবার তিনিই কৰ্ম্মরূপ জগৎ । সৃষ্টির পূৰ্বে অবস্থিত সিদ্ধবস্ত কিরূপে পুনরায় সৃষ্টিক্রিয়ার কৰ্ম্ম হইতে পারে ? তাঁহার উত্তরে আমরা বলি যে, পরিণাম দ্বারা, অর্থাৎ তিনি পূৰ্ব্বসিদ্ধ হইলেও শক্তিমত্তা দ্বারা তিনি আপনাকেই

আপনি বিকারিত করিয়াছিলেন, মৃত্তিকাদি স্থলেও এইরূপ বিকার দৃষ্ট হয় । তিনি স্বয়ং করিয়াছিলেন বলাতে, তিনিই নিমিত্তকারণও বটেন, জগতের অন্ত কোন নিমিত্তকারণও যে নাই, তাহা প্রতিপন্ন হইল ।

সুতরাং ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব সূত্রকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, ইহা সর্ববাদিসম্মত । ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জগদতীত, আবার জগৎও তাঁহারই রূপ । সুতরাং ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যে শঙ্করাচার্য্য পরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা শ্রুতি ও সূত্রকারের মতবিরুদ্ধ ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৭ সূত্র । যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥

ভাষ্য ।—যদুতযোনিং পরিপশ্বন্তি ধীরাঃ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমি”-তি চেতি যোনিশ্চৈব ব্রহ্ম গীয়তে । অতো ব্রহ্মৈবোপাদানম্ ॥

ব্যাখ্যা :—শ্রুতি ব্রহ্মকে সকলের যোনি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও ব্রহ্ম যে জগতের উপাদানকারণ, তাহা সিদ্ধান্ত হয় । (শ্রুতি বাক্য :—“যদুতযোনিং পরিপশ্বন্তি ধীরাঃ” “কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্” ইত্যাদি) ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৮ সূত্র । এতেন সর্বৈব ব্যাখ্যাভ্যাতা ব্যাখ্যাভ্যাতাঃ ।

ভাষ্য ।—এতেনাধিকরণসমুদায়েন সর্বৈ বেদান্তা ব্রহ্মপরত্বেন ব্যাখ্যাভ্যাতা ব্যাখ্যাভ্যাতাঃ ॥

ব্যাখ্যা :—এই পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল, তদ্বারা উল্লিখিত অনুল্লিখিত সমস্ত বেদান্তেরই ব্রহ্মপরত্ব ব্যাখ্যাভ্যাত হইল বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে ।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমোধ্যায়ঃ চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

ও তৎ সৎ ও হরিঃ ॥

ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ ।

ওঁ তৎ সৎ ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব অবধারিত হইয়াছে ; ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই ; জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এতৎ ত্রিতয়ই ব্রহ্ম ; দৃশ্য জড়বর্গ ও জীবচৈতন্য এবং এতদুভয়ের নিয়ন্ত্বরূপে সর্বত্র অল্প প্রবিষ্ট ঈশ্বর, এই তিনই ব্রহ্মের রূপ ; জীবরূপী ব্রহ্মকে জীবব্রহ্ম এবং দৃশ্যজড়বর্গরূপী ব্রহ্মকে বিরাট ব্রহ্ম অথবা জগদ্ব্রহ্ম বলা যায় । ঈশ্বর-রূপী ব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা ও অন্তর্যামী । অথচ পরব্রহ্মাবস্থায় ব্রহ্ম পূর্ণ অবৈত নিষ্ক্রিয় ও অচল ।

সাংখ্যদর্শনের উপদেশের সহিত বেদান্তদর্শনের উপদেশের তারতম্যও প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রকাশিত জগতের চতুর্বিংশতিপ্রকার ভেদ, যাহা সাংখ্যশাস্ত্রে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব বলিয়া বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই । তবে উভয় দর্শনোক্ত উপদেশের পার্থক্য এই যে, চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মক জগৎ ব্রহ্ম

হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া সাংখ্যাশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ; জগতের বীজরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিকে সাংখ্যাচার্য্য অচেতনস্বভাবা এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশালিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; বেদান্তাচার্য্য জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং অব্যক্তরূপা প্রকৃতিকে তাঁহারই শক্তি-মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । কঠ ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতির বিচার, বাহ্য প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে আখ্যাত হইয়াছে, তাহার ফল এই মাত্র যে, সাংখ্যাশাস্ত্র এই জগৎ ও অব্যক্ত প্রধানকে যে পরমাত্মা হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তবাক্যের বিরোধী । ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রকাশিনী অব্যক্তা শক্তিই জগৎপ্রকাশের হেতু ; “অব্যক্ত” পরমাত্মা হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে, ইহা তাঁহারই শক্তি-বিশেষ । ব্রহ্মের এই অব্যক্তা শক্তি যেমন সৃষ্টি প্রকাশ করে, তদ্রূপ মহাপ্রলয়ে জগৎকে আকর্ষণ করিয়া, আপনাতে লীন করিয়া রাখে ; এইরূপ একপ্রকার সৃষ্টি-প্রকাশ ও আকৃষ্টন, পুনরায় কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে প্রকাশ ও আকৃষ্টন-ব্যাপার ব্রহ্মের স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্ম ; ইহা তাঁহার নিত্য ক্রীড়াস্বরূপ ।

পরন্তু ইহাও বেদাস্তদর্শনের স্বীকার্য্য যে, পরমাত্মা ব্রহ্ম জগৎ হইতে অতীত নিত্যনির্বিকাররূপেও বিরাজিত আছেন ; সুতরাং জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধকে ভেদাভেদসম্বন্ধ বলিয়া বর্ণনা করা যায় । তাঁহার জগদতীত-স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সাংখ্যাচার্য্য ভেদসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন ; বেদান্তাচার্য্য তাঁহার জগদতীত রূপ স্বীকার করিয়াও, এই ভেদের মধ্যে পুনরায় অভেদত্ব বেদান্তবাক্যবলে প্রমাণিত করিয়া, ভেদাভেদসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন । ভেদসম্বন্ধ স্থাপনের ফল জগতের প্রতি অনাত্ম-বুদ্ধির ও আত্মবিবেকজ্ঞানের পুষ্টি ; ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থাপনের ফল জগতের ব্রহ্মাত্মকতাবুদ্ধির পুষ্টি এবং জগৎপাতার অপরিসীম শক্তিচিন্তনে তৎ-

প্রতি প্রেম ও ভক্তির বিকাশ। সাংখ্যে স্থাপিত ভেদসম্বন্ধ বেদান্তে স্থাপিত ভেদাভেদসম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত ; কারণ অভেদসম্বন্ধের মধ্যেও ভেদ-সম্বন্ধ বেদান্তমতের স্বীকৃত। পরন্তু জীবচৈতন্যও সাংখ্যমতে বিদূষ্যভাব হওয়াতে, এবং সেই বিদূষ্য আত্মস্বরূপই সাংখ্যে ধ্যেয় বলিয়া উক্ত হওয়াতে, ব্রহ্মই উভয় প্রণালীর সাধকের গম্য ; সুতরাং উভয় দর্শনের উপদেশের প্রভেদের দ্বারা কেবল সাধনপ্রণালীরই প্রভেদ স্থাপিত হয় ; গন্তব্য পরব্রহ্ম উভয়ের পক্ষেই এক। উপাসক উপাস্ত্রের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, ইহা সর্ব বেদান্তের সিদ্ধান্ত ; সুতরাং বিদূষ্য আত্মার ধ্যানকারী সাংখ্যমার্গের সাধক যে তদ্রূপতা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা সর্বসম্মত ও স্বতঃ-সিদ্ধ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্ভাক্যপ্রসঙ্গে বেদব্যাস স্বয়ংই জানাইয়াছেন যে—

“বৎ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ব্যোমৈরিণি গম্যতে ।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশুতি স পশুতি” ॥

(৫ম অধ্যায় ৫ শ্লোক ।)

সাংখ্যযোগিগণ যে স্থান লাভ করেন, ভক্তযোগিগণও সেই স্থানই লাভ করেন। অর্থাৎ উভয়প্রকার যোগীই ব্রহ্মপদ লাভ করেন। যিনি (ফলবিষয়ে) সাংখ্য ও যোগকে একই বলিয়া দেখেন, তিনিই বথার্থদর্শী। (শ্রোকোক্ত যোগশব্দে ভক্তিযোগ বুঝায়, তাহা ঐ অধ্যায়ের ১০।১৪ প্রভৃতি শ্লোক দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয়)।

পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সপ্তম নিম্নর্ণ ভেদে ব্রহ্মের পূর্ণ-স্বরূপের বর্ণনা দ্বারা ভক্তিযোগ, যাহাকে পূর্ণ ব্রহ্মযোগ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, তৎপ্রতি নিষ্ঠাস্থাপন করিবার নিমিত্ত সাংখ্যোপদেশের এক-দেশদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া চেতনাচেতন সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা এবং ব্রহ্মের জগন্নিয়ন্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মমুদ্রে সাংখ্যশাস্ত্রের

বিচারের এই মাত্র উদ্দেশ্য । শিষ্যের বিতণ্ডাবুদ্ধি বৃদ্ধি করা এই বিচারের অভিপ্রায় নহে ।

এই ভক্তি-নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে সাংখ্যোক্ত জগৎ ও পরমাত্মার ভেদসম্বন্ধ বেদান্তবাক্যের অনভিমত বলিয়া প্রথমাধ্যায়ে সিদ্ধান্ত করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্মৃতি ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ঐ ভেদসম্বন্ধবাদ নিরাশ করিয়া স্বীয় উপদিষ্ট ভেদাভেদসম্বন্ধ দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন । ইতি ।

ও তৎ সৎ ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

দার্শনিক-ব্রহ্মবিদ্যা ।

'ব্রহ্মদূত্র ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ ।

২য় অঃ ১ম পাদ ১ হৃত । স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেম্নান্ত-
স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥

(স্মৃতি-অনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ, ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বে কপিলাদি-
কৃষ্ণাং স্মৃতীনাং অনবকাশঃ অনবস্থানতয়া আনর্থক্যং ভবতি ; ইতি
চেৎ ; তন্ন ; অত্স্মৃতি-অনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অত্স্মৃতীনাং মন্যাদিপ্রণীতানাং
অনবকাশদোষঃ শ্রাৎ ; তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্ববাদে ন দোষঃ) ।

ভাষ্য ।—উক্তসমম্বয়শ্রাবিরোধপ্রকারঃ প্রতিপাদ্যতে । ননু
শ্রুতাপবংহণায় স্মৃত্যপেক্ষা বৰ্জ্যতে ; তত্র সাংখ্যস্মৃতিগ্রাহা ।
ন চাচেতনকারণবাদিনী সাহতো ন গ্রাহেতি বাচ্যম্ । স্মৃত্য-
নবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন ; অত্স্মৃতীনাং বেদোক্তচেতনকারণ-
বিষয়াণাং বাধপ্রসঙ্গাদিতি বাক্যার্থঃ ।

বাখ্যা :—পূৰ্ব্ব অধ্যায়ের শেষপাদে চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণতা-
বিষয়ে যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার সহিত স্মৃতি ও শুক্তির

অবিরোধ এক্ষণে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে :—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য বোধগম্য করিবার ও তাহার পুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত স্মৃতিবাক্যবিচারের অপেক্ষা আছে ; অতএব সাংখ্য-স্মৃতি যেরূপ জগৎকারণ-বিষয়ক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রুতি-প্রতিপাদিত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত । অচেতনকারণবাদিনী বলিয়া সাংখ্য-স্মৃতি গ্রহণীয় নহে, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত তাহা আদরণীয় নহে । কারণ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ব্রহ্ম, এই মত কপিলাদি আচার্য্য, ঝাহারা পূর্ণসিদ্ধ ও জ্ঞানী বলিয়া শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহাদের প্রণীত স্মৃতির বিরুদ্ধ ; এই মত সঙ্গত হইলে কপিলাদিপ্রণীত স্মৃতির অনবস্থানদোষ ঘটে । অতএব এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে । এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা কার্য্যকর নহে । কারণ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব মত অস্বীকার করিলে, অপর দিকে বেদোক্ত চেতনকারণবিষয়ক অগ্নি মনাদিকৃত স্মৃতির অনবস্থান ঘটে ।

ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববিষয়ে মনুস্মৃতি, যথা :—

“নহাভূতাদিবৃত্তোজাঃ প্রাচুরাসীত্তমোহুদঃ ।

“সোহভিধায় শরীরাত্ স্বাৎ সিস্থক্ষুব্ধবিধাঃ প্রজাঃ ॥

“অপ এব সমজ্জাদৌ তান্ন বীৰ্য্যমপাসৃজৎ” ইত্যাদি ।

২য় অঃ ১ম পাদ ২ সূত্র । ইতরেষাঞ্চানুপলক্ষেঃ ॥

ভাষ্য ।—ইতরেষাং মন্বাদীনাং বেদস্মৃ প্রধানপরত্বানুপলক্ষেচ্চ বেদবিরুদ্ধস্মৃতেরপ্রামাণ্যম্ ।

অন্ত্যর্থ :—বেদের প্রধানপরত্ব (অর্থাৎ প্রধানই জগৎকর্ত্তা, ইহা বেদের অভিপ্রেত, এই মত) সাংখ্য ভিন্ন অগ্নি (মন্বাদি) স্মৃতির অনভিমত হওয়াতে, বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতি প্রমাণস্বরূপে গ্রহণীয় নহে ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩য় সূত্র । এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥

ভাষ্য ।—সাংখ্যস্মৃতিনিরাসেন যোগস্মৃতেরপি প্রত্যাখ্যাতা-
হন্তি ।

ব্যাখ্যা :—এই একই কারণে সাংখ্যানুসারিণী যোগস্মৃতিরও অপ্রামাণ্য
সিদ্ধান্ত হইল, বুঝিতে হইবে ।

ভাষ্য ।—তর্কবলেন প্রত্যবর্তিতে ।

ব্যাখ্যা :—এইক্ষণে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিমূলে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব-
বিষয়ক যে সকল আপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে
প্রথমতঃ আপত্তির উল্লেখ হইতেছে ॥ যথা—

২য় অঃ ১ম পাদ ৪র্থ সূত্র । ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাহৃৎ শব্দাৎ ॥

ভাষ্য ।—জগতো ন চেতনপ্রকৃতি হৃতম্ ; বিলক্ষণত্বাৎ ।
(জগতঃ অচেতনত্বাৎ পরমাত্মনশ্চ চেতনত্বাৎ, অস্ত জগতঃ,
ন তথাহৃতম্) । বিলক্ষণত্বঞ্চ “বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবদি”-ত্যাदि-
শব্দাদপ্যস্তাবগন্তব্যম্ ।

● স্তার্থ :—জগৎ অচেতন, ইন্দ্র চেতন, অতএব ইহারা পরস্পর
বিলক্ষণ ; সুতরাং জগৎ ইন্দ্রপ্রকৃতিক হইতে পারে না । জগতের
অচেতন-প্রকৃতিকত্ব প্রতিতেও উল্লিখিত আছে ; যথা, “বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞান-
ঞ্চাভবৎ” ইত্যাদি ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৫ম সূত্র । অভিমানিব্যাপদেশস্ত বিশেষানু-
গতিভ্যাম্ ॥

ভাষ্য ।—পৃথিব্যব্রবীক্ষে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবক্ষ-
মানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ” ইত্যাকৌ তু তদভিমানিনীনাং দেবতানাং
ব্যাপদেশঃ “হস্তাহমিমান্তিহো দেবতা” ইতি বিশেষণাৎ ।
“অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদি”-ত্যাদ্যানুগতেষ্চ ।

ব্যাখ্যা :—“পৃথিব্যাহব্রবীত্তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে পৃথিবী প্রাণ প্রভৃতি অচেতন পদার্থের কথা বলা, পরস্পরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবাদ করা ইত্যাদি বিষয়ে যে উক্তি আছে, তাহা অচেতনপদার্থবোধক পৃথিব্যাদি নহে, তদভিমানিদেবতা-বোধক ; “হস্তাহমিমান্সিত্ত্বো দেবতা” ইত্যাদি বাক্যে পৃথিব্যাদিকে দেবতা-বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে ; এবং “অগ্নির্কাগুভূতা মুখং প্রাবিশৎ” ইত্যাদি বাক্যে যে অগ্ন্যাদির মুখাদিতে অনুগতির উল্লেখ আছে, তদ্বারাও বাগাদ্যভিমানযুক্ত অগ্ন্যাদি দেবতাই মুখপ্রবেশনাদি কার্য্য শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন । অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল জগতের অচেতনত্বের বিরোধী নহে ।

এইক্ষণে এই সকল আপত্তির উত্তর দেওয়া বাইতেছে ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র । দৃশ্যতে তু ॥

ভাষ্য ।—তত্রোচ্যতে পুরুষাদিলক্ষণস্য কেশাদের্গোময়াদ্বিলক্ষণস্য বৃশ্চিকশোৎপত্তিদৃশ্যতে হতোব্রহ্মবিলক্ষণত্বাজ্জগতো তৎপ্রকৃতিকহমিতি ন বক্তব্যম্ ।

ব্যাখ্যা :—কিন্তু প্রত্যক্ষই অনুমানের ভিত্তি ; চেতন হইতে, অচেতন, এবং অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয় ; চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশাদির, অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয় ; অতএব চেতন ঈশ্বর হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি অনুমানবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা অমূলক ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৭ম সূত্র । অসদ্বিত্তি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥

ভাষ্য ।—ননুপাদানাত্ত্বপাদেয়স্য বিলক্ষণত্বে উৎপত্তেঃ পূর্বং

তদসম্ভবিতুমর্হতীতি ; নৈব দোষঃ, পূর্বসূত্রে প্রকৃতিবিকারয়োঃ
সর্বথা সাদৃশ্যনিয়মস্ত প্রতিষেধমাত্রহাৎ ।

অন্তার্থঃ—পরন্তু উক্ত তর্ক যদি সঙ্গত তর্ক হয়, তবে তদনুসারে
যখন কার্যবস্তু ও তাহার উপাদানকারণ পরস্পর বিলক্ষণ, তখন উৎপত্তির
পূর্বে ও প্রলয়কালে কার্যবস্তু একান্ত “অসৎ” হইয়া পড়ে । কিন্তু
সদ্বস্তুর একান্ত বিনাশ নাই, এবং একান্ত অসতের উৎপত্তি নাই । ইহা
সর্ববাদিসম্মত । এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ
পূর্বসূত্রে প্রকৃতি ও বিকার এই উভয়ের সর্বপ্রকার সাদৃশ্য থাকার
নিয়মমাত্রই প্রতিষেধ করা হইয়াছে ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৮ম সূত্র । (অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥

ভাষ্য ।—আক্ষেপঃ—(অপীতৌ) প্রলয়সময়ে (তদ্বৎ-
অচেতন-) কার্যবৎ কারণস্থাপি অচেতনত্বাদিপ্রাপ্তিপ্ৰসঙ্গাৎ
জগদুপাদানং ব্রহ্মৈত্যসমঞ্জসম্ ।

অন্তার্থঃ—(এই সূত্রটি আপত্তিসূচক ; আপত্তি এইরূপ, যথা—
অচেতন জগতের একান্ত বিধ্বংস নাই স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার
করিতে হইবে যে, প্রলয়কালে কার্যরূপ অচেতন জগতের ব্রহ্মে অবস্থিতি
হেতু, চেতন ব্রহ্মেরও তৎকালে অচেতনত্বপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ হয় ; অতএব
ব্রহ্মই জগতের উপাদান, এই মত অসঙ্গত ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৯ম সূত্র । নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥

ভাষ্য ।—সমাধানম্ । (ন,) তদ্বৎ প্রসঙ্গে নৈবাহস্তি ; (কুতঃ ?
দৃষ্টান্তভাবাৎ, বিকারঃ উপাদানে লীয়মানঃ স্বধর্মৈরূপাদানং
ন দূষয়তি ইত্যস্মিন্ অর্থে দৃষ্টান্তানাং ভাবাৎ বিদ্যমানত্বাৎ ;)

যথা পৃথিবীবিকারন্তুস্তাং বিলীয়মানস্তাং ন দূষয়তি, তথা ব্রহ্ম-
বিকারঃ সংসারঃ ।

ব্যাখ্যা :—পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে :—প্রলয়কালে
ব্রহ্মের বিকারপ্রাপ্তি এতদ্বারা অবধারিত হয় না ; কারণ, বিকারবস্ত
তদুপাদানকারণে লীন হইলে যে, তাহাতে নিজের ধর্ম সঞ্চারিত করিয়া
তাহাকে ছুঁই করে না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হয় ; যথা পৃথিবী—
বিকারভূত জীবদেহ, মল, মূত্র এবং ব্রহ্মাদি পৃথিবীতে পতিত হইয়া তদ্রূ-
পতা প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীকে বিকারিত কুর না, তদ্রূপ জগদ্রূপ বিকারও
ব্রহ্মে লীন হইয়া, ব্রহ্মকে বিকারিত করে না ।

২য় অঃ ১ম পাদ ১০ম সূত্র । স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—বেদবিরুদ্ধবাদী সাংখ্যো বক্তুমক্ষমন্তুৎপক্ষেহ-
প্যুক্তদোষযোগাৎ ।

ব্যাখ্যা :—যদি ইহা ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদের দোষ বলিয়াই বল,
তবে সাংখ্যপক্ষেও এই দোষ আছে ; কারণ সাংখ্যোক্ত জগৎকারণ
প্রধান সর্ববিধ শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদি বিবর্জিত ; তাহা হইতে শব্দ, স্পর্শ,
রূপাদিবিশিষ্ট জগৎ প্রকটিত হয় বলাতে, তাহাতেও উক্ত আপত্তির
সমান সম্ভাবনা হয় । সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদ কেবল
এইরূপ তর্কের দ্বারা নিরস্ত হইতে পারে না ।

২য় অঃ ১ম পাদ ১১শ সূত্র । তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদ্যানুমানুমেয়মিতি
চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥

(তর্ক-অপ্রতিষ্ঠানাৎ-অপি) তর্কস্ত অপ্রতিষ্ঠানাৎ অনবস্থানাৎ,
শ্রুতিমূলস্ত সিদ্ধান্তস্ত ন অসামঞ্জস্যম্ । নহু উক্ততর্কস্ত অপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ
হেয়ম্বেহপি, (অন্তথা) যথা অনবস্থা ন স্তাৎ তেন প্রকারেণ (অনুমেয়ম্)

অনুমাতুং যোগ্যং ভবতি ; ইতি চেৎ ; (এবমপি অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ) এবমপি তार्কিকবিপ্রতিপত্ত্যা কাপিলকাণাদাদীনাং পরম্পরবিরোধেন অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ জ্ঞাৎ ; পুরুষাণাং মধ্যে তর্কবিষয়ে একতমশ্চ নিয়ত-জয়িত্বাসম্ভবাৎ । অতএব বেদোক্তশ্চৈবোপাদেয়ত্বমিতি সিদ্ধম্ ।

ভাষ্য :—তর্কানবস্থানাচোক্তসিদ্ধাস্তশ্চ নাসামঞ্জস্যম্ । দৃঢ়-তর্কেণ বেদবিরুদ্ধে প্রধানাদিকে জগৎ কারণহুম্মিতে তু তাদৃশেন তর্কেণ সৎপ্রতিপক্ষসম্ভবাৎ । এবমেব তार्কিকবিপ্রতিপত্ত্যাহনি-র্মোক্ষপ্রসঙ্গাদ্বেদোক্তশ্চৈবোপাদেয়ত্বমিতি সিদ্ধম্ ।

ব্যাখ্যা :—বাস্তবিক তর্কের কোন স্থিরতা নাই, অল্প যিনি তর্কেব দ্বারা অপরকে পরাভূত কবিতেছেন, কল্যাণ আবার তিনিই অগরের দ্বারা পরাজিত হইতেছেন, অতএব তর্কমূলে শ্রুতিমূলক সিদ্ধান্তের অপলাপ করা সম্ভব নহে । পরন্তু যদি বল যে কার্য্যকারণের বিলক্ষণত্ববিষয়ক পূর্বোক্ত তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বাহাতে উক্ত দ্বৈতার দোষ ঘটে না এমন অন্য প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে, তবে তাহাতেও অনবস্থা-দোষ হইতে মুক্তি পাইবে না । তর্কিকদিগের মধ্যে পরম্পরের সহিত বিরোধ সর্বদাই চলিতেছে । সাংখ্যাদিপণ্ডিতগণ এবং বৈশেষিকমতাবলম্বিপণ্ডিতগণ পরম্পর পরম্পরের তর্কে দোষ দেখাইয়া সর্বদাই বিতণ্ডা করিতেছেন, কাহারও মত নির্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হয় না ; পুরুষদিগের মধ্যে কোন এক পুরুষের তর্কবিষয়ে নিয়ত জয়লাভ সম্ভব হয় না । যে কোন তর্কই উত্থাপিত করা যায়, তাহার বিরুদ্ধ তর্ক সর্বদাই উত্থাপিত হইতে পারে । অতএব তর্কের অনবস্থা-হেতু বেদোক্ত সিদ্ধান্তই আদরণীয় ।

২য় অঃ ১ম পাদ ১২শ শ্লোক । এতেন শিষ্টোপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥

ভাষ্য ।—এতেন সাংখ্যপক্ষনিরাসেন পরিশিষ্টাঃ বেদবিরুদ্ধ-
কারণবাদিনো হন্তেহপি প্রতুক্তাঃ ।

ব্যাখ্যা :—ইহা দ্বারা ই বেদবাদী শিষ্টগণের মতবিরুদ্ধ অপর মত
সকলও খণ্ডিত হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৩শ সূত্র । ভোক্তৃপান্তেরবিভাগশ্চেৎ
স্থাল্লোকবৎ ॥

(ভোক্তৃ—আপত্তেঃ—অবিভাগঃ—চেৎ ; স্থাৎ—লোকবৎ) ।

ভাষ্য ।—ব্রহ্মণো জগদুপাদান্নৈহে জীবরূপেণ ব্রহ্মণ এব
স্বখদুঃখভোক্তৃস্থাপত্তেঃ বেদপ্রসিদ্ধো ভোক্তৃনিয়ন্তৃবিভাগো
ন স্থাৎ ইতি চেৎ অবিভাগেহপি (বিভাগব্যবস্থাপ পত্নতে,
দৃষ্টান্তসম্ভাবাৎ) সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব, সূর্য্যতৎপ্রভয়োরিব তয়ো-
বিভাগঃ স্থাৎ ।

অন্ত্যর্থঃ—ব্রহ্মই জগতের উপাদান হইলে, জীবরূপে ব্রহ্মেরই স্বখ-
দুঃখাদি-ভোক্তৃ হইয়া থাকিবে ; সুতরাং বেদপ্রসিদ্ধ ভোক্তা ও নিয়ন্তা বস্তু
কোন ভেদ থাকে না ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তদন্তরে আমরা বলি-
যে, উক্ত ভোক্তৃনিয়ন্তৃভেদ থাকে ; তাহার দৃষ্টান্তও লোকমধ্যে
দৃষ্ট হয় ; যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য্য ও
তৎপ্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, তদ্রূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন
হইয়াও ভিন্ন ।

শাক্তরভাষ্যে এই সূত্রের অর্থ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা
করা হইয়াছে, কিন্তু উভয় ব্যাখ্যার ফল একই । শাক্তরভাষ্য নিয়ে
উক্ত হইল ।

“প্রসিদ্ধো হয়ৎ ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ । লোকে ভোক্তাচ চৈতনঃ

শারীরঃ, ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি ; যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ, ভোগ্য-
ওদন ইতি । তস্ত চ বিভাগস্তাভাবঃ প্রসজ্যেত । যদি ভোক্তা ভোগ্য-
ভাবমাপদ্যেত, ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবমাপদ্যেত, তন্মোশ্চতরেতরভাবাপত্তিঃ
পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্তত্বাৎ প্রসজ্যেত । ন চাস্ত প্রসিদ্ধস্ত বিভাগস্ত
বাধনং যুক্তম্ ; যথা স্বত্ত্বত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্কিভাগো দৃষ্টঃ, তথাভীতানা-
গতয়োৰপি কল্পদ্বিতব্যঃ । তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্তাস্ত ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্তাভাব-
প্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্ম কারণতাবধারণমিতি ৫৭ কচ্চিচ্চোদয়েৎ, তং
প্রতিক্রমাৎ স্থাল্লোকবদিতি ; উপপদ্যত এবায়মস্বংপক্ষেহপি বিভাগঃ,
এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ । তথাহি সমুদ্রাচ্ছদকাঙ্ক্ষনোহনন্তত্বেহপি তদ্বিকারীনাং
ফেনবীচিতরঙ্গবৃদ্ধদাদীনামিতরেতরভাববিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ বাব-
হার উপলভ্যতে ।...এবমিহাপি ।...যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ
“তৎসৃষ্টঃ । তদেবামুপ্রাবিশদিতি সৃষ্ট্রেবাবিকৃততত্ত্বকার্য্যামুপ্রবেশেন ভোক্তৃ-
শ্রবণাৎ তথাপি কার্য্যামুপ্রবিষ্টস্থাস্তি কার্য্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ, আকাশ-
স্তেব ঘটাপাধিনিমিত্তঃ, ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্তত্বেহপ্যুপপন্নো
ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিত্যয়েনেত্যুক্তম্ ॥” ইতি শাক্ত-
ভাষ্যে ।

অস্বার্থঃ—পরন্তু ভোক্তা ও ভোগ্য এই দ্বিবিধ বিভাগ সর্বত্র লোক-
প্রসিদ্ধ আছে ; চেতনজীব ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং শব্দাদি বিষয়-
সকল এই জীবের ভোগ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ; যেমন দেবদত্তনামক ব্যক্তি
ভোক্তা, এবং অন্নাদি তাহার ভোগ্য । (কিন্তু ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত
এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ হইলে) এই ভোগ্যভোক্তৃবিভাগ আর
থাকে না । যদি ভোক্তাই ভোগ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন, অথবা ভোগ্যবস্তুর
ভোক্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে এই উভয়ের প্রভেদ থাকে না ; ব্রহ্ম হইতে
শূন্য কিছু না থাকিতে ভোগ্যভোক্তৃত্বের প্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায় ।

কিন্তু এই প্রসিদ্ধ ভোগ্যভোক্তৃবিভাগের অপলাপ করা সম্ভব নহে ; যেমন বর্তমানে ভোগ্যভোক্তৃবিভাগ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অতীতকালে এবং ভবিষ্যতেও এই বিভাগ থাকা অনুমানসিদ্ধ । অতএব প্রসিদ্ধ এই ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গহেতু জগতের ব্রহ্মকারণতাবিষয়ক সিদ্ধান্ত অযুক্ত । যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন, তবে তাঁহাকে আমরা বলি যে, ঐ লৌকিক বিভাগ ব্রহ্মকারণতাবিষয়ক সিদ্ধান্তে অপ্রতিষ্ঠ হয় না ; ব্রহ্মকারণতাবিষয়ক আমাদের সিদ্ধান্তেও এই বিভাগ থাকা উপপন্ন হয় ; কারণ লোকতঃ এই বিভাগের দৃষ্টান্ত আছে । যেমন উদকাস্থক সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও তদ্বিকারীভূত ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বৃদ্ধ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত প্রভেদ ও মিলন প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভব হয় ; তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভোক্তা ও ভোগ্য বলিয়া প্রভেদব্যবহার উপপন্ন হয় ; যদিও ভোক্তা জীব ব্রহ্মের বিকার বলিয়া বলা যাইতে পারে না ; কারণ “এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেষ্ট হইলেন” ইত্যাদি ঐতিবাক্যে স্রষ্টা ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই কার্য্যভূতজগতে অনুপ্রবেশ-পূর্বক “ভোক্তা” হওয়া উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু কার্য্যভূতজগতে অনুপ্রবেষ্ট অবস্থায় তত্তৎকার্য্যভূত উপাধিনিমিত্ত ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য ; যেমন আকাশ অবিকৃত থাকিলেও ঘটাদি-উপাধিনিমিত্ত তাহার ভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । অতএব পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, সমুদ্রের তরঙ্গাদি বিভাগের ন্যায় ভোক্তা ও ভোগ্য বলিয়া যে প্রভেদ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা উপপন্ন হয় ।

এই ব্যাখ্যাতে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, ব্রহ্ম একান্ত নিঃশৃংখলন্যাব নহেন, সৃষ্টিকার্য্য করা এবং তাহাতে অনুপ্রবেশপূর্বক জীবরূপে তাহা ভোগ করা, এবং তদতীত নিঃশৃংখলন্যে অবস্থান করা, এই দুইটিই তাঁহার স্বরূপান্তরিত । লৌকিক যে ভেদ ইহাও একান্ত মিথ্যা নহে ।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৪ সূত্র । তদনন্তত্ত্বমারম্ভশব্দাদিত্যঃ ॥

ভাষ্য ।—“কার্যাস্তু কারণানন্তত্ত্বমস্তি, নত্বত্যন্তত্ত্বমস্তি, কুতঃ ? “বাচ্যারম্ভঃ বিকারো নামধেয়ঃ স্মৃত্তিকৈত্বে সত্যং”, “ঐতদাত্ম্য-মিদং সর্বং” “তৎ সত্যং তত্ত্বমসি” “সর্বং খন্নিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদিত্যঃ ।

অন্তর্থাঃ—কারণ-বস্তু হইতে কার্যের অভিন্নত্ব আছে, কারণ বস্তু হইতে কার্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, “স্মৃত্তিকাই সত্য, ঘট-শরাবাদিনামে প্রকাশিত বিকার সকল কেবল পৃথক্ নাম দ্বারাই পৃথক্ হইয়াছে”, “চরাচর বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্মাত্মক”, “সেই ব্রহ্ম সত্য, তুমি সেই ব্রহ্ম” “এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম” । ছন্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকোক্ত এই সকল বাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ ।

এই সূত্রে চেতন জীব ও অচেতন জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব (ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব) স্পষ্টরূপে কথিত হইল, এবং তৎপূর্ববর্তী ১৩শ সংখ্যক সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ; এবং তৎপূর্ব সূত্রসকলে অচেতন জগতেরও ব্রহ্ম হইতে ভেদ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ; অতএব এই সকল সূত্র একত্র করিলে, তাহার ফলে এই সিদ্ধান্ত হয়, যে চেতনাচেতন সমস্ত জগতের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ ।

শাক্তরভাষ্যে যদিচ নাম ও রূপবিশিষ্ট পদার্থের বস্তুত্ব (পৃথক বস্তুরূপে অস্তিত্ব) অস্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি সূত্রের অর্থ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; যথা :—“অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং শ্রান্নলোকবদিতি পরিহারোভিহিতো ; ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতো-হস্তি । বস্তুত্বং তয়োঃ কার্যাকারণোরনন্তত্ত্বমবগম্যতে । কার্যাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ ; কারণং পরং ব্রহ্ম ; তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোহনন্তত্ত্বং

ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্যাত্মাবগম্যাতে । কুতঃ ? আরম্ভগুণশব্দাদিভ্যঃ । আরম্ভগুণ-
শব্দস্তাবদেকবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে—“যথা
সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সৰ্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ধাচারসমুৎপত্তি-
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈত্যেব সত্যমিতি” । এতদ্বক্তব্যং ভবতি—একেন
মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদান্মনা বিজ্ঞাতেন, সৰ্বং মৃন্ময়ং ঘটশরাবোদধ্বনা-
দিকং মৃদান্মন্যাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ । যতো বাচারম্ভগুণং বিকারো
নামধেয়ং বাটৈব কেবলমন্তীত্যারভ্যাতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদধ্বনঞ্চৈতি,
নতু বস্তুরন্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হেতদনৃতং
মৃত্তিকৈত্যেব সত্যমিতি । এষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আশ্রিতঃ, তত্র শ্রাদ্ধাচার-
সমুৎপত্ত্যাং দৃষ্টান্তিকৈহপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্যজাতাত্মাব ইতি
গম্যতে’ ।।

অন্তার্থঃ—ব্যবহারিক ভোক্তৃভোগ্যবিভাগ লৌকিকধারণানুসারে
স্বীকার করিয়া আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু মূলতঃ (মূল
অর্থে) এই প্রভেদ নাই ; কারণ কার্য ও কারণের মধ্যে অভেদত্ব
প্রতিপন্ন হয় । আকাশাদি প্রপঞ্চ জগৎ কার্যবস্তুর ; পরব্রহ্ম ইহার
কারণ ; সেই কারণ হইতে কার্যের অভিন্নত্ব অর্থাৎ পৃথকরূপে
অস্তিত্বাভাব অবগত হওয়া যায় । কিরূপে অবগত হওয়া যায় ?
বলিতেছি :—শ্রুতাক্ত “আরম্ভগুণ” বাক্য প্রভৃতি দ্বারা তাহা জানা যায় ।
যথা আরম্ভগুণবাক্যে (ছান্দোগ্যে), ষষ্ঠপ্রপাঠকে শ্রুতি প্রথম এই বলিয়া
কথারম্ভ করিলেন যে “একের বিজ্ঞানেই সর্ববিষয়ের বিজ্ঞান হয়” এই
প্রতিজ্ঞা সাধন করিবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া, শ্রুতি
বলিলেন :—“হে সৌম্য (শ্বেতকেতো) ! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান
হইলেই মৃন্ময় সকলবস্তুর জ্ঞান হয় ; ঘটশরাবাদি নামে প্রকাশিত বিকার
সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারাই পৃথক হইয়াছে, বস্তুতঃ ইহার মৃত্তিকাই,

অন্তএব মৃত্তিকামাত্রই সত্য—সদ্বস্ত (মৃত্তিকা হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল ঘটশরাবাদি পদার্থের অস্তিত্ব নাই)। এইস্থলে ইহা বলা হইল যে, ঘট শরাব উদকান প্রভৃতি মূদ্রাবস্তাসকল মূদ্রাত্মক বিধায় মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন হওয়াতে, এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে ইহার মূদ্রাত্মক ইত্যাকার জ্ঞানের দ্বারাই ইহাদিগকে সমাক্রান্ত হওয়া যায়। যেহেতু ঘটশরাবাদি মূদ্রিকার কেবল নাম দ্বারাই পরস্পর ও অপর সাধারণ মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ হইয়া আছে, ইহাদের বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, কেবল পৃথক্ নাম হওয়াতেই ইহার বিকার বলিয়া গণ্য ; বাস্তবিক * ইহার কেবল মৃত্তিকাই ; অতএব নাম দ্বারা ইহাদের পার্থক্য ; এই পার্থক্য মিথ্যা ; মৃত্তিকাই একমাত্র সদবস্ত। ব্রহ্মসম্বন্ধে এই দৃষ্টান্ত শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তে শ্রুতি যে বাচ্য-রস্তুগশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, দৃষ্টান্তের দ্বারা উপমেয় জগৎসম্বন্ধে শ্রুতির ইহাই উপদেশ যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে কার্যভূত জাগতিক বস্তুসকলের অস্তিত্ব নাই।

নিষার্কভাষ্যের সহিত এই শাস্ত্রব্যাখ্যার কোন বিরোধ নাই। কিন্তু এইস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, জগৎকে এই অর্থেই মিথ্যা বলা হইল যে, যেমন মৃত্তিকা হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল ঘট বলিয়া পদার্থ নাই, তাহা মিথ্যা ; তদ্রূপ জগৎও ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে, ইহার পৃথকরূপে অস্তিত্বই মিথ্যা। ইহা একদা মিথ্যা নহে। ব্রহ্মের সহিত ইহার অভেদসম্বন্ধ। কিন্তু এই অভেদত্ব থাকিলেও, নামরূপাদি দ্বারা যে ভেদসম্বন্ধও আছে, তাহা পূর্ব্বতত্ত্বব্যাখ্যানে শ্রীম-

* নামরূপাত্মক এবৎ সমস্ত মিথ্যা। এইরূপও এই ভাষ্যাংশের অর্থ হইতে পারে। এবং শ্রীমচ্ছরচাৰ্য্যের এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভৎসম্বন্ধে বিচার পরে করা হইবে। যেসকল অর্থে বিরোধ না হয়, তদ্রূপেই এই স্থানে অর্থ করা হইল।

চ্ছকরাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন । অতএব নিম্নাকৌতুক ভেদাভেদসম্বন্ধই এতদ্বারা সূত্রকারের ও শ্রুতির উপদেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় ।

শাক্তরভাষ্যের প্রথমাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । পরন্তু এই সূত্রের শাক্তরভাষ্য অতিশয় বিস্তৃত ; ইহাতে অপরাপর দৃষ্টান্ত এবং যুক্তিও ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে । এবঞ্চ জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বজ্ঞান যে সাধকের পক্ষে সম্ভব, তাহা যে নিষ্ফল নহে, এবং তাহা যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন :—

“ন চেয়মবগতিরনোংপত্ততে ইতি শূক্যং বক্তুং, “তদ্ধাত্ত বিজজ্ঞৌ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মানত্বাৎ । ন চেয়মবগতিরনর্থকা ভ্রান্তির্কেতি শূক্যং বক্তুং, অবিজ্ঞান-নিবৃত্তিফলদর্শনাং বাধকজ্ঞানান্তরাতাবাচ্চ ।”

অন্তার্থ :—এইরূপ জ্ঞান (অভেদজ্ঞান) যে হয় না, এমত বলিতে পার না ; কারণ এইরূপ জ্ঞান পিতার উপদেশে খেতকেতু লাভ করিয়া-ছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং এই অভেদ-জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রবণাদির এবং বেদানুবচনাদির বিধিও যখন শ্রুতি করিয়াছেন, তখন এই জ্ঞান অবশ্য লাভ করা যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (নতুবা উপদেশ মিথ্যা হইত) । এই অদ্বৈত-জ্ঞানের কোন ফল নাই অথবা ইহা ভ্রমমাত্র, এইরূপ বলিতে পার না ; কারণ ইহা দ্বারা অবিজ্ঞা বিনষ্ট হওয়া দৃষ্ট হয়, এবং এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, ইহাকে বিনষ্ট করে এমত অপর কোন জ্ঞান নাই ।

পরন্তু সূত্রার্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমচ্ছকরাচার্য্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতত্ব-বিষয়ক মতই ইহা দ্বারা স্থাপিত হয় ; এবং এই সূত্র এবং পূর্বের ব্যাখ্যাত অপর সূত্রসকলের ফল এই নহে যে, ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাভ উভয়ই সত্য ; অর্থাৎ শাক্তমতে

ব্রহ্ম এবং জীব ও জগতের ভেদাভেদসম্বন্ধ, এবং ব্রহ্মের বৈতাত্ত্বিকত্ব সত্য নহে, কেবল অভেদসম্বন্ধ এবং অদ্বৈতত্বই সত্য ; জগৎ মিথ্যা, এবং জীব ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন । উক্ত ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

“নব্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষোহনেকশাখ, এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং, ব্রহ্ম ; অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব ; যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং, শাখা ইতি চ নানাত্বম্ ; যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং, ফেনতরঙ্গাত্মানানা নানাত্বম্ ; যথা চ মৃদাত্মনৈকত্বং ঘটশরাবাগ্মানানা নানাত্বং, তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানামোক্ষব্যবহারঃ, সেংসৃত্তি, নানাত্বাংশেন তু কর্মকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকবৈদিকব্যবহারৌ সেংসৃত্তি ইতি ; এবঞ্চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তি ।”

অস্তার্থ :—পরন্তু যদি বল যেব্রহ্ম কেবল একরূপ নহেন, যেমন বৃক্ষ এক হইলেও অনেকশাখাযুক্ত, তদ্রূপ ব্রহ্মও অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত ; অতএব ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য । যেমন বৃক্ষরূপে একত্ব, এবং শাখাপ্রভৃতিরূপে নানাত্ব ; যেমন সমুদ্ররূপে একত্ব, এবং ফেন-তরঙ্গাদিরূপে নানাত্ব ; যেমন মৃত্তিকারূপে একত্ব, এবং ঘটশরাবাদিরূপে নানাত্ব ; (তদ্রূপ ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মের একত্ব, এবং জীব ও জগৎরূপে নানাত্ব) । তন্মধ্যে একত্বাংশের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষব্যবহার, এবং নানাত্বাংশে বৈদিক কর্মকাণ্ডাশ্রিত লৌকিক ও বৈদিক-ব্যবহার সিদ্ধ হয় ; এবং ঋত্বিতে যে মৃত্তিকা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইরূপ সিদ্ধান্তেই সঙ্গত হয় ।

এইরূপ আপত্তি বর্ণনা করিয়া, শঙ্করাচার্য্য ইহা নিম্নলিখিতরূপে খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন :—

“নৈবং স্তাৎ । মুক্তিকেত্যেব সত্যমিতি প্রকৃতিমাত্রস্ত দৃষ্টান্তে সত্যত্বা-
বধারণাৎ । বাচারম্ভগশব্দেন চ বিকারজাতস্থানুত্থাতিধানাৎ । দার্ষ্টান্তি-

কেহপি, “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যমিতি” চ পরমকারণশ্চৈবৈকশ্চ
সত্যস্বাবধারণাৎ । “স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” ইতি চ শারীরশ্চ
ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ । স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হেতচ্ছারীরশ্চ ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে ন
যত্নাস্তর-প্রসাধ্যম্ । অতশ্চেদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভা-
বিকশ্চ শারীরাত্মত্বশ্চ বাধকং সম্পত্ত্বতে রজাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধী-
নাম্ । বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো
বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাভাংশোহপরো ব্রহ্মণঃ কল্লোত । দর্শয়তি
চ, “যত্র ত্বশ্চ সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মভূৎ তৎ কেন কং পুশ্চৎ” ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্ব-
দর্শিনং প্রতি সমস্তশ্চ ক্রিয়াকারকফললক্ষণশ্চ ব্যবহারস্বাভাবম্ । ন চায়ং
ব্যবহারাত্মবোধবহাবিশেষনিবদ্ধোহভিধীয়ত ইতি যুক্তং বক্তুম্ । “তত্ত্ব-
নসী”তি ব্রহ্মাত্মভাবস্থানবহাবিশেষনিবন্ধমত্যাৎ । তত্ত্বরদৃষ্টান্তেন চানুভা-
সিকশ্চ বন্ধনং সত্যভিসন্ধশ্চ মোক্ষং দর্শয়ন্তেকত্বমৈবৈকং পারমাথিকং
দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্বিতঞ্চ নানাছম্ । উভয়সত্যত্যাগং হি কথং
ব্যবহারগোচরোহপ জন্তরনুভাভিসন্ধ ইত্যুচ্যতে । “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি
য ইহ নানেব পশুতি” ইতি চ ভেদদৃষ্টিমপবদন্তেতদেব দর্শয়তি । ন চক্ষু-
দর্শনে জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যুপপত্ত্বতে । সমাগ্ জ্ঞানাপনোত্তশ্চ কশ্চচিন্মিথ্যা-
জ্ঞানশ্চ সংসারকারণত্বেনানভ্যুপগমাৎ । উভয়শ্চ সত্যত্যাগং হি কথমেকত্ব-
জ্ঞানেন নানাভ্যুপগমপনুত্তত ইত্যুচ্যতে । নষেকত্বেকান্তাভ্যুপগমে নানাভা-
ভাবাৎ প্রত্যক্ষানীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহত্বেন নৃর্বিষয়ত্যাৎ
স্বাধাদিষব পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাহপেক্ষত্যাৎ
তদভাবে ব্যাহত্বত ; মোক্ষশাস্ত্রশ্চাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্যাৎ
তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্তাৎ । কথং চানুতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিত-
শ্রুতৈশ্চকত্বশ্চ সত্যত্বমুপপদ্যত ইতি ? অত্রোচ্যতে । নৈষ দোষঃ । সৰ্ব-
ব্যবহারগামেব প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ, স্বপ্রব্যবহারশ্চেব

প্রাক প্রবোধঃ । যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিতাবৎ প্রমাণপ্রমের-
কললক্ষণেষু ব্যবহারেধনুতবুদ্ধির্ন কশ্চচিৎপদ্যতে ; বিকারানেন বহুং
মমেতাবিদ্যাত্মাত্মীয়ভাবেন সর্বো জন্তঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং
হি। তস্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাহুপপন্নঃ সর্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ
ব্যবহারঃ ।”

অন্তার্থঃ—এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে । কারণ শ্রুতি যে মৃত্তিকার
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে ঘটশরাবাদির প্রকৃতিভূত মৃত্তিকারই সত্যত্ব বর্ণনা
করা হইয়াছে ; এবং “বানারমুগ” বাক্যে মৃত্তিকার বিকারস্থানীয় ঘট-
শরাবাদির মিথ্যা জ্ঞাপন করা হইয়াছে । ঐ মৃত্তিকা যে ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত,
তৎসম্বন্ধীয় বাক্যেও বলা হইয়াছে যে “এতৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই
সত্য” ; এই বাক্যেও পরমকার্ষণ এক ব্রহ্মেরই সত্যত্ব শ্রুতিকর্তৃক
অবধারিত হইয়াছে । এবং “হে শ্বেতকেতো ! তুমি সেই আত্মা” এই
বাক্যে শ্রুতি জীবেরও ব্রহ্মরূপতা উপদেশ করিয়াছেন । জীবের
ব্রহ্মাত্মতা স্বয়ংপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক হওয়াতে, তাহা যত্নাস্তর দ্বারা
উৎপাদ্য নহে । অতএব শাস্ত্রোক্ত এই ব্রহ্মাত্মকত্বের জ্ঞান হইলে, শরীর-
াত্মক বলিয়া যে জীবের স্বাভাবিক অজ্ঞান আছে, তাহা বিলুপ্ত হয় ; যেমন
রজ্জুজ্ঞানের উদয় হইলে সর্পবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ ।
এই শরীরাত্মক জ্ঞান বিলুপ্ত হইলে তদাপ্রতি যে সমস্ত জীবব্যবহার—বাহ্য
স্থাপিত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের অন্ত নানাভাংশ কল্পনা কর—তাহা বিলুপ্ত
হইয়া যায় । ব্রহ্মাত্মদর্শীর যে ক্রিয়া, কর্তা ও ক্রিয়াকলমূচক বৈদিক ও
লৌকিক-ব্যবহার কিছুই থাকে না, তাহা শ্রুতি স্বয়ং “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈ-
বাহুং তৎ কে ন কং পশ্যেৎ” (যেখানে সমস্তই আত্মারূপে অবস্থিত, তাহাতে
কে কাহাকে কি দিয়া দর্শন করিবে) ইত্যাদিবাক্যে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন
করিয়াছেন । এইরূপ বলা সম্ভব নহে যে, এক বিশেষ অবস্থানিবন্ধন

লৌকিকব্যবহারের লোপ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ; কারণ “তত্ত্বমসি” বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে, জীবের ব্রহ্মাত্মকতা কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করা হয় নাই । তত্ত্বরদৃষ্টান্তে অসত্যবাদীর বন্ধন এবং সত্যবাদীর মোচন প্রদর্শন করিয়া, শ্রুতি কেবল একত্বেরই একমাত্র পারমার্থিক সত্য, এবং নানাত্বের মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপত্তি, প্রতিপাদন করিয়াছেন । যদি একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য হইত, তবে ভেদ-ব্যবহারবিশিষ্ট জীবকে মিথ্যাজ্ঞানী বলিয়া শ্রুতি কি নিমিত্ত বর্ণনা করিবেন ? “যে ব্যক্তি নানাত্ব দর্শন করে, সে মৃত্যুর আয়ত্নাধীন হইয়া মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতি ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়া একত্বজ্ঞানেরই সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । জ্ঞানের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও এই ভেদদর্শনে উপপন্ন হয় না ; কারণ সম্যক্জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় এমন কোন মিথ্যাজ্ঞান সংসারের কারণ বলিয়া এই মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না । উভয়ের সত্যতা স্বীকার করিলে (অর্থাৎ ত্রৈলোক্যের একত্ব ও বহুত্ব, এই উভয়ের সত্যতা স্বীকার করিলে) একত্বজ্ঞান দ্বারা নানাত্বজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হওয়া যায় হইতে পারে ? (বহুত্বও সত্য হওয়াতে তাহা কখন বিনষ্ট হইতে পারে না) । পরন্তু এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, নিরবচ্ছিন্ন একত্ব স্বীকার করিলে, যখন নানাত্ব একান্ত মিথ্যা হয়, তখন প্রত্যক্ষাদি লৌকিক-প্রমাণসকলের দ্বারা বোদ্ধব্য কোন বিষয় না থাকাতে, তৎসমস্ত প্রমাণকেও মিথ্যা বলিয়া অবধারিত করিতে হয় ; স্থাণুতে মনুষ্যজ্ঞানের ত্রায় সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায় । এবং বিধিনিষেধসূচক যে শাস্ত্র, তাহাও যখন ভেদ-সাপেক্ষ, তখন ভেদের অভাবে তৎসমস্তও মিথ্যা হইয়া যায়, এবং মোক্ষ-শাস্ত্রও গুরুশিষ্য প্রভৃতি ভেদসাপেক্ষ হওয়াতে, সেই ভেদের অভাবে তাহাও মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় । পরন্তু মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা হইলে, সেই

মিথ্যা শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত একত্বই বা কিরূপে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে ? এই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে :—এই সকল দোষ নিরবচ্ছিন্ন অবৈতসিদ্ধান্তে হইতে পারে না । প্রবুদ্ধ হইবার পূর্বে স্বপ্নব্যবহারের দ্বারা, ব্রহ্মাত্মকত্ববিজ্ঞানের পূর্বে সর্ববিধ লৌকিকব্যবহারেরও সত্যতা সিদ্ধ হয় । যে পর্য্যন্ত না কেবল ব্রহ্মাত্মকত্বের জ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্ত কাহারও প্রমাণ প্রমের ও ফলজ্ঞানাত্মক লৌকিকব্যবহারের প্রতি মিথ্যা-বুদ্ধি জন্মে না ; এবং সমস্ত জীবই আপনার ব্রহ্মভাব পরিত্যাগ করিয়া বিকারসমূহকেই “আমি”ⁿ “আমার” বলিয়া গ্রহণ করে । অতএব নিরবচ্ছিন্ন অবৈতসিদ্ধান্তে ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানের পূর্বে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিকব্যবহার প্রতিষ্ঠিত থাকে ।

অতঃপর ভাষ্যে স্বপ্নের আংশিক সফলতাবিষয়ে প্রতিপ্রমাণ প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার পরিণামবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

“নহু মুদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাং পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রস্তাভিমতমিতি গমাতে ।... নেতৃত্বাচ্যতে । “স বা এষ মহানজঃ” “স এষ নেতি নেত্যাশ্বা” ইত্যাত্মাভাঃ সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্চতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ । ন হ্যেকস্ত ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্ । স্থিতিগতিবৎ স্তাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্তেতি । বশেষণাৎ । ন হি কূটস্থস্ত ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেক-ধর্ম্মপ্রয়ত্বং সম্ভবতি । কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাদিত্য-বোচাম” । ইত্যাদি ।

অন্তর্থাৎ—পরন্তু প্রতি মুক্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেওয়াতে ব্রহ্মকে পরিণামী বলিয়া উপদেশ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়, এইরূপ আপত্তি করিলে, তাহা সঙ্গত নহে । কারণ “সেই আত্মা মহান, জন্মাদিবিকারবর্জিত”, “সেই আত্মা ইহা নহেন, ইহা নহেন” ইত্যাদি বহুশ্রুতি ব্রহ্মের সর্ববিধ বিকার নিষেধ করাতে তাঁহার কূটস্থনিত্যতাই প্রতিপন্ন হয় । একই ব্রহ্মের

পরিণামিহ ও অপরিণামিহ এই উভয়রূপতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে না । যদি বল, স্থিতি ও গতি এই উভয় যেমন সম্ভব হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও উভয়রূপত্ব সিদ্ধ হয় ; তাহাও বলিতে পার না ; কারণ ব্রহ্মের “কূটস্থ” বিশেষণ এত দিয়াছেন । স্থিতিগতিবিশিষ্টের ত্রায় কূটস্থব্রহ্মের অনেক ধর্ম থাকিতে পারে না । সমস্ত বিকার ব্রহ্মসম্বন্ধে নিষিদ্ধ হওয়ায় তিনি নিত্যকূটস্থ, এইরূপই আমরা বলি । ইত্যাদি ।

পরন্তু ব্রহ্মের কেবল কূটস্থনিত্যতা স্বীকার করিলে, তৎকর্তৃক জগদ্ব্যাপারসাধন আর সম্ভব হয় না ; এই আপত্তি ভাষ্যকার নিম্নলিখিতরূপে খণ্ডন করিতে পবুস্ত হইয়াছেন :—

“নহু কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্তাৎ ঈশিত্রীশিতব্যাবাৎ ঈশ্বরকারণ-
পতিভাবিরোধ ইতি চেৎ, ন, অবিজ্ঞানকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষয়াৎ
সর্বজ্ঞত্বাৎ । “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুত” ইত্যাদিবাচ্যোভ্যো
নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেরীশ্বরাজ্জগদ্রূপত্বস্থিতিলয়াঃ,
নাচেতনাৎ প্রধানাদত্মাদেতোষোহর্থঃ প্রতিজ্ঞাতো জন্মান্তস্ত যত ইতি ।
স প্রতীজ্ঞা তদবস্থেব ন তদ্বিক্কেহর্থঃ পুনরিহোচ্যতে । ক
নোচ্যেত অত্যন্তমাত্মন একত্বমদ্বিতীয়ত্বঞ্চ ব্রুবতা ? শূণ্ণ যথা নোচ্যতে ।
সর্বজ্ঞশ্চেশ্বরস্ত আত্মভূতে ইবাভিভাব্যক্লিতে নামরূপে তস্মাত্তাত্ভ্যামনির্ব-
চনীয়ৈ সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্বজ্ঞশ্চেশ্বরস্ত মায়াক্রিয়াঃ প্রকৃতিরিতি চ
কৃতিস্বতোরাভিলপেতে, তাভ্যামন্তঃ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, “আকাশো বৈ নাম
নামরূপয়োনির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদব্রহ্ম” ইতি শ্রুতেঃ । “নামরূপে ব্যাকর-
বাণি, সর্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃৎস্নাভিবদন্ যদান্তে”, “একং
বীজং বহুধা যঃ করোতি” ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্য । এবমভিভাব্যকৃতনামরূপো-
পাধ্যমুরোবীশ্বরো ভবতি, যোমেব ঘটকরকাহ্যপাধ্যমুরোধি । স চ
আত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীমানবিভা প্রতাপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণ-

সম্বাত্তাহবোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহাববিষয়ে ।
তদেবমবিজ্ঞাত্বকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরশ্রেষ্ঠত্বং সৰ্ব্বজ্ঞত্বং সৰ্ব্ব-
শক্তিভূত্বং , ন পরমার্থতো বিজ্ঞাপ্যাপ্তসৰ্বকোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রী-
শিতব্যসৰ্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপত্ততে । তথা চোক্তম্—“যত্র নাত্তং পশ্চতি
নাত্তচ্চৃণোতি নাত্তদ্বিজানাতি স ভূমা” ইতি, “যত্র তত্ত্ব স সৰ্বমাত্মৈবাত্তত্ত্বং কেন
কং পশ্যেৎ”, ইত্যাদি চ । এবং পরমার্থাবস্থান্নাং সৰ্বব্যবহাবাভাবং বদন্তি
বেদান্তাঃ । তথেশ্বরগীতাস্বপি—

“ন কৰ্ত্তৃত্বং ন কৰ্ম্মণি লোকস্ত সৃজতি প্রভু ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥

নাদত্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভূঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ” ॥ ইতি

পরমার্থাবস্থান্নীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহাবাভাবঃ প্রদশ্যতে । ব্যবহার-
বস্থান্নাত্ত্বং ঐশিত্র্যাদিব্যবহাবঃ । “এষ সৰ্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ
ভূতপাল এষ সেতুবিসরগ এষাং লোকানামসম্ভেদায়” ইতি । তথেশ্বর-
গীতাস্বপি—

“ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেজ্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রামরন্ সৰ্বভূতানি যজ্ঞারূঢ়ানি মায়া” ॥ ইতি

হৃদ্যকারোহপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্তত্বমিত্যাহ । ব্যবহার্যভি-
প্রায়েণ তু তাল্লোকবদিতি মহাসমুদ্রাদিস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি অপ্রত্য-
খ্যায়ৈব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি সঞ্জগোপাসনেষু পুণ্ড্র্যত
ইতি” ॥

অন্তার্থঃ—পরন্তু যদি বল কূটস্থব্রহ্মবাদিগণের মতে যখন একত্বই একান্ত
সত্য, তখন নিয়ম্য অথবা নিয়ন্তা বলিয়া কোন প্রকার ভেদ আর থাকিতে
পারে না ; সুতরাং ঈশ্বর জগৎকারণ বলিয়া যে প্রথমে প্রতিজ্ঞা করা

হইয়াছে, তাহার সহিত এই মতের বিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন হয়। (অতএব নিরবচ্ছিন্ন একত্ব-মত কখন সঙ্গত হইতে পারে না)। তদন্তরে বলিতেছি যে, ঈশ্বর কারণবিষয়ক প্রতিজ্ঞার সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই ; কারণ অবিজ্ঞাত্যক নাম ও রূপময় জগতের বীজের বিকাশ সর্বজ্ঞত্বের অপেক্ষা করে (অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরভিন্ন হইতে পারে না)। “সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে” ইত্যাদি প্রতিদ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়, অচেতন প্রধান কিংবা অপর কিছু হইতে হয় না, ইহাই “জন্মাগম্য মৃত্যুঃ” সূত্রে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। সেই প্রতিজ্ঞা ঠিক তদ্রূপই আছে, এই স্থলে তদ্বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নাই। কিরূপে আত্মার অভ্যন্তর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব নির্দেশ করাতে ঐ প্রতিজ্ঞার সাধা হয় না, তাহা বলিতেছি প্রদণ কর। অবিজ্ঞাত্যক নাম ও রূপ, যাহাকে সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া নির্বাচন করা যায় না, যাহা সংসারপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ, তাহা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মস্বরূপ ; এবং প্রকৃতিও সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই মায়া নামক শক্তি ; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক অবিজ্ঞাত্যক জগৎ হইতে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বিভিন্ন। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে “আকাশ (ব্রহ্ম) নাম-রূপময় জগতের নির্বাহক, অথচ এই সকল তাঁহা হইতে বিভিন্ন”। “নামরূপে পৃথক্ করিয়া জগৎ বিকাসিত করিয়াছিলেন”, “সেই ধীর (ব্রহ্ম) নাম ও রূপসকল চিন্তা করিয়া, নামবিশিষ্ট বস্তুসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের নামপ্রদানপূর্বক বিদ্যমান আছেন”, “এক বীজকে যিনি বহু-প্রকার করিয়াছেন”। এই সকল এবং এইরূপ অপরোপরি বহুশ্রুতি দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়। আকাশ যেমন ঘট ও করক প্রভৃতি উপাধিযোগে তদ্রূপে আকারিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরও অবিজ্ঞাত্যক নামরূপবিশিষ্ট হয়েন।

অবিজ্ঞাকৰ্ত্তৃক পৃথক্ নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত কার্যাকারণসম্বন্ধ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট দেহ)-যুক্ত বিজ্ঞানাত্মক জীব সকল, যাহারা ঈশ্বরের আশ্রিত এবং আকাশের সহিত তুলনায় যাহারা ঘটাকাশস্থানীয় সেই সকল জীবকে ব্যবহারবিষয়ে ঈশ্বর নিয়োজিত করিতেছেন। এই সকল অবিজ্ঞাকৃত উপাধি-ভেদকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সৰ্ব্বজ্ঞত্ব এবং সৰ্ব্বশক্তিত্ব উল্লিখিত হয় ; কিন্তু সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সৰ্ব্ববিধ উপাধিবিদূষিত যে আশ্রয়-স্বরূপ, তাহাতে পরমার্থতঃ নিয়মাত্মক, নিয়ন্তৃত্ব, সৰ্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ব্যবহার উপপন্ন হয় না । তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন “যেখানে অগ্নি কিছু দেখেন না, অগ্নি কিছু শুনে না, অগ্নি কিছু জানেন না, তখনই তিনি ভূমা (অর্থাৎ সৰ্ব্বব্যাপী) হয়েন”, “কিন্তু যেখানে এতৎসমস্ত ইহাঁর আশ্রিত হয়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে” ইত্যাদি। বেদান্তসকল এই প্রকারে পরমার্থাবস্থায় সৰ্ব্ববিধ ব্যবহারের অভাব বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবদগীতায়ও এইরূপই বলিয়াছেন, যথা:—

৬. “প্রভু ঈশ্বর জীবের সম্বন্ধে কৰ্ত্তৃত্ব অথবা কৰ্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই, এবং তাহাদের কৰ্ম্মফলপ্রাপ্তিও সৃষ্টি করেন না ; স্বভাবই (অর্থাৎ “স্ব”ইত্যাকার জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়গ্রামই) এই সকল রূপে প্রবর্তিত হইতেছে। বিভূ ঈশ্বর কাহারও পুণ্য অথবা পাপ গ্রহণ করেন না, জীবসকলের জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া আছে, তাহাতেই জীবসকল মোহপ্রাপ্ত হইয়া আছে (আপনাদিগকে কৰ্ম্মকর্ত্তা ও তৎফলভোগী বলিয়া বোধ করে)” ।

এই উক্তি দ্বারা পরমার্থাবস্থায় নিয়মানিয়ামক প্রভৃতি ব্যবহার যে বিলুপ্ত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবহারাবস্থায় যে নিয়ামকাদিব্যবহার আছে, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন :—যথা, “ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতসকলের অধিপতি, ইনি ভূতসকলের

পালনকর্তা, ইনি এই সকল লোকের উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেতু-
স্বরূপ” ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও এইরূপই বলিয়াছেন, যথা :—

“হে অর্জুন! ঈশ্বর সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিতি করেন ; এবং
যন্ত্রারূঢ়ের গায় সকল প্রাণীকে মায়া দ্বারা ভ্রাম্যমান করেন ।”

সূত্রকারও পরমার্থাভিপ্রায়েই সূত্রে “তদনন্তত্বম্” পদ ব্যবহার
করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে পূর্বসূত্রে “শ্রালোকবৎ” পদের
দ্বারা ব্রহ্মের মহাসমুদ্রস্থানীয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং কার্য্যপ্রপঞ্চের
প্রত্যাখ্যান করা যায় না বলিয়া, তাহার পরিণাম প্রক্রিয়াও সন্তুগোপাসনার
উপযোগিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

স্থিরচিত্তে এই বিচারের সার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে,
ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) মীমাংসা শঙ্করাচার্য্যে মতে গ্রহণীয় নহে ; কারণ ;—

প্রথমতঃ—মুক্তিকা ও ঘটশরাবাদির দৃষ্টান্তে শ্রুতি বলিয়াছেন যে
মুক্তিকাই সত্য ; ঘটশরাবাদি কেবল নাম ও রূপ দ্বারাই পৃথক্ বলিয়া
বোধযোগ্য হয় ; বাস্তবিক মুক্তিকা হইতে বিভিন্ন ঘটশরাবাদি কোন বস্তু
নাই, তাহা মিথ্যা।

পরন্তু পূর্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মের নিরবচ্ছিন্ন
একরূপত্ব প্রতিপন্ন হয় না ; কারণ ঘটশরাবাদির ঐকান্তিক অলীকত্ব উক্ত
বাক্যে শ্রুতি উপদেশ করেন নাই ; মুক্তিকা হইতে ভিন্ন ঘটশরাবাদি বস্তু নাই,
ইহাই শ্রুতি উক্ত স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু মুক্তিকার যে ঘটশরাবাদি-
রূপে পরিণাম নাই, ইহা শ্রুতি কোন স্থানে বলেন নাই ; ঘটশরাবাদিপরিণাম
মুক্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, এবং ভিন্নরূপে ইহাদের অস্তিত্ব নাই—এইমাত্র
শ্রুতি বলিয়াছেন, ইহারা “মিথ্যা” এইরূপ বাক্য উক্ত স্থলে শ্রুতি প্রয়োগ
করেন নাই। কিন্তু এইরূপ বলা, আর মুক্তিকার কোন বিকারই হয় না,
মুক্তিকা সর্বদা একরূপেই থাকে, এইরূপ বলা, এক কথা নহে। যদি

মৃত্তিকার কোন বিকার হয় না, এবং মৃত্তিকা নিত্য একরূপেই থাকে, এইরূপ শ্রুতি বর্ণনা করিতেন, তবে মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মেরও এক নিরবচ্ছিন্ন একরূপত্ব উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারিত । বিকারভূত ঘটশরাদির উপমেয় জগৎকে মিথ্যা বলা যে উক্ত বাক্যে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে, তাহা, “কথমসতঃ সজ্জায়ত” ইত্যাদিবাক্যে জগৎকে সং বলিয়া পরক্ষণেই ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন

দ্বিতীয়তঃ—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, “হে শ্বেতকেতো ! তুমি সেই আত্মা” (“তত্ত্বমসি”) এই বাক্যে জীবেরও ব্রহ্মরূপতা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন । এই ব্রহ্মরূপতা জীবের স্বভাবসিদ্ধ ; এই ব্রহ্মাত্মকতা জীবের জ্ঞাত হইলে, তাহা শরীরী বলিয়া যে ভ্রম আছে, তাহা দূর হয়, এবং জীববাবহার সম্যক্ বিলুপ্ত হইয়া যায় । ব্রহ্মাত্মদর্শীর যে লৌকিক-ব্যবহার কিছু থাকে না, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য “যত্র ত্ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাত্মভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন । অতএব যখন ব্রহ্মাত্মকতার বোধ হইলেই লৌকিক-ব্যবহার বিলুপ্ত হয় বলিয়া শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, লৌকিকব্যবহার একান্ত মিথ্যা । মিথ্যা-ভ্রমমাত্র না হইলে, লৌকিকব্যবহার একদা বিলুপ্ত হইবে কেন ?

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের প্রদর্শিত এই যুক্তিও সমীচীন বলিয়া উপপন্ন হয় না । দ্বৈতাদ্বৈতমীমাংসারও জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র ; অতএব, জীবের স্বরূপ বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যে শ্রুতি তাহাকে “তত্ত্বমসি” (তুমি সেই আত্মা) এই বাক্যে প্রবোধিত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মের সহিত জীবের একান্ত অভেদসম্বন্ধ মাত্র স্থাপিত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না । “তত্ত্বমসি” এই বাক্যে জীবের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব মাত্র উক্ত হইয়াছে ; শ্রুতি

দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটের প্রকৃতি যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কিছু নহে, ঘট মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ হে খেতকেতো ! তুমিও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ; কিন্তু ঘটকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যাখ্যা করা দ্বারা, যেমন এইরূপ বুঝিতে হয় না যে, ঘটমাত্রে মৃত্তিকার সত্তা পর্যাাপ্ত, তদ্রূপ জীবকে ব্রহ্ম বলা দ্বারাও এইরূপ বোধগম্য করা উচিত হয় না যে, ব্রহ্মের সত্তা জীবমাত্রেই পর্যাাপ্ত এবং উভয়ে সম্পূর্ণরূপে এক । শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও (“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ,” ইত্যাদিবাক্যে) জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে বর্ণনা করিয়া “অক্ষরাদপি চোত্তমঃ” ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । সুতরাং “তত্ত্বমসি” বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের সম্পূর্ণ অভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হয় না ; অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে ।

এবং ব্রহ্মাত্মদর্শীর যে লৌকিকব্যবহার সম্পূর্ণরূপে লোপ প্রাপ্ত হয়, তাহাও পকৃত নহে । শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই ; শ্রীমদ্ভগবদগীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংও তাহা অস্বীকার করেন নাই । যাহা হউক, তিনি যে অবিজ্ঞাবিরহিত সম্যক্ আত্মদর্শী পুরুষ ছিলেন, তদ্বিশেষে কোন আপত্তিরই স্থল হইতে পারে না ও নাই । কিন্তু মহাভারতাদি গ্রন্থই তাহার লৌকিক সর্ববিধ ব্যবহারের অস্তিত্ববিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে । এইরূপ সনকাদি এবং কপিলাদি মুক্তপুরুষগণের যে লৌকিকব্যবহার ছিল, তাহা ঐতিহ্যসিদ্ধ সর্বশাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে । সুতরাং তত্ত্বদর্শী-পুরুষের লৌকিকব্যবহার সর্বথা লুপ্ত হয় বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সর্বত্রই দৃষ্ট হয় ।

পরন্তু শঙ্করস্বামী স্বীয় মতের পোষকতায় “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্চৎ” ইত্যাদি ঐতিহ্যবাক্যকে উদ্ধৃত করিয়াছেন । কিন্তু এই ঐতিহ্য তাহার উক্ত মতের কিঞ্চিন্নাত্রও পোষকতা করে না । ঐ

শ্রুতি বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বিবৃত হই-
রাছে । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মস্বরূপ উপদেশ করিতে গিয়া নানা-
বিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক জীব ও জগৎকে ব্রহ্মাত্মক ও ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত
বলিয়া প্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন এবং অবশেষে ব্রহ্মের এতদুভয়াতীত
স্বরূপ বর্ণনা কবিত্তে গিয়া বলিয়াছেন :—

“যত্র বা অস্ত সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং জিহ্বেং তৎ কেন কং
পশ্বেং তৎ কেন কং শৃণুয্যং তৎ কেন কমভিবদেং তৎ কেন কং মরীত
তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেন্নদং সূৰ্যং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াদ্
বিজাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি” ।

এই সকল বাক্য তত্ত্বজ্ঞপুরুষের সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই ; ব্রহ্মের স্বরূপই
এতদ্বারা শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন । বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়
আশ্রিত পাঠ করিলে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় না ।
পরন্তু ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া ঐ বৃহদারণ্যক শ্রুতিই
প্রথমোধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলিয়াছেন :—

“তদৈকতং পশুন্নৃবিবামদেবঃ প্রতিপেদেহং মহুরভবং সূর্য্যশ্চেতি
তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মিতি স ইদং সৰ্বং ভবতি তস্ত হ ন
দেবাশ্চ নাতুত্যা ঙ্গেশত আত্মা হ্যেযাং স ভবতি ।”

অন্তার্থঃ—এই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, (তাঁহা হইতে অভেদজ্ঞানে),
বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন, “আমি মহু হইয়াছিলাম” “আমি সূর্য্য
হইয়াছিলাম ।” অতএব একগণও যিনি এইরূপ জ্ঞাত হয়েন যে আমি
ব্রহ্ম, তিনিও এতৎ সমস্তই হইয়া থাকেন ; তাঁহার সম্বন্ধে দেবতা বলিয়া
(আরাধ্য) কিছু পৃথক্ পদার্থ থাকে না, এবং দেবতাগণও তাঁহার কোন
অমঙ্গল সাধন করিতে পারেন না ; তিনি তাঁহাদিগেরও আত্মা হয়েন ।

সুতরাং ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষের যে লৌকিকব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত

হয়, তাহা শ্রুতি উপদেশ করেন নাই, সকলের প্রতিই তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়, এইমাত্রই বন্ধজীব ও মুক্তজীবে প্রভেদ । বামদেব যমু সূর্য্য প্রভৃতিকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার ব্রহ্মদর্শনের ফল ; এবং এখনও যাহারা এইরূপ ব্রহ্মদর্শী হয়েন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ দেবতাগণও করিতে পারেন না, এতাবশ্যাত্র শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ; তাঁহাদের যদি সর্ব্ববিধ লৌকিকব্যবহার বিলুপ্তই হইবে, তবে তাঁহাদের ইষ্টানিষ্টের কোন কথাই হইতে পারে না । যদি তাঁহাদের সর্ব্ববিধ ব্যবহারই লুপ্ত হইত, তবে শ্রুতি কোন না কোন স্থানে অবশ্য তাহা উপদেশ করিতেন । তাঁহাদিগের নিজের সম্বন্ধে কোন কস্মের প্রয়োজন নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ; কিন্তু তথাপি ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া তাঁহারা জগতের নিমিত্ত জাগতিক কৰ্ম্মসকল নিলিপ্তভাবে সম্পাদন করেন । অতএব শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

“ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাগ্নমবাগ্নব্যং বৰ্ত্তএব চ কৰ্ম্মণি ॥

* * * *

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্ধাংসো যথা কুৰ্ক্সন্তি ভারত ।

কুৰ্য্যাৎদ্বিদ্ধাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ণলোকসংগ্রহম্ ॥ গীতা ৩য় অধ্যায় ।

এবঞ্চ—“যস্ত নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধিৰ্যস্ত ন লিপ্যতে ।

হস্তাপি স ইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে” ॥ গীতা ১৮ অধ্যায় ।

অতএব শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এতৎসম্বন্ধীয় আপত্তিও অমূলক ।

তৃতীয়তঃ—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন যে “তত্ত্বমসি” বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে, জীবের ব্রহ্মাত্মকতা কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করা হয় নাই, এবং অসত্যবাদীর বন্ধন এবং সত্যবাদীর মোচন উপদেশ

করিয়া শ্রুতি কেবল একত্বেরই পারমার্থিক সত্য এবং নানাশব্দের মিথ্যা-জ্ঞান হইতে উৎপত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভেদাভেদসিদ্ধান্তের অভিপ্রায় এই নহে যে, জীব এবং জাগতিক পদার্থসকল ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্ত্বাশীল ; ইহারা ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ শক্তিমাত্র, ইহাই ভেদাভেদসিদ্ধান্তের উপদেশ । শক্তিমান হইতে শক্তি পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে ; এবং শক্তি অথবা গুণ বলিয়া যে বর্ণনা, তাহাও ব্রহ্মের প্রকাশিত-অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই উক্ত হইয়া থাকে ; নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পূর্ণস্বভাব পরব্রহ্মরূপে শক্তি অথবা গুণ বলিয়াও কোন ভেদ নাই । ব্রহ্ম যেমন একদিকে ত্রিকালে—প্রকাশিত সমস্ত রূপ আশ্রয়িত করিয়া এবং জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদশূন্য হইয়া বর্তমান আছে, তদ্রূপ তাঁহার ঐশীশক্তিবলে তিনি আপনাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপেও দর্শন ও ভোগ করিয়া থাকেন এবং তৎসমস্তের নিয়মন করেন । যে শক্তি দ্বারা তিনি এইরূপ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আপনাকে দর্শন করেন, তাহাকেই জীবশক্তি বলে । জীবের দৃশ্যরূপে—অবস্থিত ব্রহ্মাংশসকলকে গুণ বলে, ইহারই নাম জগৎ ; সূত্রাং জগৎ গুণাত্মক । অতএব প্রকাশিত গুণাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, বীজরূপে ব্রহ্মসত্ত্বায় নিয়ত জাগতিক সমস্ত রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে । এতৎ-সমস্ত রূপ দ্বিবিধরূপে জীবশক্তির দর্শনযোগ্য হয় ; বদ্ধজীবগণ এই সমস্ত জাগতিকরূপ দর্শন করেন, কিন্তু তৎসমস্ত এবং তাঁহারা স্বয়ং যে ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত, তাহা তাঁহারা বোধ করিতে পারেন না ; এই এক প্রকার দর্শন । এই প্রকার দর্শনের নাম ভ্রমদর্শন অথবা অবিজ্ঞা ; কারণ ইহাতে গুণাত্মক জগতের ও জীবশক্তির আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মের জ্ঞান অক্ষুট থাকে । দ্বিতীয় প্রকার দর্শন মুক্তপুরুষদিগের হয় ; মুক্তপুরুষগণও আপনাদিগকে এবং জাগতিক সমস্ত রূপকে দর্শন করেন সত্য, কিন্তু

তৎসমস্তের আশ্রয়ভূত পরব্রহ্মস্বরূপও তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে দর্শন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্তই ব্রহ্ম । কিন্তু ব্রহ্মের পৃথকরূপে প্রকাশিত হইবার এবং আপনাকে পৃথকরূপে দর্শন করিবার যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই জীবশক্তির মূল, তাহা হইতেই জীবশক্তি প্রকটিত হয় । ব্রহ্মের সেই শক্তি নিত্য । সুতরাং সেই মূল কখন বিনষ্ট না হওয়াতে, জীবের জীবন্ত কোন সময় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না ; অতএব জ্ঞানের পারম্পর্য্য মুক্তজীবেরও একেবারে বিলুপ্ত হয় না, কালের ক্রম তাঁহাদের সম্বন্ধেও থাকে । কিন্তু নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মে কালশক্তি সম্পূর্ণরূপেই অন্তর্নিহিত ; কারণ তাঁহার জ্ঞানের পারম্পর্য্য নাই ; সমুদায় জীব ও জগৎ তাঁহার স্বরূপে এক হইয়া নিত্য জ্ঞাত আছে । তবে জ্ঞানের পারম্পর্য্যও বিলুপ্ত হইলে, জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রভেদ আমাদের বুদ্ধিগম্য হয় না ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, যে—

“যত্র বা অশ্রু সর্ব্বমাত্মৈবাত্মং...তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্, বিজ্ঞাতার-
নরে কেন বিজানীয়াদিতি” ॥

অতএব ব্রহ্মের এবং বিধ অবর্ণনীয় রূপও আছে, এবং পৃথক পৃথক রূপে প্রকাশিত রূপও আছে, ইহাই ভেদাভেদ-বৈতাৎম্যে সিদ্ধান্ত । এই সিদ্ধান্তে শঙ্করাচার্য্যের উক্ত আপত্তি কোন প্রকারে প্রযোজ্য হয় না । যাহারা ভেদবুদ্ধিসূক্ত, তাহাদিগকে বদ্ধজীব বলে, এবং তাহাদের সংসার-ভোগ হইয়া থাকে, যাহারা ভেদবুদ্ধিসূক্ত নহে, তাহাদের উক্ত প্রকার ভোগ হয় না ; এই শেষোক্ত অবস্থায় জ্ঞানের অত্যধিক বিকাশ আছে এবং তাহাতে কোনপ্রকার দুঃখভোগ নাই, এই নিমিত্ত শ্রুতি ইহাকে প্রশংসা করিয়াছেন । ইহাই তত্ত্বদৃষ্টান্তের ফল । নানাত্ব অলীক নহে, ইহা একব্রহ্মেরই নানাত্ব ; এই নানাত্বকে ব্রহ্মের নানাত্ব বলিয়া না জানাই অবিজ্ঞা ; শ্রুতি ইহারই নিন্দা করিয়াছেন ।

চতুর্থতঃ—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, একত্ব ও নানাত্ব এই উভয়বিধই ব্রহ্মের সম্বন্ধে স্বীকার করিলে, একত্বজ্ঞানদ্বারা নানাত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে না ; কারণ নানাত্বও এই মতে সত্য । অতএব মোক্ষের আর সম্ভাবনা থাকে না ।

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভেদাভেদসিদ্ধান্তে মোক্ষের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় না । জাগতিক রূপসকলের এবং জীবশক্তির আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মস্বরূপ যে অবস্থায় অজ্ঞাত থাকে, তাহারই নাম বন্ধ ; তাহা জ্ঞাত হওয়ার নামই মোক্ষ । বন্ধাবস্থায় জাগতিকরূপের জ্ঞানমাত্র হয়, গুণাশ্রয় বস্তু অদৃষ্ট থাকে ; মোক্ষদশায় গুণের সহিত গুণাশ্রিত বস্তুরও জ্ঞান হয় । বন্ধাবস্থায় গুণিবস্তুর জ্ঞান না থাকাতে, এই গুণাত্মক বস্তুসকলকে পৃথক-রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া জ্ঞান থাকে ; মুক্তাবস্থায় এই আশ্রয়বস্তুরও জ্ঞান হওয়াতে এবং তাহা সকল পদার্থসম্বন্ধেই এক বলিয়া বোধ হওয়াতে, পদার্থ সকলের স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব-বিষয়ক বুদ্ধি বিলুপ্ত হয় । এই সিদ্ধান্তে অর্থোক্তিকতা কি আছে, এবং ইহা দ্বারা মোক্ষের বাধা কিরূপে উপস্থিত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না । আমি একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, উপবিষ্ট অবস্থায় স্থিত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি তথায় অবস্থিত আছে ; আমি প্রথমে মনে করিলাম যে, একটি জীবিত মনুষ্যই তথায় এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া আছে ; কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া পরে জানিলাম যে, ইহা একটি প্রতিবিম্ববিশেষ, আমার পশ্চাদিকে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব আমার সম্মুখস্থিত বৃহৎ দর্পণে পতিত হইয়া আমার দৃষ্টিপথের গোচর হইয়াছে মাত্র ; স্মরণ্য পূর্বে যে আমার ভ্রম হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত হইল, আমার পূর্বদৃষ্ট মূর্ত্তিটিকে আমি প্রতিবিম্ব বলিয়াই অবধারণ করিলাম । এইরূপ ঘটনা প্রতিনিয়তই হইতেছে । জীবের জগদজ্ঞানও এইরূপ । অসম্যাগদর্শিতাহেতু বন্ধজীবের জ্ঞানে দৃষ্ট জাগতিকরূপসকল

স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয় ; মুক্তাবস্থায় সম্যগ্জ্ঞানোদয় হইলে ঐ সমস্ত রূপ ব্রহ্মেরই রূপ বলিয়া উপপন্ন হয় ; সুতরাং তাহাদিগের প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় । ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে কাজে কাজেই ঐকান্তিক পার্থক্যবুদ্ধিরূপ ভ্রম বিলুপ্ত হয় । এতদ্বারা জাগতিক রূপসকলের মিথ্যাস্ব প্রতিপন্ন হয় না, জীবের জ্ঞানের অবস্থাভেদে তদ্বিষয়ক জ্ঞানেরই ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে । অতএব ভেদাভেদসিদ্ধান্তে মোক্ষের বাধা হয় বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অলীক ।

অতঃপর শঙ্করাচার্য্য স্বীয় একান্তদ্বৈততত্ত্বতে যে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ অসিদ্ধ হয় না, এবং বিধিনিষেধসূচক শাস্ত্রসকল যে একেবারে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রবুদ্ধ হইবার পূর্বে পর্য্যন্ত যেমন স্বপ্ন বর্তমান থাকে, প্রবুদ্ধ হইলে আর থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পূর্বে লৌকিকব্যবহার প্রতিষ্ঠিত থাকে, তৎপর আর থাকে না ।

কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দৃষ্টান্তের স্বপ্নস্থানীয় জগদজ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ? ব্রহ্ম যখন নিয়ত এক অপরিবর্তনীয় অদ্বৈতরূপে স্থিত, তাঁহাতে যখন কোন প্রকার ক্রিয়া অথবা বিশেষ জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই, তখন এই স্বপ্ন কাহাকে আশ্রয় করিবে এবং কাহাকেই বা পরিত্যাগ করিবে ? যখন লোক অথবা ব্যবহার বলিয়া কোন পদার্থই নাই, তখন লৌকিকব্যবহার বর্তমান থাকে, এই কথার অর্থ কি হইতে পারে ? অতএব স্বপ্নের দৃষ্টান্তের দ্বারা একান্তদ্বৈততত্ত্বতেও যে লৌকিকব্যবহার সিদ্ধ হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল । স্বপ্ন জীবের কেবল মানসিকব্যাপারসমূহ । জীবের অবস্থাভেদ আছে । সুতরাং নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল বহির্জগতের সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় হওয়াতে, বাহ্যবস্তুর ব্যতিরেকে কেবল মানসিকব্যাপারদ্বারা জীব স্বপ্নবোধ

করিয়া থাকেন ; জাগ্রদবস্থায় বাহ্যবস্তুসংযোগে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার দ্বারা জীব প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করে । স্বপ্নজ্ঞানে বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা না থাকায়, স্বপ্নজ্ঞান মানসিকব্যাপার বলিয়াই প্রবুদ্ধাবস্থায় জীব অবগত হয়েন । স্বপ্নকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহা এই অর্থেই মিথ্যা বলা হয় । পরন্তু স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা জীব ঐ স্বপ্নের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া একাংশে অবিকৃত থাকেন, অথচ অপরাংশে স্বপ্নাদিব্যাপারও সংঘটন করিয়া থাকেন । তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া অপরাংশে জগদ্ব্যাপার সংসাধন করেন । ইহাই ভেদাভেদসিদ্ধান্ত । যদি ব্রহ্মের নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়রূপই একমাত্র সত্য হইত, তবে দৃষ্টান্তোল্লিখিত স্বপ্নস্থানীয় জগতের স্বপ্নবদস্তিত্বও কোনপ্রকারে সিদ্ধ হইত না । অতএব যথার্থই শঙ্করাচার্য্যের প্রণোদিত একান্তাধৈতমতে লৌকিকব্যবহার সমস্ত লোপপ্রাপ্ত হয়, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ প্রত্যাখ্যাত হয়, বেদোক্ত বিধিনিষেধসূচক শাস্ত্রসকল একান্ত অলীক ও ব্যর্থ হইয়া পড়ে, এবং মোক্ষসাধনও নিরর্থক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় ।

অবশেষে বেদান্তদর্শনের প্রথমাবধি যে ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের কর্তা বলিয়া বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা একান্তাধৈতমতে সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক জল্পনামাত্রে পরিণত হয় দেখিয়া, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার উক্তমতকে এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, “অবিজ্ঞাকল্পিত যে নাম ও রূপ, যাহাকে সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া নির্বাচন করা যায় না, যাহা সংসারপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ, তাহা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মস্বরূপ (“আত্মভূতে ইব অবিজ্ঞাকল্পিতে নামরূপে”) এবং প্রকৃতিও সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই মায়ানামক শক্তি ।... ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত হয় । এই প্রকৃতি ও নাম-রূপাত্মক অবিজ্ঞাকল্পিত জগৎ হইতে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বিভিন্ন ।... অবিজ্ঞাকৃত

উপাধিভেদকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব উল্লিখিত হয় ; কিন্তু সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সর্ববিধ উপাধিবিদূরিত যে আত্মস্বরূপ তাহাতে পরমার্থতঃ নিয়মাত্ম নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ব্যবহার উপপন্ন হয় না ।”

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়ানামক শক্তি থাকা, এইস্থলে শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; এবং তদ্বিষয়ক অসংখ্য প্রতিপ্রমাণও আছে, সুতরাং তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এই মায়াক্রিয় (প্রকৃতি) হইতে বিভিন্ন। মায়াক্রিয় ঈশ্বরেরই শক্তি স্বীকার করিয়া, ঈশ্বরকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিবার তাৎপর্য্য এই মাত্র হইতে পারে যে, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রকাশ করা উক্তস্থলে শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত, এতদ্ভিন্ন উক্তবাক্যের অত্র কোন প্রকার অভিপ্রায় হইতে পারে না। দ্বৈতাদ্বৈত (ভেদাভেদ) সিদ্ধান্তেরও ইহাই অভিপ্রায়। জগৎ মায়াক্রিয়ের কার্য্য, ইহা ব্রহ্মের শক্তিবিশেষের প্রকাশ। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত ইহার ভেদাভেদ-সম্বন্ধ ; গুণ ও গুণী, শক্তি ও শক্তিমান্, এতদ্ব্যবস্থার মধ্যে যে সম্বন্ধ, জগৎ এবং জীবেরও ব্রহ্মের সহিত সেই সম্বন্ধ। বস্তুতঃ ইহা স্বীকার না করিলে, জগতের ব্রহ্মকারণত্ববিষয়ক প্রতিজ্ঞা, যাহা গ্রন্থারম্ভে বেদব্যাঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কোনপ্রকারে রক্ষিত হয় না। কিন্তু একান্তাদ্বৈতমতে শক্তি ও শক্তিমান্ বলিয়া কোনপ্রকার ভেদ স্বীকার্য্য নহে। তন্মতে জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, গুণ গুণী, শক্তি ও শক্তিমান্ বলিয়া কোনপ্রকার ভেদ নাই। কিন্তু এইভেদ স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যাপার এবং ব্রহ্মের জগৎকারণতা কোনপ্রকারে উপপন্ন হইতে পারে না।

অবিজ্ঞা মায়াক্রিয়ই অঙ্গীভূত । মায়াক্রিয় ঈশ্বরশক্তি বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে, ঐ অবিজ্ঞাও কাজেই ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না । কিন্তু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, সংসারপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ যে অবিজ্ঞাপ্রস্থত নাম ও রূপ, তাহা সর্বত্র ঈশ্বরের “যেন” আত্মস্বরূপ (“আত্মভূতে ইব”), এবং ইহার অস্তিত্বনাস্তিত্ব কিছুই নির্বাচন করা যায় না । এইস্থলে নামরূপাদিময় জগৎকে ব্রহ্মের “যেন আত্মস্বরূপ” বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, এই ‘যেন’ শব্দের অভিপ্রায় কি ? গুণরূপে মাত্র জগৎ ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ, কিন্তু সেই গুণের আধার অর্থাৎ গুণরূপে ব্রহ্ম ইহা হইতে ভিন্নও বটেন ; এবং অবিজ্ঞাহেতু (অর্থাৎ গুণাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানাভাবহেতু) গুণাত্মক জাগতিকবস্তুর সকল ব্রহ্মেরই যে গুণবিশেষ, এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন, ইহা বোধ হয় না ; বস্তুতঃ ইহার ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । এইমাত্র অর্থ প্রকাশ করিতে যদি ঐ “ইব” শব্দ (“যেন” শব্দ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে তাহাই দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত ; কিন্তু এইমত একান্তাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । যদি “ইব” শব্দের এইমাত্র অভিপ্রায় না হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের উক্তবাক্যের কি অভিপ্রায়, তাহা নির্বাচন করা অসম্ভব । জগৎ অস্তিও নহে নাস্তিও নহে, এইবাক্যের মর্থ অথ কোনপ্রকারে বোধগম্য হইতে পারে না । ব্রহ্মকেই এই জগতের উপাদান বলিয়া সূত্রকার সর্বত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, এবং তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যেরও কোন বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা নাই । কিন্তু ব্রহ্মই যদি জগতের উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ হইলেন, তবে ব্রহ্ম যখন সং. তখন জগৎ কিরূপে অসং বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে ? অতএব জগৎ অসং নহে, ব্রহ্মাত্মক । জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান অথবা অবিজ্ঞা ; ইহাই সম্যক্‌জ্ঞানের

দ্বারা বিনষ্ট হয়। ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল কোন পদার্থ নাই। শাস্ত্রে পূর্বোক্ত “মুক্তিকেতোব সত্যং” ইত্যাদিবাক্যে ঘটশরাবাদির প্রকৃতিভূত মুক্তিকাকেই যে সত্য বলা হইয়াছে, এবং মূঢ়িকার ঘটশরাবাদিকে কেবল নামের দ্বারাই পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্বারা ঘটশরাবাদির অনস্তিত্ব উপদিষ্ট হয় নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের প্রারম্ভে উক্ত বাক্য আছে। কিন্তু ঐ প্রপাঠকেই আর ৪।৫টি বাক্যের পরে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ... কথমসতঃ সজ্জায়তেতি,” উক্ত বাক্যে শ্রুতি স্পষ্টরূপে জগৎকে সং বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং “সৎ” জগতের “অসৎ” কারণ হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া জগৎকারণ যে “সৎ”, তাহা উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহাই “বাচারম্ভণ” বাক্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জগতের এইরূপ মিথ্যাত্ব দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তের সম্মত ; কিন্তু ইহা একান্তাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ।

প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক “অবিষ্টাকল্পিত” জগৎ হইতে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বিভিন্ন বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই অর্থে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় যে, প্রকৃতি এবং অবিষ্টা ঈশ্বরের শক্তি অথবা গুণ ; তিনি সেই শক্তি বা গুণের আশ্রয়। গুণাশ্রয় বস্তু তদাশ্রিত গুণকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান থাকে, সুতরাং ইহাকে গুণ হইতে বিভিন্ন বলা যাইতে পারে। কিন্তু গুণী হইতে গুণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। অতএব ইহারা অভিন্নও বটে। পরন্তু ইহা একান্তা-দ্বৈতবাদ নহে, পক্ষান্তরে ইহাই ভেদাভেদসিদ্ধান্ত। একান্তাদ্বৈতমতে গুণ ও গুণী বলিয়া কোন প্রকার প্রভেদই ব্রহ্মে নাই।

যদি প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক “অবিষ্টা কল্পিত” জগৎ হইতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা শঙ্করাচার্য্যের উক্ত বাক্যের অভিপ্রায়

হয়, তবে ইহা সাংখ্যমত, ইহা বেদব্যাস নিঃশেষরূপে এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে খণ্ডন করিয়াছেন ; ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, স্মৃতরাং আদরণীয় নহে । এবং ইহা একান্তাধৈতমতেরও বিরোধী ।

শঙ্করাচার্য্য পুনরপি বলিয়াছেন যে, অবিভাকৃত উপাধিকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব উল্লিখিত হয় । এই উক্তিও প্রকৃত নহে । অবিভাসম্পন্ন, স্মৃতরাং ভেদবুদ্ধিযুক্ত সংসারী জীব যেমন ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের অধীন ; বিভাসম্পন্ন সমদর্শী সাধকসকলও সেইরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের অধীন ; এমন কি ব্রহ্মবিদ মুক্তপুরুষসকলও ঈশ্বর-নিয়ন্তৃত্বের অনধীন নহেন, তাহা বেদান্তদর্শনের চতুর্থাধ্যায়ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইবে ; এবং মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেও যে কালক্রম সম্যক্ বিদূরিত হয় না এবং তাঁহারাও যে ঈশ্বরাধীন হইয়া নিলিপ্তভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়ন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রথমপুরুষ ভেদবুদ্ধিবর্জিত এবং সমদর্শী, এবং তল্লোকপ্রাপ্ত সকলই জগতের প্রতি সমদর্শী ; কিন্তু তাঁহারা সকলেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের নিয়তির^৭ অধীন । এবং জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়সাধিনী শক্তি ঈশ্বরে নিয়তই অবস্থিত আছে । অতএব কেবল “অবিভাক্রিত” উপাধিভেদকে লক্ষ্য করিয়াই যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব উল্লিখিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে । তবে এই কথা সত্য যে, পরব্রহ্মের পূর্ণ অদ্বৈতস্বরূপে ত্রিকালে প্রকাশিত জগৎ তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া থাকাতে, উক্ত স্বরূপে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এবং নিয়ম্য নিয়ন্তা বলিয়া কিছুই স্ফুরণ নাই । ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই । দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে দ্বৈতত্ব এবং অদ্বৈতত্ব উভয়ই স্বীকৃত । এই শেষোক্ত স্বরূপাবস্থাই ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব ; জীব, জগৎকে তাঁহার স্বীয়স্বরূপ হইতে প্রকটিত করা, এবং সর্বনিয়ন্তারূপে জগৎপারসাদান করাই তাঁহার দ্বৈতত্ব । কিন্তু একান্তাধৈতমতে এই

জগৎপারিসাধন কোনপ্রকারে ব্যাখ্যাত হয় না । বিশেষতঃ একান্তাদ্বৈত-মতে ব্রহ্মের সগুণত্ব নিষিদ্ধ এবং শক্তিমত্তা নিবারিত হওয়াতে, এবং ব্রহ্ম-ভিন্ন অপর কিছুই অস্তিত্ব অস্বীকার্য হওয়াতে, অস্তিত্ববিহীন নামরূপ-বিশিষ্ট জগতে অনুপ্রবেশপূর্বক তাঁহার বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হওয়া এবং সকলের নিম্নস্তা ঈশ্বর বলিয়া গণ্য হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের উক্তিসকল একান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে । বস্তুতঃ ব্রহ্মের শক্তিমত্তা স্বীকার না করিলে ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণরূপে অলীক হয়, এবং জীব জগৎ ও লৌকিক ব্যবহার সমস্তই অসম্ভব ও মুম্পূর্ণ শ্রিত্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; জগতের ব্যবহারিক সত্যত্ব যে শঙ্করাচার্য্য বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকার সঙ্গতি হয় না ; ইহা তাঁহার একান্তাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী । ইহা স্বীকার করিতেই তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত ভঙিত হইয়াছে ।

যতএব শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রণোদিত একান্তাদ্বৈতমত আদরণীয় নহে । ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের ১১শ সূত্রব্যাখ্যানে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিতরূপে বিচার করা হইয়াছে, এবং একান্তাদ্বৈতবাদের দোষসকলও বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে এতৎসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বর্ণিত হইল না । কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদগীতার “ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ” ইত্যাদিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া যে পরমার্থ-বস্তুর সর্ববিধ ব্যবহার লুপ্ত হওয়া-বিষয়ক মত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে উক্তর এই স্থানেই প্রদর্শিত হইতেছে :—
উক্ত শ্লোকটি শ্রীমদ্ভগবদগীতার কর্ম্মসম্যাসযোগনামক পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । এই শ্লোকটি উক্ত পঞ্চমাধ্যায়ের ১৪শ শ্লোক । তৎপূর্বে ৮ম হইতে ১৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত, যেরূপ জ্ঞানকে কর্ম্মসম্যাস বলা যায়, তাহা শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কর্ম্মসম্যাসী যুক্তপুরুষ

কৰ্মসকল সম্পাদন করিয়াও আপনাতে কোন কর্তৃত্ববুদ্ধি পোষণ করেন না ;—

“নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্ত্রেত তত্ত্ববিৎ ।

পশুন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিহ্বল্লভন্ গচ্ছন্ স্বপন্ স্বসন্ ॥ ৮ ।

প্রলপন্ বিশ্বজন্ গৃহ্নন্ নিবল্লিমিষন্পি ।

ইচ্ছিন্নাগ্নিচ্ছিন্নার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ।

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।

লিপ্যাতে ন স হ্যাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মে যুক্তপুরুষ দর্শন শ্রবণ গমন প্রভৃতি সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া, আমি কিছুই করি না, এইরূপ মনে করেন ; ইচ্ছিন্নসকল স্বীয় ব্যাপারে প্রবর্তিত হইতেছে, একী মাত্র তিনি ধারণা করেন । (৮।৯) তিনি ব্রহ্মে সমস্ত কৰ্ম্ম অর্পণ করিয়া কৰ্ম্মে সৰ্ব্বপ্রকার সঙ্গ (কর্তৃত্ববুদ্ধি) বিবর্জিত হইয়া কৰ্ম্মসকল সম্পাদন করিতে থাকেন, এবং পদ্মপত্রের উপরে জল প্রতিষ্ঠিত হইয়াও যেমন তৎসহ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি কৰ্ম্মের দ্বারা আপে লিপ্ত হয়েন না ।

অতঃপর ১১শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিয়াছেন যে, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগিপুরুষ কেবল কায় মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কৰ্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য থাকেন । এবং ১২শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যোগিপুরুষ কৰ্ম্মকল পরিত্যাগ করাতে, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠোৎপন্ন পরমশান্তি লাভ হয় ; কিন্তু সকাম অজ্ঞানী পুরুষ কলে আসক্তিশূন্য হইয়া বন্ধপ্রাপ্ত হয় ।

অতঃপর ১৫শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংগ্ৰহ্যন্তে স্বেধং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুৰ্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥

অর্থাৎ জিতচিত্ত পুরুষ সর্ববিধ কৰ্ম্মকে মনের দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ তাহাতে সম্যক্ আত্মবুদ্ধিবিবজ্জিত হইয়া) নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরীতে সুখে বাস করেন ; তিনি নিজের কোন কৰ্ম্মের কর্ত্তা হয়েন না এবং অপর কাহার দ্বারাও করান না । (অর্থাৎ কোন পুরুষকে কোন কৰ্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করেন না ; তিনি যে নিশ্বাসপ্রশ্বাস করেন না, গমনাদি কৰ্ম্ম করেন না, তাহা নহে ; তৎসমস্ত যে তাঁহার শরীরাদি দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা পূর্বেই ৮ম হইতে ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু যোগী যে তাহাতে সর্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিবিবজ্জিত হয়েন, তাহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় । কারণ যুক্তপুরুষ যে কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহা নানসিক পরিত্যাগ (“মনসা সংগ্রহ”) বলিয়া স্পষ্টরূপে ঐ ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । কৰ্ম্মযোগের প্রথমভূমিতে কৰ্ম্মফলত্যাগ হয়, তদ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে, পরে দ্বিতীয়ভূমিতে কৰ্ম্মে নিজের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হয়, সাধক আপনাকে ও জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাদীন বলিয়া বোধগম্য করেন, সুতরাং তখন তিনি কৰ্ম্মসকলকে বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মতেই অর্পণ করেন ; ইহাই “সর্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংগ্রহ” ইত্যাদিবাক্যে উক্ত ১৩শ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । কিরূপ বুদ্ধিতে তিনি এইরূপে কৰ্ম্মের “সংগ্রহ” করেন, তাহাই তৎপরবর্ত্তী ১৪শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

যথা :—

“ন কর্ত্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকশ্চ সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ত্ততে” ॥ ১৪শ

অর্থাৎ ভগবান্ই প্রভু (সর্বকর্ত্তা, সর্বনিয়ন্তা) ; (সুতরাং) তিনি লোকের সম্বন্ধে কোন কর্ত্তৃত্ব (স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব) অথবা কৰ্ম্ম (স্বাধীন কৰ্ম্ম) অথবা কৰ্ম্মফলসংযোগ সৃষ্টি করেন নাই । স্বভাবই (প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদি) কৰ্ম্ম কর্ত্তৃত্ব ও কৰ্ম্মফলসংযোগরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ।

পূর্বে যে উপদেশ ৮ম ৯ম ও ১০ম শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে, এই চতুর্দশ শ্লোকে তাহারই বিজ্ঞান বিস্তারক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকে কোন স্থানে মুক্তপুরুষের লৌকিকব্যবহার সম্পূর্ণ লোপ প্রাপ্ত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয় না। বরং “স্বভাবস্ত প্রবর্ততে” বাক্য দ্বারা লৌকিকব্যবহারসকল যে বর্তমান থাকে, তাহাই ত্রীভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতাভাষ্যে এই শ্লোক ব্রহ্মের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমচ্ছরীচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ অর্থ করেন যে, পরমাত্মার (প্রভুর) কোন কর্ম অথবা কর্তৃত্ব প্রভৃতি নাই; কর্মসকল অবিজ্ঞাপ্রসূত। বস্তুতঃ লোকের সম্বন্ধে প্রভু ঈশ্বর কোন কর্মাদি সৃষ্টি করেন নাই; ইহাই সূত্রোক্ত “লোকস্ত” শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং পূর্বাঙ্গের সূত্রার্থ পর্যালোচনা করিলে যুক্ত-সম্মাসীর সম্বন্ধেই উক্ত বাক্যসকল উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। বাহ্য হউক, এই স্থলে তৎসম্বন্ধে বিচার নিম্প্রয়োজন। এই স্থলে এই মাত্রই প্রদর্শন করা আবশ্যক যে, যুক্তপুরুষের লৌকিকব্যবহার বিলুপ্ত হয়, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উক্ত শ্লোকের দ্বারা কোন প্রকারে প্রমাণিত হয় না। ঐ শ্লোক শঙ্করাচার্য্যকৃত গীতাভাষ্যেরই অভিপ্রায়ব্যাঞ্জক বলিয়া স্বীকার করিলেও, ইহা দ্বারা এইমাত্রই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থায় কোন ক্রিয়া নাই; কিন্তু মায়াশক্তিও তাঁহারই শক্তি হওয়াতে এবং মায়াশক্তির ক্রিয়া ঐ ব্যাখ্যানুসারেও কখন বিলুপ্ত না হওয়াতে, ব্রহ্মের কর্তৃত্বও বিলুপ্ত হয় না এবং তাহা নিত্য। সূতরাং একান্তদ্বৈতবাদ অপসিদ্ধান্ত বলিয়াই গণ্যকরিতে হইবে।

অধিকন্তু এই পাদে কার্য্যকারণের অভেদত্ব বেদব্যাঙ্গ স্পষ্টরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কারণবস্ত্ত ব্রহ্ম যে সং, তৎসম্বন্ধে বিরোধ নাই; অতএব

কার্য্যবস্তুও সৎ, ইহা কিরূপে অস্বীকার করা যাইতে পারে? জীবের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ থাকা এই পাদে পরবর্ত্তী সূত্রসকলে সুস্পষ্টরূপে বেদব্যাসকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে; সেই সকল সূত্রেরও ব্যাখ্যাস্তর নাই, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। অতএব শ্রুতির উপদেশ ও বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত যে শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট একান্তাধৈতবাদের অনুকূল নহে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

অতঃপর পরিণামবাদসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহার পৃথকরূপে বিচার নিম্নয়োজন; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলা হইল না। ব্রহ্ম স্বরূপাংশে অপরিণামী;• তাঁহার গুণাংশের “পরিণাম” স্বীকার্য্য। তিনি “স্বরূপে” অবিকৃত থাকিয়াও জগৎ প্রকাশিত করেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা—ঈশ্বরত্ব।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৫শ সূত্র। ভাবে চৈতান্যলঙ্কেঃ ॥

ভাষ্য।—কার্য্যস্য কারণাদনন্তত্বং কুতোহবগম্যতে? তত্রাহ, কারণসম্ভাবে সতি, কার্য্যস্য উপলঙ্কেঃ; সমূল্যঃ সৌম্যোমাঃ প্রজাঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

অন্তার্থঃ—কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায়? তদন্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, কারণের সম্ভাব থাকিলেই কার্য্যের জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না; ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব জানা যায়। “হে সৌম্য! এই সকল সৎ-মূলক” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ১মপাদ ১৬শ সূত্র। সম্ভাচ্চাবরস্ত ॥

(অবরস্ত অবরকালীনস্ত পরভবিকস্ত কার্য্যস্ত জগতঃ কারণে ব্রহ্মণি সম্ভাৎ ব্রহ্মান্ননা অবস্থানাৎ তদনন্তত্বম্)

ভাষ্য ।—“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ”-তি সামান্যধিকরণ্যানির্দেশেনাবরকালীনস্ত কার্যাস্ত কারণে সম্ভাব্যদশত্বম্ ।

বাখ্যা :—“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্যরূপজগৎ কারণরূপব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত ছিল ; সুতরাং কার্যের সহিত কারণের অভিন্নত্ব এতদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় ।

এই সূত্রের শাক্তরভাষ্যও ঠিক এই মর্মের । তবে জগতের অলৌকিক ক্রমে সিদ্ধান্ত হইতে পারে ?

২য় অঃ ১ম পাদ ১৭সূত্র। অসদ্ব্যপদেশোন্মৈতি চেন্ন, ধর্মাস্তুরেণ বাক্যশেষাৎ, যুক্তেঃ শব্দাস্তুরাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইতিবাক্যে কার্যাস্ত অসদ্ব্য ব্যপদেশাৎ ন স্মৃক্তেঃ প্রাক্ বৃদ্ধং ইতি চেৎ ; তন্ন ; ধর্মাস্তুরেণ (সূক্ষ্মত্বেন) তাদৃক্ ব্যপদেশাৎ । কুতোহবগম্যতে ? তৎ সদাসীৎ ।” ইতি বাক্যশেষাৎ । যদ্বাসদেব কার্যমুৎপত্ততে তহি বহুৈর্ববাত্তুরোৎপত্তিঃ কুতো নাস্তীতি যুক্তেঃ । “সদেব সৌম্যোদ-মগ্র আসীৎ” ইতি শব্দাস্তুরাচ্চ ।

অন্তার্থঃ—“অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” এই শ্রুতিবাক্যে উৎপত্তির পূর্বে জগৎ “অসৎ” ছিল বলিয়া যে উক্তি আছে, তদ্বারা সৃষ্টির পূর্বে জগতের অস্তিত্ব না থাকা প্রমাণ হয় ; যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তাহা সংসিদ্ধান্ত নহে ; কারণ, জগৎ তখন নামরূপে প্রকাশিত না থাকিয়া সূক্ষ্ম অপ্রকাশ-ধর্মবিশিষ্ট অবস্থায় ছিল, ইহাই ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য । ইহাই যে শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহা ঐ বাক্যের শেষভাগ (“তৎ সদাসীৎ”) দৃষ্টে স্পষ্ট উপপন্ন হয় । যদি অসৎ কার্যেরই উৎপত্তি হয়, তবে বহি হইতে ববাদির অনুরোৎপত্তি কেন হয় না, ইত্যাদিবুক্তি দৃষ্টেও তাহাই সিদ্ধান্ত

হয় । এবং “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যান্তর দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয় ।

শঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের ব্যাখ্যা এই প্রকারেই করা হইয়াছে যথা:-

“ননু কচিদসম্বমপি প্রাগুৎপত্তে: কার্যাস্ত্র ব্যাপদিশতি শ্রুতি: “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইতি...। তস্মাদসদ্ব্যাপদেশান্ন প্রাগুৎপত্তে: কার্যাস্ত্র সম্বমিতি চেৎ, নেতি ক্রম: । কিং তর্হি । ব্যাকৃতনামরূপত্বাদ্ব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্মাস্তরম্ । তেন ধর্মাস্তরেণায়মসদ্ব্যাপদেশ: ; প্রাগুৎপত্তে: সত এব কার্যাস্ত্র কারণকপেণানন্ত্র । কথমেতদবগম্যতে ? ব্যাক্যশ্চেবাৎ...“তৎ সদাসীৎ”ইতি ।

অন্তর্গতঃ—পরন্তু শ্রুতি কোন কোন স্থলে এইরূপও বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্যভূত জগৎ “অসৎ” ছিল ; যথা “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি । অতএব “অসৎ” বলিতে উৎপত্তির পূর্বে কার্যভূত জগৎ একান্তই ছিল না, এইরূপ প্রতিপন্ন হয় । যদি এইরূপ বল, তবে আমরা বলি, না, ইহা সত্য নহে । নামরূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হওয়া এবং নামরূপে প্রকাশিত না হওয়া, এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম ; নামরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ধর্মাস্তরে বর্তমান ছিল, এইমাত্র উক্ত “অসৎ” শব্দের অর্থ ; উৎপত্তির পূর্বে সংকার্যেরই তাহা হইতে অভিন্ন কারণরূপে অবস্থিতি শ্রুতি উক্ত স্থলে এ উপদেশ করিয়াছেন । “তৎ সদাসীৎ” এই ব্যাক্যশেষ দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায় । ইত্যাদি ।

এইস্থলে “কার্যকে” (জগৎকে) সৎ বলিয়া সূত্রকারের অভিপ্রায় মতে শঙ্করাচার্য্যও ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলেন । এইরূপ প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হইবে ।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৮সূত্র । পটবচ্চ ॥

ভাষ্য ।—যথা চ পূর্ব্বং সংবেষ্টিতঃ পশ্চাৎ প্রসারিতঃ পট-স্তব্ধবিশ্বম্ ।

ব্যাখ্যা :—সংবেষ্টিত বস্তু (ভাজকরা, ঢাকা বস্তু) যেমন প্রসারিত হয়, তদ্বৎ বিশ্বও অপ্রকাশ অবস্থা হইতে প্রকাশিত হয় ।

শাক্তরত্নাষোড়শ সূত্রার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা :—“সং-বেষ্টিতপটপ্রসারিতপটত্বান্নৈবানন্তং কারণং কার্যামিত্যর্থঃ ।” সংবেষ্টিত পট ও প্রসারিত পট যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ কার্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৯ সূত্র । যথা চ প্রাণাদিঃ ॥

ভাষ্য ।—যথা চ প্রাণাপানাদি বায়ুঃ প্রাণায়ামাদিনা নিরুদ্ধঃ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে, বিগতনিরোধশ্চাজ্জসা তত্তদ্রূপেণাবগৃহ্যতে তথৈদমপি ।

ব্যাখ্যা :—প্রাণায়াম দ্বারা যেমন প্রাণাপানাদি বায়ুসকল নিরুদ্ধ হইয়া মুখ্যপ্রাণে লীন থাকে, পরে নিরোধ ভঙ্গ হইলে, পুনরায় প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ বিশ্বও পরমাত্মায় লীন থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয় ।

শাক্তরত্নাষোড়শ এই সূত্রের অর্থ অবিকল এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এবং ব্যাখ্যাস্তে সিদ্ধান্ত এইরূপ করা হইয়াছে যে :—

“অতশ্চ কৃৎস্নশ্চ জগতো ব্রহ্মকার্যত্বাৎ তদনন্তত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রোতী প্রতিজ্ঞা “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যহমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ।”

অন্তার্থ :—জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায়, শ্রুতির প্রতিজ্ঞাও স্থিরীকৃত থাকে । যথা, শ্রুতি বলিয়াছেন “যাঁহার শ্রবণে সকলে শ্রুত হয় যাঁহার চিন্তনে সকলের চিন্তা হয়, যাঁহার বিজ্ঞান হইলে সকল বিজ্ঞাত হয় ।”

২য় অঃ ১ম পাদ ২০ সূত্র । ইতরব্যপদেশাঙ্কিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ॥

(ইতরশ্চ জীবশ্চ ব্যাপদেশাৎ ব্রহ্মত্বকথনাৎ, হিত-অকরণ-আদি-দোষ-প্রসক্তিঃ । হিতাকরণম্ অনিষ্টকরণং, স্বকীয়-অনিষ্টকরণং ; তদা অহিত-করণাদি ব্রহ্মণঃ দোষপ্রসক্তির্ভবেৎ ইতি আক্ষেপঃ) ।

ভাষ্য ।—আক্ষেপঃ, ব্রহ্মাকারণবাদে “অয়মাত্মা ব্রহ্মে”-তি জীবশ্চ ব্রহ্মত্বনিরূপণাৎ সর্বব্রহ্মেশালয়জগজ্জননেনাত্মনো হিতা-করণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥

ব্যাখ্যা :—জগৎসম্বন্ধে আপত্তি খণ্ডিত হইল, এইক্ষণে জীবের ব্রহ্মত্ব-বিষয়ে অপর আপত্তি কথিত হইতেছে, যথা ?—

“এই আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাক্যে জীবেরও ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিলে, ব্রহ্ম নিজে নিজের অহিতাচরণ করেন, এই দোষ হয় ; কারণ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ক্লেশ ব্রহ্ম নিজে নিজের সম্বন্ধে সৃষ্টি করেন, ইহা কি সম্ভব ? তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় কিরূপে ? ।

উত্তর :—

২য় অঃ ১ম পাদ ২১ সূত্র । অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ ॥

(তুশব্দঃ পূর্বপক্ষনিরাশার্থঃ । ভেদনির্দেশাৎ জীবাত্তিন্নতয়াপি ব্রহ্মণে নির্দেশাৎ জীবাদধিকং ব্রহ্ম) ।

ভাষ্য ।—তৎপরিহারঃ । সুখদুঃখভোক্তৃঃ শারীরাদধিকমুৎ-কৃষ্টিং ব্রহ্মজগৎকর্তৃ ক্রমঃ, “আত্মানমন্তরো যময়তি” ইতি ভেদব্যপদেশান্ন তয়োরত্যস্তাভেদোহস্তি যতো হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ স্যাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—উত্তর—শ্রুতি যেমন জীবের ব্রহ্ম হইতে অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, তজ্জপ ব্রহ্মের আবার সুখদুঃখাদির ভোক্তা জীব হইতে ভেদও

নির্দেশ করিয়াছেন। যথা “আত্মানমন্তরো যমরতি” ইত্যাদি বাক্যে
শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ নিবারিত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম
জীব হইতে অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্মের জন্মমরণাদি
ক্লেশ নাই ; এবং ব্রহ্মে “হিতাকরণ”-রূপ দোষ হয় না।

এইস্থলে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদসম্বন্ধ স্পষ্টরূপে উক্ত হইল। শঙ্করাচার্য্যও
এই সূত্রব্যাখ্যানে ভেদসম্বন্ধ স্থাপন করাই যে সূত্রকারের অভিপ্রায়,
তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন :—“ভেদ-
নির্দেশাৎ, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ...ইত্যেবজ্ঞাতীয়কঃ কর্তৃকশ্চাভিভেদ-
নির্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি।” ইত্যাদি।

অন্তর্থাৎ—জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন, “আত্মা
বা অরে দ্রষ্টব্য” ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে জীবকর্তৃক দ্রষ্টব্য, মন্তব্য প্রভৃতি
রূপে ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রুতি ব্রহ্মের জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রদর্শন
করিয়াছেন। অতএব উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে।

২য় অঃ ১ম পাদ ২২ সূত্র। অশ্মাদিবচ্চ, তদনুপপত্তিঃ ॥

৭ (তদনুপপত্তিঃ = ন পরোক্তহিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তেকপপত্তিঃ)

ভাষ্য।—ভূবিকারবজ্রবৈদূর্য্যাদিবদ্রুক্ষাভিমোহপি ক্ষেত্রজঃ
স্বস্বরূপতো ভিন্নএবাতঃ পরোক্তানুপপত্তিঃ ।

ব্যাখ্যা :—বজ্র বৈদূর্য্যাদি যেমন পৃথিবীরই বিকার, বস্তুতঃ পৃথিবী
হইতে অভিন্ন ; পরন্তু স্বীয় বিকৃতরূপে পৃথিবী হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ জীবও
বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও স্বীয় নামাদিবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন। অতএব “হিতাকরণ” প্রভৃতিবিষয়ক আপত্তি সঙ্গত নহে।

শঙ্করভাষ্যেও সূত্রব্যাখ্যা এইরূপই।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৩ সূত্র। উপসংহারদর্শনামেতি চেষ্ট
ক্ষীরবন্ধি ॥

ভাষ্য ।—(উপসংহারদর্শনাৎ কার্যনিষ্পাদকসামগ্রীসংগ্রহ-
দর্শনাৎ) কুন্তকারাদীনাম্ অনেকোপকরণোপসংহারদর্শনাৎ
বাহ্যোপকরণরহিতং ব্রহ্ম ন জগৎকারণম, ইতি চেন্ন হি যতঃ
ক্ষীরবৎ কার্য্যাকারেণ ব্রহ্ম পরিণমতে স্বকীয়সাধারণশক্তিমত্বাৎ ॥

অন্ত্যর্থঃ—কুন্তকারাদিস্থলে দৃষ্ট হয় যে বাহ্য উপকরণের সাহায্য ভিন্ন
ঘটাদি নিষ্পন্ন হয় না ; তদৃষ্টে উপকরণরহিত ব্রহ্মের জগৎকারণতা নাই বলা
বাইতে পারে না ; কারণ উপকরণের প্রয়োজন সকলস্থলে দৃষ্ট হয় না ।
তুং স্বতঃই দধিরূপে পরিণত হয় । • তদ্রূপে ব্রহ্মও স্বকীয় অসাধারণ
শক্তিদ্বারা কার্য্যাকারে পরিণত হয়েন । শাক্তরভাষ্যেও সূত্রার্থ ঠিক এইরূপই
করা হইয়াছে । অধিকন্তু শাক্তরভাষ্যে ব্রহ্মের এই শক্তিমত্তাবিষয়ে নিম্ন-
লিখিত শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে যথা—

“ন তস্ম কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্বতে,

“ন তৎসমশ্চাত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে ।

“পরাস্ম শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে

“স্বাভাবিকৌ জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।”

২য় অঃ ১ম পাদ ২৪ সূত্র । দেবাদি বদপি লোকে ॥

ভাষ্য ।—যথা দেবাদয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রেন স্বাপেক্ষিতং স্বজন্তি,
তথা ভগবানপি ।

ব্যাখ্যা :—দেবতা ও সিদ্ধপুরুষগণ স্বীয় সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা বিশেষ
বিশেষ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ ; তদ্বৎ ঈশ্বরও সঙ্কল্প-
মাত্রই জগৎ সৃষ্টি করেন ।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৫ সূত্র । কুৎসপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-
কোপো বা ॥

(কোপঃ ব্যাকোপঃ—বিরোধঃ)

ভাষ্য ।—আক্ষিপতি ; ব্রহ্মণো জগৎপ্রকৃতিস্বৈ তন্নিরবয়-
বত্বাদীকারে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, স্বাবয়বস্বৈ নিরবয়বত্ববা-
দি-শাস্ত্র-
বিরুদ্ধাৎ ।

ব্যাখ্যা :—পুনরায় আপত্তি বর্ণিত হইতেছে:—ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব
বলিয়া স্বীকার্য্য, সুতরাং তাঁহার যে কোন ভাগ হইতে পারে না ইহাও
অবশ্য স্বীকার্য্য ; তখন ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলিলে তিনি
সৰ্ব্বাংশেই জগৎরূপে পরিণত হইবেন (তাঁহার কোন অংশ পরিণাম প্রাপ্ত
না হইয়া জগতের অতীতরূপে থাকে, ইহা বলিতে পারা যায় না) ইহা
স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং জগৎ ভিন্ন ব্রহ্ম বলিয়া আর কিছু থাকে না ।
এই দোষ পরিহার করিবার জন্ত যদি তাঁহাকে সাবয়ব বলা যায় এবং
তিনি একাংশে জগৎরূপে পরিণত হইয়া অপরাংশে তদতীত থাকেন,
এইরূপ বলিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে তাঁহার
নিরবয়বত্ববিষয়ক ঐতিবাক্যসকলের সহিত বিরোধ হয় । অতএব ব্রহ্মকে
জগতের উপাদানকারণ বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ।

এই আপত্তির উত্তর নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে ।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৬ সূত্র । শ্রুতেন্ত্র, শব্দমূলত্বাৎ ।

ভাষ্য ।—তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষনিষেধার্থঃ নহি কৃৎস্নপ্রসক্তি-
নিরবয়বশব্দকোপশ্চ ; কুতঃ ? “শ্রুতেঃ” জগদভিন্ননিমিত্তো-
পাদানত্বজগদ্বিলক্ষণত্বপরিণতশক্তিমত্ববিষয়কঐতিকদম্বাদিত্যর্থঃ ।
তথাচ শ্রুতয়ঃ “সোহকাময়ত বহু স্ত্রাং” “স্বয়মাত্মানমকুরুত”,
“তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ”, “যথোর্গনাভিঃ সৃজতে তথা
পুরুষাস্তবতি বিশ্বং” ইত্যাদিঃ । শব্দমূলত্বাৎ অন্তঃ নির্মূলম্ ।

“এতদাত্ম্যমিদং সর্ববৎ” “সর্ববৎ খন্দিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুতি-
ব্যাকোপশ্চ ভবেদিত্যর্থঃ ।

ব্যাখ্যা:—পরন্তু এই আপত্তি সঙ্গত নহে ; পূর্বোক্ত বিরোধ স্বীকার্য্য
নহে ; কারণ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও
উপাদান এই উভয় কারণ, তিনি জগৎ হইতে অতীত থাকিয়া জগদ্রূপ
পরিণাম প্রাপ্ত হইবার শক্তিবিশিষ্ট, এইরূপ মর্মে বহুসংখ্যক শ্রুতি
আছে । যথা “তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন,” “স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি
করিলেন,” “জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুরূপ হইলেন,” “যেমন
উর্ণানাত জাল সৃষ্টি করে, তদ্রূপ পুরুষ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হয়” । ইত্যাদি ।
“এই বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক” “এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্য দ্বারা
ব্রহ্ম জগদতীত হইলেও তিনিই জগতের উপাদানকারণ বলিয়া স্থিরীকৃত
হইয়াছেন, সূতরাং শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধে কেবল তর্কের উপর নির্ভর
করিয়া তদ্বিরুদ্ধ মত সকল গ্রহণ করা যাইতে পারে না ।

শাক্তরভাষ্যেও সূত্রার্থ এইরূপই করা হইয়াছে, যথা : —

“ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি । কুতঃ ? শ্রুতেঃ । যথৈব হি ব্রহ্মণো
জগদুৎপত্তিঃ শ্রুতে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোবহানং শ্রুতে ।”
ইত্যাদি ।

অর্থার্থ :—ব্রহ্মের জগদুৎপাদনত্ব দ্বারা তাঁহার জগদ্রূপত্ব মাত্র সিদ্ধান্ত
হয় না ; কারণ শ্রুতি এক দিকে যেমন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা
করিয়াছেন, তদ্রূপ অপরদিকে বিকারস্থানীয় জগতের অতীত হইয়া ব্রহ্মের
অবস্থিতিও শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন । ইত্যাদি ।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৭ শ্লোক । আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ।

ভাষ্য ।—আত্মনিচ জীবে প্রাপ্তৈশ্বর্য্যো অপ্ৰাপ্তৈশ্বর্য্যো চ

দেবাদিশরীরক্ষেত্রে যদা নানাবিকৃত্যঃ সঙ্গতাঃ সন্তি, তদা সর্ব-
শক্তৌ সর্বৈশ্বরে জগৎকারণে কাহ্মুপপত্তিঃ ॥

ব্যাখ্যা :—(সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ জীবাত্মারও) ক্ষেত্রে পুরুষ এবং দেবাদিরও যখন বিচিত্র সৃষ্টিরচনা দৃষ্ট হয়, তখন সর্বৈশ্বর সর্বশক্তিমান জগৎকারণ পরমাত্মার এইরূপ শক্তি থাকা স্বীকারে কি আপত্তি হইতে পারে ? (সাধারণ জীবও মনের দ্বারা, বহুবিধ সৃষ্টিরচনা করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে অভীতরূপে থাকে ; সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষগণের এবং হিরণ্যগর্ভাদির বিচিত্র সৃষ্টিশক্তি থাকা শাস্ত্রে ও শ্লোকে প্রসিদ্ধ আছে । তাঁহাদেরও যখন এইরূপ শক্তি আছে, তখন বিশ্বত্ৰী জৈশ্বরের এইরূপ শক্তি থাকা স্বীকারে কি দোষ হইতে পারে ?)

২য় অঃ ১ম পাদ ২৮ শ্লোক । স্বপক্ষে দোষাচ্চ ।

ভাষ্য ।—অস্মৎপক্ষস্তিষ্ঠতু, স্বপক্ষেহপি ভবদুক্তদোষাপাতা-
ন্যুকীভাবো যুক্তঃ ॥

ব্যাখ্যা :—প্রতিপক্ষেও এতৎ সমস্ত দোষ আছে ; সুতরাং এই দোষ দেখাইয়া প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের অপলাপ করা যাইতে পারে না । অতএব এতৎসম্বন্ধে মূক হওয়াই কর্তব্য । বৈশেষিকদিগের নিরবয়ব পরমাণু অপূর্ণ নিরবয়ব পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে হইলে সর্বাত্মশেই যুক্ত হইবে, তাহা হইলে আর তদ্ব্যোগে অবয়ব প্রকাশ হইতে পারে না । এইরূপ নিরবয়ব প্রধান হইতেও অবয়বপ্রকাশ কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না । এই সকল যাহা জগতের উপাদান বলিয়া সাংখ্য ও বৈশেষিকেরা কল্পনা করেন, তাহা তাঁহাদের মতেই নিরবয়ব হওয়ায়, নিরবয়ব উপাদানের দ্বারা সাবয়বস্বত্ব সৃষ্ট হইতে পারে না । অতএব আপত্তিকারীর তর্কেতে তাঁহাদের নিজমতও অনবস্থাপিত হয়) ।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৯ সূত্র । সর্ব্বোপেতা চ সা তদদর্শনাৎ ।

ভাষ্য ।—“পরাহন্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-
বলক্রিয়া চে”-তাদিশ্রুতেঃ সা দেবতা সর্ব্বশক্ত্যুপেতা সর্ব্বং
কর্ত্তুং সমর্থী ভবতি ॥

ব্যাখ্যা :—সেই পরদেবতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; সূতরাং সমস্তই করিতে
পারেন । শ্রুতি “পরাহন্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া
চ” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩০ সূত্র । বিকরণীহ্মোতি চেত্তদুক্তম্ ।

ভাষ্য ।—(বিকরণত্বাৎ নিরিন্দ্রিয়ত্বাৎ) “ন তস্মৈ কার্য্যং করণং
চ বিভৃতে” ইতি করণনিষেধাৎ সর্ব্বশক্ত্যুপেতস্তাপি জগৎকর্ত্তৃত্বং
ন সংগচ্ছতে, ইতি চেৎ অত্র বক্তব্যমুত্তরং যৎ তৎপূর্ব্ব-
ত্রোক্তমেব ।

অন্তার্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মের কোন করণ (ইন্দ্রিয়) নাই ;
সুতরাং তিনি করণশূন্য হওয়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব
সম্ভবে না ; এইরূপ আপত্তি হইলে, পূর্বে যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছে,
তৎসমস্তই এই আপত্তির উত্তর বলিয়া জানিবে । (এতৎ সমস্ত দোষ
সাংখ্য ও বৈশেষিক মতেও আছে ইত্যাদি) ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩১ সূত্র । ন, প্রয়োজনবত্বাৎ ॥

ভাষ্য ।—ননু নিত্যাবাপ্তসমস্তকামঃ পরঃ কর্ত্তা ন, কুতঃ ?
কর্ত্তুঃ প্রবৃন্তেঃ প্রয়োজনবত্বাদিতি ।

ব্যাখ্যা :—যদি ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা বলা যায়, তবে তিনি ঈশ্বর হইতে
পারেন না ; জগৎকর্ত্তা হইলে তিনি জীববৎ প্রয়োজনবিশিষ্ট হইয়া

পড়িলেন ; কারণ, প্রয়োজনভিন্ন কেহ কখন কোন কার্য্য করে না ।
 “নিত্যাবাপ্তমমন্তকামঃ” (নিত্যই পরিপূর্ণকাম—সৰ্ব্ববিধ কামনারহিত)
 বলিয়া যে শ্রুতি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া পড়িল ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩২ সূত্র । লোকবন্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥

(লীলাকৈবল্যম্ লীলামাত্রং, লোকবৎ) ।

ভাষ্য ।—তত্রোচ্যতে, পরশ্চৈতদ্রচনাদিলোকপ্রসিক্কনূপত্যা দি-
 ক্রীড়ামাত্রমিব যুক্ত্যতে ॥

ব্যাখ্যা :—উক্ত আপত্তির উত্তর :—ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন পূরণের
 নিমিত্ত সৃষ্টি রচিত নহে, সৃষ্টি তাঁহার ক্রীড়ামাত্র । ঐশ্বর্য্যশালী লোকেও
 বিনা প্রয়োজনে ক্রীড়াচ্ছলে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্বৎ সৃষ্টিও ব্রহ্মের
 লীলামাত্র ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩৩ সূত্র । বৈষম্যনৈর্ঘ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ
 তথাহি দর্শয়তি ॥

(ভাষ্য ।—বিষমসৃষ্টিসংহারাদিনিমিত্তবৈষম্যনৈর্ঘ্যে জীবকর্ম্ম-
 সাপেক্ষত্বাৎ পর্জন্ত্যস্তেব জগজ্জন্মাদিকর্ত্ত্বুর্ন স্মাতাং, তথৈব দর্শয়তি ।
 “পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা পাপং পাপেনে”-তি শ্রুতিঃ ।

ব্যাখ্যা :—ধনী, দরিদ্র, উত্তম, অধম ভেদে সৃষ্টি ও সংহারাদি দ্বারা
 ব্রহ্মের বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈর্ঘ্য (নির্দয়তা) প্রকাশিত হয় না ;
 কারণ লোকের সুখদুঃখাদি বিভিন্ন ফলভোগ তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম-
 সাপেক্ষ ; পর্জন্তের বিষমাকুরোৎপাদন যেমন বীজের বিভিন্নত্বসাপেক্ষ,
 এইস্থলেও তদ্রূপ । শ্রুতিও এইরূপই বলিয়াছেন । (শ্রুতি যথা :—
 “পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপং পাপেন কর্ম্মণা, সাধুকারী সাধুভবতি
 পাপকারী পাপীভবতি” ইত্যাদি ।

২য় ২অঃ ১ম পাদ ৩৪ সূত্র । ন কৰ্ম্মাবিভাগাদিতি চেম্মাহনাদি-
ত্বাদুপপাদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ।

কৰ্ম্মাবিভাগাৎ ন, ইতি চেৎ (সূত্রে: প্রাক্ “সদেব সৌমোদমগ্র আসী-
দেকম্” ইত্যাদৌ অবিভাগশ্রবণাৎ কৰ্ম্মসাপেক্ষত্বং পরন্তু ন সংগচ্ছতে, ইতি
চেৎ) ন, কৰ্ম্মণাং পূৰ্ব্বসৃষ্টিস্থজীবকৃতানামনাদিত্বাৎ চকারাৎ পূৰ্ব্বসৃষ্টিং
বিনা অকস্মাদন্তরসৃষ্টিরমুপপত্তেচ । এবঞ্চ “সূৰ্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা-
পূৰ্ব্বমকল্পয়ৎ” ইত্যাদিনা সৃষ্টিপ্রবাহন্তু অনাদিত্বমুপলভ্যতে ইত্যর্থঃ । *

অন্তার্থঃ—জীবের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্মাপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর ফল দান
করেন, এই উক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ সৃষ্টির পূৰ্বে জীব ও ব্রহ্মে কোন
ভেদ ছিল না, ইহা “সদেব সৌমোদমগ্র আসীৎ একম্” ইত্যাদি শ্রুতি
স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ; সুতরাং সৃষ্টির প্রাৰ্ভাবকালে তিনি বিভিন্ন জীবকে
বিভিন্ন প্রকার শক্তি দিয়া সৃষ্টি করাতে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্মের বৈষম্যে ঈশ্বরেরই
পক্ষপাতিত্ব বলিতে হইবে । এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তাহাও
সঙ্গত নহে । কারণ জীবের কৰ্ম্ম অনাদি, এই সৃষ্টির পূৰ্বেই সৃষ্টিই
জীবের কৃত কৰ্ম্মসকল এই সৃষ্টির পূৰ্বেও বর্তমান ছিল ; বর্তমান সৃষ্টি
প্রকাশিত হইলে পূৰ্ব্বসৃষ্টিকৃত কৰ্ম্মানুসারে পুনরায় ফলসকল প্রদত্ত
হইতে থাকে (যেমন নিদ্রার পূৰ্বেই সংস্কার নিদ্রাভঙ্গের পরে উদয় হইয়া
ফলদান করে, তজ্রূপ) । যুক্তি দ্বারাও সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় ;
অকস্মাৎ সৃষ্টি প্রবর্তিত হইল, ইহা যুক্তিসিদ্ধও নহে । এবঞ্চ শ্রুতি স্মৃতি
প্রভৃতি সৰ্ব্বশাস্ত্রে, প্রবাহের ত্রায় সংসারের অনাদিত্বের উল্লেখ আছে,

* ভাষ্য ।—নহু “সদেব সৌমোদমগ্র আসীৎ একম্”-তি সূত্রে: প্রাগবিভাগশ্রবণাৎ-
কৰ্ম্মসাপেক্ষত্বং পরন্তু ন সংগচ্ছতে, ইতি চেৎ, কৰ্ম্মণাং পূৰ্ব্বসৃষ্টিস্থজীবকৃতানামনাদিত্বাৎ-
তদানীমপি সৰ্ব্বাণ্যপূৰ্ব্বসৃষ্টিরপি অকস্মাদন্তরসৃষ্টিরমুপপত্ত্যোপপদ্যতে চ । “সূৰ্য্যচন্দ্রমসৌ
ধাতা যথাপূৰ্ব্বমকল্পয়তি” ইত্যাদৌপলভ্যতে ষাপি ।

যথা—“সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূৰ্ব্বমকল্পয়ৎ” (পূৰ্বে যেরূপ ছিল, তদ্রূপ বিধাতা চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টিরচনা করিলেন) ইত্যাদি ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩৫শ্লোক । সৰ্ববিশ্বমোপপত্তেশ্চ ।

ভাষ্য ।—যে যে ধৰ্ম্মাঃ কারণে প্রসিদ্ধান্তেষাং সৰ্বেষাং কারণ-
ধৰ্ম্মাণাং ব্রহ্মণ্যোবোপপত্তেশ্চাবিরোধসিদ্ধিঃ ।

ব্যাখ্যা :—যে যে ধৰ্ম্ম জগৎকারণে প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মে
প্রতিপন্ন হয়, অপরে হয় না ; অতএব ব্রহ্মকর্তৃত্ববাদ সঙ্গত সিদ্ধান্ত ।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ ॥

/ — —

ও শ্রীগুরবে নমঃ ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ ।

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদসম্বন্ধে স্মৃতি ও যুক্তি-বলে যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়া শ্রুতি-সিদ্ধ উক্ত মত স্থাপন করা হইয়াছে । তদ্বিষয়ে শিষ্যের মতি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি-বিষয়ক অপর মত সকল এই পাদে খণ্ডিত হইবে ।

২য় অঃ ২য় পাদ ১স্থত্র । রচনাহনুপপত্তেচ্চ নাহনুমানম্ ॥

ভাষ্য ।—প্রধানমনুমানগম্যং ন জগৎকারণং ; কুতঃ ? সৃজ্য-
রচনানভিজ্ঞান্ততো বিবিধরচনানুপপত্তেচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—কেবল অনুমানগম্য সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান জগৎকারণ
নহে ; কারণ বিচিত্র রচনা-কৌশল যাহা জগতে দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান
অচেতন প্রধানের নাই ; অতএব প্রধানের দ্বারা জগৎরচনা যুক্তি দ্বারাও
উপপন্ন হয় না ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২স্থত্র । প্রবৃত্তেচ্চ ॥

ভাষ্য ।—স্বতঃ প্রবৃত্ত্যানুপপত্তেচ্চ নানুমানম্ ।

ব্যাখ্যা :—অচেতনের স্বতঃ কার্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; অতএব
অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব যুক্তিতঃ অসিদ্ধ ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩মত্ৰ । পয়োহম্বুবচেৎ তত্রাপি ॥

ভাষ্য ।—নমু কীরাদিবৎ স্বয়ং প্রধানং জগজ্জন্মান্দৌ প্রবর্ততে ইতি চেৎ, তত্রাপি পরঃ প্রেরকো “যোহম্পু তিষ্ঠন্নি”-ত্যাদিনা প্রযতে ।

ব্যাখ্যা :—দুগ্ধ যেমন আপনা হইতে বৎস-মুখে ক্ষরিত হয়, এবং আকাশস্থ অম্বু যেমন আপনা হইতে বৃষ্টিরূপে জীবোপকারার্থ পতিত হয়, তৎসং অচেতন প্রধানও আপনা হইতে জগজ্জপে পরিণত হয়, ইহাও বলিতে পার না ; কারণ সেই সৰ্বল স্থলে অপর সেই সেই কার্যের প্রেরক । (বৎসবৎসলা দেখে স্নেহবশতঃ দুগ্ধ ক্ষরণ করে । অম্বুও আপনা হইতে বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় না, হিমের দ্বারা জলাকারে পরিণত হয়, এবং নিম্নস্থ পৃথিবী আকর্ষণ করে বলিয়া পতিত হয়, স্বতঃ নহে ; এবঞ্চ ক্রতি “যোহম্পু তিষ্ঠন্নি” ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মেরই তৎসম্বন্ধে প্রবর্তকত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪মত্ৰ । ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥

([প্রধানব্যতিরিক্তঃ ন কিঞ্চিদপি তৎপ্রবর্তকোহস্তি, পুরুষশ্চ নিত্যনিরপেক্ষঃ, তস্মাৎ ন প্রধানকার্য্যত্বম্] ।

ভাষ্য ।—প্রাপ্তেনাহনধিক্তিতং প্রধানং ন জগৎকারণং, কুতঃ ? তদ্যতিরিক্তস্ত সহকার্য্যস্তরস্থানবস্থিতের্থতস্তব তদনপেক্ষত্বাৎ ।

ব্যাখ্যা :—যদি বল, পুরুষসহযোগে প্রধানের কর্ম্মচেষ্টা হয়, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, সাংখ্যমতে প্রধানের অতিরিক্ত তাহার প্রবর্তক অপর কিছু নাই, এবং পুরুষও সাংখ্যমতে নিত্য নিঃস্বর্ণস্বভাব হওয়াতে সর্বদাই উদাসীন, প্রধানের পরিচালক নহেন । সুতরাং অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ববাদ যুক্তিতঃ সিদ্ধ নহে । অথবা প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত

না হওয়ার প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না ; কারণ সাংখ্যমতে প্রধানের সহকারী অন্ত কারণ নাই, প্রধান স্বতন্ত্র অস্ত্রের অপেক্ষা করে না ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৫ শ্লোক । অন্যত্রোভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥

ভাষ্য ।—অন্যত্রোভাবাচ্চ তৃণাদৌ ক্ষীরাকারেণ পরিণামা-
ভাবাৎ ধেন্বাদ্যপভুক্তং তৃণাদি যথা স্বতঃ ক্ষীরীভবতি তথাহব্যাক্ত-
মপি মহদাত্মাকারেণ পরিণমতে ইতি বক্তব্যম্ ।

ব্যাখ্যা :—ধেনুভুক্ত তৃণাদি যেমন আপনা হইতে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়,
তদ্রূপ প্রধানও আপনা হইতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলিতে পার না ;
কারণ ধেনুভিন্ন অন্যত্র তৃণের দুগ্ধরূপে পরিণাম দৃষ্ট হয় না ।
মাঁড় তৃণ ভক্ষণ করিলে, তাহার শরীরে তৃণ দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না ;
অতএব কারণান্তর স্বীকার না করিলে, অচেতন প্রধানের সৃষ্টিপরিণাম
কোন প্রকারে সম্ভব হয় না ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৬ শ্লোক । অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ।

(অভ্যুপগমেহপি, প্রধানস্ত কথঞ্চিৎ প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমেহপি, অর্থাভাবাৎ
তস্ত অচেতনত্বেন প্রবৃত্তিপ্রয়োজনাসম্ভবাৎ নানুমানম্) ।

ভাষ্য ।—কথঞ্চিৎপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমেহপি প্রধানং কারণং ন
ভবতি, তস্মাচ্চেতনত্বেন প্রবৃত্তিপ্রয়োজনাসম্ভবাৎ ।

ব্যাখ্যা :—প্রধানের পরিণামসামর্থ্য থাকা কোন প্রকার কল্পনা করিয়া
লইলেও, প্রধানের দ্বারা সৃষ্টিরচনা সিদ্ধ হইতে পারে না ; কারণ প্রধান স্বয়ং
অচেতন ; তাহার নিজের কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হওয়ার
সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু সাংখ্যমতেও ইহা স্বীকার্য যে, জগদ্রচনার
ভোগ ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থসাধনচেষ্টা সর্বত্র দৃষ্ট হয় । অতএব
সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব যুক্তিবলেও সিদ্ধ হয় না ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৭ সূত্র । পুরুষাশ্রয়বদিতি চেৎ তথাপি ॥

(পুরুষবৎ, অশ্রয়বৎ ইতি চেৎ, তথাপি নৈব দোষাৎ নির্মোক্ষঃ) ॥

ভাষ্য ।—যথা পশু-রক্ষমশ্যাপঃ প্রবর্তয়তি তথা পুরুষঃ প্রধান-
মিতি চেত্তথাত্বে নিক্রিয়ত্বাহভ্যাপগমবিরোধঃ । প্রধানস্ত পর-
প্রের্যত্বেন জগৎকারণত্বেহপ্রাধান্যপ্রসঙ্গঃ ।

ব্যাখ্যা :—অন্ধ ও পশু-পুরুষের দৃষ্টান্ত (পশুব্যক্তি অন্ধের স্বন্ধে আরোহণ
করিয়া পথ দেখায়, অন্ধ তদনুসারে পথ চলে, তদ্রূপ পরিণামশক্তিব্যক্ত
প্রধান ও অপরিণামী পুরুষ, পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও, উভয়ের
উক্ত প্রকার যোগে সৃষ্টি হয়, এই দৃষ্টান্ত) এবং চুষকপ্রস্তর ও লৌহের
দৃষ্টান্ত (চুষক যেমন পৃথক থাকিয়াও লৌহকে চালায়, এই দৃষ্টান্ত) দ্বারা
কলসিদ্ধি হয় না, তাহাতেও দোষ পড়ে ; কারণ তাহাতে পুরুষের
সম্পূর্ণ নিক্রিয়ত্ব, এবং প্রধানের সৰ্ব্বপূর্ণ অপ্রের্যত্ব বাধিত হয় । প্রধান যদি
অপরের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জগৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন তবে তিনি আর
প্রধান থাকিলেন না, অপ্রধান হইয়া পড়িলেন ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৮ সূত্র । অজিত্বাহনুপপত্তেচ্চ ॥

ভাষ্য ।—প্রলয়ে বেলায়াং সাম্যোবাসিতানাং গুণানাং পর-
স্পরাজ্জিভাবাসম্ভবাচ্চ নানুমানং জগৎকারণম্ ।

ব্যাখ্যা :—গুণসকলের অজ্জিভাব কল্পনা করিয়া প্রধানের জগদ্রূপে
পরিণাম সাংখ্যমতে ব্যাখ্যাত করা হয় ; পরন্তু প্রলয়কালে গুণসকলের
সম্পূর্ণ সাম্যভাব থাকা সাংখ্যের সম্বত । সুতরাং তৎকালে তাহাদের
অজ্জিভাব ও (প্রধান অপ্রধান ভাব) না থাকা স্বীকার্য্য ; অতএব
প্রধানের বিশেষ বিশেষরূপে পরিণামের কোন হেতু না থাকাতে, প্রধান
কর্তৃক জগৎরচনা অসম্ভব ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৯ সূত্র । অন্ত্যথাহনুমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ ॥

ভাষ্য ।—(অন্ত্যথাহনুমিতৌ চ) প্রকারান্তরেণ প্রধানানু-
মিতৌ চ প্রধানস্য জ্ঞাতৃশক্তিবিরোগান্ন তৎকর্তৃকং জগৎ ।

ব্যাখ্যা :—কোন প্রকারে এই অঙ্গাদি ভাব ব্যাখ্যা করিয়া যদিও পরি-
ণামের সঙ্গতি করা যায়, তথাপি জ্ঞাতৃশক্তি প্রধানের না থাকাতে, কোন
প্রকারেই প্রধানের জগৎকারণতার সমাধান হয় না ।

২য় অঃ ২য় পাদ ১০ সূত্র । বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥

ভাষ্য ।—অসমঞ্জসং কাপিলমতং, বেদান্তবিরুদ্ধাৎ পূর্বাপর-
বিরুদ্ধত্বাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—“নৈবামতিস্তর্কেণাপনীয়া” ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে কেবল
হেতুবাদ দ্বারা মূলপদার্থ নিরূপণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং বেদবাক্য এবং
মতাদি পূর্বাপর স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারাও অচেতন-প্রধানকর্তৃত্বমত প্রতিষিদ্ধ
হইয়াছে ; সুতরাং এই প্রতিষিদ্ধ মত গ্রাহ্য নহে ।

এইক্ষণে সূত্রকার বৈশেষিকদিগের পরমাণুবাদ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত
হইতেছেন, সুতরাং সেইমত কি, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যিক ; অতএব
তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

সাবয়ব বস্তুমাত্রই বিভাগবিশিষ্ট, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগের সংযোগে
উপজাত হয় ; যেমন বস্ত্র একটি অবয়ববিশিষ্ট বস্তু, এই অবয়ববিস্তার
অবয়ব সূত্র ; পুনরায় সূত্র অবয়বী, তাহার অংশসকল ঐ অবয়বীর
অবয়ব ; এইরূপ বিভাগ করিতে করিতে এক স্থানে গিয়া এই বিভাগ
সমাপ্ত হয়, তাহার আর বিভাগ হইতে পারে না ; যাহার আর বিভাগ

হয় না, তাহাই পরমাণু। যাহা কিছু সাবয়ব, তাহাই আদ্যন্তবিশিষ্ট—
উৎপত্তিবিনাশীল; কারণ তাহা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাবয়বের যোগে উপজাত
হয়, এবং ধ্বংস হইলে ঐ ক্ষুদ্রাবয়বসকলই বর্তমান থাকে; অতএব
যাহার বিভাগ নাই—যাহার অবয়ব নাই, সেই পরমাণুসকলই জগৎ-
কারণ। জগতে সাবয়বদ্রব্যসকল চতুর্বিধ; যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও
মরুৎ; ইহারা আপন আপন অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বসংযোগে উপজাত
হওয়া দেখা যায়,—ক্ষুদ্রাবয়ব ক্ষিতি হইতে তদপেক্ষা বৃহৎ অবয়ব ক্ষিতি-
পদার্থই জন্মে, জল অথবা অগ্নি অথবা বায়ু জন্মে না; এইরূপ জল
হইতে জল, তেজঃ হইতে তেজঃ, এবং বায়ু হইতে বায়ুই উপজাত হয়;
সুতরাং ইহাদিগের স্বক্সতম অংশ, যাহাকে পরমাণু বলা হইয়াছে,
তাহাও চতুর্বিধ, যথা :—ক্ষিতিপরমাণু, জলপরমাণু, তেজঃপরমাণু ও
বায়ুপরমাণু। প্রলয়কালে পরস্পর হইতে পৃথক পৃথকরূপে অবস্থিত
এই সকল পরমাণুই বর্তমান থাকে, অবয়ববিশিষ্ট কোন পদার্থই
তৎকালে থাকে না। সৃষ্টিকাল প্রাচুর্য হইলে অদৃষ্টবশতঃ বায়বীয়
পরমাণুতে কৰ্ম প্রবর্তিত হয়, সেই কৰ্ম একটি অণুকে অপর একটির
সহিত যোগ করিয়া, দ্ব্যণুক ত্র্যণুকাদিক্রমে বায়ুকে উৎপাদন করে।
এইরূপে অগ্নি, জল, পৃথিবী সর্ববিধ দেহ ইত্যাদি তদনুরূপ অণু-
সকলের সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যেমন হস্তের শুক্লত্বাদি গুণ বস্ত্রে
বর্তমান হয়, তদ্রূপ পরমাণুর গুণও তৎসংযোগে উপজাত পদার্থে বর্তমান
হয়। পরস্তু পরমাণুসকলের স্বরূপগত একটি বিশেষ পরিমাণ আছে,
তাহাকে পারিমাণুল্য বলে; পরমাণুসংযোগে সৃষ্ট অপর কোন বস্তুতে সেই
পরিমাণটি থাকে না। দুইটি পরমাণু সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক নামক পদার্থ
উপজাত হয়, এই দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ হইতে বিভিন্ন, ইহা
দ্ব্যণুকের স্বরূপগত গুণ, ইহা অপর কাহারও নাই; সুতরাং দ্ব্যণুকের

পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণের অনুরূপ নহে ; পরমাণুর “পারিমাণুলা” পরিমাণ, দ্ব্যণুকের “হ্রস্ব” পরিমাণ ; অতএব দ্ব্যণুকে হ্রস্ব, পরমাণুকে পরিমণ্ডল বলা যায় । একটি দ্ব্যণুক একটি পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হইলে “ত্র্যণুক” নামক পদার্থের উৎপত্তি হয় ; এই ত্র্যণুকের স্বরূপগত গুণ “পারিমাণুলা”ও নহে, “হ্রস্ব”ও নহে ; ইহার পরিমাণের নাম “মহৎ” । দুইটি দ্যণুক একত্র হইয়া চতুরণুক জন্মায়, এই চতুরণুকের পরিমাণ “পারিমাণুলা” “হ্রস্ব” অথবা “মহৎ” নহে, ইহার পরিমাণ “দীর্ঘ”, চতুরণু এই “দীর্ঘ” নামক গুণবিশিষ্ট । এতদ্বারা কারণের স্বরূপগত বিশেষ গুণ যে কার্য্য-বস্তুতে স্বীয় অনুরূপ গুণ না জন্মাইয়া গুণান্তর জন্মায়, তাহা বোধগম্য হইবে । প্রলয়কালে পরমাণু সকলই স্বীয় “পারিমাণুলা” নামক স্বরূপগত গুণবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্ভাবে অবস্থান করে । কোন প্রকার অবরববিশিষ্টবস্তু থাকে নু ; পরন্তু পরমাণু সকলের স্বীয় স্বীয় গুরুত্বাদিগুণও তৎকালে বর্তমান থাকে ; পরমাণু সকল সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদি সৃষ্ট হইলে, তদনুরূপ গুরুত্বাদি গুণ দ্ব্যণুকাদিতো বর্তমান হয় । কারণভিন্ন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যেখানে কোন প্রকার ক্রিয়া আছে, সেইখানে তাহার কারণও আছে, স্বীকার করিতে হইবে । ইত্যাদি । *

সূত্রকার এই বৈশেষিক মত এক্ষণে যুক্তিবলে খণ্ডন করিতেছেন :—

২য় অঃ ২য় পাদ ১১ সূত্র । মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥

ভাষ্য ।—সাবয়বত্বেহন বস্তুপ্রসঙ্গান্নিরবয়বত্বে পরিণামান্তরোৎ-
পাদকত্বাসম্ভবাৎ পরমাণুভ্যাং দ্ব্যণুকোৎপত্তেরসামঞ্জস্যং, তেভ্য-

* বৈশেষিক দর্শনে এই সকল মত বর্ণিত হয় নাই । টীকাকারগণ বৈশেষিক দর্শনের সূত্র সকল অবলম্বন করিয়া তাহাদের নিত্যের ইচ্ছা অনুসারে বিচার প্রবর্তিত করিয়া, ঐ সকল মত সংস্থাপন করিয়াছেন । ইহাই বৈশেষিক মত বলিয়া পরিচিত এবং এই সকল মতই বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে ।

ত্ৰ্য্যণুকোৎপত্তেস্চ সূতরামসামঞ্জস্যং তদ্বৎপরমাণুকারণবাদ্যভ্যুপ-
গতং সর্বব্রহ্মসমঞ্জসং ভবতি ।

অন্তার্থ :—পরমাণু যদি সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহার পরমাণুত্বের অভাব হয়,—তাহার অনবস্থা ঘটে ; (অবয়ববিশিষ্ট হইলেই তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাবয়ব অনুমান করা যায়) ; পক্ষান্তরে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিলে, তৎসংযোগে সাবয়ববস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব হয় । অতএব তই পরমাণু একত্র হইয়া দ্ব্যণুক নামক অবয়ববিশিষ্ট পৃথক্ পদার্থের উৎপত্তির সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না । তাহাদিগের হইতে ত্র্য্যণুক-পরিমাণের উৎপত্তিরও সূতরাং সঙ্গতি হয় না ; এইরূপে পরমাণু-কারণবাদিগণের অভিমত সমস্তই অসঙ্গত ।

নিরবয়বপরমাণুসংযোগে যে সাবয়ব দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা এইরূপ বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হয়, যথা—এক পরমাণু অথ পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয় বলিলে, সেই সংযোগ হয় আংশিকসংযোগ, অথবা সর্বাঙ্গিকসংযোগ বলিতে হইবে ; যদি সর্বাঙ্গিক সংযোগ হয়, তবে তাহা নিরবয়ব পরমাণুই থাকে, তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না । আংশিকসংযোগ হইলে, পরমাণুর অংশ মানিতে হয়, অংশ মানিলে পরমাণুর বৈশেষিকমতনির্দিষ্ট পরমাণুত্ব লক্ষণ অসিদ্ধ হয় । বাস্তবিক অংশ নাই, অংশ কেবল কাল্পনিক, এইরূপ বলিলে, কল্পনার অনুরূপ বস্তু না থাকাতে, তাহা মিথ্যা ; সূতরাং মিথ্যার সংযোগও মিথ্যা, এবং এই কাল্পনিক মিথ্যা অংশ দ্ব্যণুকাদি জন্তবস্তুর অসমবায়িকারণ হইতে পারে না । ইত্যাদি ।

পরমাণুকারণবাদের অপরাপর দোষও প্রদর্শিত হইতেছে :—

২য় অঃ ২য় পাদ ১২ শ্লোক । উভয়থাহপি ন কস্মীতস্তদভাবঃ ॥

(উভয়থা—অপি,—ন কস্ম ; অতঃ—তদভাবঃ)

ভাষ্য ।—অদৃষ্ট্য পরমাণুরূপিত্বাহসম্ভবাদাত্মসম্বন্ধিনস্তস্য
পরমাণুগতকর্ম্যপ্রেরকত্বাসম্ভবাচ্ছেত্যেবমুভয়থাহপ্যাভ্যং কর্ম্য পর-
মাণুগতং ন সম্ভবত্যতঃ কর্ম্মনিবন্ধনসংযোগপূর্বকদ্ব্যাণুকাদিক্রমেণ
জগদ্রুদ্রবস্থাভাবঃ ।

অন্তার্থ :—অদৃষ্ট (যাহা বৈশেষিকমতে সৃষ্টিকালে পরমাণুর সংযোগের
হেতু হয়, তাহা) পরমাণুতে অবস্থিত বস্তু হইতে পারে না (বৈশেষিকগণ
স্বীকার করেন, যে এই অদৃষ্ট পরমাণু হইতে ভিন্ন) ; যদি ইহা আত্ম-
সম্বন্ধিবস্তু হয়, তবে সংযোগকর্ম্য, যাহা পরমাণুগত, তাহার প্রেরক এই
অদৃষ্ট হইতে পারে না ; এইরূপে উভয়প্রকার অনুমানেই সৃষ্টিপ্রারম্ভে
পরমাণুর প্রথম সংযোগকর্ম্মের সম্ভাবনা হয় না । অতএব চেষ্টার দ্বারা
উৎপন্ন সংযোগপূর্বক যে দ্ব্যাণুকাদিক্রমে জগৎসৃষ্টি, তাহার অভাব হয় ।

(“অদৃষ্ট” পরমাণুর প্রকৃতিগত হইলে, তাহাকে নিম্নতই সংযোগ-
কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে । সুতরাং পরমাণু উক্তমতে নিত্যবস্তু হওয়ায়
সৃষ্টির আদি ও প্রলয় অসম্ভব । পরন্তু সৃষ্টির আদিকারণ নিরূপণের
নিমিত্তই পরমাণুর অনুমান করা হয় । যদি সৃষ্টি অনাদি হয়, তাহার
ধ্বংসপ্রাচুর্য্য না থাকে, তবে পরমাণুর অনুমান নিস্প্রয়োজন । যদি
এই “অদৃষ্ট” পরমাণুর স্বরূপগত হইয়াও আকস্মিক পদার্থমাত্র হয়—
পরমাণুর নিত্য স্বরূপগত না হয়, তবে এই আকস্মিক ব্যাপারের
অপর কারণ থাকা স্বীকার করিতে হয় ; এবং তাহারও আবার
অপর কারণ থাকা স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে ।
অদৃষ্ট যদি আত্মসম্বন্ধিবস্তু হয়, পরমাণুর স্বরূপগত না হয়, তবে তাহা
পরমাণু হইতে বিভিন্ন হওয়ায় পরমাণুর সংযোগকর্ম্ম উৎপাদন করিতে
পারে না । অতএব “অদৃষ্ট” বিষয়ে যে কোন অনুমান করা যাউক,
তদ্বারা পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয় না ।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৩ শ্লোক । সমবায়াত্ম্যপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥

(সমবায়—অভ্যুপগমাৎ চ, সাম্যাৎ—অনবস্থিতেঃ)

ভাষ্য ।—সমবায়াত্ম্যপগমাচ্চ পরমাণুকারণপক্ষাসম্ভবঃ, যথা দ্ব্যণুকং সমবায়সম্বন্ধেন স্বকারণে সমবৈত্যাভ্যন্তরিত্বাভাবাৎ সমবায়োহপি সমবায়িত্যাং সমবায়সম্বন্ধান্তরেণ সম্বন্ধোত্যাভ্যন্তরিত্বভেদ-সাম্যাৎ সোহপি সম্বন্ধান্তরেণেত্যনবস্থানাৎ ।

অর্থঃ—(বৈশেষিকগণ সমবায় বলিয়া এক পৃথক পদার্থ স্বীকার করেন ; সমবায় দ্বারা অণুকের সহিত কার্য্যকারণরূপে সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় ; সমবায় অণুক ও দ্ব্যণুক উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে) । পরন্তু এই সমবায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয় না ; কারণ দ্ব্যণুক যেমন স্বকারণ পরমাণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়াতে, সমবায়সম্বন্ধ দ্বারাই তাহার সহিত সমবেত হয় বলিয়া বৈশেষিকগণ কর্ত্তন করেন, তদ্রূপ সমবায়ও তৎসমবায়ী অণুক ও দ্ব্যণুক হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং সমবায়ও অত্র সমবায়সম্বন্ধ দ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিতে হইবে । এই অত্যন্ত ভেদ যেমন দ্ব্যণুক ও পরমাণুতে আছে, তাহার সঙ্গতি করিবার নিমিত্ত সমবায়ের কর্ত্তন করা হয়, তদ্রূপ অত্যন্ত ভিন্নত্ব সমবায় এবং সমবায়ীতেও আছে । এই বিষয়ে উভয়েরই সাম্যাহেতু সেই সমবায়ও পুনরায় অত্র সমবায়সম্বন্ধ দ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিতে হইবে । এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে । অতএব অত্যন্তভিন্ন দ্ব্যণুক ও পরমাণুকের কার্য্যকারণতা স্থাপন করিবার জন্ত যে সমবায় কর্ত্তন করা হয়, তাহা নিষ্ফল ।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৪ শ্লোক । নিত্যমেব চ ভাবাৎ ।

ভাষ্য ।—পরমাণুনাং প্রবৃত্তিস্থাবাব্ধে প্রবৃত্তে ভাবান্নিত্যাহি-প্রসঙ্গাদন্যথা নিত্যপ্রলয়প্রসঙ্গান্তদভাবঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—যদি বল পরমাণুসকলের কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবগত, তবে কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি নিতাই থাকাতে সৃষ্টি নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; যদি বল কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি পরমাণুর স্বভাবগত নহে, তবে সৃষ্টি হইতে পারে না, প্রলয়াবস্থাই নিত্য হইয়া পড়ে ।

১য় অঃ ২য় পাদ :৫ সূত্র । রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়োদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য ।—পরমাণুনাং কার্য্যানুসারেণ রূপাদিমত্বাচ্চ নিত্যত্ব-
বিপর্যয়োহনিত্যত্বং স্ৱাৎ, রূপাদিমতাং ঘটাদীনামনিত্যত্বং দর্শনা-
দন্তথা কার্য্যং রূপাদিহীনং স্ৱাৎ ॥

বাখ্যা :—বৈশেষিকমতে পরমাণুর রূপাদিগুণ থাকা স্বীকৃত, তাহাদের কার্য্যভূত দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক চতুরণুকাদিতে যে রূপাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তদনুরূপ রূপাদিগুণ বৈশেষিকমতে পরমাণুরও আছে । তদ্ব্যতীত পরমাণুরও নিত্যত্বের বিপর্যয়, অর্থাৎ অনিত্যত্ব অনুমানসিদ্ধ হয় ; কারণ ঘটশরাবাদি জাগতিক সমস্ত দ্রব্য, যাহার রূপাদি বর্ত্তমান আছে, তাহার অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষগম্য । যদি বল, পরমাণুর রূপাদি নাই, তবে তৎকর্ত্তা দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকাদিরও রূপাদিগুণ হইতে পারে না । (অতএব যেক্রমেই বিচার করা যায়, কোন প্রকারেই পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয় না) ।

২য় অঃ ২য় পাদ :৬ সূত্র । উভয়থা চ দোষাৎ ॥

ভাষ্য ।—যদ্যুপচিতগুণাঃ পরমাণবস্তদা পৃথিব্যপ্তেজো-
বায়ুনাং তুল্যতাপত্তি,রপচিতগুণাইত্যত্রাপি সর্ব্বেষাং পরমাণুনাং
প্রত্যেকমেকৈকগুণযোগেন পৃথিব্যাদীনামপি কারণগুণানুগুণেন
প্রত্যেকমেকৈকগুণযোগঃ স্ৱাদিত্যুভয়থাহপি দোষান্তদভাবএব ।

বাখ্যা :—আবার যদি পরমাণুসকলের একাধিক গুণ আছে বল, তবে পৃথিবী, অপ, তেজঃ ও বায়ু-পরমাণুর তুল্যত্ব স্বীকার করিতে হয়,

তাহাদেব পার্থক্য আর কিছু থাকে না। যদি বল, পরমাণুসকলের প্রত্যেকের রূপরসাদি এক এক বিশেষ গুণ আছে, অধিক গুণ নাই, তবে পৃথিবীপরমাণুযোগে সম্ভূত পৃথিবী, জলপরমাণুযোগে সম্ভূত জল ইত্যাদি বস্তুরও প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় কারণপরমাণু গুণানুসারে ঐ এক একটি গুণই থাকা উচিত (পরস্তু গন্ধ, রূপ, স্পর্শাদি গুণ পৃথিব্যাदि সকল বস্তুরই থাকা দৃষ্ট হয়), অতএব উভয় পক্ষেই পরমাণুবাদ অপ্রতিষ্ঠ হওয়ায়, তাহা অগ্রাহ্য ।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৭ হ্রদ্বয় । অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥

ভাষ্য ।—পরমাণুকারণবাদস্ত শিষ্টৈঃ পরিত্যক্তবাদাত্যন্ত-মুপেক্ষা মুমুকুভিঃ কার্য্যা ।

ব্যাখ্যা :—বেদাচার্য্যগণ, শ্রুতাদি ঋষিগণ, অথবা অপর কোন শিষ্টাচার-সম্পন্ন আচার্য্য এই পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ করেন নাই ; পরস্তু তাহা হেয় বলিয়া অনাদর করিয়াছেন ; অতএব মুমুকুগণ এই মতগ্রহণ করিতে পারেন না । (শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, যে সাংখ্যের প্রধান-কারণবাদ বেদবিৎ মন্বাদিও জগতের সংকার্য্যত্ব সাধন নিমিত্ত আংশিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই পরমাণুবাদ আংশিকরূপেও কোন শিষ্ট পুরুষ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই ; অতএব বেদবাদীদিগের পক্ষে এই মত অত্যন্ত অনাদরীয়) ।

—:—

বৈশেষিকমত এইরূপে খণ্ডন করিয়া, এইক্ষেণে বৌদ্ধমতসকল সূত্রকার খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন । এই বৌদ্ধমতসকল শাক্তর ভাষ্যে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে ; তদনুসারে নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে :—

বৌদ্ধগণের মধ্যে ত্রিবিধ বিভাগ আছে ; বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যগণের বুদ্ধির ক্রটিতে বিভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বুঝিবার জন্যই হউক, অথবা শিষ্যভেদে উপদেশ বিভিন্ন প্রকার হওয়ার জন্যই হউক, বৌদ্ধগণ ত্রিবিধশ্রেণীতে বিভক্ত ; তন্মধ্যে এক শ্রেণী সৰ্ব্বান্তিষ্যবাদী, দ্বিতীয়শ্রেণী কেবল বিজ্ঞানমাত্রান্তিষ্যবাদী, তৃতীয়শ্রেণী সৰ্ব্বশূন্যত্ববাদী ।

প্রথম শ্রেণীর মতে বাহ্যপদার্থ অস্তিত্বশীল, জ্ঞানাদি আন্তরপদার্থও অস্তিত্বশীল ; তাঁহারা বলেন যে বস্তুর “সমুদায়” বিবিধ ; ভূত ও ভৌতিক এক প্রকার “সমুদায়” ইহারা বাহ্য ; এবং চিত্ত ও চৈতন্য অপর এক প্রকার “সমুদায়”, ইহারা আন্তরপদার্থ । পৃথিবী ধাতু ইত্যাদিকে ভূত, * রূপাদি এবং চক্ষুরাদিকে ভৌতিক বলে । পার্থিব, জলীন, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্বিধ পরমাণু আছে, ইহারা যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও চলন-স্বভাব । ইহাদের পরস্পর সংঘাতে (মিলনে) পৃথিব্যাদি সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হয় । রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পঞ্চ “স্কন্ধ” অধ্যাত্ম অথবা আন্তরপদার্থ । সবিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাম “রূপস্কন্ধ” নামে আখ্যাত ; যদিও রূপাদি দ্বারা প্রকাশিত পৃথিব্যাদি বাহ্য ভৌতিক বস্তু সত্য, তথাপি ইহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তন্নিমিত্ত আধ্যাত্মিক বলিয়াও গণ্য হয় । অহমিত্যাকারজ্ঞানকে বিজ্ঞানস্কন্ধ বলে ; অহং অহং অহং ইত্যাকার বিজ্ঞানধারাই “আত্মা” শব্দের বাচ্য ; “অহং” এই এক বিজ্ঞান, তৎপরে পুনরায় “অহং” এইরূপ আর এক পৃথক্

* পৃথিবীধাতু, আবৃধাতু, তেজোধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু, এবং বিজ্ঞানধাতু, এই সকল ধাতুর সমন্বয়ে কার্যের উৎপত্তি হয় ; বাজ হইতে যেমন অক্ষুর উপজাত হয়, তদ্রূপ এই সকল ধাতু হইতে কোন চেতনাধিষ্ঠান বিনাই দেহের উৎপত্তি হয় । এই সকল বহুব্ধ ধাতুতে যে একত্বজ্ঞান, মহাব্যাদিজন্য, মাতাপিতা ইত্যাদি জ্ঞান, অহংমহাজ্ঞান ইহারই নাম অবিদ্যা ; ইহাই সংসারের মূলকারণ ।

বিজ্ঞান, পুনরায় “অহং” এইরূপ আর এক পৃথক্ বিজ্ঞান, জলশ্রোতের জ্বায় প্রবাহিত হইতেছে, ইহাই আত্মাশব্দের বাচ্য ; স্থির আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই অহং বিজ্ঞান, রূপাদি বিষয়, ও ইন্দ্রিয়াদি, জন্ত বস্তু। সুখঃখাদি অথবা উভয়াভাব, যাহা বিষয়স্পর্শে অনুভূত হয়, তাহাকেই “বেদনাস্কন্ধ” বলে। বিশেষ বিশেষ নামরঞ্জিত জ্ঞানবিশেষকে “সংজ্ঞাস্কন্ধ” বলে (যথা গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ যাইতেছে, এইরূপ বাক্যসমবিত জ্ঞান)। রাগ, দ্বেষ, মদ, ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সকল “সংস্কারস্কন্ধ”। বিজ্ঞান-স্কন্ধকে “চিন্তা” বলে, অপক্কচারিটি স্কন্ধকে চৈতন্য বলে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের মতে বাহুবস্তু কিছু নাই, সমস্তই আন্তর-বস্তু, সমস্তই বিজ্ঞানমাত্র, বাহু বলিয়া যে বোধ তাহা বিজ্ঞানেরই স্বরূপ, আভ্যন্তর বলিয়া যে বোধ, তাহাও আর এক প্রকার বিজ্ঞানমাত্র ; বিভিন্ন-রূপ বিজ্ঞান ধারাবাহিকরূপে একটির পর আর একটি জলশ্রোতের জ্বায় প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদিগকে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলে।

তৃতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের মতে বাহু অথবা আন্তর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, সদৃশ কিছুই নাই, অস্তিত্বাভাব (শূন্যই) একমাত্র বস্তু, অর্থাৎ কিছুই নাই, ইহাই একমাত্র সত্য। ইহাদিগকে বৈনাশিক বৌদ্ধ বলে।

পূর্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই কণিক ; তাঁহারা বলেন, পূর্বকণিকীয় পদার্থ পরকণ্ঠে থাকে না, একের ধ্বংসের পর অপরের প্রাভুত্ব, স্ততরাং কাহারও সহিত কাহার যোগ হইতে পারে না। বৌদ্ধগণ আরও বলেন, যে অবিজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, যড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, হুঃখ, দৌর্দ্বন্দ্বনশ্চ * ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরের

* বৌদ্ধমতে অবিন্যা কি, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে ; বড়বিশ ধাতুতে যেন একবুদ্ধি পিণ্ড বুদ্ধি, মনুষ্য গো ইত্যাদি বুদ্ধি, স্নাতা পিতা বুদ্ধি, অহংমমবুদ্ধি, তাহাই অবিন্যা ;

দ্বারা উৎপন্ন হয়, এই অবিজ্ঞাদি ঘটীক্সের জ্ঞায় পরস্পর নিত্যনৈমিত্তিক-ভাবে নিরন্তর আবর্তিত হওয়াতে সম্ভবাত উৎপন্ন হয় ।

এইক্ষণে সূত্রকার একাদিক্রমে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ।—

২য় অঃ ২য় পাদ ১৮ সূত্র । সমুদায়ে উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ ।

(বাহুঃ পরমাণুহেতুকঃ ভূতভৌতিকসমুদায়ঃ, আস্তরঃ পঞ্চস্বক্কেহেতুকঃ সমুদায়ঃ ; ইত্যভয়হেতুকে সমুদায়ে স্বীকৃতহপি, তদপ্রাপ্তিঃ সমুদায়-ভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ) ।

ভাষ্য ।—সুগতমতং নিরাকরোতি । ভূতভৌতিকচিন্তচৈতিকে সমুদায়েহভ্যুপগম্যামানেহপি সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যস্ত সংহতি-হেতোরনভ্যুপগমার্চ সমুদায়াসম্ভবঃ ।

বাখ্যা :—(সুগত = বৌদ্ধ) । বৌদ্ধমত সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন :— ভূত-ভৌতিক চিন্ত-চৈতিক যে “সমুদায়” বৌদ্ধমতে উক্ত হয়, তাহা স্বীকার করিলেও, ঐ সকল সমুদায়িবস্তুর অচেতনত্ব হেতু, এবং তাহাদের মিলন-কারক অপর কোন হেতুর অস্তিত্ব বৌদ্ধমতে স্বীকৃত না হওয়া হেতু, ঐ

মূল কথা এই, বাহা কণিক তাহাকে স্থির মনে করাই “অবিদ্যা” । রাগ দ্বেষমোহ ইহারাই “সংস্কার” ; অবিদ্যা থাকিলেই ইহার থাকে । অবিদ্যা হইতে ইহাদের উৎপত্তি । সংস্কার হইতে “বিজ্ঞান” জন্মে ; বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে । বিজ্ঞান হইতে পুংখ্যাদি চতুর্বিধ উপাদানের নাম ও রূপ (একত্র “নামরূপ”) হয় । শরীরের কলল বৃক্ষাদি সমুদায় অবস্থা নামরূপ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিশ্রিতভাবে “বড়ায়তন” বলিয়া আখ্যাত হয় । বিজ্ঞান হইতে ইহার উৎপত্তি । নামরূপ ও ইন্দ্রিয় এই তিনটির একত্র সম্বন্ধের নাম “স্পর্শ” , শরীরজ্ঞান হইতে ইহার উৎপত্তি । স্পর্শ হইতে যে স্পৃহাখাদি হয়, তাহাদ নাম বেদনা । বেদনা হইতে তৃষ্ণা । তৃষ্ণা হইতে যে চেষ্টা জন্মে তাহাকে উপাদান । তাহা হইতে যে পুনর্জন্ম হয়, তাহাকে ভব বলে ; উৎপত্তির মূল ধর্ম্মাধর্ম্ম ; তাহা হইতে “জাতি । জাতি (বিশেষদেহপ্রাপ্তি) হইতে জরা, মরণ ইত্যাদি

সমুদায়ের সমুদায়ই অসম্ভব হয়, অর্থাৎ পরম্পরের সহিত মিলন দ্বারা “সমুদায়” (সম্মিলিত বস্তু) রূপে জগৎ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব । (বৌদ্ধ-মতে পরমাণুও অচেতন, স্বক্কও অচেতন ; তাঁহাদের মতে স্বক্ক ও পরমাণু-ভিন্ন, উহাদের নিয়ামক অপর কোন স্থির চেতন বস্তু নাই ; চেতন বলিয়া যে বোধ, তাহাও এক বিশেষ প্রকার ক্ষণিকবিজ্ঞানপ্রবাহমাত্র । সুতরাং পরমাণু ও স্বক্ক সকলের স্থায়ী সজ্জাতকর্ত্তা কেহ না থাকাতে, তাহারা মিলিত হইয়া “সমুদায়” উৎপত্তি করিতে পারে না, তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, অত্ৰ কাহার অপেক্ষা করে না, এইরূপও বলা হইতে পারে না ; কারণ বৌদ্ধমতে উৎপত্তিমাত্রই ইহারা বিনাশ-প্রাপ্ত হওয়াতে, সংযোগ-কার্য্য করিবার আর অবসর থাকে না । এই আপত্তিরও কোন প্রকার সম্বতি করিতে পারিলে, উক্ত প্রবৃত্তির আর উপরমের সংস্থা করিতে পারিবে না) ।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৯ সূত্র । ইতরেতরপ্রত্যয়দ্বাপপন্নমিতি চেন্ন, সজ্জাতভাবাহনিমিত্তত্বাৎ ॥

ভাষ্য ।—অবিদ্যাসংস্কারবিজ্ঞাননামরূপষড়ায়তনাদীনামিত-
রেতরহেতুত্বেন সজ্জাতাদিকমুপপন্নমিত্যপি ন, তেষামপি সংঘাতং
প্রত্যকারণত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—অবিজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন প্রভৃতির পর-
স্পরের সহিত পরস্পরের হেতু হেতুমন্ডাব থাকা উক্তি দ্বারা সংঘাত উপপন্ন
হয় না ; ইহারা পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তিকারণ হইলেও সংঘাতের
কারণ হইতে পারে না, (কারণ ইহারা ক্ষণস্থায়ী) ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২০ সূত্র । উত্তরোৎপাদে চ পূর্ববনিরোধাৎ ।
(নিরোধাৎ-বিনষ্টত্বাৎ) ।

ভাষ্য ।—ইতোহপি ন তদর্শনং যুক্তং, উত্তরোৎপাদে পূর্বস্থ
ক্ষণিকত্বেন বিনষ্টত্বাৎ ।

ব্যাখ্যাঃ ।—অত্ৰবিধ কারণেও বৌদ্ধমত সঙ্গত নহে, যথা—পরপর বস্তুর
উৎপত্তিসমকালে পূর্ব পূর্ব পদার্থসকল বিনষ্ট হয় ; কারণ বৌদ্ধমতে
সকলই ক্ষণিক, উৎপত্তি হইলেই যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা অপর
বস্তুকে কিরূপে জন্মাইতে পারে ? পরক্ষণস্থিত বস্তুর উৎপত্তিকালে ত
পূর্বক্ষণস্থিত বস্তু বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২১ সূত্র । অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধোযোগ-
পত্বমন্যথা ।

ভাষ্য ।—অসতি হেতৌ কার্যোৎপত্ত্যহভ্যুপগমে চতুর্ভ্যো-
হেতুভ্য ইন্দ্রিয়ালোকমনস্কারবিষয়েভ্যো বিজ্ঞানোৎপত্তিরিত্যশ্নাঃ
প্রতিজ্ঞায়া বাধঃ স্তাৎ ; সতি হেতৌ কার্যোৎপাদাদঙ্গীকারে পূর্ব-
স্মিন্ ক্ষণে স্থিতে সতি ক্ষণান্তরোৎপত্তির্ভবেদিদং যোগপদ্যুৎ
ভবতাং ক্ষণিকবাদিনাং মতে স্তাৎ ।

ব্যাখ্যাঃ—যদি কার্যবস্তুর উৎপত্তিকালে কারণবস্তু না থাকিলেও
বিনা কারণেই কার্যোৎপত্তি হইতে পারে বল, তবে “চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-
লক্ষণ—অধিপতিপ্রত্যয়”, “আলোকলক্ষণ—সহকারিপ্রত্যয়”, “মনস্কার-
(মনের দ্বারা বিষয়সংকল্প)-লক্ষণ—সমনস্তরপ্রত্যয়, এবং “বিষয়লক্ষণ
—ঘটাদি আলম্বনপ্রত্যয়” ইহারা বিজ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে কারণ, বৌদ্ধদিগের
এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হয় । (এই দোষ নিবারণার্থ) যদি ইহা স্বীকার কর
যে কারণ বর্তমান থাকিয়া কার্যের উৎপত্তি হয়, তবে পূর্বক্ষণ বর্তমান
থাকিতেই পরক্ষণের উৎপত্তি, অতএব উভয়ক্ষণেরই যুগপৎ স্থিতি স্বীকার

করিতে হইল । (আর যদি বল পূর্বক্ষণে স্থিত বস্তুই পরক্ষণেও থাকে, তবে ক্ষণিকবাদ আর থাকিল না) । ক্ষণিকবাদীর মতে অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয় ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২২ সূত্র । প্রতिसংখ্যাहप्रतिसंख्यानिरোধ-
प्राप्तिरविच्छेदात् ॥

ভাষ্য ।—সহেতুকনির্হেতুকয়োনিরোধয়োঃ সমস্তান-
विच्छेदस्तान्त्वबाह, सन्तानिनां च प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् ।

ব্যাখ্যা :—(বৈনাশিকেরা বলেন যে প্রতिसংখ্যানিরোধ (সহেতুক এবং উপলক্ষিপূর্বক বিনাশ) অপ্রতिसংখ্যানিরোধ (নির্হেতুক এবং উপলক্ষির অযোগ্য বিনাশ) ও আকাশ এই তিনটি (যাহাও অভাববস্ত্র-
মাত্র, তাহা) ব্যতীত অপর সমস্ত বস্তুই উৎপত্তিশীল ও ক্ষণিক ; তন্মধ্যে
প্রথমোক্ত দুইটি বিনাশসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন)—

সহেতুক ও নির্হেতুক বিনাশ বলিয়া যাহা বৈনাশিকগণ কল্পনা করিয়া
থাকেন, তাহাও অসম্ভব ; কারণ তাঁহাদের মতেও সন্তানপ্রবাহের বিচ্ছেদ
হয় না ; কিন্তু বিনাশই সত্য হইলে এইরূপ সন্তান প্রবাহ (কার্য্য কারণরূপ
প্রবাহ) অসম্ভব হইত । বিশেষতঃ সন্তানীরও (পূর্বক্ষণস্থিত কারণেরও)
বিনাশ নাই ; কারণ তাহা প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয় (যাহা পূর্বাহ্নুত, এইটি
তাহা, এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হয়) ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৩ সূত্র । উভয়থা চ দোষাৎ ॥

ভাষ্য ।—সন্তানস্য সন্তানিব্যাতিরিক্তবস্ত্রত্বাভাবাৎ সন্তানিनां
च क्षणिकत्वात् अविद्यादिनिरোধো মোক্ষ ইত্যপি তন্মতমসঙ্গতম্ ।

ব্যাখ্যা :—অবিজ্ঞাদির নিরোধই মোক্ষ, এই যে বৌদ্ধমত, ইহাও
বৈনাশিকমতে অসঙ্গত হয় ; কারণ সন্তানিবস্তু, সন্তানী (কারণ) ব্যতি-

রিক্ত বস্তু হইতে পারে না, এবং পক্ষান্তরে সন্তানিবস্তুও ক্ষণিক । উভয়-
দিকেই অসঙ্গতি, মোক্ষ বলিয়া আর কিছু থাকে না । (অর্থাৎ
একদিকে কার্যাবস্তুতে কারণ থাকে ; অতএব অবিছার সম্পূর্ণ বিনাশ
সম্ভাবনা নাই, সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব । আর একদিকে কারণবস্তু
ক্ষণিক, কার্যে তাহার বিद्यমানতা নাই, সুতরাং কোন সাধনরূপ কারণ
দ্বারা মোক্ষরূপ কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না ; কারণ বস্তু বিনষ্ট—
অসং হওয়াতে, মোক্ষের সহিত কার্যাকারণভাবে স্থিত কোন সাধন
হইতে পারে না ।

শাক্তরভাবে প্রকারান্তরে এই অর্থ উক্ত হইয়াছে, যথা, অবিছার
নিরোধ (বিনাশ) হয় সহেতুক, না হয় নির্হেতুক হইবে ; হয় কোন
সাধন অবলম্বন করিয়া হয়, অর্থবা আপনা হইতে হয় । যদি সহেতুক
বলা যায়, তবে সকল বস্তু স্বভাবতঃ ক্ষণবিনাশী বলিয়া বৌদ্ধমত পরি-
ত্যাগ করিতে হইবে । যদি নির্হেতুক—আপনা আপনি হয় বলা যায়,
তবে অবিছাদি নিরোধের উপদেশ বৃথা ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৪ সূত্র । আকাশে চাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য —আকাশে চ তৈরতাবপ্রতিজ্ঞা কৃত্য, সা ন যুক্তা,
পৃথিব্যাদিভিরবিশেষাৎ ।

ব্যাখ্যা :—বৌদ্ধগণ আকাশকেও অভাবরূপী বস্তু বলেন, (তাহা
পূর্বে বলা হইয়াছে) এই মতও সঙ্গত নহে ; কারণ পৃথিব্যাদি হইতে
আকাশের এতদ্বিষয়ে কোন বিশেষ নাই । (পৃথিব্যাদির স্থায় আকাশও
শব্দগুণবিশিষ্ট, আকাশেরও উৎপত্তি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ইত্যাদি) ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৫ সূত্র । অমুস্মৃতেশ্চ ॥

(অমুস্মৃতেঃ = স্বানুভূতবস্তুবিষয়কানুস্মরণাৎ)

ভাষ্য ।—ইদং তদ্বিত্তি প্রত্যভিজ্ঞা চ তদর্শনমসং ।

ব্যাখ্যা :—বাহ্য পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা এইক্ষণেও প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাও বৌদ্ধমত মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৬ শ্লোক । নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ।

(ন, অসতঃ-অদৃষ্টত্বাৎ)

ভাষ্য ।—সৌগতৈরভাবান্তাবোৎপত্তিরভ্যুপেতা, সা ন যুক্তা ।

কস্মাৎ ? অসতঃ সূদার্দ্যভাবাৎ ঘটাদ্যুৎপত্তেরদৃষ্টত্বাৎ । সতস্ত-
মুৎপিণ্ডাদেস্তদুৎপত্তেরদৃষ্টত্বাৎ ।

ব্যাখ্যা :—বৌদ্ধদিগের মতে অভাববস্তু হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি কথিত হয় ; ইহা সঙ্গত নহে ; কারণ মৃত্তিকাদির অভাবে ঘটাদির উৎপত্তি কখনও দৃষ্ট হয় না । ভাববস্তু মুৎপিণ্ডাদি হইতেই ভাববস্তু ঘটাদির উৎপত্তি দৃষ্ট হয় ।

৭ ২য় অঃ ২য় পাদ ২৭ শ্লোক । উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ।

ভাষ্য ।—অন্যথাহনুপায়তোবিজ্ঞাত্ত্বর্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ ।

অন্তর্থাৎ :—যদি বল অসৎ হইতেই ভাববস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, তবে কোন চেষ্টা ব্যতিরেকেও বিজ্ঞাদিসম্বন্ধে উদাসীন পুরুষদিগেরও বিজ্ঞাদি লাভ হইতে পারে ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৮ শ্লোক । নাত্ভাবউপলক্ষেঃ ।

(ন—অভাবঃ, উপলক্ষেঃ) ।

ভাষ্য ।—বিজ্ঞানমাত্রান্তিহ্রবাত্তিমতোবাহস্যভাবো ন, কিন্তু ভাব এব । কুতঃ ? উপলক্ষেঃ ।

ব্যাখ্যা :—যে বুদ্ধেরা বলেন বিজ্ঞানমাত্রই আছে, বাহুবস্তু নাই, তাঁহাদের মতও অগ্রাহ্য ; বাহুবস্তুর অস্তিত্ব নাই নহে, অস্তিত্ব আছে ; কারণ অস্তিত্বশীল বলিয়াই তাহাদের উপলব্ধি হয় । (এই আত্মপ্রতীতি কোন তর্কের দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে ; যাহারা বাহুবস্তু নাই বলেন, তাঁহারা ঐ বাহুবস্তুসংজ্ঞা দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; বাহুবস্তু না থাকিলে, বাহুবস্তু বলিয়া কোন জ্ঞান কি বাক্য-ব্যবহার থাকিত না) ।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৯ সূত্র । বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ।

ভাষ্য ।—স্বপ্নাদিপ্রত্যয়দৃষ্টান্তেনাপি ন জাগ্রৎপ্রত্যয়ার্থাভাবঃ প্রতিপাদয়িতুং শক্যঃ, দৃষ্টান্তদাম্যন্তয়োর্বৈষম্যাৎ স্বপ্নজ্ঞানস্যপি সালম্বনাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—স্বপ্নাদিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগ্রৎজ্ঞানের বাহ্যবিষয়াভাব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না ; কারণ দৃষ্টান্ত ও দাম্যন্ত এই উভয়ের বৈষম্য আছে (জাগরণ দ্বারা স্বপ্নজ্ঞানের বাধ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের বাধ নাই) । এবং স্বপ্নজ্ঞান সালম্বন,—প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে ; প্রত্যক্ষজ্ঞান তদ্রূপ নহে ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩০ সূত্র । ন ভাবোহমুপলব্ধেঃ ।

ভাষ্য ।—কিঞ্চ জ্ঞানবৈচিত্র্যার্থোবাসনানাং ভাবোহভিপ্রেতঃ, স ন সম্ভবতি, তব মতে বাহ্যার্থানামুপলব্ধেঃ ।

ব্যাখ্যা :—এই শ্রেণীর বৌদ্ধগণ বলেন যে (বাহুবস্তু না থাকিলেও) বাসনা সকল বর্তমান আছে, তদ্বারাই জ্ঞানবৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় ; ইহাও সম্ভব নহে, কারণ বৌদ্ধমতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি নাই (যদি বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি না থাকে, তবে তন্নিমিত্ত বাসনা কিরূপে হইতে পারে ?) ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩১ সূত্র । ক্ষণিকত্বাৎ ।

ভাষ্য ।—ন বাসনাভাবআশ্রয়স্য তব মতে ক্ষণিকত্বাৎ ।

ব্যাখ্যা :—বাসনাও ভাববস্তু হইতে পারে না, কারণ বৌদ্ধমতে বাসনার আশ্রয় যে অহং, তাহাও ক্ষণিক ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩২ সূত্র । সর্বথানুপপত্তেশ্চ ।

ভাষ্য ।—শূন্যবাদোহপি ভ্রান্তিমূলঃ । সর্বথানুপপন্নত্বাৎ ।
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধোৎ ।

ব্যাখ্যা :—শূন্যবাদও ভ্রান্তিমূলক । ইহা সর্বপ্রকারে অসিদ্ধ ।
প্রত্যক্ষাদি সর্ববিধ প্রমাণবিরুদ্ধ হওয়ায়, ইহা একদা অগ্রাহ ।

বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এক্ষণে জৈনমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন । জৈনমত সংক্ষেপতঃ শাক্তরভাষ্য ও ভামতী টীকা অনুসারে নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

জৈনমতে পদার্থ দ্বিবিধ, জীব ও অজীব ; জীব বোধাত্মক, অজীব জড়বর্ণ । জীব ও অজীব পঞ্চপ্রকারে প্রপঞ্চীকৃত, যথা:—জীবাস্তিকায়, পুঙ্গলাস্তিকায়, ধৰ্ম্মাস্তিকায়, অধৰ্ম্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়, ইহাদিগের প্রত্যেকের বহুবিধ অবাস্তুর প্রভেদ আছে । জীবাস্তিকায় ত্রিবিধ, বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ । পুঙ্গলাস্তিকায় ছয় প্রকার, পৃথিব্যাदि চারিভূত, স্থাবর ও জঙ্গম । ধৰ্ম্মাস্তিকায় প্রবৃত্তি ; অধৰ্ম্মাস্তিকায় স্থিতি । আকাশাস্তিকায় দ্বিবিধ, লোকাকাশ ও অলোকাকাশ ; উপযুপরিস্থিত লোক সকলের অন্তর্কর্ত্তী আকাশই লোকাকাশ ; মোক্ষস্থানস্থিত আকাশ, অলোকাকাশ, তথায় কোন লোক নাই । পূর্বোক্ত জীব ও অজীব-পদার্থ

অপর পঞ্চপ্রকারেও প্রপঞ্চীকৃত, যথাঃ—আশ্রব, সম্বর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ । আশ্রব, সম্বর ও নির্জর এই তিনটি পদার্থ প্রবৃত্তিলক্ষণ ; প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, সম্যক ও মিথ্যা ; তন্মধ্যে মিথ্যাপ্রবৃত্তি আশ্রব ; সম্যকপ্রবৃত্তি সম্বর ও নির্জর । পুরুষকে বিষয়প্রাপ্তি করায়, এই অর্থে আশ্রব, এই অর্থে আশ্রবশব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায় । কর্তাকে অবলম্বন করিয়া অনুগমন করে, এই অর্থে কশ্মুকেও আশ্রব বলে ; ইহাই অনর্থের হেতু, এই নিমিত্ত আশ্রবকে মিথ্যাপ্রবৃত্তি বলে । শব্দমাদি প্রবৃত্তিকে সম্বর বলে ; ইহা আশ্রবেব দ্বার সম্বরণ করে (অবরুদ্ধ করে), এই নিমিত্ত ইহাদিগকে “সম্বর” বলে । তপ্তশিলারোহণাদি সাধন, যদ্বারা অনাদিকালের সঞ্চিত পুণ্যাপুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে “নির্জর” বলে । অষ্টবিধ কশ্মুকে “বন্ধ” বলে ; এই অষ্টবিধ কশ্মু দুই ভাগে বিভক্ত, চারিটির নাম “ঘাতি,” অপর চারিটির নাম “অঘাতি” । ঘাতিকশ্মু, যথা,— ১ । জ্ঞানাবরণীয়, ২ । দর্শনাবরণীয়, ৩ । মোহনীয়, ৪ । অন্তরায় । অঘাতিকশ্মু, যথা— ১ । বেদনীয়, ২ । নামিক, ৩ । গোত্রিক, ৪ । আয়ুষ্ক । যে জ্ঞানের দ্বারা বস্ত্তসিদ্ধি হয় না, এইরূপ বিপর্যয়কে জ্ঞানাবরণীয় কশ্মু বলে । আর্হত-দর্শনাভ্যাস দ্বারা মোক্ষ হয় না, এইরূপ জ্ঞানকে দর্শনাবরণীয় কশ্মু বলে । প্রদর্শিত মোক্ষমার্গের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে অনাস্ত্রাবুদ্ধিকে মোহনীয় কশ্মু বলে । মোক্ষমার্গে প্রবৃত্ত পুরুষের তাহাতে যে বিঘ্নকরবুদ্ধি, তাহাকে “অন্তরায়” নামক কশ্মু বলে । এই চতুর্বিধকশ্মু মোক্ষবিঘাতক, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে “ঘাতি” কশ্মু বলে । চতুর্বিধ “অঘাতি” কশ্মুর মধ্যে বেদনীয়নামক কশ্মু দেহ-বিভাগের হেতুভূত ; তাহাও তত্ত্বজ্ঞানের বিঘাতক না হওয়ায়, ইহা মোক্ষের অন্তরায় নহে ; অতএব ইহা “অঘাতি” কশ্মু । দেহের কলল-বুদ্বুদাদি (গর্ভস্থ শুক্রশোণিতের মিলিত অবস্থাবিশেষ সকল) নামিক অবস্থার

প্রবর্তক কৰ্মকে “নামিক” কৰ্ম বলে। দেহের অব্যাকৃত শক্তিরূপে অবস্থিত অবস্থাকে “গোত্রিক” বলে। আয়ু উৎপাদক, আয়ুনিরূপক কৰ্মকে “আয়ুক” বলে। শেষোক্ত তিনটি “বেদনীয়”কে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ইহারাও অঘাতিকৰ্ম বলিয়া গণ্য। এই অষ্টপ্রকার কৰ্মই পুরুষের বন্ধন; অতএব ইহাদিগকে বন্ধ বলে। এতৎসমস্ত ইহিতে অতীত নিত্য সুখময় অবস্থায় অলোকাকাশে স্থিতিকে মোক্ষ বলে। অতএব জৈনমতে ১। জীব, ২। অজীব, ৩। আশ্রব, ৪। সম্বর, ৫। নির্জর, ৬। বন্ধ, ৭। মোক্ষ এই সপ্তবিধ পদার্থ স্বীকৃত।

পূৰ্বোক্ত সৰ্ববিধ প্রপঞ্চবিষয়ে “সপ্তভঙ্গানয়” নামক বিচার জৈনগণ অবতারণা করেন (সপ্তভঙ্গী—সপ্তবিধ বিভাগযুক্ত, নয়=ত্য়ান্ননীতি); যথা ১। শ্রাদান্তি, ২। শ্রাঙ্গান্তি, ৩। শ্রাদবক্তব্য, ৪। শ্রাদঅন্তিচ নান্তিচ, ৫। শ্রাদন্তিচাবক্তব্যশ্চ, ৬। শ্রাঙ্গান্তিচাবক্তব্যশ্চ, ৭। শ্রাদন্তিনান্তিচাবক্তব্যশ্চ। একত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গানয় যোজিত করা হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই অস্তিনান্তি প্রভৃতি সপ্তবিধ “নয়” যুক্ত, অস্তিনান্তি এক বহু ইত্যাদি ধর্ম সকলপদার্থেরই আছে।

জৈনমতে জীব, দেহপরিমাণ, অর্থাৎ দেহ যে পরিমাণ আয়তনবিশিষ্ট জীবও তৎপরিমিত। পরন্তু মোক্ষাবস্থায় যে দেহ লাভ হয়, তাহা স্থির, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাহার কোনপ্রকার পরিবর্তন হয় না, নিত্য। মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্বে জীব যে দেহবিশিষ্ট হয়, সেই দেহের পরিমাণই জীবের পরিমাণ।

এক্ষণে এই জৈনমত সূত্রকার খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন :—

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৩ সূত্র। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ।

ভাষ্য।—জৈনাবস্থমাত্রৈহস্তিত্বনান্তিত্বানাদিবিরুদ্ধধর্মদ্বয়ং যোজ-

যন্তি, তন্মোপপত্ততে । একস্মিন্ বস্তুনি সত্বাসত্বাদেবিরুদ্ধধর্মস্য
ছায়াতপবৎ যুগপদসম্ভবাৎ ।

অন্তার্থঃ—জৈনগণ বস্তুমাত্রেরই অস্তিত্ব নাস্তিত্ব এই অনাদিবিরুদ্ধ
ধর্মদ্বয় থাকা বলিয়া থাকেন, তাহা কখনও উপপন্ন হয় না । একই
বস্তুতে বিद्यমানতা ও অবিद्यমানতা অসম্ভব ; ছায়া ও আলোক যেমন
একত্র থাকা অসম্ভব, তদ্রূপ ইহাও অসম্ভব ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৪ সূত্র । এবং চাত্মাহিকাৎ স্ম্যম্ ।

(এবং চ—আত্মা—অকাৎ স্ম্যম্)

ভাষ্য ।—এবং শরীরপরিমাণহেনাদীকৃতস্তাত্মনোবৃহদেহ
প্রাপ্ত্যবপূর্ণতা স্তাৎ ।

অন্তার্থঃ—(জৈনমতের অপর দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—
জৈনগণ বলেন যে, আত্মা শরীরপরিমাণ, তাহা হইতে পারে না ; কারণ
ক্ষুদ্রশরীরবিশিষ্ট জীব (পিপীলিকাদি) দেহান্তে কর্মবশে বৃহৎ শরীর
(গজশরীরাদি) প্রাপ্ত হইলে, তখন গজশরীরসম্বন্ধে জীব অকৃত্যন্ত
(অব্যাপী, ক্ষুদ্র) হইয়া পড়ে ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৫ সূত্র । ন চ পর্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিত্যঃ ।

(ন-চ,—পর্যায়াৎ—অপি—অবিরোধঃ, বিকারাদিত্যঃ) ।

“ন চ বাচ্যং সাবয়বোহি আত্মা, তস্যাবয়বানাং গজশরীরে উপচয়ঃ
সূক্ষ্মশরীরেহপচয়শ্চেত্যেবং পর্যায়াদবিরোধ ইতি । কৃতঃ ? “বিকারাদিত্যঃ”
বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ । যদি আত্মা সাবয়বন্তর্হি দেহাদিবিকারী
স্যাৎ ন ত্যচ্চ স্যাৎ ।”

ভাষ্য ।—ন চ বাচ্যং সাবয়বোহি খল্বস্মাকমাত্মা তস্যাবয়বানাং
গজশরীরে উপচয়ঃ সূক্ষ্মশরীরেহপচয়শ্চেত্যেবং পর্যায়াদবিরোধ

ইতি । কুতঃ ? “বিকারাদিভাঃ” বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ ।
যদি ভবন্মতে আত্মা সাবয়বস্তুর্হি দেহাদিবদ্বিকারী স্তাদনিত্যশ্চ
স্তাৎ । এবমাদয়ো দোষাঃ স্ত্যঃ ॥ [ইতি বেদান্ত কৌস্তভ-ভাষ্যম্] *

ব্যাখ্যা :—এইরূপ বলিতে পারিবে না যে আমাদের মতে আত্মা সাবয়ব,
অতএব গজশরীরে তাহার অবয়ব-বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রশরীরে অপচয়প্রাপ্তি হয়,
এইরূপ পর্যায়হেতু “শরীরপরিমাণমতে” কোন দোষ নাই । কারণ, তাহাতে
আত্মার বিকারাদি দোষ-প্রসক্তি হয় । আত্মা সাবয়ব হইলে তাহা দেহাদির
গ্রন্থ বিকারী এবং অনিত্য হইয়া পড়ে । ইত্যাদি দোষ উপস্থিত হয় ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৬মূহ । অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ।

ভাষ্য ।—অন্ত্যস্থ পরিমাণস্থ নিয়ততামঙ্গীকৃত্যাদিমধ্যায়োরপি
নিত্যত্বমস্তীতি চেত্তর্হি সর্বত্রাবিশেষঃ স্তাদ্বিনষ্টোদেহপরিমাণবাদঃ ।

ব্যাখ্যা :—শেষদেহের (মৌল্যবস্থাপ্রাপ্তিকালে যে দেহ হয়, তাহার)
পরিমাণ অপরিবর্তনীয় নিত্য একরূপ, জৈনগণ এইরূপ স্বীকার করিতে,
আত্মা মধ্য জীবপরিমাণও নিত্য বলিতে হয় ; সুতরাং অন্ত্যদেহ এবং
তৎপূর্বদেহ ইহাদের কোন তারতম্য রহিল না ; অতএব আত্মমধ্য দেহও
উপচয়-অপচয়-বিহীন বলিতে হয় । সুতরাং দেহপরিমাণবাদ অপসিদ্ধান্ত ।

এইক্ষেণে পাণ্ডপতমত খণ্ডিত হইতেছে । পাণ্ডপতমতাবলম্বিগণ
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কাপাল, কালামুখ, পাণ্ডপত ও শৈব ।
পাণ্ডপতিপ্রণীত শাস্ত্রই এই চতুর্বিধ পাণ্ডপতের অবলম্বন । এই শাস্ত্র
পাণ্ডপতিপ্রণীত পঞ্চাধ্যায়ী-নামে প্রসিদ্ধ ; তাহাতে পঞ্চপদার্থ বর্ণিত

* “উপচয়পচয়র্হাবয়ববা নাস্ত্যাহতো ন বিরোধ ইতি চ ন বক্তুং পঞ্চাং, বিকা-
রিত্বাদিদোষপ্রসঙ্গে” ॥ ইতি নিম্বার্কভাষ্যঃ ।

আছে ; যথা—কারণ, কার্য, যোগ, বিধি এবং হুঃখান্ত অর্থাৎ মোক্ষ । কারণ বলিতে ঈশ্বর ও প্রধান ব্রহ্ম ; ঈশ্বর নিমিত্তকারণ ; প্রধান উপাদানকারণ । মহাদাদি-ক্ষিত্যন্ত পদার্থ কার্য্যনামে আখ্যাত ; প্রণব (ঔংকার) উচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান, “যোগ” নামে আখ্যাত ; ত্রৈকালিক জ্ঞান, ভস্মজ্ঞান, কপালে ভস্মমাধা, মুদ্রাসাধন, রুদ্রাক্ষ ও কঙ্কণ হস্তে ধারণ, ভগাসনাদি আসনে উপবেশন, কপালপাত্রে ভক্ষণ, শবভস্ম লেপন, সুরাকুস্ত স্থাপন, সুরাকুস্তে দেবতা পূজন ইত্যাদি নানাবিধ আচরণ “বিধি” নামে আখ্যাত । উক্ত বিধিসকল চতুর্বিধ, পশুপতিমতাবলম্বীদিগের মধ্যে কোনটি কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ আচরণীয়, কোনটি অপর সম্প্রদায়ের আচরণীয় । কাপালিক ও পাশুপত সম্প্রদায়ের মতে মোক্ষাবস্থায় আত্মা পাষণকল্প অবস্থা লাভ করে, শৈবগণ আত্মার চৈতন্যরূপতাকে মোক্ষ বলে । ইত্যাদি পাশুপতমতের খণ্ডন করিতে এইক্ষেণে সূত্রকার প্রবৃত্ত হইতেছেন ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৭সূত্র । পতু্যরসামঞ্জস্যং ॥

(পতু্যঃ অবৈদিকশ্চ ঈশ্বরশ্চ অসমঞ্জসং অসঙ্গতিরিত্যর্থঃ)

ভাষ্য।—পাশুপতং শাস্ত্রমুপেক্ষণীয়ং জগদভিন্ননিমিত্তোপাদান-
কারণপ্রতিপাদকবেদবিরোধিত্বাদুপধর্ম্মপ্রবর্তকত্বাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—পাশুপতশাস্ত্র গ্রহণীয় নহে ; কারণ বেদ যে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান, এই উভয় কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধ এই পাশুপতিমত ; এই মতে ঈশ্বরকে জগতের কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন অচেতন প্রধানকে উপাদানকারণ বলিয়া বর্ণনা করা হয় ; এইমত বেদবিরুদ্ধ এবং উপধর্ম্মপ্রবর্তক, সূত্ররূপে উপেক্ষণীয় ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৮শ্লোক । সম্বন্ধানুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য ।—পশুপতেশরীরস্য প্রেরকস্য প্রেয়াপ্রধানাদিভিঃ
সম্বন্ধানুপপত্তেঃ ন পশুপতির্জগদ্বৈতত্বঃ ।

ব্যাখ্যা :—পশুপতিমতে ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ নিগুণস্বভাব হওয়াতে,
ঈশ্বর ও অচেতন প্রধানাদির মধ্যে প্রেয়াপ্রেরকসম্বন্ধ কোন প্রকারে
উপপন্ন হয় না ; অতএব নিত্য নিগুণস্বভাব পশুপতি (পশু = জীব,
পশুপতি = জীবপতি—ঈশ্বর) জগৎকারণ হইতে পারেন না ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৯শ্লোক । অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ ॥

[প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন, ইহাও
অপসিদ্ধান্ত]

ভাষ্য ।—দৃষ্টবিরুদ্ধত্বান্নিত্যস্তোত্তরভাবিত্বাদনিত্যস্য চ শরীর-
ানুপপত্তেঃ ন পশুপতির্জগদ্বৈতত্বঃ ।

ব্যাখ্যা :—লোকতঃ দৃষ্ট হয় যে, ঘটের নিমিত্তকারণ কুণ্ডকার শরীর
হওয়াতেই মুৎপিণ্ডোপাদান দ্বারা ঘট রচনা করে ; পাশুপতগণ বেদের
উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া অনুমানকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন ;
সুতরাং পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান দ্বারা জগতের নিমিত্তকারণ
ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিতে হইলে, তাঁহাকেও শরীরধারী বলিতে হয় ;
কিন্তু শরীরমাত্রই সৃষ্ট ও বিনশ্বর ; পরন্তু ঈশ্বরকে নিত্য বলিয়া পাশুপতগণ
স্বীকার করেন ; অতএব তিনি নিত্য হইলে, (যেহেতুক তাঁহার নিত্য
শরীরস্ব উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব) তাঁহার শরীরকে অনিত্য
বলিতে হইবে, তাহাও অসম্ভব কারণ, জগতের সৃষ্টিকর্তা অনিত্যশরীর-
ধারী ; ইহা সর্বথা অনুপপন্ন ও অসম্ভব, এইরূপ বলিলে তিনি অস্ত
কারণের অধীন করেন । অতএব ঈশ্বরের কোন প্রকার শরীর থাকা

অহুমান দ্বারা সিদ্ধাস্ত করা যায় না ; আবার শরীর না থাকিলে, অচেতন জগতে অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও অহুমান-প্রমাণের অগম্য। অতএব পূর্বোক্ত পশুপতি জগতের হেতু হইতে পারেন না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪০ সূত্র । করণবচ্ছেদ্য ভোগাদিত্যঃ ॥

ভাষ্য ।—জীববৎ করণকলেবরকল্পনাপি ন সম্ভবতি : ভোগাদি-
প্রসক্তে : ।

ব্যাখ্যা :—পরন্তু জীব যেমন অশরীরী হইয়াও ইন্দ্রিয়াদিকলেবর দ্বারা দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন, তদ্রূপ ঈশ্বরও ইন্দ্রিয়াদিকলেবর দ্বারা জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন ; এইরূপ কল্পনারও সম্ভাবনা হয় না ; কারণ তাহা হইলে, জীবের গ্রাম ঈশ্বরেরও স্মৃত্বঃখাদিভোগপ্রসঙ্গ হয়, এবং তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর কিছু থাকে না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪১ সূত্র । অস্তবত্ত্বমসর্ববজ্রতা বা ॥

ভাষ্য ।—তস্মা পুণ্যাদিরূপাদৃষ্টযোগেহস্তবত্ত্বমজ্রতং চ স্মৃৎ ।

ব্যাখ্যা :—(ঈশ্বরের ভোগাদি স্বীকার করিলেও কোন দোষ হয় না ; অতি সামান্ত হিমকণিকা যেমন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ থর্ব্ব করিতে পারে না, তদ্রূপ উক্ত ভোগও ঈশ্বরকে থর্ব্ব করিতে পারে না। যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তহুত্তরে বলা হইতেছে, যে এইরূপ বলিলে) পুণ্যপুণ্যাদি অদৃষ্টযোগে ঈশ্বরও জীবের গ্রাম অস্তবিশিষ্ট ও অসর্বজ্র হইয়া পড়েন ; কারণ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট স্মৃত্বঃখাদিভোগসম্পন্ন কেহই জন্মমরণাদি-বিহীন এবং পূর্ণজ্ঞ বলিয়া দৃষ্ট হয় না ; লোকক দৃষ্টান্তে ঈশ্বরও যুগপৎ অস্তবিশিষ্ট ও অজ্র হইয়া পড়েন। পরন্তু এইরূপ ঈশ্বর পাণ্ডপতদিগেরও সম্মত নহে।

একগুণে শক্তিবাদ খণ্ডন হইতেছে। যাহারা বলেন যে পুরুষসহযোগ বিনা একা শক্তি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, তাঁহাদিগকে শক্তিবাদী বলে। তাঁহাদিগের মতের খণ্ডন হইতেছে :—

২য় অঃ ২য় পাদ ৪২ সূত্র। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ *

* শাকরমতে এই সূত্র এবং তৎপরবর্তী সূত্রগুলি দ্বারা ঈশ্বর, প্রকৃতি ও তদধিষ্ঠাতা এই উভয়াত্মক বলিয়া যে মত তাহা পণ্ডিত হইতেছে। ইহাকে ভাগবত মত বলিয়া তিনি ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যোক্তিনি বলিয়াছেন যে—

‘বেদান্তও ঈশ্বরের ঈদৃশ স্বরূপই স্থাপন করিয়াছেন, ঈশ্বরই জগতের প্রকৃতি এবং অধিষ্ঠাতা; ব্রহ্মসূত্রেও এই মতই স্থাপিত হইয়াছে, তবে কিনিমিত্ত সূত্রকার এই পক্ষ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? বলিতেছি; যদিও এই অংশে কোন বিরোধ নাই, তথাপি অল্প অংশে বিরোধ আছে, তাহাই প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত বিচার আরম্ভ। ভাগবতেরা বলেন যে, ভগবান্ বাহুদেব নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই এক ঈশ্বর, তিনি আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন, [যথা:—বাহুদেববাহু, সর্গবাহু, প্রজ্ঞাবাহু ও অনিরুদ্ধবাহু; বাহুদেব পরমাত্মা নামে উক্ত, সর্গবাহুই মূল কৃতিশক্তি, প্রজ্ঞার নাম মনঃ অথবা প্রজ্ঞা, অনিরুদ্ধের নাম অহঙ্কার; বাহুদেবই ইহাদের সকলের মূলপ্রকৃতি (উপাদান কারণ), সর্গবাহু তাহার কার্য। এইরূপ ভগবান্কে অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, বাধা, ও বোগ দ্বারা বহুদিন ধরিয়া সেবা করিলে, নিম্পাপ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবতগণ যে বলেন, যে এই নারায়ণ বাহুদেব প্রকৃতি হইতে স্রষ্টা, সর্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, পরমাত্মা, সর্গাত্মা, তিনি আপনি আপনাকে অনেক প্রকার করিয়া নানা বাহে অবস্থিত করেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই; কারণ “পরমাত্মা এক প্রকার করেন, তিন প্রকার করেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরমাত্মার অনেক প্রকার হওয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতেরা যে অনবরত অনন্তচিত্ত হইয়া অভিগমনাদিলক্ষণ ভগবৎ-আরাধনা কর্তব্য বলিয়া অভিমত করেন, তাহার সহিতও কোন বিরোধ নাই; কারণ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠানের প্রসিদ্ধি আছে। পরন্তু তাহারা যে বলেন, যে বাহুদেব হইতে সর্গবাহুর, সর্গবাহু হইতে প্রজ্ঞার, এবং প্রজ্ঞা হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়, এই অংশসম্বন্ধেই বিরোধ; কারণ, বাহুদেবাত্মা পরমাত্মা হইতে সর্গবাহু জীবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ তাহাতে জীবের অনিচ্ছাদি দোষপ্রসক্তি হয়; জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার অনিত্যতা দোষ হয়; অতএব ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়; কারণ, ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্বেই তাহার বিনাশের প্রসক্তি আছে। এবং সূত্রকার “নান্যাত্মভেত্তিত্যাক্ত তাত্ত্বঃ” সূত্রে জীবের উৎপত্তি প্রতিবেদন করিয়াছেন।”

ভাষ্য ।—পুরুষমন্তরেণ শব্দেঃ সকাশাজ্জগদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ন তৎকারণবাদোহপি সাধুঃ ।

৪৩ সংখ্যক সূত্রের বাখ্যা শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন, যথা :—লোকতঃ এইরূপ দৃষ্ট হয় না, যে দেবদত্তাদি কর্তা কুঠারাদি করণ সৃষ্টি করেন ; অতএব ভাগবতগণ যে বলেন, যে কর্তা সঙ্কর্ষণজীব, প্রদ্বায়সংজ্ঞক মনঃনামক করণের স্রষ্টা, এবং সেই প্রদ্বায় আবার অহঙ্কারাখ্য অনিরুদ্ধের স্রষ্টা, তাহা সম্ভব নহে ।

৪৪ সংখ্যক সূত্রের বাখ্যা শঙ্করভাষ্যে এইরূপ আছে, যথা :—যদি সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি সকলকেই জ্ঞানৈবযাদিশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর বল, তাহা হইলেও তাঁহাদের এক হইতে অপরের উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া যে আনন্দা আপত্তি করিতেছি, তাহার অপ্রতিষেধ স্বীকার করিতে হইল, অর্থাৎ সেই আপত্তি সম্ভব বলিয়াই স্বীকৃত হইল ।

৪৫ সূত্রের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে, যথা :—এই শাস্ত্রে গুণগুণীভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিশপ্রতিষেধ (বিরুদ্ধ কল্পনা) দৃষ্ট হয়, এবং বেদনিষ্ঠাও এই শাস্ত্রে আছে, যথা :—এইরূপ বাক্য তাহাতে দৃষ্ট হয়, “শান্তিল্য স্ববি বেদচতুষ্টয়ে ত্রৈয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন” । এই সকল কারণে ভাগবতদিগের মত অসম্ভব ।

এই সকল সূত্রের শঙ্করবাখ্যাতে অতিশয় কষ্টকল্পনা দৃষ্ট হয় ; বিশেষতঃ সঙ্করণ হইতে প্রদ্বায়ের, প্রদ্বায় হইতে অনিরুদ্ধের সৃষ্টি এই সকল হেতুতে শঙ্করাচার্য্য অপসিদ্ধান্ত বলিয়া মত করিয়াছেন, তাহা বেদান্তবাক্য, এবং সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া দৃষ্ট হয় না । “সদেব সৌম্যোদমগ্র্য আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি স্রুতি যাহা ব্রহ্মসূত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সৃষ্টি প্রারম্ভ হইবার পূর্বে জীব ও ব্রহ্ম বলিয়া কোন ভেদ থাকে না ; সকলই ব্রহ্মসত্তার লীন হইয়া এক হইয়া যায়, পুনরায় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইলে, চেতনাচেতন জীব ও জড়াত্মক বিষ প্রকাশিত হয় । স্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন যে ‘যথা সৃদীপ্তাং পাবকাং বিশ্বলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তি স্বরূপান্তথাংকরা দ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাধিগন্তি” (যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে বিশ্বলিঙ্গ সকল বহির্গত হয়, তাহার অগ্নিরই স্বরূপ তদ্রূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ সমানরূপ সকল প্রকাশিত হয় এবং পরে তাহার সেই অক্ষরেই লয়প্রাপ্ত হয়) । পরন্তু জড়জগৎ বিকারী, অচেতন বস্তু, জীব চৈতন্য-স্বরূপ ; সুতরাং জড়জগতের যেমন এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণাম হয়, (যেমন আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ; যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি), তদ্রূপ জীবের কোন বিকার নাই ; সুতরাং প্রলয়াবস্থায় জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত পরমকারণে লয় হইলে, ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে জীবের প্রকাশ কিছু মাত্র থাকে না ; দেহাদি পুনরায় সৃষ্ট হইলে, তদ্বিশিষ্ট হইয়া জীব

ব্যাখ্যা :—পুরুষবিনা কেবল শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি অসম্ভব,

প্রকাশিত করেন। জীব ও জড়জগতের, সৃষ্টির পর, প্রকাশিত হওয়া বিষয়ে এই ভারতমত আছে; তৎপতি লক্ষ্য করিয়াই জড়জগতের স্রাব জীবের সৃষ্টি না থাকি বলা যায়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ হুতরাং তৎশক্তিপ্রভাবে এসময়ে পুনরায় সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে জীব ও স্থাবর জগন্মান্বক জগৎ পূর্ববৎ প্রকাশিত হয়; পরন্তু তন্নিমিত্ত জীবের যোকপ্রাপ্তির কোন বাবাত হয় না। হুতরাং জীব নিত্য বলিয়া সঙ্কর্ষণাদির সৃষ্টিবিষয়ে শঙ্করাচার্য যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অমূলক।

দেবদত্তাদি কৰ্ত্তার কুঠারাদি করণের সৃষ্টিসামর্থ্য নাই দৃষ্টান্তে যে প্রত্নাদির সৃষ্টিবিষয়ে শঙ্করাচার্য আপত্তি করিয়াছেন, তাহাও অমূলক। ভগবান্ বেদবাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ২৫ সংখ্যক সূত্রে “দেবাদিষদপি লোকঃ” এই বাক্য দ্বারা দেবতা ও সিদ্ধগণ যেরূপ ইচ্ছানুসারে অপর সাধন ব্যতিরেকে নানাবিধ বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি রচনা করিতে পারেন, তাহা জানাইয়াছেন, এবং ঐ সূত্রের শাক্তরত্নাঘোও তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতগণ অনুমানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলেন না, তাহার বোদ্ধব্যাকার প্রামাণিকতা স্বীকার করেন। তাহার কেবল অনুমানবাদী হইলেও বা দেবদত্ত ও কুঠারের দৃষ্টান্তে তাহাদের বিরুদ্ধে অনুমান উপস্থিত করা বাইতে পারিত, তাহার ব্রহ্মের জগৎকারণতা স্বীকার করাতে, এবং স্রষ্টামুগামী উপাসনাপ্রণালী গ্রহণ করাতে এই দৃষ্টান্ত তাহার বিরুদ্ধে কার্যকর নহে, এবং ইহা সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া অনুমিত হয় না। শাস্তিপর্বের ৩৫১ অধ্যায়ে ঈশ্বরের অমূলক-সৃষ্টির বিষয় স্বয়ং বেদবাস উল্লেখ করিয়াছেন। মাণ্ডুক্যাদি স্রুতিতে তুরীয়, প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বৈশ্বানর, ভেদে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা পঞ্চরাত্নোক্ত উপাসনার সম্যক্ ব্যবস্থাপক।

বেদনিম্নার কথা যে শঙ্করাচার্য উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দোষও ভাগবতমতের বিরুদ্ধে উপাধিপিত করা যায় না, বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনাহা স্থাপন করিয়া জীবকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ভাবোদ্ধৃত বাক্যসদৃশ বাক্য এবং তদপেক্ষাও কঠোরতর বাক্য সকল ভগবদগীতা প্রভৃতিতেও বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে :—যথা :—“ত্রেজ্ঞ্য-বিষয়া বেদা নিত্ৰৈগুণ্যো ভবাক্ষুণ্ণ” “জিজ্ঞাহুরপি যোগেশ শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে” “বাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বভঃ সংপ্লুতৌদকে। তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বিজ্ঞানতঃ” “যামিমাঃ পুণ্ডিতাঃ বাচঃ প্রবদন্ত্যবিপশিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নাশ্রয়ন্তীতিবাদিনঃ” ইত্যাদি।

জ্ঞ ও গুণী এবং শক্তি ও শক্তমান্ ইত্যাদি ভেদ প্রদর্শন করিয়া শিষ্যের বুদ্ধিকে উদ্বোধিত করা সর্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; এই ব্রহ্মসূত্রেও জীব, জগৎ, ও ব্রহ্ম যে ভেদ-সম্বন্ধ আছে, তাহা সূত্রকার নামান্বানে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন, হুতরাং ৪৫ সূত্রের যে রূপ ব্যাখ্যা শাক্তরত্নাঘো কৃত হইয়াছে, তাহা সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

অতএব শক্তিকারণবাদও অসাধু । (জীবরূপী পুরুষ সর্বত্রই শক্তির
আধার—আশ্রয় থাকা দৃষ্ট হয়, আশ্রয়সংযোগ বিনা শক্তি থাকিতেই
পারে না, অনাশ্রয় শক্তি তবে জগৎ-রচনা কিরূপে করিতে পারে ?)

২য় অঃ ২য় পাদ ৪৩ সূত্র । ন চ কর্তৃঃ করণম্ ॥

ভাষ্য ।—পুরুষসংসর্গোহস্তি, ইতি চেৎ পুরুষস্য করণং নাস্তি
তদানীম্ ॥

ব্যাখ্যাঃ—লোকতঃ দৃষ্ট হয় স্ত্রী, পুরুষসংসর্গ লাভ করিয়া পরে তদ্ব্যতি-
রেকে স্বয়ংই পুত্রোৎপাদনের হেতু হয়, তদ্রূপ শক্তিও প্রথমে পুরুষসংসর্গ
লাভ করিয়া পরে স্বয়ংই সৃষ্টি রচনা করে, ইহাও বলিতে পারা যায় না ;
কারণ সৃষ্টির পূর্বে পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি কোন করণ নাই যদ্বারা তিনি শক্তির
সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪৪ সূত্র । বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥

ভাষ্য ।—স্বাভাবিকবিজ্ঞানাদিভাবেহস্মীকৃতো তু তদপ্রতিষেধঃ,
স্বতোবিনষ্টঃ শক্তিবাদঃ, ব্রহ্মস্বীকারাৎ ॥

ব্যাখ্যাঃ—পূর্বোক্ত দোষপরিহারার্থ যদি বল, পুরুষ স্বভাবতঃ বিজ্ঞা-
নাদিশক্তিসম্পন্ন, শক্তি তাঁহারই অঙ্গীভূত, তবে এই মতের কোন প্রতিষেধ
নাই, বেদান্তও ব্রহ্মকে স্বাভাবিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়াছেন, এবং সেই শক্তি
দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়, ইহাই বেদান্তের উপদেশ ; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে,
ব্রহ্মকারণত্ব স্বীকার করা হইল, শক্তিকারণবাদ স্বতঃই বিনষ্ট হইল ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪৫ সূত্র । বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—ঐতিশ্যবিপ্রতিষেধাচ্চ শক্তিপক্ষোহপ্রমাণিকঃ ।

ঐতি ও ঐতির বিরুদ্ধ হওয়াতে শক্তিকারণবাদ গ্রহণীয় নহে ।

ইতি বেদান্তদর্শনে—দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ।

ও তৎসং ইতি ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ।

দার্শনিক-ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ ।

এই পাদে ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি বিশেষ বিশেষ ভূতগ্রামের সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিসকল সূত্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং জীবের স্বরূপ কি, তাহাও অবধারিত করিয়াছেন ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১ সূত্র । ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥

(ন-বিয়ৎ উৎপত্তিতে, অশ্রুতেঃ ছান্দোগ্যে তদুৎপত্ত্যশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ) ।

ভাষ্য ।—পরপক্ষেণ স্বপক্ষস্তাহবিরুদ্ধত্বং নিরূপিতমধুনা শ্রুতীনামন্তোহন্তবিরোধাহভাবো নিরূপ্যতে । বিয়ম্নোৎপত্ততে ।
কুতঃ ? ছান্দোগ্যে তদুৎপত্ত্যশ্রবণাদিতি পূর্বপক্ষঃ ॥

ব্যাখ্যা :—পূর্বপক্ষ :—আকাশ নিত্যপদার্থ, তাহার উৎপত্তি নাই ; কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতি জগদুৎপত্তিবর্ণনাকালে আকাশের উৎপত্তি বর্ণনা করেন নাই । ছান্দোগ্য শ্রুতি যথা :—“তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েরেতি তন্তোজোহসৃজত” ইত্যাদি (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠপ্রপাঠক দ্বিতীয় খণ্ড) ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২ সূত্র । অস্তি তু ॥

ভাষ্য ।—তত্রোচ্যতে “আত্মনঃ আকাশঃ সমুতঃ” ইতি তৈত্তিরীয়কেহস্তি বিয়দুৎপত্তিরিতি ॥

ব্যাখ্যা :—উত্তর :—ছান্দোগ্যে না থাকিলেও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত আছে । তৈত্তিরীয়শ্রুতি যথা :—“তন্মাত্রা এতন্মাত্রান্ন আকাশঃ সমুতঃ । আকাশো বায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ । অগ্নেরাপঃ । অন্ত্যঃ পৃথিবী ।” ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ দ্বিতীয় বল্লী প্রথম অমুবাক) ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩ সূত্র । গোণ্যসমুত্বাচ্ছব্দাচ্চ ॥

(গোণী,—অসমুত্বাৎ,—শব্দাৎ—চ) ।

ভাষ্য ।—শব্দতে, নিরবয়বাস্থা কাশশ্রোতপত্ত্যহভাবাৎ “বায়ু-শাস্ত্রিরিক্কৈতদমৃতামি”-তি শব্দাচ্চ “আকাশঃ সমুতঃ ইতি শ্রুতিগোণী ॥

ব্যাখ্যা—পুনরায় আপত্তি হইতেছে—উক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে যে আকাশের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা গোণার্থে গ্রহণ করা উচিত, (ঐ উৎপত্তি বাচক “সমুতঃ” শব্দকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করা উচিত নহে ; “আকাশঃ করোতি” ইত্যাকার বাক্য লোকতঃও ব্যবহার হওয়া দেখা যায়, তাহাতে আকাশ সৃষ্টি করিতেছে বুঝায় না ; তদ্রূপ এই স্থলেও “সমুতঃ” শব্দের গোণার্থই গ্রহণ করা উচিত । আকাশ হইতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় বলিতে হইবে) । কারণ নিরবয়ব সর্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব । এবং শ্রুতিও বলিয়াছেন “বায়ুশাস্ত্রিরিক্কৈতদমৃতং” (বায়ু ও আকাশ অমৃত) ইত্যাদি ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪ সূত্র । স্ত্রাচ্চৈকশ্চ ব্রহ্মশব্দবৎ ॥

(স্ত্রাৎ—চ—একশ্চ (শব্দশ্চ),—ব্রহ্মশব্দবৎ)

ভাষ্য ।—একশ্চ সমুত্বশব্দস্ত্রাকাশো গোণত্বমুত্তরত্ব মুখ্যত্বং তু “তপসো ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মে”-তিবৎ স্ত্রাৎ ।

ব্যাখ্যা :—যদি বল এক “সম্ভূতঃ” শব্দ যেমন আকাশসম্বন্ধে ব্যবহার হই-
 য়াছে, তদ্রূপ এই একই বাক্যে বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী প্রভৃতি সম্বন্ধেও
 ব্যবহৃত হইয়াছে ; অতএব শেষোক্ত স্থলে মুখ্যার্থে প্রয়োগ যখন অবশ্য
 স্বীকার্য, তখন আকাশের স্থলেও মুখ্যার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে
 বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; তবে তদুত্তরে বলিতেছি যে, একই শব্দের
 একই বাক্যে ভিন্নার্থে প্রয়োগ প্রতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যেমন
 “তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্ম” এই প্রতিবাক্যে ব্রহ্মশব্দ জিজ্ঞাস্য-
 রূপে মুখ্যার্থে এবং তপঃস্বরূপে গোণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব
 পূর্বকথিত তৈত্তিরীয়বাক্যে “সম্ভূত” শব্দ গোণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে বলা
 দৃষ্টান্তবিরুদ্ধ নহে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫ সূত্র । প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছদেভ্যঃ ॥

ভাষ্য ।—শব্দা নিরাক্রিয়তে ; আকাশাদিবস্তুজাতস্য ব্রহ্মাহ-
 ব্যতিরেকাদ্বক্ষবিজ্ঞানাৎ সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াঃ অনুপরোধো
 ভূবতি । আকাশস্থানুৎপন্নত্বে তু সবিজ্ঞেয়ব্যতিরেকঃ স্যাৎ,
 তস্মাৎ সা বাধ্যত, সর্বস্য ব্রহ্মাপৃথক্‌ত্বং চ “ঐতদাত্ম্যমিদমি”-ত্যাদি
 শব্দেভ্যঃ ॥

ব্যাখ্যা :—একগণে সূত্রকার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষসকলের উত্তর ক্রমশঃ
 প্রদান করিতেছেন :—এইরূপ বলিলে প্রতিতির প্রতিজ্ঞাহানি হয় ; কারণ
 ছান্দোগ্যপ্রতি, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সর্ববিষয়ক বিজ্ঞান হয় বলিয়া প্রতিজ্ঞা
 স্থাপন করিয়াছেন । আকাশ প্রতি বস্তুজাত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেই
 ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে সর্ববিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা, তাহা স্থির
 থাকে । আকাশ যদি অনুৎপন্ন বস্তু হইল, তবে তাহা ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত
 জাতব্য বস্তু বলিয়া গণ্য হয় এবং প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে । “সদেব সৌম্যেদ-

মগ্র আদৌদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” এবং “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইত্যাদি বাক্যে ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রথমেই আকাশাদি সর্ববস্তুর ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয়-শ্রুতান্ত “সমুত” শব্দের গোণার্থ স্থাপন করা সম্ভব নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৬ হ্রদ্র । যাবদ্বিকারং তু বিভাগোলো ৫বৎ ॥

[যাবৎ (চেতন্যচেতনং জগৎ)—বিকারং (উৎপত্তিশীলং)—তু (চ),—বিভাগঃ,—লোকবৎ] ।

ভাষ্য।—উপসংহরতি, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”—তাদিবাচ্যৈ-
রাকাশাদিপ্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মাত্মকত্বপ্রতিপাদনেন বিকারত্বং নিশ্চী-
য়তে, তথা চ যাবদ্বিকারমুদ্রব এব গম্যতে । “তত্তেজোহমৃ-
জতে”—তদ্যাকাশস্তানুক্রিস্তেজ আদেঃ স্বজ্যহেনোক্রিস্ত লোক-
বদুপপদ্যতে । লোকে দেবদত্তপুত্রপুংগং নির্দিষ্ট, তত্র কতি-
পয়ানামুৎপত্তিকথনেন সর্ববসামুৎপত্তিরুক্তা ভবতি ।

ব্যাখ্যা : ।—“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ছান্দোগ্যে
আকাশাদি সর্ববিধ প্রপঞ্চের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদিত হওয়াতে, এতৎ-
সমস্তই যে বিকারমাত্র এবং ইহারা যে সমস্তই উৎপত্তিশীল বস্তু, তাহা
নিরূপিত হইয়াছে । “তত্তেজোহমৃজতে” ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্যে আকাশের
অনুলেখ এবং তেজঃ প্রভৃতির উৎপত্তির যে উল্লেখ, তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তে
অযুক্ত নহে । লোকে যেমন দেবদত্তের পুত্রশ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া সমুৎপত্তি
কল্পেকজনকে মাত্র নাম করিয়া, তাহাদের জনকের নির্দেশ করিয়া স্থগিত
হয়, তদ্বারাই সকলের জনকবিষয়ে জ্ঞান জন্মে; তদ্রূপ প্রত্যক্ষীভূত ক্ষিতি,
অপ্ ও তেজের উৎপত্তি বর্ণনা দ্বারাই শ্রুতি অপূর্ণ সকলেরও উৎপত্তিকারণ
ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুদ্ধিতে হইবে । সমস্ত জাগতিক পদার্থই ব্রহ্মাত্মক

বলিয়া পূর্বে শ্রুতি উল্লেখ করাতে, পৃথিবী জল ও তেজের সমশ্রেণীতে বায়ু ও আকাশও ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

আকাশ যে সর্বব্যাপী নহে, তাহা আকাশকে ব্রহ্মের অঙ্গীভূত বলিতেই শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন ; জীবাশ্মা ও বুদ্ধি প্রভৃতি যে আকাশ হইতে পৃথক্, ইহা সর্ববাদিসম্মত ; সুতরাং পরমার্থতঃ আকাশ সর্বব্যাপী নহে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৭ সূত্র । এতেন মাতরিখ্যা ব্যাখ্যাতে ॥

(মাতরিখ্যা-বায়ুঃ)

ভাষ্য ।—অনেন বিস্তুৎপত্তিহায়েন বায়ুরপি ব্যাখ্যাতেঃ ।

ব্যাখ্যা :—আকাশের উৎপত্তি যেরূপ যুক্তিতে নিষ্পন্ন করা হইল, তদ্বারাই বায়ুরও ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৮ সূত্র । অসম্ভবস্ত সতোহনুপপত্তেঃ ॥

(সতঃ (ব্রহ্মণঃ)-অসম্ভবঃ (অহুৎপত্তিরেব) তত্ত্বৎপত্ত্যানুপপত্তেঃ)

ভাষ্য ।—সতো ব্রহ্মণোহসম্ভবোহনুৎপত্তিরেব জগৎকারণো-
ৎপত্ত্যানুপপত্তেঃ ।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম নিত্য সৎসত্ত্ব, তাঁহার উৎপত্তি উপপন্ন হয় না । (তাঁহার উৎপত্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ, পরস্তু তাঁহার উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধও বটে ; কারণ এইরূপ উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি এইরূপে অনবস্থা দোষ বটে) ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৯ সূত্র । তেজোহতস্তথা হ্যাহ ॥

[অতঃ-(বায়োঃ)-তেজঃ-উৎপদ্যতে ; হি (নিশ্চয়ে) । কুতঃ শ্রুতিস্বত্বৈ-
বাহ] ।

ভাষ্য ।—পূর্ববপক্ষয়তি “মাতরিখ্যনস্তেজো জায়তে বায়ো-
রগ্নিরি”-তি শ্রুতেঃ ।

ব্যাখ্যা :—(হান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতেই তেজের উৎপত্তি ; তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন, বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি ; অতএব তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার প্রথমে পূর্বপক্ষে বলিতেছেন) :—বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি বলিতে হইবে, কারণ শ্রুতি তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১০ সূত্র । আপঃ ॥

ভাষ্য ।—তেজস আপো জায়ন্তে “অগ্নেরাপ”-ইতি শ্রুতেঃ ।

ব্যাখ্যা :—এইরূপ “অগ্নেরাপঃ” এই বাক্য অগ্নি হইতেই অপের উৎপত্তি জানা যায় ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১১ সূত্র । পৃথিবী ॥

ভাষ্য ।—“অস্ত্যোভূর্বতি” “তা অন্নমসৃজন্তে”-তি শ্রুতেঃ ।

ব্যাখ্যা :—এইরূপ “অস্ত্যঃ পৃথিবী” এবং “তা অন্নমসৃজন্ত” এই বাক্যে অপ্ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি জানা যায় ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১২ সূত্র । পৃথিব্যাদিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥

[পৃথিবী, (“অন্ন”-শব্দঃ পৃথিবীবাচকঃ), কুতঃ ? অধিকারাৎ, রূপাৎ শব্দান্তরাচ্চ ইত্যর্থঃ] ।

ভাষ্য ।—অন্নপদেন ভূরূচ্যন্তে মহাভূতাদিকারাৎ । “যৎ কৃষ্ণং তদন্নশ্চেতি রূপশ্রবণাৎ অস্ত্যঃ পৃথিবী”-তি শব্দান্তরাচ্চ ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত হান্দোগ্য শ্রুতি সৃষ্টিবর্ণনায় বলিয়াছেন “তা আপ... অন্নমসৃজন্ত” (অপ্ অন্ন সৃষ্টি করিলেন.) এই স্থলে “অন্ন” শব্দের অর্থ পৃথিবী ; কারণ, মহাভূতের উৎপত্তিবর্ণনাই ঐ অধ্যায়ের অধিকার (বিষয়) ; “যৎ কৃষ্ণং তদন্নম্” ইত্যাদি উক্ত অধ্যায়োক্ত বাক্যে “অগ্নের” যে রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্বারাও তাহা পৃথিবী-বোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । এবঞ্চ

অত্র তৈত্তিরীয় শ্রুতি “অদ্ভ্যঃ পৃথিবী” বাক্যে অপ্ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৩ সূত্র । তদভিধানাত্তু তল্লিঙ্গাৎ সং ॥

[তু শব্দাৎ পূর্বপক্ষে ব্যাবৃত্তঃ । সং (সৰ্ব্বেশ্বরঃ পরমাত্মা এব অষ্টা) । কৃতঃ ? তদভিধানাৎ (তস্য “বহুস্যাৎ” ইতি সঙ্কল্লাৎ) তল্লিঙ্গাৎ (“তদা দ্বানং স্বয়মকুরুত” ইত্যাদি তজ্জ্ঞাপকাৎ শাস্ত্রাৎ ইত্যর্থঃ] ।

ভাষা ।—সিদ্ধান্তয়তি, “বহুস্মামি”-তি “তদভিধানাৎ তদা-
দ্বানং স্বয়মকুরুতে”-তীাদি তজ্জ্ঞাপকাৎ শাস্ত্রাচ্চ পরমপুরুষ-
স্তুদন্তুরাত্মা তৎকার্য্যাস্রষ্টেতি ।

ব্যাখ্যা :—আকাশাদির অষ্ট্ৰ শ্রুতি বর্ণনা করিলেও সৰ্ব্বেশ্বর পরমাত্মাই সর্বস্রষ্টা ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন “অহং বহু স্যাম্” এইরূপ সঙ্কল দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টিরচনা করিলেন ; এবং “তদা দ্বানং স্বয়মকুরুত” ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক শাস্ত্রবাক্যের দ্বারাও জগতের ব্রহ্মপরত্ব অবধারিত হয় । আকাশাদির নিজের সৃষ্টি করিবার অধিকার নাই ; ব্রহ্ম আকাশাদিতে অধিষ্ঠিত হওয়াতে, উক্ত তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতিতে যে আকাশাদিকর্তৃক পরপর ভূতগ্রামের সৃষ্টি হওয়া বর্ণিত হইয়াছে ; তাহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মই আকাশাদির অন্তরাত্মারূপে স্থিত হইয়া পরপর সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন. আকাশাদির যে অষ্ট্ৰ তাহা তাঁহারই । “যো পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোহপ্সু তিষ্ঠন্, য আকাশে তিষ্ঠন্” ইত্যাদি শ্রুতি তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৪ সূত্র । বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপত্ততে চ ॥

[অতঃ (উক্ত সৃষ্টিক্রমাৎ) বিপর্য্যয়েণ (প্রাতিলোম্যেন ক্রমেণ) প্রলম্ব-
ক্রমো বোধ্য ইতি শেষঃ ; উপপত্ততে চ যুক্তিতঃ ইত্যর্থঃ] ।

ভাষ্য ।—অত উক্ত সৃষ্টিক্রমাৎ প্রাতিলোম্যেন প্রলয়ক্রমো-
হস্তি “পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । জললবণায়া-
নোপপদ্যতে চ ।

বাখ্যাঃ—ভূতসকল যে ক্রমে উৎপন্ন হয়, তদ্বিপরীত ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়,
শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—“পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে” ইত্যাদি । যুক্তি
দ্বারাও এইরূপই অনুমিত হয় ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৫ সূত্র । অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গা-
দিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥

[বিজ্ঞায়তে অনেন ইতি বিজ্ঞানং, বিজ্ঞানঞ্চ মনশ্চ ইতি বিজ্ঞানমনসী,
ব্রহ্মণো ভূতানাং চাস্তুরালে বিজ্ঞানমনসী শ্রুতাম্ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো
মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী” ইত্যাদিলিঙ্গাৎ । এবং-
প্রাপ্তেন ক্রমেণ পূর্বোক্তস্ত ক্রমস্ত বিদ্ভাধঃ ; ইতি চেন্ন, অবিশেষাৎ
“এতস্মাজ্জায়তে” ইত্যনেন ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব বিজ্ঞানমনসোঃ খাদীনঞ্চ
উৎপত্তেরবিশেষাৎ ।)

ভাষ্য ।—বিজ্ঞানমনসী, “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব-
েন্দ্রিয়াণি চে”-ত্যাদিলিঙ্গাৎ পরমাত্মনঃ ভূতানাং চাস্তুরালে শ্রুতা-
মেবং প্রাপ্তেন ক্রমেণ পূর্বোক্তস্ত ক্রমস্ত বিরোধ ইতি চেন্ন,
বাক্যস্ত ক্রমবিশেষপরত্নাভাবাৎ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ
সর্বেন্দ্রিয়াণি চে”-ত্যনেন ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব বিজ্ঞানমনসোঃ
খাদীনঃ চোৎপত্তেরবিশেষাৎ । ভূতোৎপত্তিরবিশেষাৎ । প্রকৃতে-
ভূতোৎপত্তিক্রমপ্রতিপাদকে বাক্যে “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ
আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশদ্বায়ুরি”-ত্যানৌ আত্মন আকাশস্ত চাস্তু-

রালে সৃষ্টিসংহারক্রমবোধকবাক্যান্তরপ্রসিদ্ধানি বিজ্ঞানমন-
সীত্যনেনোপলক্ষিতানি অব্যক্তমহদহঙ্কারাদীনি তৎ্ত্বানি জ্ঞেয়া-
নীতি সংক্ষেপঃ ।

ব্যাখ্যা—“ইহা (এই আত্মা) হইতে প্রাণ মনঃ ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু
অগ্নি অপ্ ও পৃথিবী জাত হয়,” ইত্যাদি প্রতিবাক্যে আত্মা ও আকাশ-
দির মধ্যে বিজ্ঞান (ইন্দ্রিয়) এবং মনের উল্লেখ থাকায় পূর্বোক্তক্রমে
আকাশাদির ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং যথাক্রমে ব্রহ্মে লয় সঙ্গত হয় না,
ইহাদিগের মনঃ ও ইন্দ্রিয় হইতে উৎপত্তিই সিদ্ধান্ত হয় । এইরূপ আপত্তি
হইলে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কারণ বিজ্ঞান ও আকাশাদি সমস্তেরই
ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত “এতস্মাজ্জায়তে” বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে ।
আকাশাদির ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিবিষয়ে কোন তারতম্য উক্ত প্রতিতে
প্রদর্শিত হয় নাই । “ইহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়” ইত্যাদি ভূতোৎপত্তির
ক্রমপ্রতিপাদক বাক্যের দ্বারা লক্ষিত আত্মা ও আকাশের মধ্যে অব্যক্ত
মহৎ ও অহঙ্কারাদি তত্ত্ব আছে বলিয়া ঐ প্রতিতির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় ।

এইরূপে আকাশাদি জড়বর্গের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া
একগুণে সূত্রকার জীবস্বরূপ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৬ সূত্র । চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত স্ত্রাত্ত্ব্যপদেশো-
ভাক্তস্তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ ॥

[তদ্ব্যপদেশঃ জীবাত্মনঃ জন্মমৃত্যু-ব্যপদেশঃ ভাক্তঃ গোণঃ স্ত্রাত্ত্ব্য,
যতস্তয়োৰ্জন্মমরণয়োৰ্য্যপদেশঃ চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ স্ত্রাবরজ্জন্মশরীরবিষয়ঃ ;
তদ্ব্যবে শরীরভাবে জন্মমরণয়োৰ্ভাবিত্বাৎ] ।

ভাষ্য ।—জীবাত্মা নির্ণীয়তে ; “দেবদত্তো জাতোমৃতঃ” ইতি

ব্যপদেশো গোণোহস্তি । যতঃ, চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ । শরীরভাবে
জন্মমরণয়োৰ্ভাবিত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা:—চরাচরদেহের ভাবাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জীবাত্মার
জন্মমৃত্যুর উপদেশ করা হইয়াছে, জীবের জন্ম-মৃত্যু গোণ, মুখ্য নহে ;
দেহযোগ হওয়াতে জন্ম মৃত্যু হয় ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৭ সূত্র । নাত্মাহশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥

[ন-আত্মা (উৎপত্তিতে ; কৃতঃ)-অশ্রুতঃ (তদুৎপত্তিশ্রবণাভাবাৎ),
তাভ্যঃ (শ্রুতিভ্যঃ) আত্মনঃ নিত্যত্বাৎ চ (নিত্যত্বাবগমাচ্চ) ।]

ভাষ্য ।—জীবাত্মা নোৎপদ্যত্বে কৃতঃ ? স্বরূপতন্তদুৎপত্তি-
বচনাভাবাৎ “ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিচ্” “নিত্যোনিত্যানাং”
“অজোহেকো জুষমাণোহনুশেতে” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো জীবন্ত
নিত্যত্বাবগমাচ্চ ।

ব্যাখ্যা:—জীবাত্মার উৎপত্তি নাই ; কারণ, শ্রুতি তাঁহার স্বরূপতঃ
উৎপত্তি বলেন নাই, এবং “ন জায়তে ম্রিয়তে বা” ইত্যাদি কঠশ্রুতিতে
আত্মার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৮ সূত্র । জ্ঞোহতএব ॥

ভাষ্য ।—অহমর্থভূতমাত্মা জ্ঞাতা ভবতি ।

ব্যাখ্যা:—অহং পদের অর্থভূত জীবাত্মা নিত্য “জ্ঞ” অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপ ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৯ সূত্র । উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং ॥

[উৎক্রমণাদিশ্রবণাৎ জীবোহণুপরিমাণঃ) ।]

ভাষ্য ।—জীবোহণুঃ ; “অনেন প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিজ্জা-
মতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধা বা অন্তেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ, “যে বৈ

কেচনাস্মাল্লোকাৎ প্রায়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বের গচ্ছন্তি,” “তস্মা-
ল্লোকাৎ পুনরেত্যাহস্মৈ লোকায কৰ্ম্মণে” ইত্যুক্তান্তিগত্যা-
গতীনাং শ্রবণাৎ ।

অন্তার্থঃ—“ইহা (হৃদয়স্থ নাড়ীমুখ) দীপ্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হইলে,
তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এই আত্মা চক্ষুঃ মূৰ্দ্ধা অথবা শরীরের অণুদেশ
দ্বারা উৎক্রান্ত হয় ;” “এই লোক হইতে যাহাবা উৎক্রান্ত হইলেন,
তঁাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করেন,” “সেই লোক হইতে পুনরায়
এই কৰ্ম্মভূমিতে কৰ্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রত্যাগত হইলেন,” এই সকল শ্রুতি-
বাক্যে জীবাশ্মার উৎক্রান্তিগতি ও পুনরাগমন উল্লেখ থাকায়, আত্মা
অণুপরিমাণ, বিভূষিতাব নহেন । (বৃহদারণ্যক চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ
ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য) ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২০ সূত্র । স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥

ভাষ্য ।—উৎক্রান্তিঃ^১ কদাচিৎ স্থিরস্থাপি গ্রাম্যস্বাম্যনিবৃতি-
বৎ স্ত্রাৎ, (পরন্তু) উত্তরয়োঃ (গত্যাগতোঃ) স্বাত্মনৈব সম্ভবা-
জ্জীবোহগুঃ ।

ব্যাখ্যা :—উৎক্রান্তিগতি ও অগতি বাহা পূৰ্ব্বকথিত শ্রুতিতে জীবের
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে উৎক্রান্তি যদি বা কখনও গমনশীল ভিন্ন পুরুষের
সম্বন্ধেও উক্ত হইতে পারে ; যেমন গ্রামস্বামিত্ব কোন পুরুষের নিবৃতি
হইলে, তাহা উৎক্রান্তিশব্দের অভিধেয় হয় (যথা এই পুরুষ গ্রাম হইতে
বহিষ্কৃত হইয়াছেন) ; কিন্তু শেযোক্ত দুইটি (গতি ও আগতি) ক্রিয়ার
কর্তৃত্ব সাংক্ষাৎসম্বন্ধেই আত্মার আছে বলিতে হইবে ; অতএব জীবাশ্মা
অণুস্বভাব, বিভূষিত ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২১ সূত্র । নাগুরতচ্ছতেরিতি চেম্নেতরাধিকারাত্ ॥

(ন—অণুঃ,—অ—তৎ—শ্রুতেঃ ; ইতি—চেৎ,—ন, ইতর—অধিকারাত্)

ভাষ্য ।—জীবং প্রস্তুত্যা “স বা এষ মহান্” ইত্যতদ্বচনাৎ
ন জীবোহণুরিতি চেন্ন, মধ্যো পরমাত্মানোহধিকারাৎ ॥

বাখ্যা :—“স বা এষ মহান্,” (এই আত্মা মহান্) ইত্যাদি বাক্য
জীববিষয়ক প্রস্তাবে আত্মার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, অতএব জীবাত্মাই
“মহান্” বলিয়া শ্রুতির উপদেশ বুঝিতে হইবে; সুতরাং শ্রুতিতে জীবের
“মহত্ব” (অনণুত্ব) উপদেশ থাকতে, জীব অণু নহে; যদি এইরূপ বল,
তাহা সম্ভব নহে; কারণ উক্ত শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক ৪র্থ ব্রাহ্মণে) যে
মহত্ব উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধে জীবের সম্বন্ধে নহে।
শ্রুতি প্রস্তাবারম্ভে “বোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তজ্যোতিঃ” ইত্যাদি
বাক্যে জীবাত্মাবিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিয়া, পূর্বোক্ত “স বা এষ মহান্জ
আত্মা” এই বাক্যের পূর্বেই “যশ্চানুবিন্ধঃ প্রতিবৃদ্ধ আত্মা” ইত্যাদি বাক্যে
পরমাত্মাবিষয়ে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২২ সূত্র । স্বশকোন্মানীভ্যাঞ্চ ॥

(স্বশকোহণু-বাচকঃ শব্দঃ)

ভাষ্য ।—“এবোহণুরাত্মা, বালাগ্রশতভাগস্ত শতখা কল্পিতস্ত
চ ভাগোজীব”-ইতি স্বশকোন্মানীভ্যাং জীবোহণুঃ ॥

অন্তার্থঃ—(জীবাত্মা অণুপরিমাণ, জীব কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ
সদৃশ সূক্ষ্ম) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অণুশব্দও উন্মান্ (অল্প হইতেও অল্প)
বাচক শব্দ থাকায়, জীব অণুস্বভাব, বিভূ (মহৎ)-স্বভাব নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৩ সূত্র । অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥

ভাষ্য ।—দেহৈকদেশস্থোহপি কৃৎস্নং দেহং চন্দনবিন্দুর্বখাহলা-
দয়তি, তথা জীবোহপি প্রকাশয়তি, অতঃ কৃৎস্নশরীরে সুখাত্ম-
ভবো ন বিরুদ্ধ্যতে।

অন্তার্থঃ—একবিন্দু চন্দন দেহে স্পৃষ্ট হইলে, যেমন সমস্ত শরীরকে পুলকিত করে, তদ্রূপ জীবাশ্ম স্বরূপতঃ অণু (স্থল) হইলেও সমস্ত দেহকে প্রকাশিত করেন, এবং সমস্ত দেহব্যাপী স্ত্রুথাদির অনুভব করেন, সুতরাং জীবাশ্মার অণু স্বীকারে সমস্ত দেহব্যাপী ভোগের কিছু বাধা হয় না ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৪ সূত্র । ‘অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেম্মাহভ্যুপ-গমাক্দি হি ॥

ভাষ্য ।—অবস্থিতিবিশেষ্যভাবাৎ দৃষ্টান্তবৈষম্যম্ ইতি চেম্ম দেহৈকদেশে হরিচন্দনবৎ “হৃদি হেম আত্মা” ইতি জীবস্থিত্য-ভ্যুপগমাৎ ।

অন্তার্থঃ—চন্দনদৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে ; কারণ, দেহের স্থান বিশেষে চন্দনের অবস্থিতিহেতু চন্দন এইরূপ সমস্ত দেহকে পুলকিত করিতে পারে ; কিন্তু দেহে আত্মার এইরূপ স্থানবিশেষে অবস্থিতি সিদ্ধ নহে । এইরূপ আপত্তি হইলে, তদন্তরে বলিতেছি যে, “হৃদয়ে এই আত্মা অবস্থান করেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাশ্মার চন্দনবৎ দেহের একদেশে অবস্থি তও উপদিষ্ট আছে ।

২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ২৫ সূত্র । গুণাদ্বালোকবৎ ॥

ভাষ্য ।—দেহে প্রকাশো জীবগুণাদেব, কোষ্ঠে দীপা-লোকাদিবৎ ।

অন্তার্থঃ—অথবা যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র দীপ স্বীয় গুণে বৃহৎ গৃহকেও আলোকিত করে ; তদ্রূপ জীব অণু হইলেও স্বীয় গুণে সমস্ত দেহেই ব্যাপার প্রকাশিত করেন ।

২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ২৬ সূত্র । ব্যতিরেকো গন্ধবত্তথা হি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য ।—গুণভূতস্ত জ্ঞানস্ত ব্যতিরেকস্ত (অধিকদেশবৃত্তিঃ) গন্ধবহুপদ্যতে (অল্পদেশস্থাৎ পুষ্পাৎ গন্ধস্ত অধিকদেশবৃত্তিবৎ উপপদ্যতে), এতাদৃশগুণাশ্রয়ং জীবং “স এষ প্রবিষ্ট আলোমভ্য আনখেভ্যঃ” ইতি শ্রুতিদর্শয়তি ।

অন্তার্থঃ—পুষ্পের গুণ গন্ধ যেমন অল্প স্থানস্থিত পুষ্পাদি হইতে দূরবর্তী স্থানও স্বীয় বৃত্তিব বিষয় করে, তদ্রূপ জ্ঞান যাহা জীবাত্মার গুণ, তাহাও সমস্ত দেহে বৃত্তিযুক্ত হয়, “স এষ প্রবিষ্ট” ইত্যাদি শ্রুতিও তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন ।

২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ২৭ সূত্র । পৃথগুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য ।—জীবতদ্জ্ঞানয়োজ্ঞানত্বাবিশেষেহপি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবো যুক্ত এব । কুতঃ ? “প্রজ্ঞয়া শরীরমাকুছে”—ত্যাди পৃথগুপদেশাৎ ।

ব্যাখ্যা :—“প্রজ্ঞয়া শরীরমাকুছে” ইত্যাক্ষিপ্রতি জ্ঞান হইতে জীবের ভেদ উপদেশ করিয়াছেন । সুতরাং জীব ও তাঁহার জ্ঞান এই উভয়ের জ্ঞানত্ববিষয়ে ভেদ না থাকিলেও জীব ধর্ম্মী, জ্ঞান তাঁহার ধর্ম্ম ; এইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে উভয়কে ভিন্ন বলা যায় ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৮ সূত্র । তদুপদেশাৎ তদ্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥

ভাষ্য ।—বৃহন্তোগুণাবস্মিন্নিতি ব্রহ্মেতি প্রাজ্ঞবদাত্মা বিভূ-গুণত্বা-“মিত্যং বিভূ”—মিতি ব্যপদিষ্টঃ ; দৃষ্টান্তে বৃহদেব প্রাজ্ঞো গুণৈরপি বৃহন্তবতি, দাক্ষিণ্যে তু জীবোহণুপরিমাণকোণুণেন বিভূরिति বিশেষঃ ।

অন্তার্থঃ—বৃহৎ গুণ আছে, এই অর্থে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকে যেমন ব্রহ্ম বলা যায়, এইরূপ জীবাত্মারও গুণের বিভূত্ব থাকায় “মিত্যং বিভূঃ”

ইত্যাদি প্রতিবাক্যে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে বিভূ বলা হইয়াছে ; পরন্তু স্বরূপতঃ জীবাত্মা বিভূ নহে । প্রাজ্ঞ আত্মা (পরব্রহ্ম) বাস্তবিক স্বরূপতঃ বৃহৎ, অণু নহেন, তথাপি তিনি গুণেও বৃহৎ হওয়াতে, তাঁহাকে “বৃহন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাক্যে বৃহৎগুণবিশিষ্ট অর্থে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে ; জীবাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ অণু, গুণেই তাঁহাকে বিভূ বলা হইয়াছে । ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ।

শাক্তরভাষ্যে ১৯ সংখ্যক সূত্র হইতে ২৭ সংখ্যক সূত্রের অর্থ পূর্বোক্ত প্রকারই করা হইয়াছে ; পরন্তু শঙ্করাচার্যের মতে উক্ত সূত্র সমস্তই প্রতিবাদীর পূর্বপক্ষমাত্র, সূত্রকারের নিশ্চয় মত প্রকাশক নহে ; শাক্তরমতে এই ২৮ সূত্রের দ্বারা বেদব্যাস উক্ত আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন, এইমতে এই ২৮ সূত্রের অর্থ এইরূপ, যথা * :— প্রতিবাক্যে বৃদ্ধিব পরিমাণের দ্বারা আত্মার পরিমাণ উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রাজ্ঞ আত্মা ব্রহ্মের যেমন “অণীয়ান্ ব্রীহেৰ্বা যবান্” ইত্যাদি বাক্যে ক্ষুদ্রত্বাদি উপদেশ করা হইয়াছে, তদ্বৎ জীবাত্মাসম্বন্ধীয় উপদেশও বুদ্ধিতে হইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা অণুস্বভাব নহেন, বৃহৎস্বভাব । এই শাক্তরমত পরে আলোচিত হইবে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৯ সূত্র । যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য ।—জীবন্ত গুণনিবন্ধনো বিভূত্বব্যপদেশো ন বিরুদ্ধঃ, গুণন্ত যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদদর্শনাৎ । “ন হি বিজ্ঞাতু-বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাদবিনাশী বা অরে ! অয়মাত্মে”-তি তদদর্শনাৎ ॥

* “তস্তা বৃহৎগুণা...সারঃ প্রধানং যন্তাঙ্গনঃ...স তদগুণসারস্তত্ত্ব ভাবস্তদ-
গুণসারত্বম্ । ...তস্যাং তদগুণসারত্বাবৃদ্ধিপরিমাণেনাহন্ত পরিমাণব্যপদেশঃ । ...প্রাজ্ঞবৎ
যথা প্রাজ্ঞস্ত পরমাত্মনঃ সগণেষু পাসনেষু পাণ্ডিগুণসারত্বাদগ্নীকৃত্যাদিব্যপদেশোহণীয়ান্
ব্রীহেৰ্বা...তদ্বৎ ।

[যাবদাত্ম-ভাবিত্বাৎ = আত্মানুবন্ধিনিত্যধর্মজ্ঞাৎ বিভূত্বব্যপদেশো ন দোষঃ] ॥

অন্ত্যর্থঃ—গুণনিবন্ধন জীবের বিভূত্ব উপদেশ ভ্রূষ্য নহে; কারণ গুণের যাবদাত্মভাবিত্ব আছে, অর্থাৎ আত্মা যতদিন, গুণও ততদিন আছে, আত্মা যেমন অবিনাশী, আত্মার গুণও তেমনি অবিনাশী, ও তৎসহচর। শ্রুতিও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথাঃ—“ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেকি-
পরিলোপো বিদ্বতে, অবিনাশিত্বাৎ।” “অবিনাশী বা অরে! অয়মাত্মাহ-
বুচ্ছিত্তিধর্ম” ইত্যাদি। (সেই বিজ্ঞাতা আত্মার বিজ্ঞান কখনও লোপ
হয় না; কারণ তাহা অবিনাশী।) “ওহে, এই আত্মা অবিনাশী, ইহার
কখন বিনাশ নাই)।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন, যথাঃ—যদি বল,
বুদ্ধিগুণসংযোগেই আত্মার সংসারিত্ব ঘটে, তবে বুদ্ধি ও আত্মা যখন বিভিন্ন,
তখন এই সংযোগাবসান অবশ্য হইবে, তাহা হইলে মোক্ষও তৎকালে
আপনা হইতেই হইবে, এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, এই
দোষের আশঙ্কা নাই; কারণ বুদ্ধিসংযোগের যাবদাত্মভাব আছে, যতদিন
জীবের সংসারিত্ব, যতদিন সম্যক্ দর্শন দ্বারা সংসারিত্ব দূর না হয়, ততদিন
তাহার বুদ্ধি-সংযোগ নিবারিত হয় না। শাস্ত্রে এইরূপ দেখাইয়াছেন; যথা
“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু” ইত্যাদি শ্রুতি। এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া
অনুমিত হয় না; পরে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩০ সূত্র। পুংস্ত্বাদিবৎস্ত সতোহভিব্যক্তি-
যোগাৎ ॥

ভাষ্য।—অস্ত জ্ঞানস্ত সুষুপ্ত্যাদৌ সতএব জাগ্রদাদাবতি-
ব্যক্তিসম্ভবাদ্যাবদাত্মভাবিত্বমেব। যথা পুংস্ত্বাদেবাল্যে সতএব
যৌবনেহভিব্যক্তিঃ।

অস্বার্থঃ—সুষুপ্তাদিকালে (সুষুপ্তি প্রলয় মুচ্ছা ইত্যাদি কালে) জ্ঞানের অসম্ভাব হয় না, তাহা বীজভাবে থাকে, তাহাতেই জাগ্রদাদি অবস্থায় পুনরায় অভিব্যক্তির সম্ভাবনা হয় ; অতএব জীবের সহিত জ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ আছে । যেমন পুংধর্মসকল বাল্যকালে বীজভাবে থাকে বলিয়াই যৌবনে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সুষুপ্তিপ্রলয়াদিতে জ্ঞানও বীজভাবে থাকে বলিয়া পরে প্রকাশিত হয় ।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্যেও এইরূপই আছে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩১ সূত্র । নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্যতর-
নিয়মো বাহন্যথা ।

ভাষ্য ।—অন্যথা (সর্বগতাত্মবাদে) আত্মোপলক্ষ্যানুপলক্ষ্যো-
র্বন্ধমোক্ষয়োর্নিত্যং প্রসঙ্গঃ স্মারিত্যবদ্বোবা নিত্যমুক্তোবাহন্যে-
ত্যন্যতরনিয়মো বা স্মাৎ ।

অস্বার্থঃ—জীবাত্মা সর্বগত এবং স্বরূপতঃই বিভূষ্যতাব স্বীকার করিলে, উপলক্ষি এবং অনুপলক্ষি (জ্ঞান ও অজ্ঞান) উভয়ই জীবাত্মার নিত্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ জীবাত্মা অণু না হইয়া স্বরূপতঃ ব্যাপকস্বভাব হইলে তাঁহার নিত্য সর্বজ্ঞত্ব (উপলক্ষি) সিদ্ধ হয় ; এবং পক্ষান্তরে সংসারবন্ধ ও (অজ্ঞানও) থাকি দৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার সেই অজ্ঞানও নিত্য হইয়া পড়ে । অতএব বন্ধ মোক্ষ এই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় উভয়ই নিত্য হয় । অথবা হয় নিতাই বন্ধ অথবা নিতাই মুক্ত, এইরূপ দুইটির একটি ব্যবস্থা করিতে হয় । বন্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কোনপ্রকারে হয় না ।

(জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভূষ্যতাব—সর্বব্যাপিস্বভাব হইলে, সর্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই তাঁহার নিত্যসম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতে হয়, তাহা না করিলে সর্বব্যাপী স্বরূপের অপলাপ করা হয়, সুতরাং সর্ববিধ

অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, কোন অন্তঃকরণ অল্পদর্শী, কোন অন্তঃকরণ সর্বদর্শী হওয়াতে, জীবাশ্মারও যুগপৎ সর্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব, মোক্ষ ও বন্ধ স্বীকার করিতে হয় । অন্তঃকরণের কেবল একবিধত্ব (সর্বজ্ঞত্ব অথবা অল্পজ্ঞত্ব) কল্পনা করিয়া অথবা অল্প কোন প্রকার কল্পিত যুক্তি দ্বারা যদি এই আপত্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা কর, তবে জীবাশ্মার নিত্যবদ্ধত্ব অথবা নিত্যমুক্তত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । জীবাশ্মার বন্ধাবস্থা হইতে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবিতা কোন প্রকারে করিতে পারিবে না) ।

শাক্তরভাষ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ, যথা ;—আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণ অবশ্য আছে স্বীকার করিতে হয়, তাহা না করিলে নিত্যোপলব্ধি অথবা নিত্য অমুপলব্ধি মানিতে হইবে ; কারণ, ইন্দ্রিয়াদি করণ আত্মার সম্বন্ধে নিত্য বর্তমান থাকায়, নিয়ামক অন্তঃকরণের অভাবে আত্মার নিত্যই বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি হইবে । যদি ইন্দ্রিয়াদি সাধন থাকা সত্ত্বেও বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি আত্মার না হয়, তবে অমুপলব্ধির নিত্যত্বই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ; অথবা আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটির শক্তির প্রতিবন্ধ মানিতে হইবে ; কিন্তু আত্মার শক্তির প্রতিবন্ধ সম্ভবপর নহে ; কারণ, তিনি নিবিবকার ; ইন্দ্রিয়েরও শক্তির প্রতিবন্ধ সম্ভবপর নহে ; কারণ পূর্বে ও পরক্ষণে অপ্রতিবন্ধশক্তি দেখিয়া মধ্যে অকস্মাৎ ইহার শক্তির প্রতিবন্ধ হওয়া স্বীকার করা যায় না ; অতএব যাহার অবধান ও অনবধান-বশতঃ উপলব্ধি ও অমুপলব্ধি ঘটে, এইরূপ অন্তঃকরণ থাকা স্বীকার করিতে হয় । ইহাই এই সূত্রের অর্থ বলিয়া শাক্তরভাষ্যে উক্ত হইয়াছে ।

পরন্তু এই ব্যাখ্যাতে অতিশয় কষ্টকল্পনা দৃষ্ট হয়, অধিকন্তু এইরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেও তদ্বারা জীবাশ্মার বিভূত্ব সিদ্ধান্ত

হয় না । জীবাশ্ম সৰ্বাংশে ব্রহ্মস্বভাব হইলে, কেবল এক অন্তঃকরণকে অবলম্বন করিয়া জীবাশ্মের জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য যাহা প্রত্যক্ষ শাস্ত্রপ্রমাণ ও আত্মাহুত্ব দ্বারা সিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকারে সঙ্গতি করা যায় না । অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে পারে, কিন্তু শাক্তমতে জীবাশ্ম তদ্রূপ নহে ; সুতরাং বিভূস্বভাব আত্মা কোন বিশেষ অন্তঃকরণের সহিত মাত্র সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না । বিভূশব্দের অর্থই মহৎ, সৰ্বব্যাপী, সৰ্ব বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ; অতএব আত্মাকে বিভূ-স্বভাব বলিলে, তিনি সৰ্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই সমানরূপে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; সুতরাং বন্ধ মোক্ষ, জ্ঞান অজ্ঞান, এতৎ-সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে । এবং এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ২১ সূত্রে “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” ইত্যাদি বাক্যে সূত্রকার যে পরমাশ্মার সহিত জীবাশ্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকারে সঙ্গতি হয় না ; সৰ্বজ্ঞত্ব বিভূত্ব এবং অসৰ্বজ্ঞত্ব ও অবিভূত্ব ইহা দ্বারাই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ; যদি জীবও বিভূস্বভাব হইলেন, তবে কোন প্রকার ভেদ-রিবন্ধা আর হইতে পারে না, জীবের জীবত্ব লোপ হইয়া যায়, সূত্রকারোক্ত পূৰ্বোক্ত ভেদসম্বন্ধ অসিদ্ধ হয়, এবং বন্ধ মোক্ষের উপদেশ বালভাষিত বলিয়া গণ্য হয় ; “অক্ষরাদপিচোক্তমঃ” ইত্যাদি গীতাবাক্যও অসিদ্ধ হয় । অতএব শাক্তরব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না । ইহার পরে যে সকল সূত্র এতৎসম্বন্ধে গ্রথিত হইয়াছে, তদ্বারাও শাক্ত-ব্যাখ্যা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া অনুমিত হয় ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩২ সূত্র । কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥

ভাষ্য ।—আত্মৈব কর্তা “স্বর্গকামো যজ্ঞেত, মুমুক্শু ব্রহ্মোপা-সীতে”-ত্যা দেভু ক্তি মুক্ত্য পায় বোধকস্য শাস্ত্রস্য অর্থবত্ত্বাৎ ॥

অন্ত্যর্থঃ—জীব কৰ্ত্তা বলিয়া স্বৰ্গলাভেচ্ছায় যাগাদি কৰ্ম্ম, মুক্তি-
লাভেচ্ছায় ব্রহ্মোপাসনাদি কৰ্ম্ম করিতে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ।
জীবকে কৰ্ত্তা বলিলেই এই সকল ভুক্তি ও মুক্তির উপায় বোধক শাস্ত্রবাক্য-
সকল সার্থক হয় ।

শাক্তরভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা আছে । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য
এই যে, যদি জীব অণুস্বভাব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন না হয়েন, তবে এই সকল
বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তা বলিয়া কিরূপে তাঁহাকে প্রতিপন্ন করা যায় ?
সকল জীবই পূর্ণব্রহ্ম, সকলই বিভূস্বভাব, তবে কাহার এক কৰ্ম্ম,
কাহার অপর কৰ্ম্ম, এইরূপ ভেদ থাকি না ; সমস্ত কৰ্ম্মই সাক্ষাৎসম্বন্ধে
ব্রহ্মের কৰ্ম্ম ; অতএব স্বীয় স্বীয় কৰ্ম্মভোগ ও মুক্তির যে উপদেশ শাস্ত্র
করিয়াছেন, তাহা সর্বৈব মিথ্যা বলিতে হয় এবং এই অধ্যায়ের
প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকারণতাবিশয়ে আপত্তি খণ্ডন করিতে জীব
হইতে ব্রহ্মের ভেদপ্রদর্শন করিয়া বেদব্যাস যে সকল সূত্র রচনা করিয়া-
ছেন, তাহার সারবত্তা আর কিছু থাকে না । এইরূপ হইলে সমস্ত বেদান্ত-
দর্শন পরস্পর বিরুদ্ধবাক্যে পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় । এই
সূত্রে পূৰ্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়া শঙ্করাচার্য্যও বলেন না ; অতএব জীবস্বরূপ-
বিচারে তৎকৃতভাষ্য আদরণীয় নহে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র । বিহারোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য ।—“স্বৈ শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে” ইতি
বিহারোপদেশাৎ স কৰ্ত্তা ।

অন্ত্যর্থঃ—জীব শরীরে বিহার করেন, শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করিয়া-
ছেন, তাহাতেও জীবের কর্তৃত্ব অবধারিত হয় । শ্রুতি, যথা :—“স্বৈ শরীরে
যথাকামং পরিবর্ততে ।” এই সূত্রের ব্যাখ্যাতেও কোন বিরোধ নাই ।

কিন্তু যদি আত্মা স্বরূপতঃ সৰ্ব্বগত হয়েন, তবে তাঁহার “বিহার” কথার অর্থ কি হইতে পারে ? অতএব শাক্তিক বিভূত্ববাদ আদরণীয় নহে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৪ সূত্র । উপাদানাৎ ॥

ভাষ্য ।—“এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বৈ”-তি উপাদান-শ্রবণাৎ ॥

অন্তার্থঃ—প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে জীবাত্মা উপাদানরূপে গ্রহণ করেন, ইহাও শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ; অতএব আত্মা কৰ্ত্তা । শ্রুতি যথাঃ—“এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা” ইত্যাদি । এই সূত্রেরও ব্যাখ্যাতে কোন বিরোধ নাই । *

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৫ সূত্র । ব্যাপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশ-বিপর্যয়ঃ ॥

ভাষ্য ।—ক্রিয়ায়াং “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইতি কর্তৃত্বব্যাপ-দেশাচ্চ আত্মা কৰ্ত্তাস্তি, যদি বিজ্ঞানপদেন বুদ্ধিগৃহ্যতে ন তু জীব,-স্তর্হি করণবিভক্তিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতাঃ ।

অন্তার্থঃ—“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” এই শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে ; যদি বল এই বিজ্ঞানশব্দ “আত্মা”-বোধক নহে, তাহা হইতে পারে না ; কারণ “তনুতে” ক্রিয়ার কৰ্ত্তারূপে প্রথমা বিভক্তি ব্যবহার দ্বারা কর্তৃপদ নির্দেশিত হইয়াছে, যদি ঐ বিজ্ঞানশব্দের অর্থ আত্মা না হইত, তবে “বিজ্ঞানেন” ইত্যাকারে তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা কর্তৃপদ নির্দেশিত হইত । এই সূত্রেরও ব্যাখ্যাতে কোন বিরোধ নাই ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৬ সূত্র । উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥

ভাষ্য ।—ফলোপলব্ধিক্রিয়ায়াং নিয়মো নাস্তি ।

অন্তার্থঃ—জীবাত্মা কৰ্ত্তা হইলে, তিনি নিজের অনিষ্টফলোৎপাদক

ক্রিয়া কেন করিবেন ? তদন্তরে বলিতেছেন ।—জীবাত্মা কর্মের শুভাশুভ ফল জানিলেও যে শুভফলপ্রাপক কর্মেরই অমুষ্ঠান করিবেন, ইহার কোন নিয়ম নাই ; কারণ জীবাত্মা সর্বশক্তিমান্ নহেন ; সুতরাং বাহ্য বস্তুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কখনও অশুভ কর্মে, কখন শুভ কর্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় । এই সূত্রের শাক্তরভাষ্যে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহার ফলও একই প্রকার ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৭শ সূত্র । শক্তিবিপর্যয়াৎ ॥

ভাষ্য ।—বুদ্ধে: কর্তৃত্বে করণশক্তিহীন্যতে, কর্তৃশক্তি: স্ফাৎ, অতো জীবএব কর্তা ।

অন্তার্থঃ—বুদ্ধিকে কর্তা বলিলে, তাহার করণত্বের লোপ হয়, তাহা কর্তৃশক্তি হইয়া পড়ে ; অতএব জীবই কর্তা । এই সূত্রের ফলিতার্থ শাক্তরভাষ্যেও এইরূপ ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৮ সূত্র । সমাধ্যাত্তাবাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—আত্মনোহকর্তৃত্বেহচেতনমাত্রাব্যতিরিক্তকর্তৃকসমাধ্য-ভাবপ্রসঙ্গাদাত্মা কর্তা ।

ব্যাখ্যা :—আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে, শাস্ত্র চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিতরূপে যে সমাধির উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অচেতন বুদ্ধি, যাহা নিজের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না, তদ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং সমাধির উপদেশও বৃথা হইয়া যায় । শাক্তরভাষ্যেও ফলিতার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৯ সূত্র । যথা চ তক্ষোভয়তা ॥

ভাষ্য ।—আত্মেচ্ছয়া যথা তক্ষা তথা কয়োতি ন কয়োতি ইত্যুভয়থা ব্যবস্থা সিধ্যতি, বুদ্ধে: কর্তৃত্বে ইচ্ছাভাবাণ্ডবস্থাহভাবঃ ।

অন্তার্থঃ—তক্ষ (সূত্রধর) ইচ্ছাবিশিষ্ট হওয়ায় কুঠারাদি থাকিতেও যদুচ্ছাক্রমে কখন কৰ্ম্ম করে, কখন করে না, উভয় প্রকারই করিতে দেখা যায় ; কিন্তু সূত্রধরের বুদ্ধিমাত্র কৰ্ম্মকর্তা হইলে, কখনও ইচ্ছা হওয়া, কখনও না হওয়া, এইরূপ অবস্থাভেদ ঘটিতে পারে না ।

শাস্ত্রভাষ্যে এই সূত্রের অন্তরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে, যথা—“যেমন তক্ষ (সূত্রধর) বাস্ত প্রভৃতি অস্ত্রবিশিষ্ট হইয়া কৰ্ম্ম করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও দ্রুখী বোধ করে, পরন্তু গৃহে আগমন করিয়া বাস্তাদি অস্ত্র পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক স্বস্থ ও সুখী হয়, তদ্রূপ জীবও অবিজ্ঞাহেতু দ্বৈত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া স্বপ্নজাগরণাদি অবস্থাতে আপনাকে কর্তা ও দ্রুখী বোধ করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার কর্তৃত্বাদিতাব অপগত হয়, এবং মুক্তি লাভ করে । জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বরূপগত নহে, তাহা অজ্ঞান-মূলক ; সূত্রধর যেমন বাস্তাদি উপকরণ অপেক্ষায়ই কর্তা হয়, পরন্তু স্বীয় শরীরে অকর্তাই থাকে ; তদ্রূপ আত্মাও ইন্দ্রিয়াদি করণের অপেক্ষায় কর্তা হয়েন, স্বরূপতঃ তিনি অকর্তা । এই সাদৃশ্যমাত্র প্রদর্শন করাই দৃষ্টান্তের মৰ্ম্ম । পরন্তু আত্মা সূত্রধরের জায় অবয়ববিশিষ্ট নহেন ; সূত্রধর আত্মার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াদি করণের গ্রহণ সূত্রধরের বাস্তাদি অস্ত্র গ্রহণের সদৃশ নহে, এই অংশে দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য নাই । আত্মার ব্রহ্মাত্ম্যভাব উপদেশ থাকিতে তাঁহার কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না ; অতএব অবিজ্ঞাকৃত কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াই বিধিগত প্রবর্তিত । “কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, যাহাতে জীবাত্মার কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা “অনুবাদ” মাত্র, ঐ সকল শ্রুতিবাক্য অবিজ্ঞাকৃত কর্তৃত্বকেই অনুবাদ করিয়া আত্মার সম্বন্ধে প্রকাশ করে । বাস্তবিক তদ্বারা আত্মার কর্তৃত্ব কখন প্রমাণিত হয় না ।” ইত্যাদি ।

এই সূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য পাঠে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য বলিয়া

বোধ হয় না। কপিলমূত্রে প্রথম অধ্যায়ে পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকা বিষয়ে যে বিচার দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত এই ভাষ্যোক্ত বিচারের কোন প্রকার প্রভেদ নাই। আত্মার কর্তৃত্বাদি থাকিলে, আত্মার মোক্ষ অসম্ভব হয়, এই তর্ক সমীচীন হইলে, ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বও তদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়, এবং এই কারণেই কপিলমূত্রে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং জীবকেও নিত্যনিগুণস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; আত্মাকে নিত্য নিগুণস্বভাব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া কপিলদেব জগৎকে গুণাত্মক ও আত্মা হইতে পৃথক্ অস্তিত্বশীল বলিয়া উপদেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—পরন্তু শাস্ত্রিক ; মীত জগতের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব কিছুই অবধারিত হইতে পারে না বলা হইয়াছে। এইরূপ বাক্যকে সিদ্ধান্ত বলা যায় না, ইহাতে কেহ সন্দেহ হইতে পারে না; পরন্তু ইহা দ্বারা সাধনাদি সমস্তই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বহু শ্রুতিপ্রমাণ এবং যুক্তিবলে ব্রহ্মের নিত্য মুক্তস্বভাব, এবং সর্বশক্তি-মত্তা এই উভয়বিধ স্বাধাধারে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও যে তিনি নিত্য মুক্তস্বভাব থাকেন, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; জীবও ব্রহ্মের অংশস্বরূপ; সুতরাং তাঁহারও কর্তৃত্ব থাকা স্বীকার করিলে, তাঁহার মোক্ষাভাব কিরূপে অবশ্যসম্ভাবী হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। আমি এক্ষণে অন্নজ্ঞানী; আলোচনা দ্বারা আমার জ্ঞান-শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা নিতাই দেখিতেছি; মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে, বর্তমানে ব্রহ্ম আমার জ্ঞানের বহির্ভূত থাকিলেও, আমার সাধনবলে জ্ঞানের অন্তরায়সকল দূর হইলে, আমার ব্রহ্মদর্শন ও মোক্ষলাভ হইতে পারে, ইহাতে কি আপত্তি আছে? শঙ্করাচার্য্য যে অবিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া জীবের ঐশ্বর্য্যকর্তৃত্ব অবিষ্ঠারোপিত বলিয়াছেন, তাহারও মর্ম্ম অবধারণ করা সূকঠিন। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অবিষ্ঠা

কি আত্মার স্বরূপগত শক্তি, অথবা ইহা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন? যদি বিভিন্ন হয়, তবে কপিলদেব তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে (“বিজ্ঞাতীয় দ্বৈতাপত্তিঃ”) তদ্বারা বিজ্ঞাতীয় দ্বৈতত্ব স্বীকার করা হয়; তাহা অদ্বৈতশ্রুতিবিরুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্যের নিজের এবং বেদান্তদর্শনের অনতিমত। যদি অবিজ্ঞাকে অসম্বস্ত বলা যায়, তবে অবস্ত দ্বারা আত্মার বন্ধযোগ ও কর্মকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। যদি অবিজ্ঞা জীবেরই শক্তি-বিশেষ হয়, তবে কর্তৃত্ব জীবেরই লইল, জীবের কর্তৃত্ব নাই বলিয়া বিবাদ বাগাড়ম্বর মাত্র। জীবাত্মার স্বরূপসম্বন্ধে বিশেষ বিচার পরে করা হইবে। এই স্থলে এইমাত্রই বক্তব্য যে শাকরব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহা অপর সকল ভাষ্যকারের অসম্মত। পরে আরও যে সকল সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্বারাও এই শাকরব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত হয়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪০ সূত্র। পরাত্নু তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—তজ্জীবন্ত কর্তৃত্বং পরাক্রোতোহস্তি। “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানামি”-ত্যাदिশ্রুতেঃ।

অন্তার্থঃ—জীবের কর্তৃত্বাদি সমস্তই পরমাত্মার অধীন, শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন, যথা :—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং” “এষ হেব সাধুকর্ম কারয়তি” ইত্যাদি।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪১ সূত্র। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্ত বিহিতপ্রতি-
ষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—বৈষম্যাদিদোষনিরাশার্থস্ত শব্দঃ। জীবকৃতকর্মা-
পেক্ষঃ পরোহনুস্মিন্নপি জন্মনি ধর্মাদিকং কারয়তি বিহিতপ্রতি-
ষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।

ব্যাখ্যা :—সূত্রোক্ত তু শব্দ জীবকৃতকর্তৃত্বের বৈষম্যাদিদোষবিষয়ক

আপত্তি নিরাসার্থক । ঈশ্বরের প্রেরণা কিন্তু জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ কর্মসাপেক্ষ ; জীব ইহজন্মে যেরূপ কর্ম করে, তদনুসারে ঈশ্বর পর-জন্মে তাহাকে ধর্ম্মাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন ; কারণ শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের সার্থকতা আছে, তৎসমস্ত নিরর্থক নহে, তদ্বারা জীবপ্রযত্নেরও সিদ্ধি হয় ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২ সূত্র । অংশো নানাব্যাপদেশাদনুত্থা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥

(অংশঃ,-নানাব্যাপদেশাৎ, অনুত্থা চ, অপি-দাশ+কিতব-আদিভ্বম্-অধীয়তে-একে) । দাশঃ=কৈবর্ত্তঃ ; কিতবঃ=দ্যুতসেবী, ধূর্ত্তঃ ।

ভাষ্য ।—অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোভেদভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনোজীবোংশঃ “জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজ্জাবীশানীশাবি”-ত্যাदिভেদ-ব্যপদেশাৎ ; “তত্ত্বমসী”-ত্যাदिভেদব্যপদেশাচ্চ । অপি চ আখ-র্বণিকাঃ “ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা”-ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে ।

অন্ত্যর্থঃ—জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাব—ভেদভেদভাব এক্ষণে সূত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন, :—জীব পরমাত্মার অংশ ; কারণ “জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজ্জাবীশানীশৌ” (জ্ঞ এবং অজ্ঞ এই দুই—ঈশ্বর এবং জীব উভয়ই অজ্ঞ—নিত্য) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ প্রদর্শন হইয়াছে । আবার জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াও “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন । (এমন কি) অথর্বশাখিগণ কৈবর্ত্ত, দাস এবং ধূর্ত্তগণকেও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন । অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদভেদসম্বন্ধ ।

শাকরভাষ্যেও এই সূত্রের মূলমর্মে এইরূপই হওয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে ।

শাক্তরভাষ্যে নানা প্রকার বিচারের পর সূত্রের মর্মার্থ এইরূপ অবধারিত হইয়াছে, যথা :—“অতোভেদাভেদাবগমাত্যামংশত্বাবগমঃ” (অতএব শ্রুতি বিচার দ্বারা (ব্রহ্মের সহিত জীবের) ভেদ ও অভেদ এই উভয় সিদ্ধান্ত হওয়ায়, জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়) ।

ব্রহ্মের সহিত জীবের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ সূত্ররাং ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব স্থাপন করাই যদি এই সূত্রের অভিপ্রায় হয়, এবং ইহাই যদি বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত হয়, (এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যও এই স্থলে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন), তবে জীবের সম্যক্ বিভূত্ব এবং অকর্তৃত্ব ইত্যাদি যাহা শঙ্করাচার্য্য ইতি-পূর্বে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কি প্রকারে সঙ্গতি হইতে পারে ? যদি জীবের কোন কর্তৃত্ব না থাকে, এবং জীব বিভূ-স্বভাব হয়েন, তবে তিনি কি লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত ভেদসম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন ? এই স্থলে জীবের স্বরূপই নির্ণীত হইতেছে ; সূত্ররাং এই সম্বন্ধ স্বরূপগত সম্বন্ধ, আকস্মিক নহে । যদি বল, জীবের বন্ধাবস্থায় ভেদসম্বন্ধ, মুক্তাবস্থায় অভেদসম্বন্ধ, তাহা বেদব্যাস বলেন নাই, এবং এইরূপ অবস্থাভেদ করিবারও কোন উপায় নাই ; কারণ জীব স্বভাবতঃ অকর্ত্তা ও বিভূস্বভাব হইলে, তাঁহার কখনও বন্ধাবস্থার সম্ভাবনাই হয় না । যদি এই দুই অবস্থা জীবের স্বরূপগত ভেদসূচক হয়, তবে বন্ধাবস্থাপ্রাপ্ত জীবকে মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত জীব হইতে বিভিন্ন জীব বলিতে হয় ; বদ্ধজীবের মুক্তিলাভ হয়, এই কথার কোন অর্থই থাকে না ; এবং বন্ধাবস্থায় স্থিত জীবকে স্বভাবতঃ পরিবর্তনশীল ও বিকারী, সূত্ররাং অনিত্য বলিতে হয়, ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, এবং ইহা শঙ্করাচার্য্যেরও অভিপ্রেত নহে । যদি এই অবস্থাভেদ জীবের স্বরূপগত ভেদসূচক না হয়, বন্ধাবস্থায় স্থিত জীব যদি নির্মলই থাকেন এবং ঐ বিকারী অবস্থা তাঁহার স্বরূপগত নহে বলা যায়, তাহা জীবস্বরূপ হইতে ভিন্ন এইরূপ

মনে করা যায়, তবে ইহার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, এবং এইসূত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে ; কিন্তু এই সূত্র যে নিরর্থক পারিভাষিক সূত্র নহে, পক্ষান্তরে ইহা যে বেদব্যাসের নিজ স্থির-সিদ্ধান্ত, তাহা তিনি ইহার পরবর্ত্তী সূত্রসকলে যে বিচার করিয়াছেন, তদ্বারা স্পষ্টরূপে অল্পভূত হয় । অধিকন্তু এইরূপ নিরর্থক সূত্র করা বেদব্যাসের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৩ সূত্র । মদ্রবর্ণাং ॥

ভাষ্য।—“পাদোহস্ত বিশ্বাভূতানু”তি মদ্রবর্ণাজ্জীবোব্রহ্মাংশঃ ।

অন্তার্থঃ—এই অনন্তমন্তক পুরুষের একপাদ (অংশ) মাত্র এই বিশ্ব ; এই প্রতিমন্তের দ্বারা জীব যে পরমাত্মার অংশ, তাহা প্রতিপন্ন হয় । (এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাক্তরভাষ্যেও ঠিক এইরূপই উক্ত হইয়াছে । জীব যদি ব্রহ্মের অংশমাত্র হইলেন, তবে তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, সন্দেহ নাই ; পরন্তু অংশ ও অংশীতে কিঞ্চিৎ ভেদও অবশ্য স্বীকার্য্য ; যদি কিঞ্চিৎ ভেদও না থাকে, তবে অংশ কথার কোন সার্থকতা থাকে না, জীবকে পূর্ণব্রহ্মই বলিতে হয় । অতএব ব্রহ্মের সহিত জীবের যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাবস্থায় জীবের স্বরূপগত) ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৪ সূত্র । অপি চ স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য।—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইতি জীবস্ত ব্রহ্মাংশতং স্মর্য্যতে ।

ব্যাখ্যা :—স্মৃতিও এইরূপই বলিয়াছেন ; স্মৃতি, যথা ;—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইত্যাদি । (শাক্তরভাষ্যেও এই গীতাবাক্যই উক্ত হইয়াছে) ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৫ সূত্র । প্রকাশাদিবন্তু নৈবং পরঃ ॥

ভাষ্য ।—জীবন্ত পরমপুরুষাংশত্বে অংশী সুখদুঃখং নানু-
ভবতি । যথা প্রকাশাদিঃ স্বাংশগতগুণদোষবর্জিতো ভবতি ।

অন্তর্থাঃ—জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, পরমাত্মা জীবকৃত কণ্ঠফলের
ভোক্তা (সুখদুঃখাদির ভোক্তা) নহেন । যেমন সূর্য্যাদি প্রকাশকবস্তু,
তদংশভূত কিরণের মলমূত্রাদি অন্তর্গত বস্তুর স্পর্শের দ্বারা, দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ
পরমাত্মাও জীবকৃত কণ্ঠের দ্বারা দৃষ্ট হয়েন না ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৬ সূত্র । স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য ।—“তত্র যঃ পরমাত্মাহসৌ স নিত্যোনিগুণঃ স্মৃতঃ ।
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্বপত্রমিবাস্তসা । কস্মাত্মা ত্বপরোষোহসৌ
মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে” ইত্যাদিনা স্মরন্তি চ ॥

ব্যাখ্যাঃ—পরমাত্মা যে জীবের দ্বারা সুখদুঃখাদি ভোগ করেন না, তাহা
ঋষিগণও শ্রুতিবাক্যানুসারে নির্ণয় করিয়াছেন । যথা—

“তত্র যঃ পরমাত্মাহসৌ স নিত্যোনিগুণঃ স্মৃতঃ ।

“ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্বপত্রমিবাস্তসা ।

“কস্মাত্মা ত্বপরো যোহসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে ॥” ইত্যাদি

তৎপ্রবর্তক শ্রুতি যথা—“তয়োৱন্যাঃ পিপ্ললং স্বাৱন্তানগ্নন্নন্যো-
হভিচকানীতি” ইত্যাদি ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৭ সূত্র । অনুজ্ঞাপরিহারো দেহসম্বন্ধা-
জ্ঞ্যাতিরাদিবৎ ॥

(অনুজ্ঞাপরিহারো = বিধিনিষেধো, দেহসম্বন্ধাৎ ; জ্যোতিঃ-আদি-বৎ) ।

ভাষ্য ।—“স্বর্গকামো যজ্ঞেত”, “শূদ্রো যজ্ঞে নাবকুপ্তঃ”
ইত্যাদ্যনুজ্ঞাপরিহারাবুপপত্তেতে জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বেন সমত্বেহপি

বিষমশরীরসম্বন্ধাৎ । যথা শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহ্নিয়তে, শ্মশানা-
দেস্তু নৈব । যথা বা শুচিপুরুষপাত্রাদিসংস্পৃষ্টং জলাদিকং
গৃহ্যতে, নৈতরং তদ্বৎ ।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্মাংশরূপতাহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত সমতা থাকিলেও,
তাঁহার দেহসম্বন্ধহেতুই জীবসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধবাক্যের সামঞ্জস্য
হয় । অগ্নি এক হইলেও যেমন শ্রোত্রিয়দিগের গৃহ হইতে অগ্নি গৃহীত হয়,
শ্মশানাগ্নির পরিহার হয়, যেমন শুচি পুরুষের পাত্রস্থ জল গ্রহণীয় হয়,
অপরের পাত্রস্থ জল হয় না, তদ্রূপ জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, দেহ-
সম্বন্ধহেতু তাঁহার কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ের বিধি ও নিষেধ আছে ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৮শ সূত্র । অসম্বৃত্তেচ্চাব্যতিকরঃ ॥

(অসম্বৃত্তে: সর্বৈ: শরীরৈ: সহ সম্বন্ধাভাবাৎ, অব্যতিকরঃ কর্ম্মণস্তৎ-
ফলশ্রুত্বা বিপর্যয়ো ন ভবতি) ।

ভাষ্য ।—বিভোরংশত্বেহপি গুণেন বিভূত্বেহপি চাত্মনাং
স্বরূপতোহণুত্বেন সর্বগতত্বাভাবাৎ কর্ম্মাদিব্যতিকরো নাস্তি ।

অর্থঃ—জীব বিভূ পরমাত্মার অংশ, এবং জীবের গুণসকল
অপরিমিত হইলেও, স্বয়ং স্বরূপতঃ অণুস্বভাব (পরিক্ষিত) হওয়াতে,
তাঁহার সর্বগতত্ব নাই ; অতএব কর্ম্ম ও তৎফলের বিপর্যয় ঘটে না, অর্থাৎ
একের কৃতকর্ম্ম ও তৎফল অপরকে আশ্রয় করে না । জীবাত্মা স্বরূপতঃই
বিভূস্বভাব—সর্বব্যাপী হইলে, সকল জীবের কর্ম্মের সহিতই প্রত্যেক
জীবের সমসম্বন্ধ হয় ; সুতরাং একের কর্ম্ম ও অপরের তৎফলভোগ হইবার
পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না, কোন বিশেষ কর্ম্মের সহিত কাহারও
বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না ; কিন্তু এই সম্বন্ধ যে আছে, তাহা
আত্মাভূতব এবং শাস্ত্রসিদ্ধ ;—অতএব জীব বিভূস্বভাব—সর্বগত নহেন ।

শাক্তরভাষ্যেও সূত্রের কলিতার্থ নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা,—

“ন হি কর্তৃভোক্তৃশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধোহস্তি । উপাধিতত্ত্বো হি জীব ইত্যুক্তম্ । উপাধ্যাসস্তানাচ্চ নাস্তি জীবসন্তানঃ । ততশ্চ কর্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি” ।

অন্তার্থঃ—কর্তা ও ভোক্তা যে আত্মা তাঁহার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই, জীব স্বীয় উপাধিগত দেহনিষ্ঠ, তাঁহার অপর দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই । উপাধিগত শরীরের সর্বব্যাপিত্ব না হওয়াতে, তন্নিষ্ঠ জীবের ও সকলদেহের সহিত সম্বন্ধ হয় না ; অতএব কর্ম অথবা কর্মফলের ব্যতিক্রম হয় না । যে জীব যে কর্ম করে, সেই কর্ম তাহারই, এবং তৎফলভোগও তাহারই হয় ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্রের দ্বারা জীবের স্বরূপগত বিভূত্ব (সর্বগতত্ব, সর্বব্যাপিত্ব) কোঁদব্যাস নিবেদন করিয়াছেন কি না ? যদি স্বরূপগত বিভূত্ব থাকে, তবে সন্ততির (সমস্ত দেহের) সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই, এই কথা বলিবার তাৎপর্য কি ? বিভূত্ব শব্দের অর্থহীন সর্বব্যাপিত্ব ; যদি জীবাত্মা বিভূত্বই হয়েন, তবে তাঁহার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ না থাকা কথার অর্থ কি ? এবং শঙ্করাচার্য যে উক্ত ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন যে, জীব “উপাধিতত্ত্ব, ইহারই বা অভিপ্রায় কি ? উপাধিদেহ স্থলই হউক অথবা সূক্ষ্মই হউক, তাহা পরিচ্ছিন্ন ; সূত্রের তাহার অপরাপর দেহের সহিত একত্ব নাই, পার্থক্য আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয় ; জীব যদি স্বরূপতঃ তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন না হয়েন, তবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধীভূত দেহের পরিচ্ছিন্নতা হেতু অপরাপর দেহের সহিত জীবের সম্বন্ধ কিরূপে নিবারণিত হইতে পারে ? আমার দেহের একাংশ কোন এক ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, তাহার অপরাংশ কি অপর বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট

হইতে পারে না ? জীব যদি স্বরূপতঃ ব্যাপকবস্তুই হইলেন, তবে এক দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাঁহার কেবল সেই দেহতত্ত্বই কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অথচ জীবকে “উপাধিতত্ত্ব” বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, জীব বিভূত্বভাব নহেন। এবং জৈনমতানুসারে তাঁহার “দেহপরিমাণত্ব”ও বেদব্যাসের অভিমত না হওয়ায়, জীবের অণুপরিমাণত্বই বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত, এবং তাহাই তিনি এই পাদের ১৯ সূত্র হইতে ২৮ সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় ; উক্ত সূত্রসকল পূর্ব্বপক্ষ-বোধক সূত্র বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা স্মৃতি ॥

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৯শ সূত্র। আভাসা এব চ ॥

ভাষ্য।—পরেমাং কপিলাদিনাং ব্যতিকরপ্রসঙ্গাৎ সর্ব-
গতাত্মবাদাশ্চাভাসা এব ।

অর্থঃ—কপিলোক্ত সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞাত্বার বিভূত উক্ত হইয়াছে, সূতরাং তাঁহাদের উক্তি গৃহীত হইলে, কর্ম্মের ও কর্ম্মফলভোগের ব্যতিক্রম হওয়ার প্রসক্তি হয় ; অতএব আত্মার সর্বগতত্ববাদ (বিভূত্ববাদ) আভাসা অর্থাৎ অপসিদ্ধান্ত ।

শঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের পাঠ অত্রপ্রকার ; যথা :—

আভাস এব চ ।

জীব পরমাত্মার আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্বরূপ, জীব জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্বসদৃশ ; এক জলস্থ সূর্য্য কল্পিত হইলে যেমন অপর জলস্থ সূর্য্য কল্পিত হয় না, তদ্রূপ এক জীবকৃত কর্ম্মের সহিত অপর জীবের সম্বন্ধ হয় না ।

জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব সূর্য্যের কিরণ অর্থাৎ অংশমাত্র ; অতএব এই অর্থে সূত্রের এইরূপ পাঠও সমীচীন । কিন্তু “আভাসা” পাঠ না হইয়া

“আভাস” পাঠ হইলে, তৎপরে “এব” শব্দ না হইয়া “ইব” শব্দ থাকাই অধিক সঙ্গত হইত ; কারণ প্রতিবিষয়ের সদৃশ, এইরূপই সূত্রার্থ হইতে পারে ; বাস্তবিকই প্রতিবিষয় বলা সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে, ও হইতে পারে না । (পরন্তু শাক্তরভাব্যের এই পাঠ অপর ভাষ্যকারেরা গ্রহণ করেন নাই) ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫০শ সূত্র । অদৃষ্টানিয়মাৎ ।

ভাষ্য ।—সর্বগতাত্মবাদেহদৃষ্টমাশ্রিত্যপি ব্যতিকরোচ্ছারো-
হদৃষ্টানিয়মাৎ ।

অন্ত্যর্থঃ—আত্মার সর্বগতত্ববাদে অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়াও কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মভোগের ব্যতিক্রম নিবারিত হয় না ; কারণ সকল আত্মাই সর্বগত হইলে সকলই তুল্য, অদৃষ্ট কোন্ আত্মাকে অবলম্বন করিবে তাহার কোন নিয়ম থাকিতে পারে না ।

শঙ্করাচার্য্যও সূত্রের ফলিতার্থ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পরন্তু বহু আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া—গুরুষবহুত্ব অস্বীকার করিয়া, আত্মার একত্ববিবক্ষা দ্বারা তন্মতাবলম্বিগণ এই সূত্রোক্ত আপত্তি হইতে আপনাদের মতকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে পারেন ; কিন্তু তাহাতে জীবের ভেদসম্বন্ধ বাহা ৪২ সূত্রে “অংশোনানাব্যপদেশাৎ” ইত্যাদি বাক্যে বেদব্যাস স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকার সঙ্গতি হয় না, এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধবাক্যসকলেরও সার্থকতা থাকে না, কৰ্ম্মব্যতিক্রমও বাস্তবিক নিবারিত হয় না ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫১শ সূত্র । অভিসন্ধ্যাদিষপি চৈবম্ ॥

ভাষ্য ।—অহমিদং করিষ্যে, ইদং নেতি সঙ্কল্পাদিষপ্যেবম-
নিয়মঃ ।

অস্বার্থঃ—আমি এইরূপ করিব, এইরূপ করিব না, এবংবিধ অভিসন্ধি (সঙ্কল্পাদি) বিষয়েও আত্মার সর্বগতত্ববাদে কোন নিয়ম থাকে না ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫২শ সূত্র । প্রদেশাদিতি চেন্নাস্তুর্ভাবাৎ ॥

ভাষ্য ।—স্বশরীরস্থাত্মপ্রদেশাৎ সর্বং সমঞ্জসমিতি চেন্ন, তত্র সর্বেষামাত্মপ্রদেশানামস্তুর্ভাবাৎ ।

অর্থঃ—যদি বল, যে তত্ত্বংশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সঙ্কল্পাদি হইতে পারে, সুতরাং তদ্বারা অভিসন্ধির ও কণ্ঠের নিয়মের সঙ্গতি হইতে পারে. তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সকল আত্মাই সকল শরীরের অন্তর্ভূত, অতএব কোন বিশেষ আত্মাকে কোন বিশেষদেহে বিশেষরূপে অন্তর্ভূত বলিয়া বলা যাইতে পারে না । কারণ, সকল আত্মাই সমভাবে সর্বগত । অতএব জীবাত্মার সর্বগতত্ববাদ অপসিদ্ধান্ত ।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ।

ঔশীশুরবে নমঃ ॥

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ ।

এই পাদে ব্রহ্মের সর্বকর্তৃত্বপ্রতিপাদনার্থ ইন্দ্রিয়াদিরও তৎকর্তৃক সৃষ্টি প্রমাণিত হইবে ।

২য় অঃ ১র্থ পাদ ১ সূত্র । তথা প্রাণাঃ ॥

ভাষ্য ।—করণোৎপত্তিশ্চিস্ত্যতে । খাদিবদিন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে ।

ব্যাখ্যা :—এক্ষণে ইন্দ্রিয়াদিকরণের উৎপত্তি বলা হইতেছে :—
আকাশাদি ভূতবর্গের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলও ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট, তদ্বিস্মক
শ্রুতি, যথা :—“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ খং
বায়ুর্জ্যোতিঃ” ইত্যাদি ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ২ সূত্র । গোণ্যসম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য ।—“এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ইত্যাদি সৃষ্টি-
প্রকরণে করণোৎপত্ত্যহশ্রবণাৎ করণোৎপত্তিশ্রুতির্গোণীতি
বাচ্যম্, উৎপত্তিশ্রুতেভূয়স্বাদেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা-
বিরোধাচ্চ গোণ্যসম্ভবাৎ ।

ব্যাখ্যা :—“এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ইত্যাদিবাক্যে তৈত্তিরীয়

শ্রুতান্ত সৃষ্টিপ্রকরণে ইন্দ্রিয়গ্রামের উৎপত্তি বর্ণিত না হওয়ায়, পূর্বোক্ত “এতন্মাজ্জাতে প্রাণো মনঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা গোণার্থে বুঝা উচিত, এইরূপ সন্দেহ করা উচিত নহে ; কারণ, শ্রুতি সমস্তপদার্থের উৎপত্তি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সেই শ্রুতি অপর কোন শ্রুতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় নাই । এবং একের বিজ্ঞানেই সকলের বিজ্ঞান হয় বলিয়া শ্রুতি যে প্রথম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সহিত আপত্তির লক্ষিত সিদ্ধান্তের কোন প্রকার সামঞ্জস্য হয় না । অতএব ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিবিষয়কবাক্যের গোণার্থে প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩য় সূত্র । তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ ॥

ভাষ্য ।—তস্মিন্ বাক্যে খাদিষু মুখ্যস্য ক্রিয়াপদস্তেজস্মিয়ে-
ষপি শ্রুতেরিস্ত্রিয়োস্তুবো মুখ্যঃ ।

অন্তার্থঃ—“এতন্মাজ্জাতে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ” এই শ্রুতিতে “জাযতে” পদ প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, তৎপরে “খ (আকাশ) বায়ু, অগ্নি” ইত্যাদির পূর্বে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং “খ (আকাশ) বায়ু” ইত্যাদিস্থলে “জাযতে” পদের মুখ্যার্থ গ্রহণ হেতু ইন্দ্রিয়াদিস্থলেও মুখ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪সূত্র । তৎপূর্বকস্বাভাচঃ ॥

ভাষ্য ।—প্রাণাঃ খাদিবদুৎপত্তন্তে বাক্ প্রাণমনসাম্
“অন্নময়ঃ হি সৌম্য ! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্”
ইতানেন তেজোহন্নপূর্বকস্বাভিধানাৎ ।

ব্যাখ্যাঃ—“অন্নময়ঃ হি সৌম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণ, -তেজোময়ী বাক্” (হে সৌম্য ! মনঃ অন্নময়, প্রাণ আপোময়, বাক্ তেজোময়)

ইত্যাদিবাক্যে মনঃ প্রাণ ও বাক্যের তেজঃ অপ্ ও অন্নময়ত্বের উল্লেখ হওয়াতে, এবং তেজঃ প্রভৃতির উৎপত্তি মুখ্যার্থে বলিয়া স্বীকার্য হওয়ায়, প্রাণের উৎপত্তিও আকাশাদির ত্রায় মুখ্যার্থেই উৎপত্তি বলিতে হইবে ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫মত্ৰ । সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ।

ভাষ্য ।—তানি সপ্তৈকাদশবেতি সংশয়ে “প্রাণমনুৎক্রামন্তুং সর্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” ইতি গতেস্তত্র সপ্তানামেব “ন পশ্যতি ন জিহ্বতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন স্পৃশতে” ইতি বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তৈবেশ্রিয়াণীতি পূর্বপক্ষঃ ।

অন্তার্থঃ—প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সপ্তসংখ্যক অথবা একাদশ সংখ্যক, এইরূপ সংশয়ে এই সূত্রে পূর্বপক্ষে প্রাণ সপ্তসংখ্যক বলিয়া আপত্তি হইয়াছে । “প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিলে তৎপশ্চাৎ সকল প্রাণই দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়”, শ্রুতি এইরূপ প্রাণের গতি উল্লেখ করিয়া, তৎপরে সপ্তবিধ প্রাণেরই দেহপরিত্যাগ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথাঃ—“সে তর্ধন দেখে না, আভ্রাণ করে না, রসাস্বাদ করে না, কথা বলে না, শ্রবণ করে না, মনন করে না এবং স্পর্শ করে না”; এইরূপে শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া সপ্তবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎক্রান্তি ব্যাখ্যা করাতে, প্রাণ সপ্তসংখ্যকই বলিতে হয় । এই পূর্বপক্ষ ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৬মত্ৰ । হস্তাদয়স্তু স্থিতেহতোনৈবম্ ॥

ভাষ্য ।—সপ্তভ্যোহতিরিক্তে “হস্তো বৈ গ্রহ”-ইত্যাদিনা নিশ্চিত্যে সপ্তৈবেশ্রিয়াণীতি নৈবং মন্তব্যম্ । “দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশে”-তিশ্রুতেঃ একাদশেশ্রিয়াণীতি সিদ্ধান্তঃ ।

ব্যাখ্যা :—শ্রুতিতে “হস্তো বৈ গ্রহঃ” ইত্যাদিবাক্যে হস্তও ইন্দ্রিয়-

মধ্যে গৃহীত হওয়ায়, এবং “দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ” (পুরুষে দশ প্রাণ ও আত্মা একাদশ) ইত্যাদিবাক্যে প্রাণ সপ্তসংখ্যার অধিক বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক, সপ্তসংখ্যক নহে ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৭ সূত্র । অণবশ্চ ॥

ভাষ্য ।—“সর্বের প্রাণা উৎক্রামন্তি” ইত্যাৎক্রান্তিশ্রুতেঃ প্রাণা অণবঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—“সকল প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়” এই পূর্বোক্ত শ্রুতিতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তিবর্ণনহেতু, প্রাণসকলও অণুস্বভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৮ সূত্র । শ্রেষ্ঠশ্চ ॥

ভাষ্য ।—“শ্রেষ্ঠো মুখ্যঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ” ইতি শ্রুতিপ্রোক্তঃ প্রাণো মহাত্মাদিবহুৎপত্তিতে । কুতঃ ? “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” ইতি সমানশ্রুতেঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—“মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে মুখ্যপ্রাণের উল্লেখ হইয়াছে, সেই প্রাণও মহাত্মাদির ছায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় ; কারণ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সকলেরই সমান প্রকার উৎপত্তির উল্লেখ হইয়াছে ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৯ সূত্র । ন বায়ুক্রিয়ৈ পৃথগুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য ।—বায়ুমাত্রং করণং ক্রিয়া বা প্রাণো ন ভবতি, কিন্তু বায়ুরেবাবস্থাস্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ ইত্যাচ্যতে । “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ু”রিতি পৃথগুপদেশাৎ ।

অন্তার্থঃ—মুখ্যপ্রাণ বায়ু, অথবা ইন্দ্রিয়, অথবা ইন্দ্রিয়সকলের সামান্তবৃত্তি (একীভূত ব্যাপার) নহে, তাহা উক্ত ত্রয় হইতে ভিন্ন; ইহা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বায়ু নামক মহাভূত। কারণ শ্রুতি ইহার পার্থক্য উপদেশ করিয়াছেন; যথা,—“এতস্মাচ্ছায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়ানি চ খং বায়ুঃ”, “প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থপাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ” ইত্যাদি।

অহংবুদ্ধিবৃত্ত পুরুষ বায়ুতন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়া স্থূলদেহে সমতা প্রাপ্ত হইলেন; ইহা মূলগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ব্রহ্মবিজ্ঞানামক প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব কল্পবীর মরুতাংশপ্রিত অভিমানাত্মক বুদ্ধিই মুখ্যপ্রাণ শব্দের বাচ্য বলিয়া অনুমিত হয়। এই মীমাংসা দ্বারা “যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ, স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোহপানব্যানউদানঃ সমানঃ” ইত্যাদি প্রতিবাক্যের বিরোধও নিবারিত হয়। ভাষ্যকার শ্রীনিবাসাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন;—“ন বায়ুতাত্রং প্রাণঃ, ন চ ইন্দ্রিয়ব্যাপার-লক্ষণাসামান্তবৃত্তিঃ প্রাণপদার্থঃ,” “কিন্তু মহাভূতবিশেষো বায়ুরেবাবস্থান্তর-দ্বাপন্নঃ প্রাণঃ”। সাংখ্যদর্শনে যে “সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণাত্মা বায়বঃ পঞ্চ” সূত্রে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই পঞ্চকে ইন্দ্রিয়সকলের সামান্তবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা মুখ্যপ্রাণবিষয়ক নহে। অতএব উভয় দর্শনের উপদেশে কোন বিরোধ নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু কপিল-সূত্রের কুব্যাখ্যা করিয়া যেরূপে বিরোধ মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক। (পরবর্তী ১৮শ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা এই স্থলে দ্রষ্টব্য)।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১০ সূত্র। চক্ষুরাদিবস্তু তৎসহ শিফ্যাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—শ্রেষ্ঠোহপি প্রাণশ্চক্ষুরাদিবজ্জীবোপকরণবিশেষঃ।
কুতঃ? প্রাণসম্বাদাদিষু চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রাণস্য শিফ্যাদিভ্যঃ
শাসনাদিভ্যঃ।

অন্তার্থঃ—মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ হইলেও, চক্ষুঃ প্রভৃতির জ্ঞান, ঐ প্রাণও জীবের উপকরণবিশেষ ; কারণ, প্রাণসংবাদ প্রভৃতিতে চক্ষুরাদির সহিত এক শ্রেণীতে মুখ্যপ্রাণেরও উপদেশ হইয়াছে । শ্রুতি, যথা,—“য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ” ইত্যাদি ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১১ সূত্র । অকরণত্বাচ্চ নঃ দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য ।—নমু প্রাণস্য জীবোপকরণহে তদনুরূপকার্য্য্য-
ভাবেনাকরণত্বাদোষ ইতি ন, যতো দেহৈন্দ্রিয়বিধারণং প্রাণা-
সাধারণং কার্য্যম্ । “অহমেবৈতৎপঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতদ্বাণ-
মবচ্ছভ্য বিধারণামি”-তি শ্রুতির্দর্শয়তি ।

ব্যাখ্যাঃ—পরন্তু ইন্দ্রিয়গণ একাদশসংখ্যকস্থানীয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছে ; মুখ্যপ্রাণও করণ হইলে দ্বাদশ ইন্দ্রিয় হইয়া পড়ে, তাহারও অপর ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান কিছু কার্য্য নির্দিষ্টরূপে থাকা উচিত ; কিন্তু মুখ্য-
প্রাণের এইরূপ কোন কার্য্য থাকা দৃষ্ট হয় না । এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে,—

চক্ষুঃ প্রভৃতি যেরূপ “করণ,” মুখ্যপ্রাণ তদ্রূপ করণ নহে ; ইহা সত্য, এবং তদ্ব্যতীত ইহাকে সাধারণ করণগণের মধ্যে ভুক্ত করা হয় না ; পরন্তু তদ্রূপ হইলেও মুখ্যপ্রাণকে পূর্ব্বসূত্রে “চক্ষুরাদিবৎ” বলাতে কোন দোষ হয় না ; কারণ মুখ্যপ্রাণেরও তদ্বৎ নির্দিষ্ট কার্য্য আছে, যথা, শ্রুতি বলিয়াছেন ;—“অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবচ্ছভ্য বিধারণামি” ইত্যাদি (মুখ্যপ্রাণ বলিলেন আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া তদ্বিশিষ্ট শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহাকে বিধারণ করিতেছি) । অতএব ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট শরীরধারণই ইহার কার্য্য ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১২ সূত্র । পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্যাপদিশ্যতে ॥

ভাষ্য ।—যথা বহুবৃত্তির্মনঃ স্ববৃত্তিভিঃ কামাদিভিঃ জীবস্তোপ-
করোতি, তথা অপানাদিবৃত্তিভিঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণোহপি জীবোপ-
কারকত্বেন ব্যপদিশ্যতে ।

ব্যাখ্যাঃ—মনঃ যেমন বহুবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবের কার্যসাধন করে,
তদ্রূপ প্রাণও প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবের কার্যসাধন করে,
এইরূপ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৩ সূত্র অগুশ্চ ।

ভাষ্য ।—উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ প্রাণোহগুশ্চ ।

অন্তার্থঃ—মুখ্যপ্রাণেরও উৎক্রান্তি-বিষয়ক শ্রুতি আছে, সুতরাং
মুখ্যপ্রাণও অগুপ্রকৃতি, অর্থাৎ সূক্ষ্ম ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৪ সূত্র । জ্যোতিরাত্ত্বধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥

ভাষ্য ।—বাগাদিকরণজাতমগ্নাদিদেবতাপ্রেরিতং কার্যো প্রব-
র্ত্ততে “অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদি”-ত্যাदिশ্রুতেঃ ।

ব্যাখ্যাঃ—বাগাদি করণসকল অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দ্বারা প্রেরিত
হইয়া, স্বীয় স্বীয় কার্যো প্রবর্ত্ত হয়, শ্রুতি এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন,
যথা,—“অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইত্যাদি ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৫ সূত্র । প্রাণবতা শব্দাৎ ॥

(প্রাণবতা=জীবেন প্রাণানাং সম্বন্ধঃ, অতঃ জীবস্তোব ভোক্তৃভ্যম্ ;
শব্দাৎ=শ্রুতেঃ)

ভাষ্য ।—জীবেনৈবেন্দ্রিয়াণাং স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধঃ স ভোক্তা
“অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণং চক্ষুষঃ পুরুষোদর্শনায় চক্ষুরি”-
ত্যাदिশব্দাৎ ।

ব্যাখ্যা :—অগ্নি প্রভৃতি দেবতা বাগাদিইন্দ্রিয়ের প্রেরক হইলেও, ইন্দ্রিয়সকলের স্বস্বামিতাবসম্বন্ধ জীবেরই সহিত ; তিনিই তাহাদের ভোগকর্তা ; কারণ, শ্রুতি তদ্রূপ বলিয়াছেন, যথা:—“অথ যত্রৈতদাকাশ-মহুবিষণং চক্ষুঃ পুরুষোদর্শনায় চক্ষুঃ” ইত্যাদি । (যেখানে সেই আকাশ (অবকাশ, ছিদ্র), তাহাতে প্রবিষ্ট যে চক্ষু: আছে, তাহা সেই চক্ষুর-ভিন্নানো পুরুষেরই রূপজ্ঞানার্থ) ইত্যাদি ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৬ সূত্র । তস্মা নিত্যত্বাৎ ॥

ভাষ্য ।—উক্তলক্ষণস্য সম্বন্ধস্য জীবেনৈব নিত্যত্বম্
ব্রহ্মিষ্ঠাত্তদেবতাভিঃ ॥

অন্তার্থ:—উক্ত সম্বন্ধ জীবের সহিতই নিত্য, কার্যে প্রবর্তক (অধিষ্ঠাত্ত) দেবতাদিগের সহিত নহে ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, “তমুৎক্রামন্তঃ প্রাণোহনুৎক্রামতি প্রাণমনুৎক্রামন্তঃ সর্কে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” ইত্যাদি ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৭ সূত্র । ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র
শ্রেষ্ঠাৎ ॥

[শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র = মুখ্য প্রাণং বর্জয়িত্বা, তে প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি, তদ্ব্যপ-
দেশাৎ] ।

ভাষ্য ।—শ্রেষ্ঠপ্রাণভিন্নত্বেন তেষাং প্রাণানাং “এতস্মাস্জ্জা-
য়তে প্রাণো মনঃ সর্কেইন্দ্রিয়াণি চ” ইতি ব্যপদেশাৎ, তে প্রাণা
ইন্দ্রিয়সংজ্ঞকানি তদ্ব্যন্তরাণি, নতু শ্রেষ্ঠবৃত্তিবিশেষাঃ ।

অন্তার্থ:—মুখ্যপ্রাণ ইহাতে ভিন্ন বলিয়া অপর সকলপ্রাণ “এত-
স্মাস্জ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেইন্দ্রিয়াণি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট
হওয়ায়, শেষোক্ত প্রাণসকল ইন্দ্রিয়শব্দ-বাচ্য বিভিন্নত্ব ; ইহার। মুখ্য-
প্রাণের বৃত্তিবিশেষ নহে ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৮ সূত্র । ভেদশ্রুতৈবৈলক্ষণ্যচ্চ ॥

ভাষ্য ।—বাগাদিপ্রকরণমুপসংহত্য “অথ হেমমাসন্যং প্রাণ-মুচুরি”তি তেভ্যো বাগাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠস্য প্রাণস্য ভেদশ্রবণাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিস্থিতিহেতোঃ শ্রেষ্ঠাৎ প্রাণাদৌন্দ্রিয়াণাং বিষয়গ্রাহক-ত্বেন বৈলক্ষণ্যচ্চ তানি তত্ত্বাস্তুরাণি ।

অন্তার্থঃ—মুখ্যপ্রাণ হইতে অপর প্রাণসকল বিভিন্ন ; কারণ, শ্রুতি ইহার শ্রেষ্ঠতা ও বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ; এবং অপর প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকলের ধর্ম বাহ্যিকাদি বিষয়জ্ঞানোৎপাদন, মুখ্যপ্রাণের ধর্ম দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধারণ ; সূতরাং উভয়ের ধর্ম ও বিভিন্ন ; তন্নিমিত্ত ও ইহার এক নহে । শ্রুতি, যথা, বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, দেবতা এবং অমুরগণ পরস্পরকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিয়া, দেবগণ ক্রমশঃ বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনকে উদগাতৃকর্মে নিযুক্ত করিয়া অমুরদিগকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলে, অমুরগণ উক্ত বাগভিমানী প্রভৃতি দেবতাকে পাপযুক্ত করিলেন, সূতরাং তৎসাহায্যে দেবগণ কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । তৎপরে দেবগণ মুখ্যপ্রাণকে উদগাতৃকর্মে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, (“অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুতং ন উদগায়েতি”) ; তখন মুখ্যপ্রাণ তক্রপ করিতে অঙ্গীকার করিয়া, উদগাতৃকর্ম সম্পাদন করিলেন । অমুরগণ বহু প্রয়াস করিয়াও তাঁহাকে পাপবদ্ধ করিতে পারিলেন না ; সূতরাং দেবতাদিগের জয় হইল । এতদ্বারা মুখ্যপ্রাণের বাগাদি-ইন্দ্রিয় হইতে পার্থক্য স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । এবং এই মুখ্যপ্রাণ-সম্বন্ধে শ্রুতি এই অধ্যায়েই পরে বলিয়াছেন যে, এই মুখ্যপ্রাণ “অজানাং হি রসঃ” (ইনি সকল অজ্ঞের রস অর্থাৎ সার—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ধারক) ।

এতদ্বারা অপরাপর ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের কার্য্যবৈলক্ষণ্যও শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শ্রুতিবিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে, মুখ্যপ্রাণ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ও মনের অতীত পদার্থ; পরন্তু জীবে অহংবৃত্তিই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনঃ হইতে অতীত পদার্থ; অন্তঃকরণবৃত্তি বলিতে বুদ্ধিতত্ত্ব ও মনঃসম্বিত অহংতত্ত্বকে বুঝায়; অতএব ইহারই মুখ্যপ্রাণাখ্যা, ইহা জীবদেহে সূক্ষ্ম নির্মল মরুতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। অতএব সূক্ষ্ম মরুতত্ত্বসম্বিত অহংবৃত্তিই মুখ্যপ্রাণশব্দের বাচ্য; ইহা মৃত্যু-সময়ে জীবদেহ পরিত্যাগ করিলে, অপর ইন্দ্রিয়সকল জীবদেহ পরিত্যাগ করে; বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৪র্থ অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণে “ভমুংক্রামন্তং প্রাণোহনুংক্রামতি প্রাণমনুংক্রামন্তং সর্কে প্রাণা অনুংক্রামন্তি” ইত্যাদি বাক্যে ইহাই উপদেশ করিয়াছেন।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৯ শ্লোক। সংজ্ঞামূর্ত্তিকৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্বত উপদেশাৎ ॥

[সংজ্ঞা নাম, মূর্ত্তিরাকৃতিঃ তয়োঃ কৃপ্তিঃ ব্যাকরণং সৃষ্টিরীতি বাবৎ ; তু অপি ত্রিবৃৎকুর্বতঃ পরমেশ্বরশ্চৈব ; তদুপদেশাৎ “অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি ব্যাকরণশ্চ পরদেবতা কর্তৃত্বোপদেশাৎ]।

তাষ্য।—“সেয়ং দেবতৈশ্চ হস্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী”-তি “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণী”-তি নামরূপব্যাকরণমপি ত্রিবৃৎকুর্বতঃ পরশ্চৈব কৰ্ম্ম । য একৈকাং দেবতাং ত্রিরূপা-মকরোৎ স এব হি অগ্নাদিত্যাदीনাং নামরূপকর্তা । কুতঃ ? “সেয়ং দেবতে”-তুপক্রম্য “অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য

নামরূপে ব্যাকরবাণী”-তি ব্যাকরণস্ত পরদেবতাকর্তৃকত্বোপ-
দেশাৎ ॥

ব্যাখ্যা:—নাম ও রূপ ভেদে সৃষ্টি সেই ত্রিবৃৎকর্তা পরমেশ্বরেরই, জীবের নহে ; কারণ, ঐতি তাহা স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন, যথা :—
“সেয়ং দেবতা” (সেই ব্রহ্ম) এই প্রকারে ব্যাক্যরস্ত করিয়া “অনেন জীবেনাস্মিন” ইত্যাদি বাক্যে তাঁহারই কর্তৃক নামরূপের প্রকাশ হওয়া ঐতি বর্ণনা করিয়াছেন ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ২০ সূত্র । মাংসাদিভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥

(মাংসাদিঃ ত্রিবৃৎকৃতান্যঃ ভূমিঃ কার্য্যমেব, তৎ যথাশব্দং প্রত্যুক্ত-
প্রকারেণৈব নিষ্পত্ততে ; ইতরয়োঃপ্তেজসোরপি কার্য্যং যথাশব্দং
জ্ঞাতব্যম্ ইত্যর্থঃ) ।

ভাষ্য ।—তেষাং ত্রিবৃৎকৃতানাং তেজোহবন্নানাং কার্য্য্যাণি
শরীরে শব্দাদেবাবগন্তব্যানি “ভূমেঃ পুরীষং মাংসং মনশ্চেতি
অপাং মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চে”-তি তেজসোহস্থিমজ্জাবাক্” চেতি ।

অন্ত্যর্থঃ—তেজঃ অপ_ ও পৃথিবীর ত্রিবৃৎকরণদ্বারা (বিমিশ্রণ দ্বারা)
শরীর গঠিত, ইহা ঐতি বলিয়াছেন, যথা—“পৃথিবী হইতে পুরীষ,
মাংস, মনঃ ; অপ_ হইতে মূত্র, শোণিত ও প্রাণ” ; এইরূপ তেজঃ হইতে
অস্থি মজ্জা ও বাক্ উদ্ভূত হয় ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ২১ সূত্র । বৈশেষ্যাস্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥

(বিশেষ্যস্ত অধিকভাগস্ত ভাবো বৈশেষ্যং তস্মাৎ)

ভাষ্য ।—তেষাং ভেদেন গ্রহণং তু ভাগভূয়স্বাৎ ।

অন্ত্যর্থঃ—মহাত্মত্বসকলের বিমিশ্রণের দ্বারাই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, জল
ইত্যাদি সমস্ত বস্তু রচিত হইয়াছে ; কিন্তু যে ভূতের ভাগ যে বস্তুতে

অধিক ; সেই ভূতের নাম অনুসারেই সেই বস্তুর নাম হয়, এবং সেই ভূত হইতে সেই বস্তুর উৎপত্তিও বলা যায় ।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ ।

ও তৎসং ।

উপসংহার ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্তের প্রতি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস খণ্ডন করিয়া, ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, তাহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন ; এবং জীব হইতে ব্রহ্মের বিভিন্নত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ; সৃষ্টি ও প্রলয় যে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং সৃষ্টি প্রারম্ভ হইলে পূর্বসৃষ্টির জীবসকল পুনরায় প্রকাশিত হইয়া প্রলয়ের পূর্বকালীন তাহাদিগের কৃত কর্ম্মানুসারে যে বর্তমান সৃষ্টিতেও তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বাধীনে তৎফলসকল ভোগ করে, তাহাও শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকারণবাদ, বৈশেষিকোক্ত পরমাণুকারণবাদ, বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের ক্ষণিকবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও সর্বশূন্যবাদ, জৈনমতাবলম্বীদিগের জীবের দেহপরিণামবাদ, এবং সর্ববস্তুর যুগপৎ অস্তিত্বনাস্তিত্বাদিবাদ, পাণ্ডপতদিগের অভিমত ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্ববাদ, এবং শাক্ত-সম্প্রদায়োক্ত জগতের কেবল শক্তিকারণত্ববাদ, এতৎসমস্ত নানাবিধ যুক্তি-দ্বারা বেদব্যাস খণ্ডন করিয়াছেন, এবং এই সকল মতের অশ্রোতৃত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব স্থাপন করিয়াছেন । তৃতীয়পাদে শ্রুতি প্রমাণবলে আকাশাদি মহাভূতসকলের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি অবধারিত করিয়াছেন,

এবং জীবের অনাদিত্ব ও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ শ্রুতি ও যুক্তিবলে ব্যবস্থাপিত করিয়া, জীব যে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশমাত্র, ব্রহ্মের স্থান বিভূষণভাব—সর্বগত নহেন, পরন্তু অগুণ্ণভাব—পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু গুণবিষয়ে বিভূ হইবার যোগ্য, তাহাও সংস্থাপিত করিয়াছেন। জীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধদ্বারা প্রথমাধ্যায়োক্ত ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্বসিদ্ধান্তেরও পুষ্টিসাধন ও সামঞ্জস্য ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। চতুর্থপাদে ইন্দ্রিয়াদির একাদশসংখ্যকত্ব স্থাপন করিয়া, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির ব্রহ্মাকারণত্ব শ্রুতিমূলে সংস্থাপিত করিয়াছেন, এবং অবশেষে পঞ্চমহাভূতের পক্ষীকরণদ্বারা প্রকাশিত সমস্ত দেহাদির উৎপত্তি উপদেশ করিয়াছেন। (ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ক্রিতি, অপ্ ও তেজ এই তিনের দৃষ্টান্তমাত্র প্রদর্শিত হইয়া ইহাদিগের ত্রিবৃৎকরণদ্বারা জাগতিক সমস্ত দৃশ্যবস্তুর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে ; তদনুসারে ত্রিবৃৎকরণশব্দই ত্রীভগবান্ বেদব্যাস সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু উক্ত শ্রুতিতে ক্রিতি অপ্ ও তেজের সহিত বায়ু এবং আকাশও তুচ্ছ থাকি ভাবতঃ উপদ্রষ্ট আছে। প্রথমোক্ত তিন মহাভূতই সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়াতে, তাহারই সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিমিশ্রণের উপদেশ দ্বারা, পঞ্চমহাভূতের বিমিশ্রণেই যে প্রকাশিত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই জ্ঞাপন করা এই শ্রুতির অভিপ্রায় ; সুতরাং ত্রিবৃৎকরণশব্দের অর্থ বাস্তবিকপক্ষে পক্ষীকরণ ; সুতরাং ব্রহ্মসূত্রেও এই অর্থেই ইহা বুঝিতে হইবে)। জগৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই এইরূপে অবধারিত হইল।

দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত উপদেশসকলের সার মর্ম্ম বর্ণিত হইল। এক্ষণে তৃতীয়াধ্যায় বর্ণিত হইবে।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

ওঁ তৎসৎ ।

ও শ্রীগুরুবে নমঃ ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ ।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব, জীবের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, জীব ও জগতের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ এবং ব্রহ্মের দৈতাদৈতত্ব—সমুৎপত্তি-নিশ্চারণত্ব বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে তৃতীয়াধ্যায়ে জীবের সংসারগতি ও ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা যে সংসারবন্ধের মোচন ও মোক্ষ লাভ হয়, তাহা বর্ণিত হইবে ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১ সূত্র । তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিশুদ্ধঃ ;
প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং ॥

[তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহান্তরগ্রহণার্থং, রংহতি গচ্ছতি, সম্পরিশুদ্ধঃ দেহবীজভূতসূক্ষ্মভূতৈঃ পরিবেষ্টিতঃ সন্ ; তৎ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং নির্ণয়তে] ।

ভাষ্য ।—সমস্বয়াবিরোধাভ্যাং সাধ্যে নিশ্চিত্যে ; অথ সাধনানি নিরূপ্যন্তে । তত্রাদৌ বৈরাগ্যার্থং স্বর্গাদিগমনাগমনাদিদোষান্ দর্শয়তি । উক্তলক্ষণং প্রাণাদিমান্ জীবো হি সূক্ষ্মভূতসম্পরিশুদ্ধঃ এব দেহং বিহায় দেহান্তরং গচ্ছতীতি “বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী”-ত্যাди প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং গম্যতে ।

অন্ত্যর্থঃ—স্বপ্নের সময় এবং বিরুদ্ধপক্ষের খণ্ডন দ্বারা সাধ্যবস্ত

এই ব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে ; এক্ষণে সাধন নিরূপিত হইতেছে । তাহাতে প্রথমে বৈরাগ্যোৎপাদনের নিমিত্ত স্বর্গাদিগমনাগমন-রূপ দোষসকল স্বত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন :—পূর্বোক্তলক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট জীব হৃদয়-ভূতসম্বিত হইয়া দেহপরিত্যাগান্তে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় ; ইহা শ্রুতান্ত প্রমাণ ও উত্তরদ্বারা অবধারিত হয় । (এই প্রমোক্তর ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ড হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত পঞ্চাশবিজ্ঞা বর্ণনা উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে । প্রমাণ, যথা :—“বেথ যথা পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি”, (তুমি কি জান, পঞ্চমসংখ্যক আহুতিতে হোম কৃত হইলে, ঐ আহুতিসাধন জল কিপ্রকারে পুরুষবাচক হয়—পুরুষাকারে পরিণত হয় ?) । তৎপরে এই সংবাদে এই প্রশ্নের উত্তর সমাপন করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন “ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি” (এইরূপে পঞ্চমসংখ্যক আহুতিতে অপ্ পুরুষরূপে পরিণত হয়, ইত্যাদি) ।

পঞ্চাশবিজ্ঞার উক্ত আছে যে, দ্বিজাতিগণের সায়াং ও প্রাতঃকালে যে অগ্নিহোত্রক্ৰিয়া করিবার বিধি আছে, তাহাতে পয়ঃ প্রভৃতি দ্বারা যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহার ফলে দেহান্তে জীব হৃদয় অপ্ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ধূমের সচিৎ অন্তরিক্ষে গমন করে ; তাহার ধূমাদিনামে প্রসিদ্ধ দক্ষিণপস্থা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃলোকে প্রবিষ্ট হয়, তথা হইতে ক্রমশঃ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া, তথায় পুণ্যফলসন্তোগান্তে পুণ্যক্ষয়ে হৃদয় অপ্-রূপ দেহ আশ্রয় করিয়া পুনরায় আকাশে পতিত হয় ; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র, অভ্র হইতে মেঘরূপ প্রাপ্ত হয় ; তৎপরে জল হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, তৎপর ব্রীহি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া পুরুষকর্তৃক ভক্ষিত হয়, এবং ক্রমশঃ পুরুষের রেতরূপ প্রাপ্ত হইয়া জীগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং দশম মাসান্তে ভূমিষ্ঠ হয় । এই স্থলে যে

“জল” শব্দ বলা হইয়াছে, সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই “জল” শব্দ কেবল জলবাচী নহে, এই জলশব্দে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাত্ম্য বুঝায় ; তবে জলের অংশ অধিক থাকাতে ঐ মিশ্রিত পদার্থকে জলনামেই আখ্যাত করা হইয়াছে ; শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, জীব জলাংশপ্রধান সূক্ষ্ম ভূত-সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, ধূমমার্গে উড্ডীন হইয়া চন্দ্রলোকাভিমুখে দক্ষিণদিকে গমন করে। পরন্তু ঐ পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞায় শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বাঁহাবা জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক তাঁহারা স্বীয় অন্তঃকরণনিহিত ব্রহ্মাকে পঞ্চা-গ্নিতে আহবনায় অপ-স্বরূপে ধ্যান করেন এবং ছালোকাদি লোক-সকলকে যজ্ঞায় অগ্নিরূপে ধ্যান করেন । এইরূপ পর্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীকে প্রথম চারি আহতিতে তর্পণীয় অগ্নিস্বরূপে, এবং সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতকে আহবনীয় দ্রব্যরূপে ধ্যান করেন ; অগ্নিহোত্রের যজ্ঞাগ্নি-সম্বন্ধায় সমিধ, ধূম, অর্চি, অঙ্গার ও বিস্কুলিঙ্গকে বিরাটপুরুষের অঙ্গীভূত আদিত্যাদিরূপে ধ্যান করেন। যাহারা এইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞাসম্পন্ন, তাঁহারা দেহান্তে অচ্চিরাদি উত্তরমার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন, এবং বাঁহাবা অরণ্যে গমন করিয়া অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চা অবলম্বন করেন, তাঁহারাও এই অচ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত হইবেন। ইহাই পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞা-নামে প্রসিদ্ধ। এই বিজ্ঞা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে।)

৫য় অঃ ১ম পাদ ২ সূত্র । ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়ত্বাৎ ॥

[ত্র্যাত্মকত্বাৎ, অপাং ত্রিবৃত্তাৎ পৃথিব্যাदीनामपि ग्रहणम् ; ভূয়ত্বাৎ বাহুল্যাদেব অপগ্রহণং বোধ্যম্ ।]

ভাষ্য ।—ত্রিবৃত্তকরণশ্রুত্যাঃপাং ত্র্যাত্মকত্বাদিতরয়োরপি গ্রহণং, কেবলাপ-গ্রহণং তু তদ্ব্যবস্থাদুপপত্ততে ।

অন্তার্থঃ—“ত্রিবৃত্তং ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি” (প্রত্যেককে ভূত-

সমস্তের ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে) ইত্যাদি ছানোগ্যোক্ত বাক্যে
শ্রুতি জলকে ত্রিবৃৎকৃত বস্তু বলিয়া বর্ণনা করাতে, উক্ত স্থলে “অপের
সহিত জীব গমন করেন” এই বাক্যে অপ্, অপর ভূতের সহিত মিলিত-
বস্তু হওয়ায়, অপর সূক্ষ্ম ভূতসকলও জীবের অনুগামী হয় বুঝিতে হইবে :
কেবল অপ্ শব্দ গৃহীত হওয়ার অভিপ্রায় এই যে, সূক্ষ্মদেহে অপেরই
বাহুল্য থাকে ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৩য় সূত্র । প্রাণগতেশ্চ ॥

ভাষ্য ।—“তমুৎক্রামন্তঃ সর্বৈব প্রাণা অনূৎক্রামন্তি” ইতি
প্রাণগতিশ্রবণাচ্চ ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত্ত এব গচ্ছতি ।

অন্তার্থঃ—“জীব উৎক্রান্ত হইলে তৎসহ ইন্দ্রিয়সকলও উৎক্রান্ত হয়”
এই বৃহদারণ্যকীয় শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়েরও জীবের সহিত গতি উপদিষ্ট হওয়াতে
(ইন্দ্রিয় ভূতাবলম্বন ভিন্ন থাকে না, এই কারণে) ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত্ত হইয়া
জীব মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৪ সূত্র । অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন
তীক্ত্বাহাং ॥

ভাষ্য ।—“যত্রাস্থ পুরুষস্য মৃতস্ত্যগ্নিং বাগপ্যোতি বাতঃ
প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্” ইত্যাদিনা বাগাদীনাং অগ্ন্যাदिষু গতেল্লয়স্য
শ্রবণান্ন তেষাং জীবেন সহ গমনমিতি চেন্ন, অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতে:
“ঐষধীর্লোমানি বনস্পতীন কেশা” ইতি সহপাঠেন ভাক্ত্বাহাং ।

অন্তার্থঃ—“মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিদেবতাতে, প্রাণ বায়ুদেবতাতে,
চক্ষুঃ আদিত্যদেবতাতে লয়প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় (৩য় অঃ ২য়
ব্রাহ্মণোক্ত) শ্রুতিবাক্যে মৃতব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্ন্যাदिদেবতাতে
লয়ের উল্লেখ আছে ; অতঃপ্রব জীবের সহিত ইহাদিগের গমন বলা বাইতে

পারে না। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ উক্ত অগ্নাদিপ্রাপ্তি-বোধক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপও উক্তি আছে, যে “লোমসকল ঔষধাদিকে প্রাপ্ত হয়, কেশসকল বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি। এতৎ সমস্ত একসঙ্গে উক্ত হওয়াতে জানা যায় যে, বাগাদি অগ্নাদি-দেবতাপ্রাপ্তিবাক্য শব্দসকল মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নাই, গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৫ সূত্র। প্রথমেহশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যাপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—প্রথমে হগ্নাবপামশ্রবণাৎ কথং পঞ্চম্যাগ্নাত্তৌ তাসাং পুরুষতাব ইতিচেন্ন, যতঃ শ্রদ্ধাশব্দেন তা এবোচ্যন্তে, উপক্রমাচ্চনুপপত্তেঃ।

অন্যার্থঃ—“তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” (এই অগ্নিতে দেবতাসকল শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন) এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যে পঞ্চম-হুতিতে “শ্রদ্ধার” হবনীয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, অপের নহে; অতএব পুঙ্খম-আহুতিতে অপের পুরুষাকারে পরিণতি হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য অপ্ ই শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ; এই অর্থ গ্রহণ করিলে আত্মোপাস্ত গ্রন্থের সামঞ্জস্য হয়; নতুবা হয় না। “শ্রদ্ধা বা আপঃ” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে শ্রদ্ধা-শব্দের অপ্ অর্থ থাকা প্রসিদ্ধও আছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৬ সূত্র। অশ্রুতবাদিতি চেন্নৈফাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥

ভাষ্য।—ভূতসম্পরিষক্তো জীবো রংহতীতি ন বক্তুঃ শক্যমবাদিবজ্জীবশ্রাবণাদিতি চেন্ন, “ইষ্টাপূর্ত্তে দর্শামিত্যুপাসতে

তে ধূমমভিসম্ভবন্তী”-ত্যাদিনেষ্ঠাদিকারিণাং ধূমমার্গেণ চন্দ্রলোক-প্রাপ্তির্নিরূপাতে এব সোমশব্দেন শ্রুত্যা নিরূপ্যন্তে “এষ সোমো রাজা সম্ভবতী”তি, অত্রাপি সোমো রাজা সম্ভবতীত্যনেন প্রতীতেঃ ।

অস্বার্থঃ—জীব সূক্ষ্মভূতপরিবৃত হইয়া দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে না ; কারণ, অপ্ প্রভৃতির জ্বায় জীবের গমনের উল্লেখ নাই, এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ “ইষ্ট ও পূর্ত কৰ্ম্ম করিয়া যাহারা তদুপাসনা করে, তাহারা ধূমমার্গ প্রাপ্ত হয়” (ছান্দোগ্য ৫ম প্রঃ ১০ম খণ্ড) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে ইষ্ট ও পূর্ত কৰ্ম্মকারী জীবের ধূমমার্গে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি অবধারিত হইয়াছে, “সোমরাজ” শব্দের দ্বারা চন্দ্রলোকেই যে গমন করে, তাহা শ্রুতি নিরূপণ করিয়াছেন, যথা উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন :—“এষ সোমো রাজা সম্ভবতী” ইত্যাদি । অতএব জীবের সহিতই ভূতসূক্ষ্মসকল গমন করে । (যজ্ঞাদি উপলক্ষে দানকে “ইষ্ট” কৰ্ম্ম বলে ; বাগ্ধী কুপাদিপ্রতিষ্ঠাকে “পূর্ত” কৰ্ম্ম বলে, অগ্নিহোত্র উপাসনাও ইষ্ট কৰ্ম্ম ; সুতরাং ইষ্টকৰ্ম্মকারী জীবের চন্দ্রলোক-প্রাপ্তির উপদেশ হওয়াতে, জীবই ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়) ।

ওম অঃ ১ম পাদ ৭ শ্লোক । ভাক্তং বা হনাত্মবিজ্ঞাং তথা হি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য ।—কেবলকৰ্ম্মিণামনাত্মবিজ্ঞাদেবান্ প্রতীকুণ্ণভাবে সতি “তদেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইতি ইচ্ছাদিকারিণামন্নভেন ভক্ষণং ভাক্তং । “পশুরেব স দেবানাম্” ইতিশ্রুতেঃ ।

অস্বার্থঃ—যাহারা কেবল কৰ্ম্মমার্গাবলম্বী, তাহারা অনাত্মবিৎ হওয়াতে, তাহারা দেবতাদিগের সম্বন্ধে আনন্দবর্জক (ভোগোপকরণবৎ) করেন ;

অর্থাৎ তাঁহারা দেবলোকে গমন করিয়া দেবতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন । অতএব উক্ত ছানোগ্য ঋতিতে “মৃতব্যক্তি দেবতাদিগের অন্ন হয়, তাহাকে দেবতারা ভক্ষণ করেন” ইত্যাদি বাক্যে ইষ্টাদিকর্মকারীর যে ভক্ষণীয়ত্ব উল্লেখ আছে, তাহা বস্তুতঃ আহাৰ্য্য অর্থের বাচক নহে, ইহা কেবল দেবলোকের সংখ্যাবৃদ্ধিবারা পুষ্টিসাধনবোধক ; ইহারা দেবতার প্রীতি উৎপাদন করেন, এইমাত্র অর্থ ; কারণ ঋতিই “তিনি দেবতাদিগের পশুস্বরূপ” ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন ।

ঐ অঃ ১ম পাদ ৮ হ্রজ্ । কৃতাত্ম্যে অনুশয়বান্দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথৈতমনেবং চ ॥

[কৃত-অত্ম্যে (আমুশ্বিকফলপ্রদকর্মক্ষেপে সতি), অনুশয়বান্ (ঐহিকফলপ্রদকর্মবান্ পুরুষঃ), যথা এতং (যথাগতং, যেন মার্গেণ গতবান্) অনেবং চ (তদ্বিপৰ্য্যয়েণ তেনৈব মার্গেণ প্রত্যবরোহতি) । দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং (ঋতিস্মৃতিভ্যাং এতজ্ জায়তে) ইত্যর্থঃ) ।

ভাষ্য ।—আমুশ্বিকফলপ্রদকর্মক্ষেপে সতি ঐহিকফলপ্রদকর্মবান্ যথা গতমনেবং চ প্রত্যবরোহতি, “তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যন্তে রমণীয়াং যোনিমাপত্তেরন্নি”-ত্যাদিঋতেঃ । “বর্ণাঃ আশ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টজাতিকুলরূপায়ুঃ শ্রুতবৃত্তবিন্ধুসুখমেধসো জন্ম প্রতি-পত্তিস্তে” ইতি স্মৃতেশ্চ ॥

অন্তার্থঃ—জীবের চক্ষ্রলোকাদিপ্রাপ্তিরূপ ফলপ্রদ কৃতকর্মসকল ভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, ঐহিক-ফলপ্রদ কর্মসকল-বিশিষ্ট হইয়া, যে পথে মৃত্যুর পরে চক্ষ্রলোকাদিতো গমন করিয়াছিলেন, জীব সেই পথেই পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন, ইহা ঋতি ও স্মৃতি উভয়দ্বারা

অবধারিত হইয়ছে, শ্রুতি যথা :—“তদ্ব ইহ রমণীয়চরণা জ্ঞান্যাসো হ যন্তে রমণীয়াং যোনিমাপদোরনু (ছান্দোগ্য ৪ম প্রঃ ১০ম খণ্ড) (যাহারা ইহলোকে পুণ্যকর্মকারী (রমণীয় “চরণ” সম্পন্ন), তাঁহারা (চন্দ্রলোক ভোগ করিয়া) অবশিষ্ট কর্মদ্বারা ক্রুরতাদিবর্জিত রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হন ইত্যাদি) । শ্রুতি যথা :—“বর্ণাঃ আশ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্যা কর্মফলমমুভূয় ..” ইত্যাদি । অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাदि আশ্রমী সকল স্বীয় স্বীয় আশ্রমোচিত বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া সেই সকল কর্মের ফল চন্দ্রলোকাदিতে ভোগ করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের বলে বিশিষ্ট জাতি কুল আয়ু প্রাপ্ত হইয়া তৎসদাচার শ্রীসম্পন্ন ও মেধাবী হইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করেন ।

যেসকল কর্ম ইহজন্মে লোকের দ্বারা কৃত হয়, তাহা দ্বিবিধি :—কোন কর্ম এইরূপ যে, তাহার ফল ইহলোকে ভোগ হইতে পারে না, অতি শুভকর্ম হইলে তাহার ফল স্বর্গে ভোগ হয়, অতি অশুভ কর্ম হইলে তৎফলস্বরূপ দুঃখ নরকে ভোগ হয় । আবার কতকগুলি কর্ম আছে, যাহার ফলে ইহলোকে তদনুরূপ ভোগোপযোগী দেহ প্রাপ্ত হয়, ইহারাই “অনুশয়” নামে উক্ত হইয়াছে ; “অনুশয়” শব্দে পরলোকে ভোগান্তে অবশিষ্ট যে ইহলোকে ভোগোৎপাদক কর্ম থাকে, তাহাকে বুঝায় ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৯ শ্লোক । চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কাঞ্চী-জিনিঃ ॥

তাৎপ্য ।—ননু “রমণীয়চরণা” ইত্যত্র চরণমাচারস্তস্মাদেবেচ্চ-সিদ্ধৌ ন সামুশয়স্তাবরোহঃ সম্ভবতীতি চেন্ন, যতশ্চরণশ্রুতিঃ কর্মোপলক্ষণার্থা, ইতি কাঞ্চীজিনির্মন্ততে ।

অন্তার্থঃ—পরন্তু পূর্বোক্ত “রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদোরনু” “কপূরচরণা কপূরাং যোনিমাপদোরনু” (যাহাদের রমণীয় “চরণ” তাঁহারা

রমণীয় বোধি প্রাপ্ত হয়, যাহাদের কুৎসিত “চরণ” তাহারা কুৎসিত বোধি প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে “রমণীয়চরণ” শব্দ আছে, সেই “চরণ” শব্দের অর্থ আচরণ ; এই অর্থ করিলেই যখন বাক্যার্থ হয়, (অর্থাৎ উত্তম আচরণসম্পন্ন পুরুষ উত্তম জন্মলাভ করেন, এইরূপ অর্থ করিলেই যখন বাক্যের ভাব প্রকাশিত হয়), তখন ঐ “চরণ” শব্দের অনুশয়-কর্ম্ম অর্থ করিয়া, অনুশয়ের (অর্থাৎ ভুক্তফল কর্ম্মের অতিরিক্ত কর্ম্মের) সহিত জীব আগমন করে, এইরূপ বলা নিশ্চয়োক্তন ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, “চরণ” শ্রুতিতে লক্ষণ দ্বারা উক্ত অনুশয়ই উপলক্ষিত হইয়াছে। এই কথা কৃষ্ণাজি মুনি বলেন ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১০ সূত্র । আনর্থ্যাক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥

ভাষ্য ।—ননু তথাহে চরণশ্রুতানর্থক্যং শ্রুতাদিতি চেন্ন কর্ম্মণাং চরণাপেক্ষত্বাৎ ।

অন্তার্থঃ—পরন্তু এইরূপ বলিলে, আচরণের নিষ্ফলতা হয়, এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ, কর্ম্ম সদসদাচারের অপেক্ষা করে, আচরণ ব্যক্তি ভিন্ন কেহ বৈদিক যাগাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না । “আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১১ সূত্র । স্মৃকৃতদ্রুক্ষেতে এবোতি তু বাদরিঃ ॥

ভাষ্যঃ—স্মৃকৃত দ্রুক্ষেতে কর্ম্মণী চরণশব্দেনোচ্যোতে ইতি বাদরিঃ ।

ব্যাখ্যা :—বাদরি বলেন যে, উক্ত শ্রুতিতে “চরণ” শব্দ স্মৃতি এবং দ্রুক্ষেতে উভয় বোধক । তাহা স্বর্গোৎপাদক না হইলে, ইহলোকে ফল-প্রদানের নিমিত্ত জীবের অনুবর্তী হয় ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১২ সূত্র । অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥

ভাষ্য ।—অনিষ্টাদিকারিগতিশ্চিন্ত্যতে । তত্র তাবৎ পূর্বঃ পক্ষঃ ; নিষিদ্ধসক্তানাং বিহিতবিরক্তানাং দুষ্টানামপি “যে বৈ কে চান্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসং, তে সর্বৈ গচ্ছন্তী”-তি গমনং শ্রুতম্ ।

অন্তার্থঃ—এক্কে অনিষ্টকর্ম্মকারী পুরুষের গতি অবধারিত হইতেছে । প্রথমে পূর্বপক্ষ এই যে, অনিষ্টকর্ম্মকারী পুরুষও তবে চন্দ্রলোকে যায় বলিতে হয় ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যে কেহ এই লোক হইতে যায়, সে ই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৩ সূত্র । সংযমনে ক্রমভূয়েতরেষামারোহাব-
রোহৌ তদগতিদর্শনাৎ ।

[সংযমনে যমালয়ে, অল্পভূয় যাতনা অল্পভূয়, ইতরেষাং অনিষ্টকারিণাং আরোহ-অবরোহৌ ; তদগতিদর্শনাৎ যমলোকগমনং শ্রুতত্বাৎ] ।

ভাষ্য ।—যমালয়ে দুঃখমন্মুভূয়ানিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলা-
রোহাবরোহৌ, “পুনঃ পুনর্বশমাণত্বমে, বৈবস্বতং সংযমনং জনানামি”-ত্যাदिষু যমালয়গমনদর্শনাৎ ।

অন্তার্থঃ—(তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে) অনিষ্টকর্ম্মকারিগণ প্রথমে যমালয়ে যাতনা অল্পভব করে, পরে তাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ হয় ; কারণ শ্রুতি তাহাদিগের যমলোকে গতি প্রমাণিত করিয়াছেন, যথা :—“এই সকল লোক যমের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার সংযমননামক পুরীতে গমন করে” ইত্যাদি । (ইহাও পূর্বপক্ষ) ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৪ সূত্র । স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য ।—পরশরাদয়ঃ যমবশ্যং স্মরন্তি ॥

অন্ত্যর্থঃ—পরশরাদি স্মৃতিকারেরাও এইরূপ বলিয়াছেন । যথা :—
“সর্বৈ চৈতে বশং যান্তি যমশ্চ ভগবন্ কিল” ইত্যাদি ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৫ সূত্র । অপি সপ্ত ॥

ভাষ্য ।—রৌরবাদীন্ সপ্তনরকানপি স্মরন্তি ॥

অস্যর্থঃ—রৌরবাদি সপ্তবিধ নরকপুরী আছে বলিয়া স্মৃতি উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহা অনিষ্টকারী পাপীদের জন্য উক্ত হইয়াছে ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৬ সূত্র । তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥

[তত্রাপি তেষু নরকেষু অপি তস্য যমস্য ব্যাপারাৎ কর্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ অবিরোধঃ] ।

ভাষ্য ।—রৌরবাদিষপি চিত্রগুপ্তাদীনাং অধিষ্ঠাতৃণাং যমায়ত্ততয়া যমশ্চৈব ব্যাপারাৎ তত্রাহন্তেহপ্যধিষ্ঠাতর ইতি নাস্তি বিরোধঃ ॥

অন্ত্যর্থঃ—রৌরবাদিতে চিত্রগুপ্ত প্রভৃতির অধিকার থাকা শাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত নরকের উপর যমের কর্তৃত্ব আছে ; সুতরাং যমপুরীগমনবিষয়ক বাক্যের সহিত কোন বিরোধ নাই । অত্ৰ অধিষ্ঠাতৃগণ যমের অধীন ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৭ সূত্র । বিদ্যাকর্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥

[বিদ্যাকর্মণোঃ যথাক্রমং দেবযানপিভূতানপথোঃ প্রাপ্তিত্বং “অথৈতয়োঃ পথোঃ” ইত্যাদিবাক্যে উক্তং, তয়োরেব প্রকৃতত্বাৎ উক্তত্বাৎ] ।

ভাষ্য ।—অথ রাষ্ট্রান্তঃ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ “অথৈতয়োঃ পথোন” কতবেণ চ তানামানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়ন্তে ত্রিয়স্বৈত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাহসৌ লোকো ন

মাহত্যাপেক্ষা নাস্তি শ্রদ্ধাদিক্রমপ্রাপ্তাং পঞ্চমাহতিং বিনাহপি
“জায়স্বে”তি দেহারস্তোপলক্ষে ॥

ব্যাখ্যা :—এই তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিতে পঞ্চমাহতির আবশ্যক নাই ; ক্রম-
প্রাপ্ত শ্রদ্ধা পভৃতি আহতি বিনাও দেহের উৎপত্তি হওয়া বিষয়ে উক্ত প্রক-
রণে যে “জায়স্ব” ইত্যাদি বাক্য আছে তদ্বারা এইরূপই উপলব্ধি হয় ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৯ সূত্র । স্মর্য্যতেহপি চ লোকে ॥

ভাষ্য ।—“যজ্ঞে দ্রোণবিনাশায় পাবকাদিতি নঃ শ্রুতমি”-
ত্যাদিনা ইচ্ছাদিকারিণামপি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং পঞ্চমাহতিং
বিনৈব দেহোৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে ।

অসম্বাদ্যর্থ :—লোকেও এইরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধি আছে, যথা “দ্রোণবিনাশের
নিমিত্ত, যজ্ঞাধি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা
শ্রবণ করিয়াছি” ইহা দ্বারা ইষ্টকর্ম্মকারী ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিরও যোষিৎ-
বিষয়ক আহতি এবং পুরুষবিষয়ক আহতি বিনা দেহোৎপত্তিশ্রবণ
আছে ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২০ সূত্র । দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—চতুর্বিধেষু ভূতেষু স্বেদজোদ্ভিজয়োঃ স্ত্রীপুরুষসঙ্গ-
মস্তুরেণোৎপত্তিদর্শনাচ্চ ন পঞ্চমাহত্যাপেক্ষা ।

অসম্বাদ্যর্থ :—স্ত্রীপুরুষের সঙ্গ বিনাও চারিপ্রকার জীবের মধ্যে স্বেদজ
ও উদ্ভিজ এই দুই প্রকার জীবের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় ; অতএব তত্তদেহ-
লাভের নিমিত্ত পঞ্চমাহতির অপেক্ষা নাই ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২১ সূত্র । তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্ত ॥

(সংশোকজস্ত = স্বেদজস্ত, অবরোধঃ সংগ্রহঃ)

ভাষ্য ।—“অণুজং জীবজমুদ্ভিজম্” ইত্যত্র তৃতীয়শব্দেন
শ্বেদজস্য সংগ্রহঃ অতো ন চাত্তুর্বিবধ্যাহানিঃ ।

অস্যার্থঃ—“অণুজ, জীবজ ও উদ্ভিজ” জীবভেদবর্ণনাসূচক এই
বাক্যে উদ্ভিদ এই তৃতীয়োক্ত শব্দের অন্তর্ভুক্ত শ্বেদজ বৃত্তিতে হইবে ;
অতএব জীব চতুর্বিধ ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২২ সূত্র । তৎ স্বাভাব্যাপত্তিরূপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য ।—অবরোহপ্রকারশিচন্ত্যতে । “অথৈতমেবাধ্বানং পুন-
নির্বর্ততে যথৈতমাকাশং কাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো
ভূত্বাহব্রং ভবত্যব্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা শ্রবর্ষতী”-ত্যত্র
দেবাদিভাববদাকাশাদিভাবঃ ? উত সাদৃশ্যপ্রাপ্তিমাাত্রম্ ? ইতি
সন্দেহে আকাশাদিভাব ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে, তৎসাদৃশ্য-
পত্তিরিতি । কুতঃ ? সাদৃশ্যপ্রাপ্তেরেবোপপন্নত্বাৎ ।

অন্ত্যার্থঃ—একগে চক্রলৌক হইতে প্রত্যাবর্তনের প্রণালীসম্বন্ধে বিচার
হয়ারম্ভ হইল । শ্রুতি বলিয়াছেন “এই পস্থা অনুসরণ করিয়াই জীব পুনরায়
সংসারে প্রত্যাগত হয় ; যথা—জীব প্রথমতঃ আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ
হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূমাকার প্রাপ্ত হয়, ধূমাকার প্রাপ্ত হইয়া
অভ্রাকার প্রাপ্ত হয়, অভ্রাকার প্রাপ্ত হইয়া মেঘরূপ প্রাপ্ত হয়, মেঘ হইয়া
জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হয় ।” এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, চক্রলৌকে
জীব যেমন দেবভাব প্রাপ্ত হয়, পূর্বোক্ত আকাশাদিভাব-প্রাপ্তিও কি
তদ্রূপ ? অথবা তৎসাদৃশ্যমাত্রের প্রাপ্তি বৃত্তিতে হইবে ? প্রথমে এইরূপই
সন্দেহ হইতে পারে যে, আকাশাদিভাবেরই প্রাপ্তি হয় ; তাহাতে সূত্রকার
দিক্শাস্ত বলিতেছেন যে, আকাশাদির সাদৃশ্যমাত্র প্রাপ্তি হয়, কারণ, সাদৃশ্য-
প্রাপ্তিই উক্ত বাক্যের দ্বারা উপপন্ন হয় । জীব আকাশ প্রাপ্ত হইলে,

বায়ু প্রভৃতি ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না ; কারণ আকাশ বিভূষরূপ সর্বব্যাপী ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৩ সূত্র । নাতিচিরেণ, বিশেষাৎ ॥

ভাষ্য ।—জীবোহল্লেন কালেনাকাশাদিবর্ষান্তসাম্যং বিজহাতি পৃথিবীং প্রবিশ্য ত্রীহাদিভাবমাপত্ততে । অতো খলু দুর্নিশ্প্র-
পতরমিতি বিশেষবচনাৎ । ত্রীহাদিভাবাদ্দুঃখতরনিসরণবাক্যং
পূর্বব্রাচিরকালিকমবস্থানং ছোতয়তি ॥

ব্যাখ্যা :—পরন্তু অল্পকালমধ্যেই জীব যথাক্রমে আকাশ-বায়ু ধূম-
অত্র-বর্ষণ এই সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া, পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া,
ত্রীহি প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হয় । কারণ, তৎপরে জীব যে ত্রীহি প্রভৃতি
অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা বিলম্বে অতিবাহিত হওয়াব
উপদেশ শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—“অতো বৈ খলু দুর্নিশ্প্রপতরম্”
(ইহা হইতে দুঃখে নিষ্কৃতি পায়) । পরবর্ত্তী ত্রীহি প্রভৃতি অবস্থাসম্বন্ধে
এইরূপ অধিক বিলম্বে নিষ্কৃতি লাভ করিবার বিষয় বিশেষরূপে উক্ত
থাকায়, আকাশাদি অবস্থা শীঘ্র অতিবাহিত হয় বুঝিতে হইবে ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৪ সূত্র । অন্ত্যাদিষ্ঠিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥

[অন্ত্যাদিষ্ঠিতে, জীবান্তরেণাদিষ্ঠিতে ত্রীহাদি-শরীরে, তেষাং সংশ্লে-
ষমাত্রমেব, কুতঃ ? পূর্ববদভিলাপাৎ আকাশাদিবৎ সাদৃশ্যমাত্রকথনাৎ
ইত্যর্থঃ] ।

ভাষ্য ।—“তে ইহ ত্রীহিযবা ওষধিবনস্পত্যস্তিলমাসা ইতি
জায়ন্তে” তত্রাত্মক্ষেত্রজাদিষ্ঠিতে ত্রীহাদৌ জায়ন্তে সংসর্গমাত্রং
প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ । কুতঃ ? আকাশাদিভিরিব তেষাং
বীহাদিভিরপি সংসর্গমাত্রকথনাৎ ।

অন্ত্যর্থঃ—“চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীব ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাস ইত্যাদি রূপ প্রাপ্ত হয়” এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে যে, জীব অথবা জীবাধিষ্ঠিত ব্রীহি প্রভৃতির সংসর্গমাত্র প্রাপ্ত হয়; কারণ, পূর্বে যে আকাশাদির রূপপ্রাপ্তির কথা আছে, তাহাদেরও সংসর্গমাত্র প্রাপ্ত হওয়াতে ব্রীহি প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপই বুদ্ধিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৫ সূত্র । অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥

ভাষ্য ।—তেষাং ব্রীহাদিন্হাবরযোনিপ্রাপকং হিংসাযোগা-
জ্যোতিষৌমাদ্যশুদ্ধং, ~~শাস্ত্রীতি~~ চেজ্যোতিষৌমাদেশুদ্ধং
নাস্তি ; বিধিশাস্ত্রাৎ ।

অন্ত্যর্থঃ—পরন্তু যদি এইরূপ বলা হয় যে, জ্যোতিষৌমাদি যজ্ঞ যাহার ফলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহাতে হিংসাদি অশুদ্ধি থাকতেই ব্রীহি প্রভৃতি জন্ম হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাতে কেবল সংশ্লিষ্ট না হইয়া তজ্জ্যোতিষেরই প্রাপ্তি হইতে পারে । তবে সূত্রকার বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, জ্যোতিষৌমাদি কণ্ডের অশুদ্ধি নাই ; তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি থাকাতে এই সকল কণ্ডের অশুদ্ধি নিবারণিত হইয়াছে ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৬ সূত্র । রেতঃসিগ্‌যোগোপখ ॥

ভাষ্য ।—“যো যো হ্রস্বমন্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ব্যয় এব ভবতি” ইতি সিগ্‌ভাববৎ ব্রীহাদিভাবোহপি ।

অন্ত্যর্থঃ—যে ব্যক্তি অন্ন ভক্ষণ করে, যে রেতঃসেচন করে, জীব পুনরায় সেই অন্ন ও রেতোরূপ প্রাপ্ত হয়” (অর্থাৎ জীব ওষধি ও অন্ন প্রভৃতি রূপ প্রাপ্ত হইলে, সেই অন্নাদি অপর জীব কর্তৃক ভক্ষিত হইলে তাহা রেতোরূপে পরিণত হয়, সেই রেতঃ জীর্ণভেদে সিঞ্চ হয় ; সুতরাং জীব অন্নভক্ষণকারীর দেহকে প্রাপ্ত হয়, যে পর্য্যন্ত রেতোরূপী জীব

স্বীগর্ভে নিক্ষিপ্ত না হইয়াছে) কিন্তু ; অন্তর্ভুক্তকারী পুরুষে জীব সংশ্লিষ্ট হইয়া মাত্র থাকে ; তদ্রূপ ব্রীহি প্রভৃতি স্থলেও কেবল সংশ্লিষ্ট হইয়া মাত্র থাকে বৃত্তিতে হইবে ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৭ সূত্র । যোনেঃ শরীরম্ ॥

ভাষ্য —“যোনিমাত্রিত্য শরীরী ভবতি” ।

যোনিকে আশ্রয় করিয়া জীব স্বীয় ভোগায়তন দেহ লাভ করে ।

ইতি বেদাস্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ

ও শ্রীশুরবে নমঃ ।

দার্শনিক-ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ ।

প্রথম পাদে জীবের মৃত্যু-অবস্থা ও পুনরায় দেহপ্রাপ্তির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে এই পাদে স্বপ্নাদি অবস্থা নিরূপিত হইতেছে । বৃহদারণ্য কোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে এই সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে ।

৫ ৩য় অঃ ২য় পাদ ১ সূত্র । সন্ধো সৃষ্টিরাহ হি ।

ভাষ্য ।—স্বপ্নমধিকৃত্য “অথ ন তত্র রথা রথযোগা ন পস্থানে তবস্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদি শ্রীতে । তত্র রথাদিসৃষ্টিজীবকৃত্য ? উত ব্রহ্মকৃত্য ? ইতি সন্দেহে, সন্ধো স্বপ্নস্থানে রথাদিসৃষ্টিজীবকৃত্য । হি যতঃ “সৃজতে”, “স হি কৰ্ত্তে”-তি শ্রুতিরাহ ।

অন্তার্থঃ—স্বপ্নাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন “সেখানে রথ নাই রথযোজিত অখাদি নাই এবং পস্থাদিও নাই ; পরন্তু বথ অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করেন” (বৃ ৪র্থ অঃ ৩য় ব্রাঃ ১০) । এইস্থলে জিজ্ঞাস্ত এই, স্বপ্নে দৃষ্ট রথাদির সৃষ্টি জীবই করেন, অথবা ব্রহ্মই

তাহার কর্তা ? এই আশঙ্কায় সূত্রকার প্রথমতঃ পূর্বপক্ষে বলিতেছেন যে “সন্ধো” অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে যে রথাদির সৃষ্টি, তাহা জীবকৃত ; কারণ “তিনি সেই সকল সৃষ্টি করেন,” “তিনিই কর্তা” বলিয়া বাক্যের উপ-সংহারকালে প্রতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ২য় পাদ২ সূত্র । নিশ্চীতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥

ভাষ্য ।—“য এষু সৃষ্টেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নিশ্চীমাণ”-ইতি স্বপ্নে একে জীবং কামানাং পুত্রাদিরূপাণাং কর্তারং সমামনন্তীতি পূর্বঃ পক্ষঃ ।

অস্বার্থঃ—“ইন্দ্রিয়গণ স্রষ্টৃ হইলে যে পুরুষ কাম (কাম্যবস্ত) সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন” ইত্যাদি প্রতিবাক্যবলম্বনে কোন শাখিগণ বলেন যে, জীবই পুত্রাদিরূপ কাম্যবস্ত সকলের কর্তা । এই পূর্বপক্ষ ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩ সূত্র । মায়ামাত্রং তু কাংশ্চৈন্যেনানভিব্যক্ত-
স্বরূপত্বাৎ ।

{ তু শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ স্বপ্নসৃষ্টিঃ পরমেশ্বরাৎ ; যতো মায়ামাত্রং, বিচিত্রং, ন সর্বাংশেন সত্যং নতু সর্বাংশেন অসত্যম্ ; মায়াশব্দ আশ্চর্য্য-বাচী । জীবন্ত সত্যসঙ্কল্লাদিধর্ম্মাণাং কাংশ্চৈন্যেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ, বদ্ধাবস্থ্যাং তিরোধানাদিত্যর্থঃ । }

ভাষ্য ।—তত্রাভিধীয়তে, স্বপ্নে সত্যসঙ্কল্লসর্ববজ্রপরমেশ্বর-নিশ্চীতমেব রথাদিকার্য্যজাতম্ । যতো আশ্চর্য্যভূতং তন্ম জীবকৃতং, তদীয়সত্যসঙ্কল্লাদেববদ্ধাবস্থ্যাং কাংশ্চৈন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।

অস্বার্থঃ—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—সত্যসঙ্কল্ল সর্বজ্র পরমেশ্বরই স্বপ্নদৃষ্ট রথাদিকার্য্যের নিশ্চীতা । যেহেতু ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক, সর্বাংশে সত্য নহে এবং ইহাকে সর্বাংশে নিখ্যাও বলা যায়

না ; এইরূপ পদার্থ বহুজীবের দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না ; অতএব ইহা জীবকৃত নহে ; বদ্ধাবস্থায় জীবের সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ প্রকাশিত থাকে না ।

(শাক্তরত্নাষ্যে এই সূত্রের অর্থ বিভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা :—
স্বপ্ন মায়ামাত্র মিথ্যা, কারণ তাহা জাগ্রতসৃষ্টির ধর্মযুক্ত নহে ।) এই
ব্যাখ্যা আপাততঃ সমীচীন বোধ হয় । কিন্তু প্রথমোক্ত পূর্বপক্ষস্থানীয়
সূত্রদ্বয় এবং পরবর্তী অপর সকল সূত্র, যাহার ব্যাখ্যাসম্বন্ধে কোন বিরোধ
নাই, তদৃষ্টে নিম্নাধিকারব্যাখ্যাই অধিক সঙ্গত বোধ হয় । ত্রীভাষ্যও ইহারই
অনুরূপ ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৪ সূত্র । সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ।

ভাষ্য ।—“যদা কৰ্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি, সমু-
দ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে” ইতি “অথ যদা স্বপ্নেষু
পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তী”-তি শ্রুতেঃ স্বপ্নঃ
সংস্বাগমাসংস্বাগময়োঃ সূচকোহবগম্যাতে, এতদেব স্বপ্নফলবিদ
আচক্ষতে । অতো বুদ্ধিপূর্বকেষ্টাগমসূচকস্বপ্নাদর্শনাদেবানিষ্টা-
গমসূচকস্বপ্নদর্শনাচ্চ পরমাত্মৈব স্বপ্নরথাদিনির্মাতা ।

অন্তার্থঃ—“যখন স্বপ্নে অভিলষিত জীলাভ দর্শন হয়, তখন জানিবে
যে সেই স্বপ্নদ্রষ্টার সমুদ্ধি লাভ হইবে”, “যখন স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্ত পুরুষ
দৃষ্ট হয়, তখন জানিবে স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু উপস্থিত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের
দ্বারা স্বপ্ন মঙ্গল ও অমঙ্গলসূচক বলিয়া জানা যায় ; স্বপ্নফলবেত্তারাও
এইরূপ বলিয়া থাকেন । অতএব জীব বুদ্ধিপূর্বক ইষ্টসূচক স্বপ্ন দর্শন
না করা হেতু, এবং অমঙ্গলাগমসূচক স্বপ্নেরও দর্শনহেতু, পরমাত্মাই স্বপ্ন-
দ্রষ্টারথাদির নির্মাতা বলিয়া অবধারিত হইলেন ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৫ সূত্র । পরাভিধানাতু তিরোহিতং ততো
হস্ত বন্ধবিপর্যায়ৌ ।

ভাষ্য ।—সত্যসঙ্কল্লাদিকং স্বাপ্নপদার্থনির্মাভূত্বে জীবস্তা-
বশ্যমঙ্গীকরণীয়ং, তচ্চ জীবকর্মানুরূপাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্লাদ্বদ্ধাহব-
স্থায়ান্ তিরোহিতং তস্মাদেব জীবস্ত বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ । “সংসার-
বন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুরি”-তি শ্রুতেঃ ।

অন্তার্থঃ—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থাদি নির্মাণযোগ্য সত্যসঙ্কল্লাদিশক্তি জীবের
আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ; কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের কর্মানুরূপ পর-
মেশ্বরের সঙ্কল্লাদ্বারা তিরোহিত হয় ; এইরূপেই জীবের বন্ধমোক্ষও ঘটিয়া
থাকে । শ্রুতি বলিয়াছেন, “পরমাত্মাই জীবের সংসারবন্ধ স্থিতি ও
মোক্ষের হেতু” ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৬ সূত্র । দেহযোগাদা মোহপি ।

ভাষ্য । স চ তিরোভাবোহবিদ্যায়োগদ্বারেণ ভবতি ।

অন্তার্থঃ—দেহাত্মবুদ্ধি (অবিজ্ঞা) যোগে তাঁহার সেই শক্তি (কৃত্য-
সঙ্কল্লাদি শক্তি), তিরোহিত হয় ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১ সূত্র । তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাঅনি চ ।

ভাষ্য । স্বপ্নসৃষ্টিনির্মাতা পরমাত্মা । সুষুপ্তিরপি নাড়ী-
পুরীতৎপ্রবেশানন্তরং খলু পরমাত্মন্তোভবতি “আত্ম তদা
নাড়ীষু স্পষ্টো ভবতী”-তি, “তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে”
ইতি, “য এমোহন্তুর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিংছেতে” ইতি চ শ্রবণাৎ ।

অন্তার্থঃ—পরমাত্মাকেই স্বপ্নদৃষ্টসৃষ্টির নির্মাতা বলা হইল । সুষুপ্তিতেও
পুরীতৎ-নাড়ীপ্রবেশের পর পরমাত্মাতেই জীব অবস্থান করে । “এই
সকল নাড়ীতে জীব সুপ্ত হয়”, “সেই সকল নাড়ী হইতে পুরীতৎ নামক-

নাড়ীতে গিয়া শয়ন করে”, “যিনি হৃদয়ের অন্তর্কর্ত্তী আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাতে জীব শয়ন করে”, ইত্যাদি প্রতিবাক্যদ্বারা জীবের সুষুপ্তিলাভ-কালে প্রথমে হিতানামক বহুসংখ্যক নাড়ীতে প্রবেশ ও তৎপর পুরীতং নঃড়ীতে অবস্থিতি এবং ব্রহ্মে শয়ন সপ্রমাণিত হইয়াছে ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৮ সূত্র । অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ ॥

ভাষ্য ।—অত এব “সত আগম্যে”-ত্যাদৌ শ্রায়মাণং পরমেশ্বরাদপুণ্যানমুপগম্যতে ।

অন্তার্থঃ—অতএব “সৎস্বপ্নকালেইতে আগমন করিয়া” ইত্যাদি প্রতিতে পরমেশ্বর হইতেই উত্থানও প্রতিপন্ন হইয়াছে ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৯ সূত্র । স এব তু কস্ম্যনুস্মৃতিশব্দবিধিভাঃ ॥

ভাষ্য ।—“যঃ সুপ্তঃ স এব জীব উদ্ভিষ্ঠতি যস্মাৎ পূর্ব্বেদ্যুঃ কস্ম্যগোহর্দ্ধং কৃয়া পরেদ্যুরনুস্মৃতা তদর্দ্ধং করেতি, তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা হংসো বা মশকো বা যদ্বন্তবন্তি তন্তথা ভবন্তী”-ত্যাदिशब्देभ्यः “अग्निहोत्रं জুহুয়া-দাত্মানমুপাসীতে”-ত্যাदिविधिभ्यः ।

অন্তার্থঃ—যে ব্যক্তি শয়ন করে, সে ই জাগরিত হইয়া উথিত হয়—অপর নহে ; কারণ পূর্বদিনে অর্দ্ধসমাপ্তকর্ম পরদিনে নিদ্রাভঙ্গের পর স্বরণ করিয়া অবশিষ্টার্দ্ধ সে সম্পাদন করে । “সুপ্তবাক্তি পূর্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, দংশ, মশক অথবা যাহাই থাকিয়া থাকুক, পরে তাহাই হয়” ইত্যাদি প্রতিদ্বারাও তাহা জানা যায় । এবং “স্বর্গপ্রাপ্তিনিমিত্ত অগ্নিহোত্র হোম করিবে, তত্ত্বজ্ঞানার্থ আত্মার উপাসনা করিবে” ইত্যাদি বিধিদ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয় । (যদি শয়ন করিলেই অগ্নিহোত্রাদিকর্ত্তার চির-কালের নিমিত্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তবে এই সকল বিধি নিরর্থক হইয়া যায়) ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১০ সূত্র । মুক্তেহর্কসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥

(পরিশেষাৎ = অতিরিক্তত্বাৎ)

ভাষ্য ।—মুচ্ছিতে মরণাৰ্দ্ধসম্পত্তিঃ সুষুপ্ত্যাদিষু মুচ্ছা নৈকতমা, অতঃ পরিশেষাৎ সা তদতিরিক্তা ।

অন্ত্যর্থঃ—মুচ্ছিতাবস্থায় অর্দ্ধমরণাবস্থার প্রাপ্তি হয়, সুষুপ্তি প্রভৃতিতে ত্রৈকান্তিকমুচ্ছা হয় না ; কারণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মৃত্যু এই চারি অবস্থার কোন অবস্থার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা যায় না, ইহা এই চারি অবস্থার অতিরিক্ত ।

৩অঃ - ২য় পাদ ১১ সূত্র । ন স্থানতোহপি পরশ্চোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ।

(পরশ্চ পরমাত্মনঃ স্থানতোহপি ন দোষঃ, হি যতঃ সর্বত্র উভয়লিঙ্গম্)

ভাষ্য ।—অকস্মৎবশত্ৱাৎ সর্ববাস্তববর্তিনোহপি পরমাত্মনস্তত্র তত্র দোষা ন সম্ভবন্তীতু্যপপাদিতমেব ; স্থানতোহপি দোষাঃ পরশ্চ ন, যতঃ সর্বত্র ব্রহ্মনির্দোষত্বস্বাভাবিকগুণাত্মকত্বাত্যাং যুক্ত-মাম্মাতম্ ।

অন্ত্যর্থঃ—জীবের অন্তর্কর্তৃত্ব প্রভৃতি হেতু ব্রহ্মতে কোন দোষ সংস্পর্শ হয় না, ইহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ; পরন্তু জীবের স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি স্থানে স্থিতিহেতুও পরমাত্মার কোন দোষ হয় না ; কারণ, ঐতি, স্মৃতি প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে তাঁহার উভয়লিঙ্গত্ব (নিত্যশুদ্ধ গুণাভীত মুক্তস্বভাব এবং সর্বকর্তৃত্ব ও গুণাত্মকত্ব এই দ্বিবিধরূপত্ব) বর্ণিত হইয়াছে ।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাকরভাষ্যে অতি বিপরীতরূপে করা হইয়াছে । এই সূত্রের শাকরভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

“যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তাদিষু জীব উপাধাপ্রশমাৎ সম্পত্ততে, তসোদানীঃ স্বরূপং প্রতিবশেন নির্ধার্যতে। সম্ভাভয়লিঙ্গাঃ প্রত্যয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ “সর্বকৰ্ম্ম। সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্ববসঃ” ইত্যেবমাশ্রিতাঃ সৰ্বিশেষলিঙ্গাঃ। “অস্থূল মনঃস্থলমদীৰ্ঘম্” ইত্যেবমাশ্রিতাঃ নিৰ্বিশেষলিঙ্গাঃ। কিমান্ন প্রতিবৃত্তয়-লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তবামুতান্ততরলিঙ্গম্ ? যদাপ্যন্ততবলিঙ্গং তদাপি সৰ্বিশেষমুত নিৰ্বিশেষমিতি যীমাংসাতে। তত্রোভয়লিঙ্গশতানুগ্রহাতুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে, ক্রমঃ। ন তাবৎ স্বত এব পবস্যা ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বম্ পপত্ততে। নহেৎ বস্ত্ৰং স্বত এব রূপাদিৰিশেষোপেতং তদ্বিপরীতক্ষেত্ৰ-ভ্যাপগন্তং শকাং, বিবোধাত্। অস্ত-এই স্থানতঃ পৃথিব্যাছাপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপত্ততে। ন হ্যাপাধিযোগাদপ্যন্তাদৃশস্য বস্ত্রনোহন্তাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি। নহি স্বচ্ছঃ সন্ ফটিকোহলক্কচ্ছাপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি। নমাত্রাত্মদস্বচ্ছতাভিনিবশস্য। উপাধানীকাবিজ্ঞাপ্রত্যাপস্থাপিতত্বাৎ। অতঃ চান্ততবলিঙ্গপরিগ্রহেৰ্হাপ সমস্তবিশেষবহিতং নিৰ্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। সৰ্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপতিপাদনপবেষু বাক্যেষু “অশকমম্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইত্যেবমা দৃষ্টপান্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিষ্টতে ॥

অত্য়ার্থঃ—সুষুপ্তাদিকালে সৰ্ববিধ উপাধিব উপশম হওয়াতে জীব যে ব্রহ্মস্বরূপসম্পন্ন হয়েন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ এই সূত্রদ্বারা সূত্রকার প্রতি অবলম্বনে অবধাবণ কবিতেছেন। ব্রহ্মেব উভয়লিঙ্গপ্রতিপাদক প্রতিপত্তি আছে, সত্য, যথা :—“সৰ্বকৰ্ম্ম। সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্ববসঃ” ইত্যাদি এই সকল প্রতি ব্রহ্মেব সৰ্বিশেষত্ব-সম্পত্তি প্রতিপাদন কবে। আবার ‘অস্থূলমনঃস্থলমদীৰ্ঘম্’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যে ব্রহ্মেব নিগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল প্রতিপত্তিতে কি ব্রহ্মেব উভয়লিঙ্গপ্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, অথবা এই দুইয়ের মধ্যে একটাই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া অবধারণ কবিত

হইবে ? যদি একটি হয়, তবে সেইটিকে কি সগুণ অথবা নিগুণ বলিয়া নীমাংসা করিতে হইবে ? উভয়লিঙ্গবিষয়ক শ্রুতি থাকাতে তাঁহাকে উভয়-লিঙ্গ বলিয়াই অবধারণ করা উচিত, এইরূপ প্রথমতঃ বোধ হয় । বস্তুতঃ তাহা নহে, ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ স্বাভাবিক নহে, একই বস্তু রূপাদিবিশিষ্ট অথচ তদ্বিপরীত, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না ; কারণ, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী । স্বরূপতঃ দ্বিরূপ না হইলেও পৃথিব্যাद্যিযোগে স্থিত-স্থানাদি উপাধিসংযোগ হেতু তাঁহার দ্বিরূপত্ব হউক ; ইহাও উপপন্ন হয় না । কারণ, উপাধিসংযোগে একপ্রকার বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার হইতে পারে না ; স্বচ্ছ স্ফটিক কখন অস্বচ্ছ কাঁচ উপাধিযোগে অস্বচ্ছস্বভাব হয় না, ভ্রমহেতুই তাহাকে আরক্তিম বলিয়া বোধ হয় । উপাধিসকলও অবিজ্ঞাপ্রসূত । সুতরাং কোন প্রকারে ব্রহ্মের উভয়রূপত্ব সম্ভব হয় না, তাঁহাকে একরূপই বলিতে হইবে । পরন্তু এই একরূপ সগুণরূপ হইতে পারে না, নিগুণরূপ বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে ; কারণ, সমস্ত ব্রহ্ম-স্বরূপপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যে—‘অশকমস্পীশমরূপমবায়ম্’ ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে অবশেষ নিগুণ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে’ ।

এই সূত্রের সম্পূর্ণ শাক্তরভাষ্যের অনুবাদ উপরে সন্নিবেশিত করা হইল । এতৎসম্বন্ধে প্রথমে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ার্থ এই সূত্র বেদব্যাস অবতারণা করিয়াছেন, ইহা অনুমিত হয় না ; কারণ, এই অধ্যায় এবং বিশেষতঃ এই পাদ ব্রহ্মস্বরূপাবধারণবিষয়ক নহে । এই পাদ-ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যই বলিয়াছেন,—“অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-মুদাহৃত্য জীবন্ত সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ । ইদানীং তত্ত্বোবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে” । (পূর্ব প্রকরণে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উদাহরণ উপলক্ষ্য করিয়া জীবের নানাবিধ সংসারগতি বর্ণিত হইয়াছে, এই প্রকরণে জীবের নানাবিধ অবস্থাভেদ বর্ণিত হইবে’ । বস্তুতঃ “জন্মাদ্যন্ত যতঃ” সূত্রে প্রথমেই সূত্রকার

ব্রহ্মকে সশক্তিক অথচ জগদতীত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ই ব্রহ্মস্বরূপাবধারণবিষয়ক, তাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও স্বীয় ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়দ্বয়ে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মকে সর্বশক্তিমান্ জগতের সৃষ্টি রক্ষা ও লয়ের হেতু, এবং সর্বজীবের নিয়ন্তা, সর্বজীবের কর্মফলদাতা, জগৎপ্রবর্তক, জগদ্রূপ ও জগদতীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়সকল ব্যাখ্যানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা, দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যানের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন “প্রথমেধ্যায়ে সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরো জগত উৎপত্তি কারণং...স্থিতিকারণং... পুনঃ স্বাত্মভোবোপসংহারকারণং...সর্বেষাং ন আত্মৈতেত্যত্বেদাস্তবাক্য-সম্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতং...ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিশ্রায়বিরোধপরিহারঃ”। অন্ত্যর্থঃ—প্রথমাধ্যায়ে বেদাস্তবাক্য সকলের সম্বয় দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর (সর্বশক্তিমান্) ব্রহ্মই জগতের উৎপত্তি-কারণ ; তিনিই জগতের স্থিতিকারণ এবং তিনিই পুনরায় জগৎকে আপ-নাতে উপসংহার করেন, অতএব ইহার উপসংহার কারণ ; এবং তিনি অস্ম-দাদি সকল জীবের আত্মরূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্মৃতি ও শ্রায়ের সহিত এই স্বীয় মীমাংসার বিরোধ পরিহার করা বাইবে। ইত্যাদি।

এইক্ষেণে এই তৃতীয়াধ্যায়োক্ত সূত্রে শঙ্করাচার্য্য যে সকল হেতু দ্বারা ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব প্রতিবেদ্য করেতেছেন, ঠিক তৎসমস্ত হেতুমূলে ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব সাংখ্যাশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ঈশ্বরের নিত্য নিশ্চলত্ব ও সৃষ্টিকার্য্যের সহিত সম্বন্ধাভাব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই সাংখ্য-মত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বেদব্যাস প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অসাংখ্যপ্রতি-স্মৃতি ও যুক্তিবলে প্রমাণিত করিয়াছেন ; এবং শঙ্করাচার্য্য ও ব্রহ্মের দ্বিরূপত্বই শ্রুতিপ্রণোদিত বলিয়া উক্ত অধ্যায়সকলোক্ত ব্যাসকৃত সূত্র-ব্যাখ্যানে স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন (দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৮। ২।

৩০ ৩১ প্রভৃতি সূত্রের ভাষা, প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদের ৪র্থ ও একাদশ সূত্রের ভাষা ও অপরাপর স্থান দ্রষ্টব্য)। বাস্তবিক এই বিরূপত্ব স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মের জগৎকর্তৃকত্ব, জগন্নিয়ন্তৃত্ব, জীবও ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, যাহা প্রথম দুই অধ্যায়ে বেদব্যাসকর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া সকল ভাষ্যকার স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে এই বিষয়েই উপদেশের বিভিন্নতা। কেবল অমুমানবলে শ্রুতিপ্রমাণের প্রতিষেধ হইতে পারে না, ইহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ বক্তব্য এই যে, দুই বিরূপত্ব এক আধারে থাকিতে পারে না বলিয়া, কেবল তর্ক দ্বারা যে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের সগুণত্ববিষয়ক অসংখ্য-শ্রুতি উপেক্ষা করিতেছেন, কেবল সেই তর্ককে অবলম্বন করিয়া কি শঙ্করাচার্য্য কোন স্থানে ঈশ্বরের জগৎকারণতানিষেধক সাংখ্যকারের তর্ক খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা চেষ্টা করিয়াছেন? এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে অবিদ্যানামক এক অদ্বুত পদার্থ তিনি ব্যবহা-পিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত আপত্তিসকল খণ্ডন করিতে কি তিনি কোন স্থানে প্রয়াস পাইয়াছেন? তিনি স্বায় ভাষ্যে স্থানে স্থানে বলিয়াছেন, যে অবিজ্ঞাকে সদন্তও বলা যাইতে পারে না, অসদন্ত বলিয়াও নির্দেশ করা যায় না; কারণ, সং হইলে সাংখ্যের প্রধানবাদই স্থাপিত হইল; পরন্তু প্রধানবাদ বেদব্যাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে তর্কবলেও নিঃশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। আবার অসৎ হইলে যাহা স্বয়ং অসৎ, তাহা অপরের কারণ কিরূপে হইতে পারে? অতএব অবিজ্ঞান অস্তিত্ব নাগুপ্ত উভয় নিষেধক অনির্দেশ্য অবস্থাবাদ অথবা মায়াবাদ স্থাপনের দ্বারা কিরূপে জগৎকার্য্য, জীবকার্য্য এবং বিধিনিষেধব্যবস্থাপক সংসার, স্বর্গ, নরক, মোক্ষোপদেশক ও ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বব্যবস্থাপক শ্রুতি,

হ্রতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ব্যাখ্যাত হইতে পারে ? তাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয় না ; আচার্য্য শঙ্করস্বামীও তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই । ব্রহ্মের সগুণত্বপ্রতিপাদক যে বহুসংখ্যক শ্রুতি আছে, তাহা শঙ্করাচার্য্য এই হ্রত্রেয় ভাষাও স্বীকার করিলেন ; পরন্তু এই ভাষ্যের শেষভাগে “অশব্দম্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইত্যাদি কঠোপনিষদ্রুত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম-স্বরূপপ্রতিপাদকশ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নিগুণ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে । বাস্তবিক তাঁহার এই উক্তি প্রকৃত নহে ; এই কঠোপনিষদে যে যম-নটিকেতাংসংবাদে উক্ত “অশব্দম্পর্শম” ইত্যাদি শ্রুতি আছে, সেই সংবাদেই “আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্বতঃ । কস্তন্মদা-মদন্দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমহতি” ইত্যাদি শ্রুতিসকলও উক্ত হইয়াছে ; তৎসমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপব্যাঞ্জক হইয়াও তাঁহার সগুণত্ব প্রতিপাদন করে

“ পরন্তু এই সকল এবং এইরূপ আরও অসংখ্য শ্রুতি যদি ভাক্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে ব্রহ্মহ্রত্রেয় প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত সমস্ত ব্রহ্মই নিরর্থক প্রলাপবাক্য বলিয়া পরিহার করিতে হয়, এবং ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত সিদ্ধান্তও অপসিদ্ধান্ত বলিয়াই অবধারণ করিতে হয় ; কারণ যিনি নিত্য একমাত্র নিগুণ নিঃশক্তিকস্বভাব, তাঁহার কল্পে কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না, ইহা সর্ববাদিসম্মত । কিন্তু ব্রহ্মের অকর্তৃত্বনিষেধক যে সকল যুক্তি বেদব্যাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কি শঙ্করাচার্য্য কোন স্থানে খণ্ডন করিয়াছেন ? সেই সকল যুক্তিব্যাঞ্জক হ্রত্রেয় ব্যাখ্যাকালে ত শঙ্করাচার্য্য তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই ; এবং তিনি বলিলেও বেদব্যাসের বাক্যের বিরুদ্ধে তাঁহার বাক্য গ্রহণীয় হইত না । তবে এক্ষণে সেই বেদব্যাসেরই হ্রত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেবল অল্পমানমূলে, সমস্ত গ্রন্থের উপদেশ-

বিরুদ্ধ এই বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য্য শঙ্করস্বামী স্বীয় বিরুদ্ধমতের পুষ্টিসাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন কেন ? তিনি যে দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্য ব্রহ্মে থাকা অসম্ভববিরুদ্ধ বলিয়া বলিতেছেন, বেদব্যাাস স্পষ্টরূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৬।২৭।২৮।২৯ ৩০।৩৫ প্রভৃতি বহুসংখ্যক সূত্রে সেই আপত্তির সম্যক খণ্ডন করিয়াছেন, এবং লোকতঃও যে এইরূপ বিরুদ্ধ শক্তি থাকা দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত পাদের ২৭ সংখ্যক প্রভৃতি সূত্রে বেদব্যাাস দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবেরই বিকারিত্ব ও অবিকারিত্ব, এই শক্তিদ্বয় বিদ্যমান থাকা অসম্ভববিরুদ্ধ, জীব একাংশে অবিকারী থাকিয়া অপরাংশে অহরহঃ নানাবিধ চিন্তা, মান্যবিধ কার্য্য, স্বপ্নজাগরণাদি নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তত্তৎ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে ; এই বিষয় এই সূত্রের পূর্বে বহুস্থলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের দ্বিরূপত্বের দৃষ্টান্তাভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে ? বাহ। হউক, ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যখন শ্রুতিসিদ্ধ, তখন কেবল অপ্রতিষ্ঠ অসম্ভবমূলে তাহার প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এবং এই পাদেই এই সূত্রের পরে ১৫ ও ২৭ সংখ্যক সূত্র প্রভৃতিতেও প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব বেদব্যাাস পুনরায় বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই সূত্রের পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৪২ সংখ্যক সূত্র, যাহাতে জীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ স্পষ্টরূপে বেদব্যাাসকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। সেই সূত্রের ব্যাখ্যাস্তর শঙ্করাচার্য্যও করিতে সমর্থ হইলেন নাই। যদি নিরবচ্ছিন্ন অবৈতত্বই বেদব্যাাসের অভিপ্রেত হইত, তবে এক অভেদসম্বন্ধই সিদ্ধ হইতে পারে ; ভেদসম্বন্ধের সংস্থা কিরূপে হইতে পারে, তাহার কোন প্রকার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য করেন নাই কেন ? আর. এই স্থলে জিজ্ঞাসা এই যে, ভেদ ও অভেদ এই দুটিতে যে বিরুদ্ধতা আছে, তদপেক্ষা অধিক বিরুদ্ধতা কি সম্ভব ও নিশ্চয় এই উত্তরের মধ্যে আছে ? যদি ভেদাভেদস্থলে পরস্পরবিরুদ্ধ

ধর্ম প্রতিবাক্য ও আপ্তঋষিদের উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে, তবে তদ্বারাই কি ব্রহ্মের এই দৃষ্টতঃ বিকল্পরূপস্বরূপ বৈতাত্ত্বিকত্ব—সম্পূর্ণ নিঃশূন্য সংস্থাপিত হয় না ? সম্পূর্ণ ও নিঃশূন্য এই উভয়ের বিরুদ্ধতা দেখিয়া যদি অনুমানবলে তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে সেই অনুমানবলেই কি জীবের সম্বন্ধে ভেদত্ব ও অভেদত্ব প্রত্যাখ্যান করিবার যোগ্য হয় না ? যদি শেষোক্ত স্থলে অনুমানকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রতি ও ঋষিবাক্যবলে জীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে সেই অসম্বন্ধ প্রমাণবলে সর্ববিধ শ্রৌত উপাসনাব সার্থকতা রক্ষা করিয়া ব্রহ্মেরও দ্বিত্বিত্ব অবধারণ করা সম্ভব হয় না কি ?

বেদান্তদর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯ সংখ্যক শ্লোক (“বিকারা বর্জিত তথাহি স্থিতিমাহ”) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, শ্লোকোক্ত “তথাহি স্থিতিমাহ” অংশের অর্থ “তথা হস্ত দ্বিরূপাং স্থিতিমাহান্নারঃ” অর্থাৎ প্রতি ব্রহ্মের উভয়বিধরূপে স্থিতি উপদেশ করিয়াছেন এবং সেই উভয়বিধ রূপ সম্পূর্ণ ও নিঃশূন্য বলিয়া স্পষ্টরূপে ব্রহ্মের ভাবোই শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন । যদি উক্ত শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয়, তবে কি এই তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১১শ শ্লোকে বেদব্যাস ঠিক তদ্বিপরীতমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিতে হইবে ? ইহা কখন সম্ভবপর নহে ; অতএব এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে সম্ভব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না । ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তাপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বৃহদারণ্যক, ঋতাস্তর, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষৎ ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মশ্লোকের ভাষ্যকারও যে এই অবৈদিক মান্যবাদ এবং ব্রহ্মের এক নিঃশূন্যবাদ প্রচার করিয়াছেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

শঙ্করাচার্য্য অতিভীতবৈরাগ্যসম্পন্ন মহাতীক্ষুবুদ্ধি আত্মানুবিবেকী পুরুষ

ছিলেন; সুতরাং তিনি জ্ঞানযোগেবই সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন, সাক্ষ্যভৌম
অঙ্গিমার্গ তাঁহার পক্ষে আদ্যব্যবহিত ছিল না। অতি অল্পবয়সে সর্বশুদ্ধবাদী
নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের সহিত নীরব তর্কসংগ্রামে প্রৱৃত্ত হওয়াতে, অবশেষে
তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেও বৈশিষ্ট্যমূলক মতের আন্দোলনের দ্বারা
বুদ্ধিতে প্রথমে কিঞ্চিৎ নীলিনতা প্রবেশ করে বলিয়া অনুমানিত হয়। বেদ-
স্তের ভাষা প্রকৃত তিনি তৎকালেই প্রবর্তন করিতে, ঐ বৈশিষ্ট্যমূলক
মতের সীমাবদ্ধতা সর্বত্রই তাঁহার বুদ্ধিতে প্রকাশিত আধিকার করে। সুতরাং
ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সাক্ষ্যভৌম মতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া
জাভেই তিনি স্থানে স্থানে অসম্মতপদ ব্যবহার করেন, এবং সাময়িক অনেক
স্থানে তিনি পূর্বাপর থাকিলে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেও সক্ষম হইয়াছেন।

নবদ্বন্দ্বের উদ্দেশ্যমুখ্যতঃ ঐক্যত্বদেব এই পাণ্ডবভাষ্যে প্রবণ করিয়া
এই শিমুস্ত্রী সমাজোচ্চারণে নাস্তিক ধর্মপ্রাচুর্যবশত,—

“প্রভু কাত্ত্ব স্ত্রীস্বয়ং অর্থ বৃথিথে নিশ্চল ।

তেন্দ্রেব ব্যাখ্যা কনি মনঃ ১০ ৩ বিকল ৥

স্বত্বের অর্থ ভাষ্যকায় কহে প্রকাশিত ৥

ভাষ্য কহে তুমি স্ত্রীর অর্থ আচ্ছাদিত ৥

স্বত্বের মুখ্য অর্থ না করত ব্যাখ্যান ৥

কল্পনার্থে তুমি ভাষ্য কর আচ্ছাদিত ৥

উপনিষদ্ শব্দে সেই মুখ্য অর্থ বহু ৥

সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস, স্ত্রীস্বয়ং কর ৥

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গোণার্থ কল্পনা ৥

অভিধায়িত্ব ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণা ৥

প্রমাণের মধ্যে প্রতিপ্রমাণ প্রমাণ ৥

প্রতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ ৥

জীবের অস্থি বিষ্ঠা ছই শব্দ গোময় ।
 প্রতিবাদে। সেই ছই মহা পবিত্র হয় ॥
 বৃত্তঃ প্রমাণ বোধ, সত্য। যেই কহে ।
 লক্ষণ। করিতে প্রভঃ পূজাপ তানি করে ॥
 ব্যাসের শ্রুতির অর্গ প্রযোয় কিরণ ।
 প্রকৃতিত ভাষা মেঘে করে আচ্ছাদন ।
 বের পূজাপে কহে ব্রহ্ম নিকরপ ।
 সেই ব্রহ্ম বৃহৎ সীতের লক্ষণ ॥

ব্রহ্ম হইতে এনে নিম্ন ব্রহ্মসত্তা বিভূত ।
 সেই একে পুনরপি কহো যাব নয় ।
 অপরিণাম করণাবিকরণ বাক্য তিন ।
 ভগবানের সাবিশেষ এই তিন চিত্ত ॥
 ভগবান অনেক হইতে যবে কৈল মন ।
 প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিভাজন ।
 সে কাহে নহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন ।
 অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নৈত্র মন ॥

সাক্ষাৎ শক্তি তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ।
 নিশ্চয় করিয়া তাহে করই নিশ্চয় ॥
 সাক্ষিদানন্দময় হয় সীমার স্বরূপ ।
 তিন অংশে চিহ্নজ্ঞি হয় তিন রূপ ॥
 আনন্দাংশে সাক্ষাদিনী সদংশে সাক্ষিনী ।
 চিদংশে নহি, যাহে কল্পকাল মানি ॥

অন্তরঙ্গা চিহ্নস্তি তটস্থা জীবশক্তি ।

বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেম ভক্তি ॥

মায়াধীন মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ ।

হেন জীব ঈশ্বর কহ কহত অভেদ ॥

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানি ।

হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ *

* * * *

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়ে ।

জগৎ যে মিথ্যা নহে—ঈহ^২ হয়ে ॥

প্রণব^১ যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি ।

প্রণব হইতে সর্ববেদ জগতের উৎপত্তি ॥

তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য ।

প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥

* * *

আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল ।

অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥

ত্রীচৈত্য়চরিতামৃত মধ্যমখণ্ড বর্ষ পরিচ্ছেদ ।

পূর্বোক্ত বাক্যের শেষভাগে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, আচার্য্য (শঙ্করাচার্য্য) “নাস্তিক” মত স্বীয় ভাষ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এই বাক্য অল্পপযুক্ত বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা

* অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদসম্বন্ধ; বিভূষরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন, এই শাস্ত্রিক মত উক্ত কারণে গ্রাহ্য নহে। এবং জীবের জীবত্ব অবিদ্যাপ্রযুক্ত; হতব্রাং অবিদ্যাবিরহিত ব্রহ্ম হইতে জীবত্বের অন্ত্যন্ত ভেদ আছে, এই মতও উক্ত কারণে গ্রাহ্য নহে।

করিয়া দেখিলে, ইহা একান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, ব্রহ্মকে কেবল নিশ্চরণ, এবং সম্যক্ জগৎ মিথ্যা মান্যমাত্র বলিলে, শাস্ত্রোক্ত সমস্ত উপাসনাপদ্ধতি অকর্মণ্য ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। উপ-নিষৎ-সহিত সমগ্র বেদের শতাংশের মধ্যে নিরস্ববই অংশই সঙ্গুণ ব্রহ্মোপাসনাপর, এই উপাসনা দ্বারাই জীবের ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ, যাগ যজ্ঞাদি যাহা কিছু বেদের কর্মকাণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের সঙ্গুণত্বমূলক। উপনিষদে অসংখ্য প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা বিবৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের সঙ্গুণত্ব প্রতিপাদক; এই উপাসনা দ্বারাই জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূতভাব লাভ করিবে, জ্ঞান, পুরাণ ইতিহাসাদিও বেদের অন্তর্গমন করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গুণত্ব ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে জীব, মান্না ও চিং এই ত্রিবিধশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মকে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঋতাস্থতর বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি, এবং সর্ববিধ সাধকসম্প্রদায়ের আদরণীয় শ্রুতিসারস্বরূপ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, এবং অপরাপর শাস্ত্র সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। শাস্ত্রিকমত স্বীকার করিতে হইলে, এতৎ সমস্তই মিথ্যা বলিয়া পরিহার করিতে হয়; সাধকের পক্ষে অবলম্বন আর কিছুই থাকে না। এইরূপ মতকে কার্য্যতঃ নাস্তিকবাদ বলিলে যে নিতান্ত অত্যাক্তি করা হয়, তাহা বলা যাইতে পারে না। *

* ব্যবহারাব্যবহার উপাসনাদিকণ্ডের আবশ্যকতা * ব্রহ্মাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু তাঁহার মতে যখন ব্যবহারাব্যবহার প্রকৃতপ্রস্তাবে মিথ্যা, তখন তাঁহার ভাষা পাঠ করিয়া এবং তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া, কোন ব্যক্তি এই মিথ্যা উপাসনাদিতে ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারে না। এবং উপাসনাদিব্যবহার যখন এই মতে মিথ্যা—অজ্ঞানমাত্র, তখন ইহাতে আত্মস্থাপনই বা কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানীর পক্ষেই—অবিদ্যাবিরহিত পুরুষের পক্ষেই—ব্রহ্মাচার্য্য উপদেশ গ্রহণীয়, অজ্ঞানীর পক্ষে নহে। তদুত্তরে যুক্তব্য এই যে, যিনি অবিদ্যাবিরহিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কোন উপদেশই গ্রহণীয় নহে, তিনি সিদ্ধান্তনোরথ হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু নাই; এবং বেদান্তদর্শন জিজ্ঞাসুর পক্ষে অধোভাব্য; জ্ঞানপ্রাপ্ত

বৌদ্ধেরা অনেকে সর্বশূন্যবাদী ; তাহাদিগের মতে জগৎ মিথ্যা, বিনাশই (অভাবই) একমাত্র সত্য ; ইহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া আস্তিক্যবাদী সকলে পরিহার করিয়াছেন । পরন্তু শঙ্করাচার্যের মতের সহিত এই বৈনাশিকমতের কার্য্যতঃ কি প্রভেদ আছে ? এক নিগূর্ণ ব্রহ্ম, যিনি সকলের বুদ্ধির অগম্য, কোন চিত্র দ্বারা ইহাকে কেহ জানিতে পারে না, এই একমাত্র বস্তুই শাক্তরমতে সত্য, যাহা কিছু দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য অথবা অনুমেয় বস্তু আছে, তাঁহাতে তৎসমস্তেরই অভাব । এই মত, এবং বৈনাশিক বৌদ্ধের একমাত্র অভাব পদার্থবাদ, এই উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ কি তারতম্য আছে ? নাস্তিক বৌদ্ধগণ যেমন সমস্ত সংসার নাস্তি করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যও তাহা তদ্রূপ ‘নাস্তি’ই করিয়াছেন । এক নিগূর্ণ ব্রহ্ম যাহা শাক্তরমতে সত্য, তাহা যখন কোন প্রকার জ্ঞানগম্য নহে, তখন সাধারণ ভাষায় ও সাধারণ বোধে তাহা নাস্তিরই সমান । জৈনদিগের অস্তি-নাস্তি নামক সপ্তভঙ্গী-গ্রায়েও বস্তুর অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব উভয় স্বীকৃত হওয়াতে, তাহাতে কথঞ্চিৎ সাধনের ব্যবস্থা রক্ষিত হয় ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য জগৎসম্বন্ধে অস্তি নাস্তি উভয় নিবেদন করিয়া জীবকে অধিকতর তমোমধ্যে নিমজ্জিত ও আকুলিত করিয়াছেন । বেদান্তদর্শনের নাম শুনিলেই সাধারণতঃ লোকে অতি গুরু কঠোর পদার্থ, কেবল নীরস তাত্ত্বিকদিগের উপযোগী বস্তু বলিয়া মনে করে, ইহা পাঠে যে মহুয্যের বিশেষ কিছু উপকার হয়, তদ্বিষয়ে

পূর্বের পক্ষে নহে ; ইহা গ্রন্থারম্ভে প্রথম নৃত্তে গ্রন্থকার বলিয়াছেন ; এবং জীবের যে নানাবিধ অবস্থা এই তৃতীয় অধ্যায়েই বেদবাদে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে ব্যক্তির প্রবেশের নিমিত্ত তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; হুত্তরায় অজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । বিশেষতঃ এই পাদের পরবর্তী পাদে বেদবাদে স্বয়ং বৈদিক উপাসনার সার্বকতা দেখাইতে যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শাক্তিকমতের পক্ষপাতী ছিলেন না । অধিকন্তু ইহা পূর্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম পাদের ১৪শ নৃত্তের ব্যাখ্যানে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না ।

ধারণা একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। অতএব শঙ্করাচার্য্য যথার্থতঃই “প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষের ভক্তিমার্গাবলম্বী উপাসকসম্প্রদায়-সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার অপরিমিত তর্কশক্তিপ্রভাবে তিনি নাস্তিক বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, প্রকাণ্ড বৌদ্ধমতাবলম্বিদিগকে ভারতবর্ষে হীনপ্রভ করিয়া শঙ্করনামের সার্থকতা করিয়াছিলেন, সত্য ; পন্থ তাঁহাব মত ভুলন ও ভক্তিমার্গের বিবোধী তওয়ায়, তিনি সাধারণ জনসমাজের সম্বন্ধে কোন পকাব আদবণীয় ধম্মাচ্ছা স্থাপন কবিত্তে সমর্থ হইয়েন নাই। বিষয়বৈবাগ্য উৎপাদনই একমাত্র তাঁহার যুক্তিচর্কেব ফল ; তন্নিমিত্ত সহশ্রেব মধ্যে ~~বৈষ্ণব~~ ^{বৈষ্ণব} তাঁহার উপদেশে উপরূত হইয়াছেন, কিন্তু সেই উপদেশেব গুরুতানিবন্ধন, ~~কিন্তু~~ ^{কিন্তু} অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসীকেও বথার্থরূপে প্রফুলিত কবিত্তে পারিয়াছে ; কাবণ শ্রীভগবান্ হৃদয় গীতাবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানযোগ আচরণ করা জীবের পক্ষে প্রায়শঃ অসম্ভব।

“সংগ্ৰাসন্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্নমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥” ৫ অঃ ৬ শ্লোক ।

সুতরাং শাস্ত্রিক বৈদান্তিকগণকেও ভক্তিমार्গের সাধনের আশ্রয় গ্রহণ কবিত্তে দেখা যায়। শ্রীমচ্ছঙ্করচার্য্যাকৃত শিবস্তোত্র, অন্নপূর্ণাষ্টোত্র, মাতৃস্টোত্র, আনন্দলহরী প্রভৃতি দৃষ্টে তিনি স্বয়ংও কেবল জ্ঞানযোগ প্রদর্শন করিয়া কার্য্যতঃ প্রীতীলাভ করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না।

পরন্তু শাক্তিক জ্ঞানযোগ কপিলাদি ঋষিগণের উপদিষ্ট জ্ঞানযোগও
নহে ; কারণ জ্ঞানযোগী সাংখ্যাচার্য্যগণ জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই, উত্তম
মোক্ষলাভের নিমিত্ত ক্রমশঃ ইহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরে ধারণা
ধান ও সমাধি দ্বারা বুদ্ধিকে নার্জিত করিবার নিমিত্ত ঔহার্য্য উপদেশ
করিয়াছেন ; বুদ্ধি নিষ্কল হইলে সমাধিলাভে চিত্ত নিবৃত্তিক হইলে,

আত্মস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশ পায়। এইরূপ প্রণালীর উপদেশ করিয়া তাঁহার সাধককে উৎসাহিত করিয়াছেন। পরন্তু শঙ্করাচার্য্য যুল যুল সমস্ত জগৎকে “মায়ী” বলিয়া একদিকে ক্রমশঃ বনঃপ্রাণ পাত্তি যুল প্রাকৃতিক স্তরে গান ও মনাদি অবলম্বনের দ্বারা ক্রমিক উন্নতির পথ বন্ধ করিয়াছেন, অপাদিকে ভক্তিমার্গের উপাসনাব্যবস্থারও অসারতা স্থাপন করিয়া তাহাতত্ত্ব অনাহুত বলিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভাষ্যপাঠের কল্যেণ পোষণ কেবল শুদ্ধ তাত্ত্বিকতা শিক্ষা করা নাজিহয়।

বর্তমান বসনে ভারতবর্ষে যে কাম্যর প্রাতি উৎসাহবিহীন শিথিলতা অধিকতর হইয়াছে, তাহার একটি কারণ এই মত বহুল-রূপে প্রচলিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মসম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছে যে সংসার সংসার নিন্দা; সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান কলিতে ভারতীয় মনোভাব সত্যই অস্বাভাবিক প্রাতি বিশেষ উৎসাহবিহীন হইয়াছেন। কোষায় প্রকৃতি, গীতা ও মঙ্গলারত প্রভৃতির উৎসাহবদ্ধক বাক্য, কোষায় বা শাস্ত্রিক মার্যবাদ। অতএব বেদব্যাসাদি আচার্য্যের সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া কেবল শঙ্করাচার্য্যের পারিতোষিকের সম্মানেব জন্ত তাঁহার মার্যবাদ আদর্শগীর হইতে পারে না।

অঃ অঃ ২য় পাদ ১২ বস্তু । ভেদানুগতি চেদ্র প্রত্যেকমতবচনাৎ ॥

ভাষ্য ।—বস্তুতোহপহতপাপাদিমুক্তস্তাপি জীবন্ত দেহ-
বোগেনাবস্থাতেদদোষাঃ অন্ত্যেব, তথা পরস্তাপি ভববিস্তৃতি চেদ্র,
প্রত্যেকমন্তব্যামিনোদোষাপাদকবচনাত্যাবাৎ “এব তে আত্মানু-
র্যাম্যমুক্তঃ” ইত্যমৃতবচনাৎ ।

অর্থঃ—জীবও বস্তুতঃ নির্দোষবস্তুর হইলেও, দেহবোগবৈতু বিবিধ
অবস্থা-প্রাপ্তিরূপ দোষযুক্ত হয়; তজ্জপ পরমাত্মাতঃ সর্ববিধ দেহে স্থগাদি

অবস্থায় অবস্থিত হওয়ায়, তিনিও দোষযুক্ত হওয়া উচিত; এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ এইরূপ অন্তর্যামিনত্বের তীহার যে জীবের জ্ঞান দোষ ঘটে না, তাহা প্রতি সর্বত্রই প্রমাণিত করিয়াছেন। “তোমার অন্তর্যামী এই জ্ঞান। অমৃত” (অবিকারী) ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় এবং অপরাপর শ্রুতিতে অন্তর্যামিনী পরমাত্মার অনন্তর ব্যাখ্যা দ্বারা তীহার নির্দোষত্ব প্রতিপত্ত করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৩ শ্লোক। অপি চৈবমেনকে ।

ভাষ্য।—অপি চ “তয়োবস্থাঃ পিঙ্গলঃ সাদৃশ্যানশ্রমন্তোহ-
ভিচাক্ষরী”-তি একে শাখিন ভ্যেতি ।

অন্তার্থঃ—বেদের কোন কোন শাখায় স্পষ্টরূপেই প্রতি জীব ও পরমাত্মার একস্থানে স্থিতি প্রদর্শন করিয়া পরমাত্মার নিগূঢ়তা বর্ণনা করিয়াছেন। যথাঃ—নাড়্যকো তৃতীয় খণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে “একই বস্তুস্থিত ২২টি পক্ষীর মধ্যে একটি (জীব) স্বাতন্ত্র্য ফল ভক্ষণ করে, অপবৃষ্টি (পরমাত্মা) কিছু ভোগ করেন না, উদাসীনভাবে থাকিয়া কেবল দর্শনমাত্র করেন।”

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৪ শ্লোক। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ।

ভাষ্য।—“আমরূপে ব্যাকরণ্যাপী”-ভাষ্মিন্ কার্যোহপি পরন্তু
নানরূপনির্বাক্যকত্বেন প্রধানত্বাচ্ছিত্তোঃ স্রোতৃপাদ্যনামরূপ-
ভৌত্বাভাবাদ্রূপে অরূপবদন্তি । অতো দোষণাক্রা-
নাত্মাতং ব্রহ্ম ।

অন্তার্থঃ—“তিনি নাম ও রূপ প্রকাশ করিলেন” ইত্যাদি শ্রুতি-
ব্রাহ্মো নাম ও রূপ প্রকাশ করা ব্রহ্মের কার্য বলিয়া উক্ত করিলেও, সেই
নাম ও রূপের প্রদর্শক ব্রহ্ম তিনি ব্রাহ্মনির্বাক্যকত্বেন প্রধানত্বাৎ

নিজের প্রকাশিত নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তুর ভোক্তা ব্রহ্ম নহেন ; অতএব তিনি সৃষ্টরূপবিশিষ্ট নহেন ; অতরাং তাঁহাতে দোষগন্ধের লেশমাত্র হইতে পারে না ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৫ শ্লোক । প্রকাশবচ্ছাবৈয়র্থাৎ ॥

ভাষ্য ।—তম অস্পৃষ্টঃ প্রকাশবদেবং ভূতমুভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদি”-ত্যনেনৈকেন বাক্যেনাভিধীয়তে, বাক্যাস্ত্যাবৈয়র্থাৎ ॥

অন্তার্থঃ—তমোময় সৃষ্টির (প্রকাশ, জগৎতর) দোষে স্পৃষ্ট না হইয়া, ব্রহ্ম সেই তমোময় সৃষ্টির প্রত্যক্ষক ; অতএব তিনি দ্বিরূপ । “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদি” ইত্যাদি কোন কোন প্রতিবাক্যে ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল প্রতিবাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না । (সূত্রের অবিকল অনুবাদ এইঃ—ব্রহ্ম প্রকাশধর্মবিশিষ্টও বাচন ; কারণ তদ্বিষয়ক প্রতিবাক্যের অর্থ ব্যর্থ হইতে পারে না) ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৬ শ্লোক । আহচ তন্মাত্রম্ ।

ভাষ্য ।—বাক্যং যাবান্ যস্তার্থস্তাবমাত্রমাহ যদা, তদা তদেবাবৈয়র্থাৎ বোধ্যম্ ।

অন্তার্থঃ—যে প্রতি যে বিষয়ক, যে বিশেষ অর্থব্যঞ্জক, সেই প্রতি কেবল তাহাই মাত্র যখন বলিয়াছেন, তখন কোন প্রতিবাক্যই নিরর্থক নহে বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৭ শ্লোক । দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্যতে ।

ভাষ্য ।—“য আত্মা অপহতপাপী নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবতঃ নিরঞ্জনং সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যাদিবাক্যগণঃ উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম দর্শয়তি । অথ স্মর্যতেহপি “বস্ম্যাং কর্মমতী-

তোহহমকরাদপি চোত্তমঃ । অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ
পুরুষোত্তমঃ ” । “অহং সর্ববস্তু প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে” ।
“অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন । বিষ্ঠভ্যাহমিদং কুৎ-
স্রমেকাংশেন স্থিতো জগদি”-ত্যাदिना ।

অন্তর্গতঃ—কৃতি এবং সৃষ্টি উভয়ই ব্রহ্মের বিকল্পতা প্রদর্শন করিতে
ছেন , প্রতি কথা :- “এই আদ্য নির্দোষ, মিত্বলজ্জ, নিষ্কিয়, শান্ত, নিবন্ধ,
নিবন্ধন, সত্যকাম ও সত্যস্বরূপ” । (“আদীনো দরং তজ্জিৎ শরণ্যোনা যান্তি
সকলতঃ” “তিনি অচল সত্য ও অগামী নিষ্কিয় চইয়াও সর্বকর্ত্তা”
ইত্যাদি) । সূত্র ৭ বলিতেছেন :- “আমি এ অশ্রয় অশ্রয়ন জগৎ
সকল অশ্রয়, অক্ষর শব্দ ইত্যাদি প্রভৃতি , অতএব তোমার বেদে আমি
পুরুষোত্তমনামে আখ্যাত চইয়াছি” , আবার “আমি সর্বকর্ত্তা , এবং
অমিত্যসংকলৈব জৈবক” , “হে অর্জুন ! আমার অধিক কোন আর জানিয়া
প্রেরাজন কি ? আমিই স্বাবলক্ষ্যমাত্মক সমস্ত জগৎকে দৃঢ়রূপে ধারণ
করিয়াছি , এই সমস্ত বিশ্ব আমার একাংশমাত্র ।” ইত্যাদি শ্রীমদ্-
ভগবদ্গীতাতেও ব্রহ্মের বিকল্পত্ব সুস্পষ্টরূপে অবদারিত চইয়াছে ।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৮ সূত্র । অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ ॥

ভাষা ।—যতঃ সর্বগমপি ব্রহ্মোত্তরলিঙ্গস্বান্নির্দোষমেব ।
অতএব “যথাত্তৈকে জ্ঞানেকন্তো জলাধারোদিবাংশুমানি”-ভ্যাদৌ
শান্তঃ ব্রহ্মণো নির্দোষত্বং ব্যাপয়িতুং সূর্য্যাদিবদ্রূপমোচ্যতে ।

অন্তর্গতঃ—ব্রহ্ম সর্বগত হইলেও বিকল্পত্ব হেতু দোষলিঙ্গ হয়েন না ।
অতএব সূর্য্যাদির সচিৎ শক্তি স্তম্ভের উপমা দিয়াছেন । প্রতি কথা :-
“আমি এক চইয়াও সর্বগত, যেমন পুষ্করিণী প্রকৃতিতে একই স্বরূপ

বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন।” এই সকল শাস্ত্রবাক্য ব্রহ্মের নির্দেশস্থ জ্ঞাপন করিবার আভিপ্রায়ে স্বরূপাদি বস্তুর সহিত তাঁহার উপমা দিয়াছেন ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৯ শ্লোক । অমুবদগ্রহণা দ্বু ন ভূতাদিসু ॥

ভাষ্য ।—শব্দাৎ, স্বরূপাদিসু দবদং গৃহ্যতে, তদ্বদংশিনঃ সাক্ষাৎ স্থানস্য গ্রহণাদ্ভূতান্তুবৈষম্যমিত্যত ।

অর্থঃ—এই শাস্ত্রে পূরূপসকল বর্ণিত হইয়াছে, যথা ।—জলদ্ববস্তুর আকৃষ্টি স্বয়ং প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, । কিন্তু পরমাশ্রিত বৈকারিক পদার্থ হইতেও দ্ববস্তুর ন্যায়, অত্যাং জলস্ব প্রতিবিম্বের মত জলব কম্পনে কম্পিত হয়, তদ্বদং স্বরূপাদিসু বিবর্তিত হইয়া, তাহারও বিকারের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া উচিত । অতএব স্বরূপ দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের নির্দেশিতা স্থাপিত হইয়া, এই দৃষ্টান্ত বিষয় ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২০ শ্লোক । বুদ্ধিহাসভাব ইমন্তর্ভাবাত্তত্ত্বসামঞ্জস্যাদেবম ।

ভাষ্য ।—তত্রাস, স্থানিনঃ স্থানান্তর্ভাবাত্তত্ত্বপ্রযুক্তবুদ্ধিহাসভাবক্রুং দৃষ্টান্তেন নিরাক্রিয়তে, উত্তত্ত্বসামঞ্জস্যাদেবং বিবক্ষিতাংশমাত্রং গৃহ্যতে ।

অর্থঃ—এই আপত্তির উত্তর পাঠ্যভাষ্যে—কণের হাস বুদ্ধি (কম্পন প্রভৃতি) দ্বারা জলস্ব স্বরূপের হাস বুদ্ধি দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃতপ্রভাবে স্বরূপের হাস বুদ্ধি নাই । তদ্বদং আত্মা বিকারজাতের অমূল্য হইয়াও যে দৃষ্ট হয়েন না, এই অংশে সাম্য প্রদর্শন করাই উক্ত দৃষ্টান্তের অভিপ্রায়, যে অংশে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সেই অংশকেই গ্রহণ করিতে হয়, সর্বাংশে কখনও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হয় না । বিবক্ষিত অংশমাত্র গ্রহণ করিলে উত্তরের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২১ শ্লোক । দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—সিংহ ইব মানবক ইতি লোকে দর্শনাচ্চৈবম্ ॥

অন্তার্থঃ—এই বালক সিংহদৃশ, এইরূপ বাক্যের ব্যবহারও লোকে সচরাচর দৃষ্ট হয়; তাহাতেও যে অংশে দৃষ্টান্ত, সেই অংশকেই গ্রহণ করিতে হয় ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২২ শ্লোক । প্রকৃতেতাবৎ হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥

(প্রকৃতং বাণীতং, এতাবৎ মতং নত্যাং প্রতিষেধতি, ততঃ, তুরঃ পুনর্বা । ব্রবীতি চ ভূয়ঃ, ইত্যর্থঃ) ॥

ভাষ্য ।—কিং ‘নোঃ নেতা’ ইতি বাণীতং, ইতি বালক, ব্রহ্মাণা রূপে মূর্ত্তং চানুত্তং দেব-তামিন প্রাকৃতং মূর্ত্তামুদ্যোতয়ঃ প্রাতঃসেবাথনা প্রকল্পকগোশাং প্রাপ্তং ব্রহ্মণ এতাবৎ প্রতি সন্দেহে কপঃ প্রাতঃসেবাচারি প্রাপ্তে, উচ্যেৎ প্রকৃতেতাবৎমেব প্রাতিষেধতি, ততো ভূবো ‘ন চেতস্মাদীতং নেতাবৎপলমন্ত’-ত্যাদিবাক্যশেষো ব্রবীতি ।

অন্তার্থঃ—ব্রহ্মণারণ্যকোপনিষদেব দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৩য় বাক্যে শ্রীত প্রথমে বর্ণনাছেন “ঐ বৎ ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তৈবানুত্তক” ইত্যাদি অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐ বৎ প্রকার রূপ, —মূর্ত্ত (বস) ও মূর্ত্ত (বস) ইত্যাদি; এইরূপ বলিয়া ফিলাদ ভূতসকলকে মূর্ত্তরূপ, এবং আকাশ ও বায়ুকে অমূর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । এইরূপ বর্ণনা বলিয়া পরে বলিয়াছেন “বোহরং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তস্য হৃষ বসঃ” (দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত বে পুরুষ, তিনি এই অমূর্ত্ত আকাশাদিরও সার) : এই পুরুষকে ক্রটি পুনরাবৃত্তত্বপূর্ণ এইরূপ বর্ণনাছেন, বলা :—“তত্ত্ব হৈতত্ত্ব পুরুষস্ত রূপং বলা

মহারজনং, বাসো যথা পাণ্ডুর্যবিকং যথেক্ষত্রগোপো যথায্যচ্চির্বথা পুণ্ডরীকং
যথা সৰুদ্বিছ্যন্তং, সৰুদ্বিছ্যন্তৈব চ বা অন্ত্র ত্রীর্ভবতি য এবাং বেদাথাভ
আদেশো নোতিনেতি, ন হেতুস্বাদিত্তি নে, ত্র্যন্তং পরমস্তাথ সামবেদং
সত্যন্ত সত্যামিত্তি প্রাণা বে সত্যং তেদামেব সত্যম্” । (এই পুরুষের
রূপ হবিদ্বাবর্ণ যন্ত্রাব জায় পীত, শ্বেতবর্ণ আবিষ্কর (পশুঘের) জায়
শ্বেতবর্ণ, চক্রেগোপো । জায় বক্রবর্ণ অগ্নিশিখার জায় উজ্জল, রক্তপদ্মের জায়
স্মারংক্রম, ক্ষণপ্রভাব জায় প্রভাসম্পন্ন । ইহান এই পুরুষের এবংবিধরূপ
অবগত হয়ন, তিনিও বিজ্ঞাপনাব জায় উচ্চল স্রীসম্পন্ন হয়ন । তৎপরে
এই পুরুষসম্বন্ধে আরও বিশেষ উপদেশঃ ১০, তিনি এই নহেন, তিনি
। এই নহেন, তাহা চহ্যাত ৩৩, ১০ বে তাঁহার রূপ নাই, তাহা নহে, অকএব
তিনি সত্যং ১০ বাক্যে ব্যাখ্যান করেন । প্রাণ ১৩, কিন্তু তিনি প্রাণ
সকল হইতে ১০ ১১ । এইসকল উক্তান্ত এইঃ—

“নোতি, নেতি” (তিনি এই নহেন, তিনি এই নহেন) এক যে শক্তি
প্রাণ অহে, তদ্বাঃ একেও যে ‘মুক্ত পুরুষ দ্বিবিবরূপ’ প্রথমে উক্ত
হইয়াছে, তাহা সম্যক্ নির্বাক হইয়াছে, অথবা শুদ্ধাবা ব্রাহ্মব প্রকৃষ্টরূপ
রূপনাশের নির্বাক হইয়াছে (অর্থাৎ এই পুরুষস্বক ৭ তাতাং একদা নাই,
এই বথা বলা হইয়াছে, অথবা তিনি তদ্ব্যজই নহেন তাহাও অতীতও
আছেন, এইরূপ বলা হইয়াছে) এবং সঙ্গেই নিরাশংগ সত্যকার বলিতেছেন
যে, পুরুষোক্ত পুরুষস্বক পুরুষোক্তই নির্বাক হইয়াছে, এই সকল রূপ তাঁহার
নাই, শান্তির এইরূপ অভিপ্রায় নহে, তিনি যে তদ্ব্যজই নহেন, তাহার
অতীতও আছেন, তাহা প্রকাশ করাই পুরুষোক্ত “নেতি নেতি” বাক্যের
অভিপ্রায় । কারণ ঐ “নেতি নেতি” বলিয়া শ্রুতি পুনরায় “ন হেতুস্বা-
দিত্তি নেত্যন্তং পরমন্তি” (ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার অপর রূপ নাই,
তাহা নহে, অপর শ্রেষ্ঠ রূপও আছে) এই বাক্যেরদ্বারা পুরুষের “নেতি

নেতি” বাক্যের অর্থ শ্রুতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। অতএব উক্ত বাক্যেরদ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মের বিরূপতাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (“ন হেতুশ্চা-
দিত্তি নেত্যন্তং পরমত্তি” এই বাক্যের অর্থ যথা :—হি (যতঃ) ব্রহ্মণঃ
এতশ্চাৎ (= পূর্বোক্তাৎ) অত্ৰং পবং (শ্রেষ্ঠরূপং) ন অস্তি ইতি, ইতি ন
(বোধ্যং) ; অত্ৰং পরং (শ্রেষ্ঠরূপ) অন্ত্যেব কারণ ইতা অপেক্ষা অধিক
শ্রেষ্ঠরূপ ব্রহ্মের যে নাই, এই বাক্য বাচ্য নহে, তাহার তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-
রূপও আছে ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১১ হইতে : ঐদব্যাক্তমাতঃ হি ।

ভাষ্য ।—“ন চক্ষুষা গৃহ্যে” ইত্যাদি বাক্যে “ঐদব্যাক্তমাতঃ” ইত্যাদি
বাক্যে ব্রহ্মকে অব্যাক্ত (হিঃ) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ॥

অর্থঃ—চক্ষু অপবা বাক্য উভয়কে দ্বারা বর্ণিত পারে না, ঐদব্যাক্ত
ব্যাক্য ব্রহ্মকে অব্যাক্ত (হিঃ) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৭ হইতে : অপি সংবাসনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥

(সংবাসনম্ আভাবনম্ ইত্যর্থঃ)

ভাষ্য ।—ভক্তিবোধে ধ্যানে তু ব্যক্ত্যতে “ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসাদেন
বিশুদ্ধমস্তত্ত্বং পশ্যতি নিরুপাধং ধ্যায়মানঃ”, “তত্ত্বাৎ হনন্তয়া
শকা অহমেবংবিবোধর্জুন জ্ঞাতুং সর্বং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ
পরম্পর” ইত্যাদি প্রতিশ্রুতিভ্যাম্ ।

অর্থঃ—ভক্তিবোধে আরাধিত হইলে তিনি প্রকাশিত হইবেন, শ্রুতি
ও শ্রুতি ইহা নির্দেশ করিয়াছেন, প্রতি যথা—“ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসাদে ধ্যায়
চিৎ্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই নিরুপাধ ব্রহ্মকে দর্শন
করেন” । শ্রুতি যথা—হে পরম্পর অর্জুন ! অনন্তা ভক্তিদ্বারা এইরূপ

বেদান্তদর্শন—তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ । ৩৩৭

আমাকে তত্ত্বের সহিত জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং আমার দর্শন লাভ করা যায়, এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়” ইত্যাদি ।

শঙ্করভাস্যোণ্ড এই সূত্রের অর্থ একরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শঙ্কর-স্বামী বলিয়াছেন “সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রাণনাত্মভূতানম্” ইত্যাদি ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৫ সূত্র । প্রকাশাদিব্যোমবৈশেষ্যং, প্রকাশশ্চ কৰ্ম্মণাত্মাসাৎ ।

ভাষ্য'—সূর্য্যায়াদানাম্ যথা চন্দ্রবিকৃতসাধনাত্মাসাদাবি-
ভাবস্তদ্বদ্রূপোপ্যবৈশেষ্যং ব্রহ্মপেক্ষাণে ভবতি, সংরাধনলক্ষণী-
ভূতায়াদ্বাদর্শনং তব । ১৫ ॥

অর্থ - ‘মনসঃ ও মনঃপ্রভৃতি তদুপযোগী সাধনদ্বারা (দর্শন, কঠিনব বষণ ইত্যাদি দ্বারা) আবৃত্ত হইয়া, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও উপযুক্ত সাধন দ্বারা প্রকাশিত হইয়া, তাত্ত্বিক উপসংহার’ সাধনদ্বারা ই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষী-
ভূত হইলেন ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৬ সূত্র । অতোহনন্তেন ওপাংশ লিঙ্গম্ ॥

ভাষ্য'—ব্রহ্মসাক্ষ্যকার্যাক্রোধান্তেন সহ সাম্যং সঞ্চিত ‘মদা-
পশ্যঃ পশ্যন্তে কল্পবর্ণ কল্পাবশাৎ পূৰ্ণমং একাধেন্নং, তদা
বিদ্বান্ পূৰ্ণাপাপে বিবৃষ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি’ ইতি
ভ্রাপকাৎ ।

অর্থ - ব্রহ্মসাক্ষ্যকাৰ্য হইলে উপাসক তৎসহ সমতা প্রাপ্ত হয়, প্রাপ্তি তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা :—‘যখন উপাসক সেই উজ্জ্বল সৰ্ব্বকর্তা দেবর, যিনি ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তিস্থান, তাঁহাকে দর্শন করেন, তখন পাপপুণ্য উভয় হইতে বিনিমুক্ত হইয়া তিনি অপাপবিক্ত হইলেন, এবং ব্রহ্মের সহিত স্যাম্যাপ্ত করেন ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৭ সূত্র । উভয়বাপদেশোহহিকুণ্ডলবৎ ॥

(উভয়বাপদেশাৎ—তু—অহিকুণ্ডলবৎ) ।

ভাষ্য ।— মূর্ত্তামূর্ত্তস্থা প্রতিষেধ্যং দৃঢ়য়তি, মূর্ত্তামূর্ত্তাদিকং বিশ্বং ব্রহ্মণি স্বকারণে ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধেন স্থাতুমহতি, ভেদাভেদব্যাপ-
দেশাদহিকুণ্ডলবৎ ॥

অর্থার্থ :—ব্রহ্মের দ্বিকপই আরও দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন :—হুল ও হুগ্ন বিশ্ব স্বকারণ ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত ; কারণ, ব্রহ্মেব সহিত ভেদসম্বন্ধ ও অভেদসম্বন্ধ উভয়ই প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন । মপ যেহেতু হুগ্নত্বের থাকিলে তাহার অঙ্গসকল অপপ্রকাশিত থাকে, প্রসারিত হইলে ফণা-লাজু-লাদি প্রকার প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং প্রলয়কালে তাহাতে গুণ হইয়া থাকে । উভয়বিধ প্রতি বধা :—“মতো বা ইমানি ভূতানি জগন্তে, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদি ভেদব্যাপদেশ, “সর্বং বহিঃ ব্রহ্ম” ইত্যাদি অভেদব্যাপদেশঃ ।

শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে সূত্রের শব্দার্থ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; এবং জীবের সহিত যে ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ তাহাই এই সূত্রে বেদব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়া শঙ্করভাষ্যের অভিপ্রেত । পরন্তু তাহার মতে এই সূত্রে বেদব্যাস অপরের মত প্রকাশ করিয়া তদ্বারা নিজের মীমাংসার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন মাত্র ; কিন্তু অপরের মত মাত্র প্রকাশ করা সূত্রের অভিপ্রেত হইলে, বেদব্যাস তাহা উল্লেখ করিতেন । বেদব্যাস সূত্রে যখন অপর কোন আচার্য্যের মত প্রকাশিত করিয়াছেন, তখনই তিনি তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া কোন স্থলে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, কোন স্থলে বা ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন । বিশেষতঃ জীবের যে ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ তাহাত বেদব্যাস পূর্বেই স্পষ্টরূপে স্বীয় মত বলিয়া প্রকাশ

করিয়াছেন; এক্ষণে উল্লিখিত পুনরুক্তি করিয়া তাহা অপরের মত বলিয়া প্রকাশ করিবেন, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। অতএব শ্রীমচ্ছন্দোগ্যোক্ত এতৎসম্বন্ধীয় অন্তর্ধান সমীচীন নহে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৮ সূত্র । প্রকাশাত্ৰায়বদ্বা তেজস্বাৎ ॥

(প্রকাশ—আশ্রয়; প্রকাশ-তদাশ্রয়োঃ সম্বন্ধবৎ বা, তেজস্বাৎ) ।

ভাষ্য ।—জীবপুরুষোত্তময়োরপি তথা সম্বন্ধে জ্ঞেয়ঃ ।
উভয়ব্যাপদেশাৎ প্রভাতত্ত্বগোরিব । অতোহনন্তেনেতানেন
কেবলভেদো ন শঙ্ক্য ইতি ভাবঃ ॥

অন্তার্থঃ—জীব এবং পরমেশ্বরেরও এইরূপ সম্বন্ধই জানিতে হইবে। ভেদভেদে উক্ত গীতার সম্বন্ধেও উক্ত হওয়ার, যেমন প্রজা এবং প্রজাশীলের মধ্যে সম্বন্ধ, তরুণ জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ; অতএব পুনরুক্তি “অতোহনন্তেন” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা কেবল ভেদসম্বন্ধ থাকি মনে করিতে না।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৯ সূত্র । পূর্বববদ্বা ॥

ভাষ্য ।—কৃৎস্নপ্রসক্তাদিদোষাতাবশ্য পূর্বববৎ বোধ্যঃ ॥

অন্তার্থঃ—কৃৎস্নপ্রসক্তাদিদোষের আপত্তি হইলে, তথা পূর্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদোক্ত ২৫ সংখ্যক সূত্রে বিবৃত হইয়া তাহার যেকোন খণ্ডন হইয়াছে, এইস্থলেও তরুণ বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩০ সূত্র । প্রতিবেদ্যাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—ন লিপ্যাতে লোকদুঃখেন ইত্যাদি প্রতিবেদ্যাচ্চ ন প্রকৃতস্ত ত্রক্ষণো দোষযোগঃ ॥

অন্তার্থঃ—“তিনি লোকের হৃৎথে লিপ্ত. হইবেন না” ত্রক্ষণম্বন্ধে এইরূপ প্রতিবেদ্য দ্বারাও ক্রটি ত্রক্ষের দোষযোগ নিবারণ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩১ হ্রস্ব । পরমতঃ সেতুমানসম্বন্ধভেদব্যাপ-
দেশেভ্যঃ ॥

অতঃ (অতঃ পরমাশ্রয়ঃ) পরঃ (অস্তি ইতি শেষঃ) সেতুব্যাপদেশাৎ,
উন্মানব্যাপদেশাৎ, সম্বন্ধব্যাপদেশাৎ, ভেদব্যাপদেশাৎ ইত্যর্থঃ) ।

ভাষ্য ।—পূর্ববগ্ন্যস্মিতি । অতঃ প্রকৃতাদ্বৈতঃ পরমপি
কিঞ্চিৎকল্পমস্মিতি “অথ য আত্মা সেতুরিতি” সম্বন্ধব্যাপদেশাৎ ।
“তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্বং তত্রো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ঃ”
ইতি ভেদব্যাপদেশাচ্চ ॥

অর্থঃ—এই সূত্রে পূর্ববগ্ন্যস্মিতি বসিতেছেন যে উপনিষৎ ব্রহ্ম এইতে
শ্রেষ্ঠ অপর কোন ভাব আছে, কারণ “যে আত্মা সেতু” বাক্যে
পরমাত্মাকে সেতু বলা হয়। আর এক সেতু বলাতে, সেতু অংশদ্বয়
করিয়া যেমন লোকে অস্ত্র গন্তব্যস্থানে গমন করে, তদ্রূপ পরমাত্মা
অংশদ্বয় করিয়াও অস্ত্র গন্তস্থানে জীব গমন করে বুঝিতে হয় ।
“এই সেতুয সেতুঃ” এই সেতুবাচ্যে ব্রহ্ম অপর অমৃতের সহিত সম্বন্ধ কাঁধের
দেয়, এইরূপে বুঝিতে হয় । ব্রহ্মের উন্মান (পরিমাণ) ও “চতুঃপাদ ব্রহ্ম
বোডশকলম্” (ব্রহ্ম চতুঃপাদ বোডশকলাবিশিষ্ট) ইত্যাদি বাক্যে বলা
হইয়াছে । এবং “সেই পুরুষের দ্বারা এতৎ সমস্ত পূর্ণ হইয়াছে ;
যাহা ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা অরূপ ও অনাময়” ইত্যাদি বাক্যে
ব্রহ্ম অপর কোন শ্রেষ্ঠ পদার্থ হইতে ভিন্ন, এইরূপও বলা হইয়াছে ।
অতএব ব্রহ্ম এইতে শ্রেষ্ঠ অপর কেহ আছে ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩২ হ্রস্ব । সামান্যাত্মা ॥

(সেতুমানাত্মাৎ সেতুব্যাপদেশঃ) ।

ভাষ্য ।—সিদ্ধান্তমাহ । তুল্যতঃ পক্ষনিষেধার্থঃ । অগতঃ

কারণাৎ সর্বৈশ্বর্যং পরং ন কিঞ্চিদস্তি, সেতুব্যপদেশস্তদ্বিধারণ-
সাক্ষ্যপাৎ ॥

অন্তার্থঃ—পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—স্বয়ংকৃত “তু”
শব্দ পক্ষনিষেধার্থ । জগৎ কারণ সর্বৈশ্বর্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন
কিছ নাই ; অর্থাৎ যে তাঁহাকে সেতু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাহা
তাঁহান জগদ্বিশ্রামকত্ব প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে । যেমন সেতু জলের
নিয়ামক, জলের উপরিস্থিত পারগামী পুরুষকে জল হইতে রক্ষা করে,
তদ্রূপ ব্রহ্মও জগতের নিয়ামক, জগৎ হইতে জীবকে উদ্ধার করেন ;
এইমাত্রই উপমাঃ সাদৃশ্য ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৩ হুক্ত । বুদ্ধার্থঃ পদবৎ ॥

ভাষ্য ।—উল্লানব্যপদেশ উপাসনাঃ : “মনো ব্রহ্মেত্ব্যপাদীতে-
তত্ত্বাভ্যাং তদেচ্চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বাক্যপাদ” ইত্যাদিপাদব্যপদেশাৎ ।

অন্তার্থঃ—ব্রহ্মের পাদাদি দ্বারা পরিমাণ উপদেশ, তাঁহার উপাসনার
নিমিত্ত । অর্থাৎ বলিয়াছেন :—“মনকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে, ইহাই
অব্যয় । ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, বাক্য একপাদ, শ্রোণ একপাদ, চক্ষু একপাদ
এবং শ্রোত্র একপাদ” ইত্যাদি অর্থবাক্যে উক্ত চতুষ্পাদবিধি । মনঃ ব্রহ্মের
প্রতীকস্বরূপে উপাশ্রয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৪ হুক্ত । স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥

ভাষ্য ।—অপরিমিতস্ত পরিমিতস্তে ন চিস্তনং স্থানবিশেষাৎ
প্রকাশাদিবত্বপত্ততে ।

অন্তার্থঃ—আলোক আকাশ ইত্যাদি যেমন স্থানবিশেষ প্রাপ্তিহেতু
তৎস্থানপরিমিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপাসনার নিমিত্ত প্রতীকাদিস্বরূপে
চিহ্নিত হয়েন ; তন্নিমিত্ত তাঁহার অপরিমিতত্বের অপ্রাপ্ত হয় না ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৫ সূত্র । উপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য ।—স্বস্ত্য স্বপ্রাপকতয়া ! সম্বন্ধব্যাপদেশোপপত্তেশ্চ
তদ্বাস্তুরাত্মবঃ ।

অর্থঃ—ব্রহ্ম আপনি আপনাকেই প্রাপ্তি করান, অতএবই সম্বন্ধের
উপদেশ হ'য়ে উপপত্তি হয় ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে তদ্বাস্তুর কিছু নাই ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৬ সূত্র । তথ্যাপ্রতিষেধাৎ ॥

ভাষ্য ।—তথা “ততো মজ্জন্তরতরম্” ইতি ভেদদ্ব্যপদেশাত্ত্রয়ো-
তরং তত্ত্বমন্তীত্যপি ন বাচ্যঃ, “সম্মাৎপরাং নাপরমস্তি কিঞ্চিদি” ই-
প্রতিষেধাৎ ।

অর্থঃ—এইরূপ “ইহা হ'তে বাহ্য শ্রেষ্ঠ” ইত্যাদি বাক্য যে ভেদ
উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্ম হইতে তদ্বাস্তুর আছে বলা যায় সম্ভব
হয় না ; কারণ “যাহা হইতে পর কিংবা অপর কিছু নাই” ইত্যাদি শব্দ
বাক্যদ্বারা তদ্বাস্তুর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৭ সূত্র । অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিত্যাঃ ॥

অর্থঃ—অনেন (সমানান্তিময়শূন্যপ্রতিপাদকবিচারেণ,) সর্বগতত্বং (ব্রহ্মগণঃ
দৃঢ়ীকৃতঃ) অয়ি, শব্দাদিত্যাঃ (ব্যাপ্তিবাচকশব্দাদিত্যাঃ) তৎ সিদ্ধং] ।

ভাষ্য ।—অনেন পরব্রহ্মগণঃ সর্বগতত্বং দৃঢ়ীকৃতম্ । “তেনেদং
পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বমি”-ভাষ্যাদি শব্দেভ্যাঃ ।

অর্থঃ—এতদ্বারা পরব্রহ্মের সর্বগতত্ব, যাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে,
তাহা দৃঢ়ীকৃত হইল । “সেই পুরুষের দ্বারা এতৎ সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে ;
ব্রহ্মই এতৎ সমস্ত” ইত্যাদি ব্রহ্মের ব্যাপ্তিপ্রতিপাদক প্রতিবাক্যদ্বারা
তাহা সর্বতোভাবে স্থাপিত হইয়াছে ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৮ সূত্র । ফলমত উপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য ।—অতো ব্রহ্মণ এব তদধিকারিণাং তদমুরূপং ফলং
তবত্যস্তৈব তদাত্ত্বোপপত্তেঃ ।

অন্তার্থঃ—অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈশ্বর হইতেই অধিকারি-
ভেদে তত্তদমুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয় ; তিনিই কৰ্মফলদাতা ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৯ শ্লোক । শ্রুতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—“স বা এষ মহানজ আত্মাহ্নাদোবস্তুদান এষ
হেবানন্দয়তী”-তি তৎফলদত্বস্য শ্রুতত্বাচ্চ ।

অন্তার্থঃ—শ্রুতিও স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকেই কৰ্মফলদাতা বলিয়া কীৰ্ত্তন
করিয়াছেন, বলা :—‘এই সেই জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম আত্মা সমুদায় জীবের
অন্নদাতা এবং পুণ্য ইত্যাদি ভোগ্যবস্তু দাতা, ইনিই জীবকে আনন্দিত
করেন’ ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৪০ শ্লোক । ধর্ম্যং জৈমিনিরত এব ॥

ভাষ্য ।—ধর্ম্যং ফলহেতুং, জৈমিনির্মত্যাতে, কৃশ্বাদিবস্তুস্বৈব
তদ্ব্যক্তোপপত্তেঃ । “মজ্ঞেত স্বর্গকামঃ” ইতি তদ্ব্যক্তোপপত্তেঃ ।

অন্তার্থঃ—আগতি :—জৈমিনিমুনি বলেন যে, ধর্ম্যই ফলহেতু ।
কৃষিকর্মাদি যেমন বাহ্যাদিকল-প্রাপ্তির হেতু, তদ্বৎ ধর্মেরই ফলদাতৃত্বঃ
বলা উচিত । “স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করিলে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও
যজ্ঞাদি-ধর্মেরই স্বর্গাদিকলদানের হেতু উক্ত হইয়াছে ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৪১ শ্লোক । পূর্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপ-
দেশাৎ ॥

ভাষ্য ।—তুশব্দঃ পক্ষনিরাসার্থঃ । ফলং পূর্বোক্তং
পরমাত্মানং বেদাচার্যো মন্ততে । “পুণ্যেন পুণ্যং লোকঃ

নয়তী"-তি "যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্য"-ইতি চ পরস্ত তদ্বৈত-
ব্যাপদেশাৎ ।

অন্তার্থঃ—দ্ব্যুক্ত "তু" শব্দ পূৰ্ণপক্ষনিরাসার্থক । পূৰ্ব্বোক্ত
পরমাত্মাই মূল কলদাতা বলিয়া বেদাচার্য্য বাদস্বরূপ সিদ্ধান্ত করেন ।
"পুণ্যকৰ্ম্ম করাইয়া পুণ্যলোক প্রাপ্তি করান", "তিনি বাহাকে বরণ করেন,
সেই লাভ করে" ইত্যাদি প্রতিবাক্যে পরমাত্মারই পুণ্যাদিবিষয়েও হেতু
প্রতি উপদেশ করিয়াছেন ।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ।



সং

ও শ্রীকৃষ্ণে নমঃ ।

ও তৎসং ॥

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

তৃতীয় অধ্যায়ে— প্রথম পাদ ।

এই তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পাদে বেদব্যাস ব্রহ্মোপাসনাবিধিরক প্রাতিপাক্য-
সকলের প্রথম অবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন —

“তস্মৈ অঃ তস্মৈ পাদ ১ শ্রুত । সর্ববেদান্ত প্রত্যয়ঃ চোদনাভিবেশাৎ ॥

সর্ববেদান্তে প্রত্যয়তে ইতি সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ঃ, তানি অভিধানি
এব, ইত্যর্থঃ ; বিধায়কশব্দচোদনা, তস্মৈ অভিবেশাৎ ইত্যর্থঃ । চোদনা
“বিদ্যাজ্ঞাপাসীতে”-তোব্যংক্রপো বিধিঃ ।)

তায়া ।—অনেকত্র প্রোক্তমুপাসনমেকম্, চোদনা অভিবেশাৎ ॥

অস্বার্থঃ—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে উপদিষ্ট উপাসনার বেদান্ত একই, এক
ব্রহ্মোপাসনাই ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে, কারণ বিধায়কশব্দ
সকলেরই এক প্রকার ।

শব্দরাচাৰ্যের মতেও এই শব্দের অর্থ এইরূপই । কিন্তু তিনি বলেন যে,
মঙ্গল ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধেই এই শ্রুতি গ্রথিত হইয়াছে । পরন্তু বেদব্যাস
যে শব্দে “সর্ব” শব্দে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ স্বীকার করিয়া দিতে
পারে না । বেদব্যাস তৎসম্বন্ধে কোন ইঙ্গিতও কোন স্থানে করেন নাই ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২ হুক্ত । ভেদান্নেতি চেদেকশ্চামপি ॥

ভাষ্য ।—বিজ্ঞায়াং পুনঃ শ্রুত্যা বেদভেদান্ন বিদ্যাকামিতি
চেৎ, ন ; কচিৎ-প্রতিপত্ত্যভেদাৎ কচিৎপ্রকরণশুদ্ধার্থমেকশ্চামপি
বিজ্ঞায়াং পুনরুক্ত্যাদ্যাপপত্তেঃ ।

অন্তর্থাৎ—যদি এইরূপ আপত্তি কর যে প্রতিভেদে বিদ্যার পুনরুক্তিহেতু
বিদ্যার বেদাবস্থাপ্রতিপত্তি বলিতে হইবে, (কারণ বেদাবস্থার এক হইলে,
পুনরুক্তি নিস্প্রয়োজন ; অতএব ত্রিবিধ ভিন্ন ভিন্ন বেদাভ্যাস বিদ্যা (উপাসনা)
করে নহে ; তাৎসবন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহা সম্বন্ধ সিদ্ধান্ত নহে ; কোন স্থলে
প্রতিপত্ত্যভেদে (উপাস্যভেদে) এবং কোন স্থলে প্রকরণপূরণ নির্মিত
একই বিদ্যার পুনরুক্তি-অসঙ্গত হইবে, পরস্তু সম্ভব ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩ হুক্ত । স্বাধ্যায়স্ত তথাহি হি সমাচারে
কারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥

[(আধিক্যে কৃত্ত্বাভ্যাসেনোপদিষ্টং শিরোব্রতং শিরসি অঙ্গারপাত্রধারণ-
ক্ৰমং ব্রতং ন বিজ্ঞাতভেদকং কৃত্ত্বং তত্ত্ব) স্বাধ্যায়স্ত (বেদাধ্যয়নস্ত অঙ্গীভূত-
ত্বাৎ) তথাহি (শিরোব্রতস্ত স্বাধ্যায়স্ত) তন্নিয়মঃ (ব্রতোপদেশ-
নিয়মঃ, আধিক্যেন অঙ্গারঃ নেতরেন ইতি নিয়মঃ) । সমাচারে
(বেদব্রতোপদেশপরে গ্রহে তদুপদেশাৎ) ; অধিকাৰাচ্চ অধিকৃত-মুণ্ডক-
গ্রন্থভ্যাসপরাৎ, “অধীতে” ইতি শব্দাচ্চ । সববচ্চ স্বর্যাবচ্চ স্বর্যাদিহোষবচ্চ ॥

ভাষ্য ।—বক্তব্যর্থবর্ণনে “ভেদান্নেতি ভেদাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবৈজ্ঞেয়ং চাণমি”তি শিরোব্রতং, তদপি বিজ্ঞা-
ভেদকং ন, যতঃ স্বাধ্যায়াদ্যয়নাদিতয়া শিরোব্রতং বিধীয়তে ।
তত্ত্বাধ্যয়নাদিত্যে সতি আধিক্যেনিকৈতরাগ্রাহ্যতয়া তন্নিয়মোহস্তি ।
যতঃ সমাচারার্থো গ্রন্থেহপি বেদব্রতভেদে শিরোব্রতভাষনস্তি ;

“নৈতদচ্যোততো অধাতে” ইতি বচনাক্ত; সৌর্যাদিহোমবচ্চ তন্নিয়মঃ সঙ্গত এব ॥

অর্থঃ—আগার্ষণ ক্রটিতে (মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে) উক্ত আছে “যাহারা বিধিপূৰ্ণক শিরোব্রত অমুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ; এই বাক্যে যে শিরোব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যাহার বিদ্যার ভেদ পাতাতি হয় (কারণ কেবল আথর্বগদিগের মধ্যমই এই শিরোব্রতের উপদেশ আছে, অপরের নাই); এইরূপ বলিতে পার না; কারণ ঐ শিরোব্রত কেবল আথর্বগ ক্রতির অধ্যয়নের অঙ্গীকৃত, বিদ্যার (তদুপদিষ্ট উপাসনা) অঙ্গীভূত নহে। কেবল ঐ বেদের অধ্যয়ন; প্রাপ্ত হওয়াতে, আত্মিক ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহা গৃহণীয় নহে; অতএবই তদ্বিবন্ধক উক্ত প্রকার নিয়ম করা হইয়াছে। কারণ সনাতাননামক বেদব্রতোপদেশক গ্রন্থে, কেবল ঐ বেদাধ্যয়নের অঙ্গীভূতস্বরূপে শিরোব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে। “শিরোব্রত আচরণ না করিয়া অথর্ববেদীয় মুণ্ডকশ্রেণীর ক্রটি পাঠ করিবে না” ইত্যাদি বাক্যে ঐ ক্রতির অধ্যয়নের অধিকার নির্ণয়ার্থ ঐ ব্রতের উক্তি হওয়াতেও তাহাই সিদ্ধান্ত হয়। তাহার দৃষ্টান্তও আছে, যেমন সৌর্যাদি ব্রতহীন কেবল আথর্বগদিগের একাধিক সহিত সমস্তবিশিষ্ট হওয়ায়, অঙ্গ শাখার উক্ত ব্রতায়িক সহিত তাহার কোন সঙ্গ না থাকায়, ঐ সৌর্যাদি হোম কেবল একাধিক আথর্বগদিগেরই অমুষ্ঠেয়, তদুপ ঐ শিরোব্রতও মুণ্ডকক্রতি অধ্যয়নকারীদিগের অমুষ্ঠেয়, অপরের নহে, এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪ হয়। দর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য।—“সর্বৈ বেদা যত্শদমামনন্তি” ইতি ক্রতিদর্শয়তি চ বিদ্যেক্যাম্ ॥

অন্ত্যর্থঃ—“সমস্ত বেদ যে নিত্যবস্তুকে কীর্তন করে” ইত্যাদি শ্রুতি
সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিজ্ঞাসকলের বেদ্যবস্তু ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫ সূত্র । উপসংহারো হর্থ্যভেদাদ্বিধিশেষবৎ
সমানে চ ॥

ভাষ্য ।—বিষ্টৈক্যে সতি, (সমানে উপাসনে সতি) গুণোপ-
সংহারঃ কর্তব্যঃ, প্রয়োজনভেদাৎ । অগ্নিহোত্রাদিবিধিশেষবৎ ॥

অন্ত্যর্থঃ—একই ব্রহ্মোপাসনা কথিত হওয়াতে, এক বেদান্তোক্ত
ব্রহ্মের স্বরূপগত গুণসকল অপর বেদান্তোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় যোজনা করা
কর্তব্য । কারণ উপাসনায় অং (প্রয়োজন) সর্বত্রই এক । যেমন
অগ্নিহোত্রাদি কৰ্মবিষয়ে এক বেদান্তে কৰ্ম্মাসঙ্গকল অং ব্রহ্মোক্ত কৰ্ম্মেও
যোজনা করিতে হয়, তদ্রূপ প্রায়শ্চলিত বাক্যসকল উপনিষদেও বিষ্টো-
পাসনা স্থলেও একরূপ হওয়াতে, এক উপনিষদেও উপাস্তগুণসকল
সর্বত্রই গ্রহণ করা উচিত বলিয়া সিদ্ধ আছে ।

সুত্রে ব্রহ্মোপাসনা এক হইলেও বিজ্ঞা (উপাসনাপ্রণালী) উপনিষদে
সর্বত্র এক নহে । এমন কি বিজ্ঞার নাম এক হইলেও, কোন কোন স্থলে
বিভিন্ন উপনিষদে উক্ত বিজ্ঞা ঠিক এক নহে ; এক্ষণে সূত্রকার তাহাই
প্রদর্শন করিতেছেন :—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬ সূত্র । অন্ত্যর্থঃ শব্দাদিতি চেদ্রাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য ।—“অথ হেমমাসস্য প্রাণমুচ্যন্তং ন উদগায়েতি তথৈতি
তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়তী” ইতি রাজসনেয়কে শ্রুয়তে “অথ ই হ
এবমং মুখ্যপ্রাণস্তমুপাসাংচক্রিরে” ইতি ছান্দোগ্যে চ শ্রুয়তে ।
কিন্তু বিষ্টৈক্যমুত অস্ত্যর্থঃ ১ ইতি সংশয়ে বিষ্টৈক্যমিতি । নমু

প্রাণস্ত বাজসনেয়কে “তং ন উদগায়ৈ”-তি কর্তৃকং, ছান্দোগ্যে চ
“তমুদগীথম্” ইতি কর্তৃকমধীয়তে, অতো বিজ্ঞানানামিতি চেন্ন,
উপক্রমেহবিশেষাৎ । “উদগীথেনাতারাম,” “উদগীথমাজ্জরনে-
নৈনানভিহনিস্যাম” উদগীথতৈবোপাস্তত্বপ্রতীতে: । তস্মাদুভয়ত্র
বিদ্যোক্ত্যমিতি প্রাপ্তম্ ॥”

অর্থঃ—বাজসনের শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যকের ১ম অধ্যায়ের ৩য়
ব্রাহ্মণে) উক্ত আছে যে, দেবতাগণ বাবু প্রভৃতি অপর সকল ইন্দ্রিয়কে
পরিভ্যাগ করিয়া, যুগপতঃ প্রাণকে বশীকরিত্ব তুমি আমাদের উপাস্ত-
কর্ম কর, তিনি তপস্বী করিয়া উপাস্তক করিতে লাগিলেন । ছান্দোগ্যে
(১ম প্রপঞ্চিকের ২য় খণ্ডে) এই উদগীথ উপাসনা উপলক্ষে এইরূপ উক্তি
আছে যে, দেবতারা অপর সকল ইন্দ্রিয়কে পরিভ্যাগ করিয়া যুগ-
পতঃপ্রাণকেই উপাসনা করিতে লাগিলেন । এইখানে জিজ্ঞাস্য এই যে,
এতদ্বারা উপাসনার প্রীত্য অথবা ভেদ বুঝিতে হইবে? এই সংশয়
নিবারণার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রথমে এইরূপই অনুমান হয়, যে,
এইভাবে উপাসনায় প্রীতাই বুঝিতে হইবে । কারণ যদি বল, ঐশ্বর্যের
শ্রুতিতে “তং ন উদগায়” (তুমি আমাদের উপাস্তা হও) বাক্যে প্রাণের
কর্তৃক উপদেশ আছে, কিন্তু ছান্দোগ্যে “তমুদগীথম্” এবং বাক্যে প্রাণ
বোধক “তং” পদ কর্মকারকে উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব উভয়ের উপাস্ত
এক নহে; সুতরাং বিচার ভেদ স্বীকার করিতে হয়; তবে ভাল সন্দেহ
নহে; কারণ ঐ উভয় শ্রুতিতে সংবাদের আরম্ভ একই প্রকার, যথাঃ—
বাজসনের শ্রুতিতে আরম্ভে বলা হইয়াছে, দেবতাগণ পরামর্শ করিলেন
“উদগীথদ্বারা আমরা জরলাভ করিব” এবং ছান্দোগ্যে আরম্ভবাক্যে
উক্ত আছে যে দেবতাগণ “উদগীথ অনুষ্ঠান করিলেন, তাহারাই বলিলেন

বে, উল্লীখ্য হারাই আমরা (অনুপ্রদীপকে) পরাভব করিব—জয়লাভ করিব” । এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উভয়স্থলেই এক উল্লীখ্য উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে । অতএব উভয়স্থলে উপদিষ্ট বিজ্ঞা এক । ইহা পূর্বপক্ষ ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৭ শ্লোক । ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়-
ত্বাদিবৎ ॥

[প্রকরণভেদাৎ = উপক্রমভেদাৎ ইত্যর্থঃ ; পরোবরীয়ত্বাদিবৎ যথা পরোবরীয়ত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট-বিধানং অর্গাত্তরং জ্ঞাপয়তি তদ্বৎ] ।

(পর = জ্যেষ্ঠ ; বর = শ্রেষ্ঠ)

ভাষ্য ।—তত্রোচ্যতে, ন উদৈক্যম্, “ও”মিত্যেতদক্ষরমুদগীথ-
মুপাসীতে”-তাদগীথে প্রণবমপাস্তং প্রক্রমো “উল্লীখ্যমাজ্জহ”-রিত্তি
বচনাৎ তদবয়বভূতঃ প্রণবঃ প্রাগদৃষ্টেবিষয়ঃ ছান্দোগ্যে বিহিতঃ ।
বাক্সনেনন্তকে তু অবিশেষেণ “উদগীথেনাত্যায়াম” ইত্যুপক্রমঃ
কৃৎস্নোদগীথঃ প্রাগদৃষ্টেবিষয়ঃ । ইথং প্রক্রমভেদাদিবিদ্যাভেদ-
এব সিধ্যতি । যথোদগীথাবয়বে প্রণবে পরমাত্তাদৃষ্টবিধানাবিশেষ-
হপি বর্ণ্যময়পুরুষদৃষ্টবিধানাৎ পরোবরীয়ত্বাদি গুণবিশিষ্টবিধান-
মন্ত্যৎ ॥

অন্তার্থঃ— উক্ত পূর্বপক্ষের উক্তরে শ্লোককার বর্ণিতেছেন, উক্ত উভয়
উপনিষদুক্ত বিজ্ঞার একই বর্ণা বাইতে পারে না ; কারণ ছান্দোগ্যে ক্রতি
উদগীথোপাসনা বর্ণনে “ও” এই একমাত্র বর্ণকে (বাহা সম্পূর্ণ উদগীথের
একাংশমাত্র, তারাকে) উদগীথজ্ঞানে উপাসনা করিবে” এইরূপ ক্রম
বলিয়া “দেবতারা উদগীথ অনুগান করিলেন” এইরূপ উক্তি আছে ।
এতদ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, ছান্দোগ্যে উদগীথের অসমাজ ও কারকেই
প্রাপদৃষ্টিতে উপাসনার বিবরণ বলিয়া বিদ্যুত হইয়াছে । পরন্তু বাক্সনের

কতিতে কোন বিশেষ অবয়বের উদ্দেশ্য না করিয়া সাধারণভাবে “উদগীথ উপাসনাব্যায়ামা আমরা জয় লাভ করিব” এই প্রারম্ভবাক্যে সমস্ত উদগীথই প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনার বিষয় বলিয়া অবধারণিত হয় । আরম্ভবাক্যে এই প্রকার ভেদভেদে বিচার ভেদই সিদ্ধ হয় । যেমন উদগীথংশ প্রথমে পরমাত্মার ধ্যানবিষয়ক উপদেশ এক হইলেও, এক ছান্দোগ্যেই পরমাত্মার হিরণ্যময়পুরুষরূপে ধ্যান হইতে পরবরীয়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট পুরুষরূপে ধ্যান বিভিন্ন, তদ্রূপ বাজসনেয় শ্রুতাক্ত উদগীথোপাসনাপ্রণালী এবং ছান্দোগ্যাক্ত উদগীথোপাসনাপ্রণালীও বিভিন্ন । (এইরূপে ছান্দোগ্যের প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ড ও ষষ্ঠখণ্ড পৃষ্ঠা ৩১-৩২-এ, এই বিচার বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে) ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৮ হ্রএ । সংজ্ঞাতঃ চৈ৩, তত্কৃতমস্তি তু তদপি ॥

ভাষ্য ।—সংজ্ঞাতো বিদ্যেকামিতি চেত্তজ্জাঃ দুর্বলত্বং “ন বা প্রকরণভেদাদি”-তানেনোক্তং, সংজ্ঞেকত্বং তু বিধেয়ভেদেহ-
পাস্তি । যথাগ্নিহোত্রসংজ্ঞা নিত্যা গ্নিহোত্রে কুণ্ডপায়িনাময়
নগ্নিহোত্রে চ ।

অন্তার্থঃ—যদি উদগীথ, এই নাম উভয় স্থলেই এক বস্তু, বিচারও একত্ব বল, তবে ইহা অতি দুর্বল যুক্তি, তাহা পূর্বস্থিত উল্লিখিত বিচারেই প্রদর্শিত হইয়াছে । এক সংজ্ঞা হইলেও যে বিধেয়ের ভেদ হয়, তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই । যথা—“অগ্নিহোত্র” সংজ্ঞা নিত্যা অগ্নিহোত্রেরও আছে, এবং কুণ্ডপায়িনামক অগ্নিহোত্রেরও আছে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৯ হ্রএ । ব্যাপ্তেচ্চ সমজসম ॥

[ব্যাপ্তেচ্চ = প্রণবস্ত সর্বত্র ব্যাপকত্বাৎ, সর্বত্র সমজসম ।]

ভাষ্য ।—ছান্দোগ্যে সর্ববাসুদগীথবিদ্যায় প্রথমং প্রস্তুতত্ব

প্রণবস্তোপাস্ত্বেন ব্যাপ্তে: “উদগীথমাজহুরি”-তি মধ্যগতস্তো-
দগীথশব্দস্তাপি প্রণববিষয়ত্বং সমঞ্জসম্ । ছান্দোগ্যে উদগীথাবয়বঃ
প্রণবঃ, বাজসনেয়কে কৃৎস্নোদগীথঃ প্রাণদৃষ্টোপাস্ত ইতি
বিদ্যাভেদঃ ।

অন্তার্থঃ—ছান্দোগ্যে বহুবিধ উদগীথ-উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তৎসম-
স্তের মধ্যেই প্রথমোক্ত প্রণবোপাসনার ব্যাপ্তি আছে ; অতএব “উদগীথ
অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন” এই বাক্যের মধ্যগত “উদগীথ” শব্দে প্রণবই
বুঝায় বলিলে, পূর্বাগত বাক্যের সামঞ্জস্য হয় । ছান্দোগ্যে উদগীথের অংশ
প্রণব ; এবং বাজসনেয়ে সমগ্র উদগীথই প্রাণকল্পনায় উপাস্ত । অতএব
উভয়োক্ত উপাসনাপ্রণালী ভিন্ন এক নহে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১০ শ্লোকঃ সর্ববাস্তুভেদাদন্যতমে ॥

ভাষ্য ।—ছান্দোগ্যে বাজসনেয়কে চ প্রাণসংবাদে জ্যৈষ্ঠা-
শ্রৈষ্ঠাশ্রুণোপেতঃ প্রাণ উপাস্ততয়া বাগাদয়ো বশিষ্ঠাদিশ্রুণক-
উক্তাঃ । তে চ শ্রুণাঃ প্রাণে সমপিতাঃ । কৌষীতকীপ্রাণ-
সংবাদে বাগাদীনাং শ্রুণা উক্তাঃ, ন তু প্রাণে সমপিতাঃ ।
তজ্জোচ্যতে । অতএব কৌষীতকীপ্রাণসংবাদেপি প্রাণসম্বন্ধিভেদ-
তে উপাদেয়াঃ, জ্যৈষ্ঠাশ্রৈষ্ঠানিমিত্তস্ত বাগাদীনাং প্রাণায়ত্ত্বাভেদঃ
সর্বদৈত্রিকাৎ ।

অন্তার্থঃ—ছান্দোগ্যে এবং বাজসনেয় উভয়শ্রুতিতে প্রাণোপাসনারবিধ-
সকল সংবাদে প্রাণকেই জ্যৈষ্ঠ ও শ্রৈষ্ঠ শ্রুণবিশিষ্টরূপে উপাস্ত বলিয়া
বুঝা হইয়াছে, এবং বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বশিষ্ঠাদি শ্রুণ উক্ত হইয়াছে ।
তৎসমস্ত শ্রুণই প্রাণেও সমপিত হইয়াছে । পরন্তু কৌষীতকী উপনিষদে
প্রাণসংবাদে কথিত শ্রুণসকল বাগাদির সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রাণে

তৎসমস্ত সন্নিপিত হয় নাই । তৎসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন :—“অন্যত্র”
অর্থাৎ কোমীতকী উপনিষদ্রুক্ত প্রাণসংবাদেও “ইমে” এই সকল বশিষ্ঠাদি
গুণ প্রাণসম্বন্ধেও গ্রহণীয় ; কারণ উক্ত সকলক্রটিতেই প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব
ও শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত আছে, এবং বাগাদির প্রাণাধীনত্ব সর্বত্রই প্রতিভে কীৰ্ত্তিত
হইয়াছে ।

(একণে সূত্রকার উপাংশ ব্রহ্মের স্বরূপনিষ্ঠগুণসকল যাহা সর্ববিধ
ব্রহ্মোপাসনার গ্রহণীয় বলিয়া এম স্থজে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে
উপদেশ করিতেছেন) :—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১১ সূত্র । আনন্দ মঃ প্রধানম্ ।

ভাষ্য ।—সর্বত্র গুণিনোহভেদানন্দাদয়ো গুণাঃ পরবিজ্ঞাসু-
পসংহরিতাঃ ।

অন্তর্থাৎ—বিশেষ্য (গুণী) ব্রহ্মের সর্বায়কত্ব ও আনন্দময়ত্বাদি
বিশেষণ (গুণ) সর্বত্রই পরব্রহ্মোপাসনার সংযোজিত করিতে হইবে ।
আনন্দাদি গুণ যথা :—আনন্দরূপত্ব, বিজ্ঞানঘনত্ব, সংস্কারত্ব, সর্ব-
স্বকত্ব ইত্যাদি) ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১২ সূত্র । প্রিয়শিরস্ত্রাদ্যপ্রাপ্তিপচর্যাপচর্যৌ
হি ভেদে ॥

ভাষ্য ।—পরস্বরূপগুণপ্রাপ্তৌ প্রিয়শিরস্ত্রাদীনাং প্রাপ্তিস্ত
নেম্যাতে, শির আদ্যবস্তুভেদে সাত ব্রহ্মগুণাপচর্যাপচর্যপ্রসঙ্গাৎ ।

অন্তর্থাৎ—কিছু তৈজস্রীর উপনিষদে “তত্ত্ব প্রিয়মেব শিরঃ” ইত্যাদি
বাক্যে যে প্রিয়শিরস্ত্রাদি-গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মোপা-
সনার সর্বত্র যোজ্যতা নহে ; কারণ শিরঃ প্রভৃতি অবয়বভেদে সেই সকল
গুণের উপচর অপচর (হ্রাস, বৃদ্ধি) দ্বারা ব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধির আশঙ্ক হয় ।

৩৪ অঃ ৩য় পাদ ১৩ হুক্ত । ইত্যনুত্বসামান্যং ।

ভাষ্য ।—আনন্দাদয়স্ত গুণা গুণিনঃ সর্ববৈত্রিকাত্মসংস্থিতঃ ।

অর্থঃ—প্রিয়শিরসাদিগুণ ব্রহ্মোপাসনার সর্বত্র সংযোজিত না হইলেও, আনন্দাদিগুণ ব্রহ্মে নিত্যই আছে ; উক্ত গুণসকল সর্বত্রই প্রতিতে তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার এই সকল গুণ সর্বত্রই গ্রাহ্যীয় ।

৩৪ অঃ ৩য় পাদ ১৪ হুক্ত । আধ্যানায় প্রয়োজনাত্মবাৎ ।

ভাষ্য ।—“তস্য প্রিয়মেন শিরঃ” ইত্যাদ্যভিধানস্ত অনুচিন্ত্য-
নার্থমিতরপ্রয়োজনাত্মবাৎ ।

অর্থঃ—“প্রিয়ই ইহার শিরঃ” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মে যে প্রিয়শির-
সাদি উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল তাঁহার ধ্যানের স্থিরতা সাধনের
নিমিত্ত ; তৎসকলের অত্র কোন প্রয়োজন নাই (এই সকল তাঁহার স্ব-
গত গুণ নহে) ।

৩৪ অঃ ৩য় পাদ ১৫ হুক্ত । আত্মশব্দাচ্চ ।

ভাষ্য ।—“অন্তোহস্তর আত্মা” ইত্যাত্মনঃ শিরঃ পক্ষাদা-
নুভবাৎ তদনুধানে তদভিধানম্ ।

অর্থঃ—চৈতন্যের প্রতি প্রিয়শিরসাদি বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন
“অন্তোহস্তর আত্মা” (চৈতন্যের উপনিষৎ বিতায়বলী দ্রষ্টব্য) । এতদ্বারা
শিরঃ পক্ষ ইত্যাদি আত্মার স্বরূপতা না থাকে প্রতিপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং
এই সকল বিশেষণ কেবল ধ্যানের আত্মকূপের নিমিত্ত বর্ণিতে হইবে ।

৩৪ অঃ ৩য় পাদ ১৬ হুক্ত । আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ।

ভাষ্য ।—“অন্তোহস্তর আত্মা” ইত্যেবাত্মশব্দেন পরমাঙ্গন-
এব গ্রহণঃ, যথা “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ”

ইত্যাত্মশব্দেন পরমাত্মন এর গ্রহণম্, তৎৎ । “সৌহকাময়ত
বহু শ্রামি”—ত্যানন্দময়বিষয়াত্মত্বরবাক্যাদপি তদগ্ৰহণম্ ।

অত্রার্থঃ—তৈত্তিরীয় শ্রুতির “অত্ৰোহস্তর আত্মা” এই বাক্যোক্ত
“আত্মা” শব্দ পরমাত্ম-বোধক ; যেমন ঐতরেয় শ্রুত্যুক্ত “আত্মা বা ইদমেক
এবাগ্র আসীৎ” বাক্যে আত্মা শব্দ পরমাত্ম-বোধক, তদ্রূপ পূর্বোক্ত
তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্যেও “আত্মা” শব্দ পরমাত্ম-বোধক ; কারণ তৈত্তিরীয়
শ্রুতি বাক্যশেষে বলিয়াছেন “সৌহকাময়ত বহু শ্রামি” ; আনন্দময়-
বিষয়ক এই শেধোক্ত বাক্যদ্বারা পূর্বোক্ত “আত্মা” শব্দ যে পরমাত্ম-
বাচক, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৭ সূত্র । অহমাদিহি চেৎ শ্রাদবধারণাৎ ।

ভাষ্যঃ—পূর্বব্রাহ্মণানি প্রাণাদীবাঙ্গশব্দাশ্রয়দর্শনাদ্ “আত্মা-
হননময়”—ইত্যাত্মশব্দেন পরমাত্মনোঃপরিগ্রহ ইতি চেৎ, শ্রাদেব
এন শব্দেন তৎপরিগ্রহঃ, পূর্বব্রাহ্মণি পরমাত্মবুদ্ধ্যেবানাত্মনি
প্রাণাদীবাঙ্গশব্দাশ্রয়নিশ্চয়াৎ ।

অত্রার্থঃ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উপদিষ্ট প্রাণময়াদি আত্মা ব্রহ্মণোহন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ; তৎপরে ক্রমে এত সঙ্কে যখন
আনন্দময় আত্মাবও উক্তি আছে, তখন আনন্দময় আত্মাশব্দও পরমাত্মা-
বাচক বলিয়া উপপন্ন হয় না ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্কত নহে ;
আনন্দময়াত্মশব্দে পরমাত্মাই গ্রহণীয় ; প্রাণময়াদি স্থলেও প্রাণাদি অনাত্মা-
পদার্থে পরমাত্মবুদ্ধিতেই “আত্মা” শব্দ অধিত হইয়াছে । (শ্রুতি প্রথমই
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম্” ইত্যাদি বাক্যে
পরমাত্মাবর্ণনা করিয়াছেন, তৎপরে প্রাণময়াদি আত্মাশব্দে সেই পরমাত্মা-
শব্দই অধিত হইয়াছে বুদ্ধিতে হইবে) ।

(একগুণে হৃদয়কার বিজ্ঞাবিষয়ক অপরাপর জিজ্ঞাস্ত বিবরণকল মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন) :—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৮ হৃদ্র । কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥

[কার্য্যাখ্যানাৎ, আচমনস্ত সাধারণকার্য্যত্বেন স্মৃত্যাদৌ কথনাৎ, “অশিষ্যন্নাতামেৎ” ইত্যাদি বাজসনেয়বাক্যে আচমনীয়ান্ন অঙ্গু বাসো দর্শনাৎ এব বিধীয়তে ; যতঃ তদেব অপূর্ব্বং পূর্বাশ্রয়ম্ ইত্যর্থঃ] ।

ভাষ্য ।—“অশিষ্যন্নাতামেদশিত্বা চাচামেদেতমেব তদনমনয়্যং কুরুতে”—ত্যাদিনাঃপাঃ প্রাণবাসত্বাধ্যানমপ্রাপ্তং বিধীয়তে, স্মৃত্যা-চারপ্রাপ্তস্তাচমনস্ত তু তত্রাঃবাদমাত্রত্বাৎ ॥

অন্তার্থঃ—বাজসনেয় প্রতিতে প্রাণবিদ্যাবর্ণনে এইরূপ বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা :—“আহার করিবার পূর্বে আচমন করিবে, আহার করিয়া আচমন করিবে ; এই আচমন প্রাণকে অনন্য (অর্থাৎ আচ্ছাদিত) করে, এইরূপ জ্ঞান করিবে” । এইস্থলে জিজ্ঞাস্ত এই, উক্ত বাক্যে কোন্‌ বিধি-বিধি, আচমনটিই বিশেষবিধি, অথবা ক্ষলকে প্রাণের আবরকস্বরূপ ধ্যানই বিশেষবিধি, অথবা উভয়ই বিশেষবিধি ? তদ্বিশয়ে হৃদয়কার বলিতেছেন, জ্ঞানকে প্রাণের আবরকস্বরূপ ধ্যানট প্রাণবিদ্যার বিশেষ-বিধি, ইহা অপর বিজ্ঞার অঙ্গীভূত নহে ; কারণ এই ধ্যানই এই স্থলে “অপূর্ব্ব” (অজ্ঞাত উপাসনায় উক্ত না হইয়া, এই উপাসনায় বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে) । আচমন কার্য্য সর্ব্বত্র সাধারণরূপে স্মৃতি প্রভৃতিতেও উক্ত হইয়াছে ; তাহারই অনুবাদ করিয়া প্রাণবিদ্যারও আচমনের উল্লেখ করা হইয়াছে । পরন্তু তাহা প্রাণবিদ্যার বিশেষবিধি নহে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৯ হৃদ্র । সমান এবং চাত্তেদাৎ ॥

ভাষ্য ।—বাজসনেয়িশাখায়াঃ “সত্যং ত্রৈলোক্যুপাসীতে”—ভ্যারভ্য

“আত্মানুপাসীত মনোময়মি”-তাদি । অগ্নিরহস্যে “মনোময়োহয়ং পুরুষ”-ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে চ শাণ্ডিল্যবিদ্যাহ্মরা, সা চ যথাহ-
নেকশাখাসু বেদৈক্যাবিদ্যৈক্যং, তথৈকশ্রামণ্যৈকৈব বিদ্যৈক্যাদ্
গুণোপসংহারঃ ।

অন্তার্থঃ—বাক্সনের শাখার (বৃহদারণ্যকে) ‘ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপে উপাসনা করিবে’ বাক্যারম্ভে এইরূপ বলিয়া, পরে বলিয়াছেন “আত্মাকে মনোময়রূপে উপাসনা করিবে” । অগ্নিরহস্যেও শাণ্ডিল্যবিদ্যাবর্ণনার বৃহদারণ্যকেও এইরূপ উক্তি আছে যে “এই আত্মা মনোময়” যেমন বিভিন্ন শাখায় বেস্তবস্ত একই, তৎসদৃশে সর্বপ্রকার উপাসনারই ঐক্য আছে, তদ্রূপ একই শাখাতে বিদ্যাও একই বলিয়া বুঝিতে হইবে ; অতএব বিদ্যার এক অঙ্গ একস্থানে উক্ত না হইয়া অন্যস্থানে উক্ত হইলে, সেই অন্তর্ভুক্তস্থানেও ঐ অঙ্গ ঘোষণা করিতে হইবে । (বৃহদারণ্যক ইম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৩য় অঃ ৩য় পাদ : ৩ সূত্র । সম্বন্ধাদে মন্যত্রাপি ॥

ভাষ্য ।--যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যৈকং তৎসম্বন্ধাদ্ গুণোপসংহার এবং “সত্যং ব্রহ্ম” ইত্যুপক্রমাদেকবিদ্যাসম্বন্ধাৎ, তস্তোপনিষদহমি”-ত্যাধিদৈবতঃ “তস্তোপনিষদহমিত্যাশ্রয়মিতি” শ্রুত্যাভ্যাসে নামনৌ উপসংহ্রিয়েতে ইতি পূর্ববঃ পক্ষঃ ॥

অন্তার্থঃ—শাণ্ডিল্যবিদ্যা একই । সুতরাং ঐ বিদ্যার প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকে স্থানে স্থানে যে সকল শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্বত্রই শাণ্ডিল্যবিদ্যার গ্রহণ করিতে হয় ; তদ্রূপ “সত্যং ব্রহ্ম” ইত্যাদিরূপে বৃহদারণ্যক উপদেশ আরম্ভ করিয়া “তীহার উপনিষদ্ (রহস্য) অহঃ” এইরূপ অধিদৈব এবং “তীহার উপনিষদ্ অহঃ” এইরূপে আধ্যাত্ম বর্ণনা করিয়াছেন ।

অতএব এই অধ্যায় ৩ অধিদৈব নামক দুইটি উপনিষদই (রহস্যই) অবিভাগে গ্রহণীয়, অর্থাৎ উভয় আদিত্যমণ্ডলে এবং চক্ষুর্মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা-স্থলে উক্ত উভয় রহস্য গ্রহণীয়, এইরূপ পূর্বপক্ষ হইতে পারে। (তদন্তরে সূত্রকার বলিতেছেন) :—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২১ সূত্র । ন বা বিশেষাৎ ॥

ভাষ্য ।—সিদ্ধান্তস্ত স্থানভেদাদুপসংহারো নোপপদ্যতে ইতি ॥

অন্তর্গতঃ—পক্ষঃ চক্ষুর্গতঃ সিদ্ধান্তঃ এই যে, স্বাক্ষরমণ্ডল এবং আক্ষর-মণ্ডল উভয়কে স্থান করিবার উপদেশ আছে, তাহার পক্ষপাত ভিন্ন হইলে, উক্ত প্রকার উভয় রহস্য একই স্থানে যোজনা করিতে হইবে না।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২২ সূত্র । দর্শনমিত্যেতি ॥

ভাষ্য ।—“তৈত্তিরীয়ং তদৈব রূপং যদযুযাঃ সূক্ষ্মমি” ইত্যাদি-
শ্রুতিসিদ্ধান্তাদিত্যস্তয়োস্তু নোপসংহারো নোপপদ্যতে ইতি ॥

অন্তর্গতঃ—“সেই প্রকারে যুক্তিযুক্ত বস্তুকে দেখা, এবং পূর্বোক্ত পূর্বোক্ত ইত্যাদি বাক্যে প্রমাণিত আদিত্যপুস্তককে প্রমাণিত দেখা চাক্ষুরপুস্তকের কেবল অর্থাৎ প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া চাক্ষুরপুস্তক ও আদিত্যপুস্তকের সম্বন্ধে উক্ত প্রমাণকে যে উভয় স্থানে গ্রহণ করিতে হইবে না, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব উভয়বিধ ধর্ম প্রত্যেকস্থানে প্রাপ্য নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৩ সূত্র । সম্ভৃতিদ্ব্যব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ।

ভাষ্য ।—“ব্রহ্মজ্যোষ্ঠা বীৰ্য্যাঃ সম্ভৃতানি ব্রহ্মাণে জ্যোষ্ঠং দিবসাকৃতানি”—ত্যাদিনা তৈত্তিরীয়কবিহিতানাং সম্ভৃতিজ্যোষ্ঠা বীৰ্য্যা সম্ভৃতানি চ দ্ব্যব্যাপ্তিপ্ৰভুক্তীনাং গুণানামপি স্থানভেদাদেব বিদ্যাস্তরে নোপসংহারঃ ।

অন্তর্গতঃ—তৈত্তিরীয় রাণায়নীয় শাখার খিলবাক্যে (অর্থাৎ বাহ্য

বিধিও নহে, নিবেদনও নহে, তাহাতে) উক্ত আছে যে “ব্রহ্মের সম্ভূতি (আকাশাদির ধারণ ও পোষণ) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শক্তিসকল আছে, দেবতাদিগের সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম এই পূর্বসৃষ্ট আকাশ ব্যাপিনী ছিলেন”। এই স্থলে যে সম্ভূতি ও দ্ব্যবাপ্তি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাও উপাসনা ও উপাসিতদেহত্ব পৃথক্বিছা বলিয়া গণ্য, তাহা সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। যেহেতু পূর্ব সৃষ্টোক্ত রহস্যদ্বয় সর্বত্র প্রযোজ্য নহে, ইহাও তদঙ্গ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৪ স্তত্র । পুষ্করবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনা-
দ্বিতীয়াঃ ।

[illegible]

‘জ্ঞান’—‘পুরুষই বস্তু’ ইত্যাদি—এই জ্ঞানগো এবং সেই জ্ঞানবন পুরুষের আনন্দি যজ্ঞের বস্তুমান এবং শুদ্ধাঙ্গ পদার্থ। ইত্যাদি।
যাক ‘প্রাণেরায়শক্তি’ পুরুষবিঃ বর্ণিত হইয়াছে, ‘স্বাধো’ এক শক্তি (জ্ঞানগো)। ইহান যে চৈতন্যবিশেষ আশুঃ, ইহা ‘বস্তু’ স্বয়ং
ইত্যাদি ব্যাখ্যা যে যজ্ঞাক্রমক। উপনিষদ হইয়াছে ‘শাল, এবং ঐ
‘বস্তু’র ফল প্রভাতি বিষয় অন্ত (তৈত্তিরীয়া) শ্রুতিতে অন্ত প্রকারে
উপনিষ্ট হওয়াতে, বিজ্ঞার (উপাসনাপ্রণালীরই) ভেদ বুঝিতে হইবে।
অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদক পুরুষোপাসনার ছানোগ্যকথিত বিজ্ঞাক্রমক
যোজনীয় নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৫ সূত্র । বেদাদ্যর্থভেদাৎ ।

ভাষ্য ।—“সর্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধো”-ত্যাди मन्त्राणां

“দেব ই বৈ সত্রং নিষেছুরি”-ত্যাদিনোক্তানাং বাগাদিকর্ম্মণাং চ
ন বিজ্ঞায়ামুপসংহারঃ । কুতঃ ? বেদাদীনামর্থানাং বিজ্ঞাভিন্নত্বাৎ ।

অস্যার্থঃ—“আমাদের শত্রুসকলেব সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ কর, তাহাদের হৃদয়
বিদীর্ণ কর” এই সকল মন্ত্র, যাহা অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদেব প্রাবল্লে উক্ত
হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্র এবং “দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন” ইত্যাদি-
বাক্যে, যে বাগাদি যজ্ঞকর্ম্মের উল্লেখ আছে, তৎসমস্ত উক্ত উপনিষদেব ক্রি-
ত উপাসনার অঙ্গ নহে । তাবৎ, শবীর বিদীর্ণ করা হৃদয় বিদীর্ণ করা প্রভৃতি
প্রয়োজন উপাসনা হইতে মন্ত্রের সহিত পৃথক কোন বিষয় নাই ।

৩৯ অঃ পাদ ১, ২, ৩, ৪ । তানী উপনিষদশেষেবাহ্যে কৃশা-
চ্ছন্দস্ব্যাপগানবৎ কল্পিতম্

ভাষ্য ।—“ঋদ ঋদান পুণ্যপাপ বিধানং” ইতিশ্রুতি-
প্রোক্তানাং পুণ্যপাপবিমাচনাত্মিকাযাং হানৌ “তস্মৈ পুত্রা দায
ক্লমপশ্মি, তুহুদঃ সাধুকৃতঃ । দিবস্তঃ পাপকৃত্যামি”-তি বিবর্ত্তা হ্র-
পুণ্যপাপগতগতুতমুপায়নমপাস হ্রিয়তে । কুতঃ ? শাস্ত্রোক্তবায়ো-
পায়নশেষে দ্যুতানিশদশেষত্বাৎ । যথা “কৃশা দ্যুতশ্চ” ইতি
কৃশানাং বানস্পত্যস্বপ্রকাশকবাক্যে শেষতা-“মৌদ্রস্বনা” ইতি
বাক্যং ভজতে । যথা চ “ছন্দোভিঃ স্তবীতে”-তি বাক্যশেষতাং
“দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বাণী”-তি বাক্যং ভজতে । যথা চ “হিরণ্যেন
ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোভী”-তি বাক্যশেষতাং “সময়াধ্যুষিতে
সূর্যো” ইতি বাক্যং গচ্ছতি । যথা চ “ঋত্বিজ উপগায়তী”-তি
অন্ত “নাঋয়ুরুপগায়তী”-তি শেষতামাপদ্যতে । “অপি বাক্য-
শেষবাদম্বাষাৎ বিকল্পস্তে”-ত্যাভ্যন্তং জৈমিনিরাহপি ।

অস্যার্থঃ— অথর্ববেদীয় উপনিষদে উক্ত আছে যে “ব্রহ্মোপাসনাপর পুরুষ দেহত্যাগ করিয়া পুণ্যাপাপ উভয়কে বিধ্বন করিয়া (ঝাড়িয়া ফেলিয়া) সর্ববিধ দোষমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত সমতাপ্রাপ্ত হইবেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে পুণ্যাপাপের পরিত্যাগ বর্ণনা আছে । “তঁহার পুত্রগণ তঁহার বিত্ত গ্রহণ করে, সুহৃদগণ পুণ্য গ্রহণ করে, শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে” ইত্যাদি শাট্যায়নশাখাপ্রোক্ত বাক্যে যে বিদ্বান্ পুরুষের পুণ্যাপাপ গ্রহণ করারূপ উপায়নের (পরকর্তৃক গ্রহণের) উল্লেখ আছে, সেই সকল উপায়নবাক্যকে পূর্বোক্ত পুণ্যাপাপের “হানি” (পরিত্যাগ) বিষয়ক বাক্যের সহিত যোজিত করিতে হইবে, (অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ এই পরিত্যাগ করিলে, তঁহার পাপপুণ্য পরিত্যক্ত হয়, এইমাত্র অথর্ববেদীয় শ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও, অপর শ্রুতিতে যে মিত্র ও শত্রুগণের পুণ্যাপাপ গ্রহণ করা উল্লেখ আছে, সেই ফলও অথর্ববেদীয় উপাসকের সম্বন্ধে ঘটে বলা হইবে) । কারণ, শাট্যায়নশ্রুতিতে উক্ত “উপায়ন” শব্দ “হানি” শব্দের অঙ্গীভূত ; ঐ “উপায়ন” শব্দ “হানি” বিষয়ক বাক্যের শেষাংশস্বরূপ । (বিদ্যা ভিন্ন হইলেও, ফলের একরূপত্ব হইতে কোন বাধা নাই) । ইহার দৃষ্টান্তও আছে, যথা, “কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগান”স্থলে এক শ্রুতির উপদেশ অত্র শ্রুতিতে প্রযোজ্য । কৌষীতকী শ্রুতিতে উক্ত আছে যে “হে কুশসকল, তোমরা বনস্পতি,” কিন্তু কুরুষ বনস্পতি, তাহার উল্লেখ নাই ; কিন্তু শাট্যায়নশাখায় উক্ত আছে “ঔত্বরাঃ কুশাঃ” (কুশসকল ঔত্বরকাষ্ঠনির্মিত) ; ইহা ভিন্নশ্রুতিতে উল্লিখিত হইলেও, তাহা অপর স্থানেও গ্রহণীয় । (উদগাতা স্তোত্র গান করে, অপরে “কুশা” অর্থাৎ কাষ্ঠশলাকা দ্বারা তাহার সংখ্যা গণনা করে ; এই “কুশা” সাধারণতঃ কাষ্ঠনির্মিত বলিয়া অনেক শ্রুতিতেই উল্লেখ আছে, কিন্তু শাট্যায়নীতে ইহা ঔত্বরকাষ্ঠের শলাকা বলিয়া উল্লেখ থাকায়, তাহাই

সর্বত্র গৃহীত হয়)। এইরূপ “ছন্দ দ্বারা স্তব করিবে” বাক্যে কোন্ ছন্দ তাহার উল্লেখ হয় নাই ; কিন্তু অত্র “দেবচ্ছন্দ” এই বাক্যের দ্বারা দেবচ্ছন্দই পূর্বোক্ত বাক্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। অপরন্ত “হিরণ্যদ্বারা ষোড়শিনামক যজ্ঞপাত্রের স্তুতি করিবার” বিধান আছে, কিন্তু কোন্ সময় করিবে, তাহার উল্লেখ নাই ; অপর ঋতিতে “সূর্য্য উদিত হইলে ষোড়শি স্তব করিবে” বলা আছে ; এই শেষোক্ত ঋতিও প্রথমোক্ত ঋতির অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হয়। এইরূপ “ঋত্বিক্ উপগান করিবে” কিন্তু কোন ঋত্বিক্, তাহার উল্লেখ নাই ; অত্র উল্লেখ আছে “অধ্বর্যু গান করিবে না” ; এই শেষ বাক্য পূর্ববাক্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হয়, অর্থাৎ অধ্বর্যু ভিন্ন অপর ঋত্বিক্ উপগান করিবে। জৈমিনিও এইরূপই বলিয়াছেন যথা :—“অপি তু বাক্যশেষত্বাৎ” ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৭ সূত্র। সাম্পরায়ে, তর্ভব্যাত্মবাস্তবতা হন্তে ।

ভাষ্য।—শরীরাদুৎক্রমণবেলায়াং নিঃশেষতয়া পাপপুণ্যহানিঃ কৃতঃ ? শরীরবিয়োগাৎ পশ্চাত্তাত্ত্বাৎ তর্ভব্যভোগাত্মকত্বাৎ । এব-
মেবান্তেহধীর্যন্তে “অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত এষ
সম্প্রসাদোহিচ্ছরীরাত্ সমুথায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন
রূপেণাভিনিস্পদ্যতে” ইত্যাদি । এবং সতি দেহবিয়োগসময়ে
জাতে এব কস্মিন্ময়ো “বিরজাং নদীং তাং মনসাহত্যোতি তৎ
স্বকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে” ইতি নদীতরণাস্তরং পঠ্যতে ।

অন্তার্থঃ—কেহ কেহ বলেন যে, দেহপরিত্যাগকালেই নিঃশেষরূপে
পাপপুণ্য পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহা শত্রু ও মিত্রকর্তৃক গৃহীত হয় ; কারণ
শরীরবিয়োগের পর উক্ত পাপপুণ্যের দ্বারা প্রাপ্তব্য কোনপ্রকার ভোগ
নাই ; এবং তাঁহারা এই মতের পোষকে কোন কোন ঋতিও উল্লেখ

করেন ; যথা,—“শরীর পরিত্যাগ হইলে প্রিয়প্রিয় কিছু তাহাকে স্পর্শ করে না, সেই প্রসন্নচিত্ত পুরুষ এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পরমজ্যোতিরূপ লাভ করতঃ স্বীয় নির্মল ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইলেন” ইত্যাদি । অতএব ইহা দ্বারা দেখা যায় যে, দেহবিরোগ সময় উপস্থিত হইলেই কৰ্ম্মক্ষয় হয় । (পরন্তু তিনি মনের দ্বারা বিরজা নদী পার হইলেন, তাঁহার স্মৃকৃত দৃকৃত তৎকর্তৃক বিধূনিত হয়” ইত্যাদি কোবীতকী শ্রুতি-বাক্যে তাহা বিরজানদীতরণান্তরই হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে) ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৮ সূত্র । ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ।

ভাষ্য ।—বিদুষঃ পুণ্যং পাপঞ্চ ক্রমাৎ স্তম্ভদুর্হাচ্চ ছন্দতঃ প্রাপ্নোত্যেবমুভয়াবিরোধো ভবতি ।

অন্তার্থঃ—“যে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসকের শুভ সঙ্কল্প করে, সে তাঁহার পুণ্য প্রাপ্ত হয় ; যে অন্তঃসঙ্কল্প করে, সে তাঁহার পাপ প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, আপন আপন ছন্দ (অর্থাৎ শুভাশুভ সঙ্কল্প) অনুসারে মিত্র ও শত্রুগণ তাঁহার পুণ্য ও পাপের ভাগী হয় । সুতরাং পাপপুণ্য কে পাইবে, তৎসম্বন্ধে কোন বিরোধ হয় না । পূর্বোক্ত বিষয়ে শ্রুতি যথা :—“যদা হি যঃ কশ্চিদুৎকৃতিবিদুষঃ শুভং সঙ্কল্পয়তি স হি তেনৈব নিমিত্তেন বিদুষঃ পুণ্যমাদত্তে । যন্ত কশ্চিদুৎকৃতিবিদুষোহহিতং সঙ্কল্পয়তি, স হি তেনৈব নিমিত্তেন বিদুষঃ পাপমাদত্তে ।”

পরন্তু এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপও হইতে পারে, যথা :—“অশরীরং বাব” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কেবল শব্দের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তাহার অভিপ্রায় যথার্থরূপে গ্রহণ করিলে, পূর্বোক্ত উভয় শ্রুতির মধ্যে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না । দেহান্তে পুণ্যপাপ ধোত হয় সত্য ; কিন্তু তাহা দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে বিরজানদী উত্তীর্ণ হওয়া কালীন হয় ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৯ সূত্র । গতেরর্থবদ্ধমুভয়থাহন্থথা হি বিরোধঃ ।

ভাষ্য ।—স্বকৃতদুষ্কৃতয়োরাবিশেষতয়া নিবৃত্ত্যা গতেরর্থবদ্ধং,
যদি স্বকৃতমনুবর্ত্তেত তদা তৎফলভোগানন্তরং আবৃত্তিঃ স্তাৎ ।
এবং সত্যানাবৃত্তিশ্রুতিবিরোধো ভবেৎ ।

অন্তার্থঃ—স্বকৃতি এবং দুষ্কৃতি উভয়ের অবিশেষভাবে নিবৃত্তি হইলেই
ব্রহ্মোপাসকের সম্বন্ধে যে “দেবযানগতির” উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সার্থক
হয় ; উভয় পাপপুণ্য ক্ষয় না হইয়া একটি মাত্র (পাপ) ক্ষয় হয় এবং
পুণ্য অনুগমন করে বলিলে, সেই পুণ্যভোগের পর পুনরায় সংসারাবৃত্তি
হয় বলিতে হয় । তাহা হইলে মনাবৃত্তিবিষয়ক শ্রুতির বাধ ঘটে ।

(শাক্তরভাষ্যে এই সূত্রের অর্থ অন্তরূপ করা হইয়াছে ; যথা, ব্রহ্মজ
পুরুষের সম্বন্ধে যে দেবযানপথে গতির উল্লেখ আছে, তাহা সকলের পক্ষে
নহে ; কাহার হয়, কাহার হয় না ; এইরূপ সিদ্ধান্তেই শ্রুতিবাক্য-
সকলের বিরোধ তজন হয় ; এই সিদ্ধান্তসম্বন্ধে বিচার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে
করা যাইবে) । ৬

এই সূত্রের এইরূপও অর্থ হইতে পারে, যথা :—(শরীরপরিভ্যাগ ও
“গতি” বাহ্যিক শ্রুতিতে প্রমাণ বলিয়া প্রাসঙ্গ আছে, তাহা পুণ্যপাপ-
পরিভ্যাগ ও বিরজাগমন এই উভয়পক্ষ স্থির রাখিলেই সার্থক হয় ;
নতুবা দেহভ্যাগমাত্রই তৎক্ষণাৎ পুণ্যপাপ পরিভ্যক্ত হয় বলিলে, শ্রুতি-
দ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; পরস্তু শ্রুতিবিরোধ একদা অসম্ভব ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩০ সূত্র । উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলক্ষ্যৈর্লোকবৎ ।

ভাষ্য ।—ব্রহ্মোপাসকশ্চ শরীরবিয়োগকালে সর্ববর্ষক্ষয়ে-
হপি পশ্চা উপপন্নঃ । কুতঃ ? “পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্নেহ
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স তত্র পর্যোতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ”

ইত্যাদিষু দেহাদিসম্বন্ধলক্ষণার্থোপলব্ধেঃ । যথা ভূপসেবকস্ত
তোমার্থসিদ্ধিস্তদং । স স্থলশরীরসর্বকর্মক্ষয়েহপি বিদ্যাপ্রভাবা-
দ্বিশিষ্টস্থানগমনার্থং সূক্ষ্মশরীরমনুবর্ততে তদ্বিযোগানন্তরং যুক্তং,
শ্রুতিপ্রোক্তং রূপং বিদ্বান্ প্রাপ্য ব্রহ্মভাবাপন্নো ভবতীতি ভাবঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—ব্রহ্মোপাসকের শরীরবিয়োগকালে সর্ববিধ কর্ম ক্ষয়
হইলেও, তাঁহার দেবযানপন্থা-প্রাপ্তি সিদ্ধ আছে । কারণ, শ্রুতি
বলিয়াছেন “পরম জ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বীয় নির্মলরূপে প্রতিভাত
হয়েন, তিনি যথেষ্টাক্রমে গমন, ভোজন, ক্রীড়ন এবং আমোদ করিতে
পারেন” ; এই সকল বাক্যে দেহসম্বন্ধীয় ভোগের উপলব্ধি হয় ।
যেমন লোকে দৃষ্ট হয় যে, রাজসেবক রাজার ভোগ্য পদার্থসকল লাভ
করে, তদ্বৎ । স্থলশরীরের অনুরূপ সর্ববিধ কর্ম ক্ষয় হইলেও উপাসক
বিজ্ঞাপ্রভাবে উত্তম স্থানে ব্রহ্মলোকাদিতে গমনের উপযোগী সূক্ষ্মশরীর-
বিশিষ্ট হয়েন ; তদনন্তর শ্রুতিপ্রোক্ত জ্যোতিশ্বরূপসম্পন্ন হইয়া বিদ্বান্
পুরুষ ব্রহ্মভাবাপন্ন স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩১ হ্রত্ব । অনিয়মঃ সর্বেষামবিরোধঃ শব্দ-
মানাত্যাম্ ।

(শব্দ = শ্রুতি ; অনুমান = স্মৃতি) ।

ভাষ্য ।—উপকোশলবিদ্যাপঞ্চাগ্নিবিদ্যাдиষু শ্রয়মাণাগতি-
স্তদ্বিদ্যাবতামেবেতি নিয়মো ন । কিন্তু স ব্রহ্মোপাসীনানাং
সর্বেষাং যা, হি গতেঃ সর্বসাধারণস্তে সতি । “য এবমেতদ্বিদুর্ধে
চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেহর্চিবমভিসম্ভবন্তি” ।
“অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্ল যথাসা উত্তরায়ণম্ ! তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি
ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবিরোধঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—উপকোশলবিজ্ঞা, পঞ্চাশিবিজ্ঞা, ইত্যাদিতে যে গতির বিষয়
 শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তত্ত্বতুপাসকের পক্ষেই ব্যবস্থাপিত নহে ।
 সকল ব্রহ্মোপাসকের যে গতি, তাঁহাদের সম্বন্ধে সেই নিয়মই জানিতে
 হইবে । কারণ উক্ত দেবযানগতি সর্বসাধারণ ব্রহ্মোপাসকের পক্ষেই
 উক্ত হইয়াছে । যথা, শ্রুতিঃ—“যাঁহারা ইহাকে এইরূপ জানেন, এবং
 যাঁহারা অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধাসম্বিত হইয়া সত্য উপাসনা করেন,
 তাঁহারা এই অচ্চিরাদিগতি প্রাপ্ত হইবেন ।” স্মৃতিও বলিয়াছেন “অগ্নি,
 জ্যোতি, অহঃ, শুক্র, উত্তরায়ণ, যগ্নাস এই সকলের দ্বারা ব্রহ্মবিদ পুরুষ
 ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন ।” এঁরাই শ্রুতি ও স্মৃতি অবিরোধে (একবাক্যে)
 সর্ববিধ ব্রহ্মবিদ পুরুষের গতি বর্ণনা করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩২ সূত্র । যাবদধিকারমবস্থিতিরাদিকারিকাগাম্ ।

ভাষ্য ।—বশিষ্ঠাদীনাং স্বধিকারফলকশ্মবশাদ্যাবদধিকারমব-
 স্থিতিঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—(পরন্তু ব্রহ্মোপাসকের বিজ্ঞাপ্রভাবে দেহবিয়োগকালে
 সর্ববিধ কশ্মক্ষয় ও অচ্চিরাদি মার্গ অবলম্বনে বিশিষ্টস্থানপ্রাপ্তি হয় বলিয়া
 যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না ; কারণ বিজ্ঞাসম্পন্ন মহামুনি
 বশিষ্ঠাদিরও পুনর্জন্ম প্রসিদ্ধ আছে । যথা, বশিষ্ঠ ঋষির কুম্ভমধ্যে পুন-
 রায় জন্ম হওয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । তদন্তরে সূত্রকার বলিতেছেন) :—
 বশিষ্ঠাদি ঋষি বেদপ্রবর্তনাদি কশ্ম করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত
 হইয়াছিলেন ; সুতরাং তত্ত্বদধিকারের ফলভূত কশ্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত
 তাঁহারা অবস্থিতি করিয়াছিলেন । তাঁহাদিগের অধিকারপ্রদ প্রারম্ভ-
 কশ্মক্ষয়ে তাঁহারা সর্ববিধ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অচ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন । (যে কৰ্ম ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেও দেহত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে) ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র । অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্ততদ্ভাবা-
ভ্যামোপসদবন্তুত্বম্ ।

[অবরোধঃ = পরিগ্রহঃ ; সামান্ততদ্ভাবাভ্যাং = উপাস্ত-স্বরূপস্ত সৰ্ব্বাস্থ
ব্রহ্মবিদ্যাস্থ সমানত্বাং, অস্থূলত্বাদীনাং গুণানাং গুণিনঃ ব্রহ্মণঃ স্বরূপান্ত-
র্ভাবাচ্চ ।]

ভাষ্য ।—“এতদৈ তদক্ষরং গার্গী ! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি,
অস্থূলমনগুহ্মমি”-ত্যাক্ষরসম্বন্ধিনীনাং স্থূলত্বাদিধিয়াং ব্রহ্মবিদ্যাস্থ
সৰ্ব্বাস্থ পরিগ্রহঃ । কুতঃ ? সৰ্ব্বত্রাক্ষরস্ত ব্রহ্মণঃ প্রধানস্ত সমান-
ত্বাদ্গুণানাং চাস্থূলত্বাদীনাং তৎস্বরূপানুসন্ধানান্তর্ভাবাচ্চ । যথা
জামদগ্ন্যেহহীনে পুরোডাশিনীষূপযৎস্থ সামবেদপঠিতস্ত মন্ত্রস্তা-
“গ্নেৰ্বেহোত্রমি”-ত্যাদেৰ্বাজুৰ্বেদিকেন স্বরেণ প্রয়োগঃ ক্রিয়তে,
তদুক্তং “গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বাং মুখ্যেন বেদসংযোগঃ” ইতি ।

অন্তার্থঃ—বৃহদারণ্যকে উক্ত আছে, “হে গার্গী ইনিই সেই
অক্ষর পুরুষ, যাহাকে ব্রাহ্মণেরা কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, ইনি স্থূল
নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন” ; এই বাক্যে যে অক্ষরবিজ্ঞা কথিত
হইয়াছে, তদুক্ত অস্থূল, অনণু ও অহ্রস্ব গুণ অক্ষরব্রহ্মবিদ্যায় সৰ্ব্বত্রই
গ্রহণীয় ; কারণ সৰ্ব্বত্র গুণী পুরুষ অক্ষর ব্রহ্মের একত্ব থাকাতে তাঁহার
অস্থূলত্বাদি গুণচিহ্নন ও তাঁহার স্বরূপচিহ্ননের অন্তর্ভূত (উপসদবৎ =
যেমন জামদগ্ন্যযাগে পুরোডাশিনী উপসদের অন্তর্গতকালে “অগ্নেৰ্বেহোত্রঃ”
ইত্যাদি পুরোডাশ প্রদান মন্ত্রসকল সামবেদীয় মন্ত্র হইলেও, যজুৰ্বেদীয় স্বরে

তাহা অধ্বৰ্য্যকৰ্ত্তক গীত হয়, তদ্রূপ অস্থূলত্বাদিগুণ বৃহদারণ্যকে কীর্তিত হইলেও, সৰ্বত্রই অক্ষর-বিদ্যায় গ্রহণীয়)। জৈমিনি “গুণমুখ্যব্যতিক্রম” ইত্যাদি শ্বত্রে জামদগ্ন্যযাগসম্বন্ধে পূৰ্বোক্ত বিধানের মীমাংসা করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৪ শ্লোক । ইয়দামননাৎ ।

ভাষ্য ।—অস্থূলত্বাদিবিশেষিতৈরানন্দাদিভিঃ সর্বোৎকৃষ্টব্রহ্ম-
চিন্তনাক্ষেতোরিয়দা (নন্দা) দিকং সর্বত্রানুবর্তনীয়ং, প্রধানানু-
বর্ত্তিনোহপি সর্ববক্স্মত্বাদয়ঃ যত্রোক্তান্তত্বানুসন্ধেয়াঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—অস্থূলত্বাদিগুণেণ সহিত আনন্দাদি গুণও উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-
চিন্তনের নিমিত্ত সৰ্বত্র গ্রহণীয় । “সৰ্বক্স্মা, সৰ্বগন্ধঃ, সৰ্বরসঃ” ইত্যাদি
শ্রুতুক্ত গুণসকল যে বিশেষ বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই গ্রহণীয়,
অন্তত্ব নহে । যে সকল গুণবিদ্যা অক্ষর ব্রহ্মচিন্তা হয় না, কেবল সেই
সকল গুণই (অর্থাৎ অস্থূলত্ব, আনন্দময়ত্বাদি গুণই) সৰ্বত্র অক্ষরোপা-
সনায় গ্রাহ্য ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৫ শ্লোক । অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মানোহন্যথা-
ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ।

(ভূতগ্রামঃ স্বাত্মনঃ, ভূতগ্রামবতঃ প্রত্যগাত্মনঃ এব উষন্তপ্রশ্নোত্তরে
অন্তরা সৰ্বাস্তরত্বং, অন্যথা ভেদানুপপত্তিঃ প্রতিবচনস্ত বিভিন্নত্বং নোপ-
পত্ততে ; ইতি চেন্ন, তত্র পরমাশ্বনঃ এব সৰ্বাস্তরত্বং উপদিষ্টং ; উপদেশা-
স্তরবৎ সত্যবিদ্যাকথিত-উপদেশবৎ ।)

ভাষ্য ।—ননু বৃহদারণ্যকে “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ভক্ষ্য য-
আত্মা সৰ্ববাস্তরন্তন্মে ব্যাচক্ষু” ইত্যুযন্তপ্রশ্নে “যঃ প্রাণেন
প্রাণিতি স তে আত্মা সৰ্ববাস্তর” (ইত্যাদিপ্রতিবচনং তত্র অন্তরা
স তে আত্মা সৰ্ববাস্তর) ইতি দেহাদ্যন্তরত্বেন প্রত্যগাত্মসম্বন্ধ্যু-

পদেশঃ । তত্শ্চৈব প্রাণাপানাদিহেতুত্বাৎ । তথৈব “তত্র যদেব
সাক্ষাদপরোক্ষাদ্বন্ধ য আত্মা সর্বাস্তুরন্তশ্চে ব্যাচক্ষেৎ”-তি কহোল-
প্রশ্নে “যোহশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতী”-
ত্যাদিপ্রতিবচনং, তত্র তু পরমাত্মবিষয় উপদেশ ইতি বিদ্যা-
ভেদঃ । ইতরথা প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেন্ন ; উভয়ত্র মুখ্য-
শ্চৈব সর্বাস্তুর্যামিনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োর্বিষয়ত্বাৎ । যথা সত্য-
বিদ্যায়াং সতঃ পরমাত্মনস্তত্ত্বদৃশ্যপ্রতিপাদনায় “ভগবাংস্তেব-
মেতদ্ববীতু ভূয় এব মাং ভগবঃ বিজ্ঞাপয়স্বি”-তি প্রশ্নস্ত
“এষো হগিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যমি”-তি প্রতিবচনস্ত
চাবিস্তদৃশ্যতে । তদ্বদত্রাপি বেদ্যাত্মশনাদ্যতীতত্বপ্রতিপাদনায়
প্রশ্নপ্রতিবচনাবিস্তিরূপপদ্যতে ।

অন্তার্থঃ—বৃহদারণ্যকে ৩য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে, “সেই
সাক্ষাৎ ব্রহ্ম যিনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা তাহার বিষয় উপদেশ করুন”
এইরূপ উষন্তপ্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন “যিনি প্রাণরূপে আব-
সকলকে প্রাণযুক্ত করেন, সেই তোমার জিজ্ঞাস্ত সর্বাস্তরাত্মা” (এইরূপে
ক্রমশঃ ব্যানাপানাদির উল্লেখ করিয়া সর্বত্রই “স তে আত্মা সর্বাস্তর” এই
বাক্য অন্তর্নিহিত করিয়াছেন) ; এইরূপে দেহাদির মধ্যে স্থিত
প্রত্যগাত্মা-সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কারণ প্রাণ, অপান
ইত্যাদির পরিচালনহেতু ঐ প্রত্যগাত্মাই উপদিষ্ট বলিয়া বলিতে
হয় । পুনরায় ঐ ব্রাহ্মণেই উক্ত আছে যে, কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে
প্রশ্ন করিয়াছিলেন “যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, যিনি সর্বাস্তরাত্মা, তাহা আমাকে
বলুন”, তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ,
জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছেন, তিনিই সর্বাস্তরাত্মা” ;

এই প্রত্যুত্তর দ্বারা দেখা যায় যে, ইহা পরমাত্মা-বিষয়ক উপদেশ । এতদ্বারা বিভিন্ন বিজ্ঞার উপদেশই প্রতিপন্ন হয় । প্রশ্ন এক হইলেও উত্তর বিভিন্ন হওয়াতে, বিজ্ঞা বিভিন্ন বলিয়াই বলিতে হইবে (অর্থাৎ প্রথম উত্তরে জীবাত্মা ও দ্বিতীয় উত্তরে পরমাত্মা অন্তরাত্মারূপে কথিত হইয়াছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়) । এইরূপ আশঙ্কা হইলে, সূত্রকার বলিতেছেন যে, উপদেশের ভেদ উক্ত স্থলে নাই ; উভয় স্থলেই সৰ্বস্বার্থ্যামী মুখ্য পরমাত্মাই প্রশ্ন ও প্রতিবচনের বিষয় । যেমন একই সত্যবিজ্ঞাতে ছানোগ্যে ষষ্ঠ প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডে পরমাত্মার তদ্বক্তৃ গুণ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রশ্নে বলা হইয়াছে “হে উগব ! আপনি পুনরায় আমাকে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিয়া, আমাকে সেই ব্রহ্মের উপদেশ করুন” ; তদন্তরে নবম খণ্ডে বলা হইয়াছে “এই আত্মা অতি সূক্ষ্ম, অণুস্বরূপ, এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক, তিনি সত্য” ; এই অংশ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সংযোজিত করিয়া একই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের নানাবিধ গুণের বর্ণনা হইয়াছে । তদ্রূপ বৃহদারণ্যকেও “স তে আত্মা সৰ্বাস্তর” এই অন্তরা সৰ্বত্রই প্রশ্নোত্তরে সংযোজিত হইয়াছে, বেদবস্ত্ত প্রাণাদি পরিচালক ব্রহ্ম যে প্রাণাদির কার্য্যভূত ক্ষুধা তৃপ্তাসার অতীত, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রশ্ন ও উত্তরের বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন ।

৩য় অধ্যায় ৩য় পাদ ৩৬ সূত্র । ব্যতিহারো বিশিংশস্তি ইত্যবৎ ॥

[ব্যতিহারঃ ব্যত্যয়ঃ ; বিশিংশস্তি উপদিশস্তি ইত্যবৎ সত্যবিত্তোক্ত-প্রতিবচনবৎ ।]

ভাষ্য ।—সর্বপ্রাণি-প্রাণনাদি-হেতুত্বেন জীবাধ্যাবৃত্তস্ত পরশ্চানুসন্ধানমুপস্থবৎকহোলেনাপি কার্য্যং, তথাহশনয়াত্তীত-ত্বেন জীবাধ্যাবৃত্তস্ত কহোলবহুযন্তেনাপি কার্য্যমেবমশোহশ্বমশু-

সন্ধানব্যাভায়াঃ । এবং সতি জীবাত্মকব্যাবৃত্তং ভবতি । যতো
যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিবচনান্যুভয়ত্ৰৈকং সর্ববাত্মানমুপাস্তং বিশিংশস্তু ।
যথা সন্নিধ্যায়ামেকমেব সদ্ভুক্ত সর্ববাণি প্রতিবচনানি বিশিংশস্তু ॥

অন্তার্থঃ—সর্বপ্রাণীর প্রাণনক্রিয়ার হেতু বলতে, উষন্তপ্রশ্নোত্তরে
জীবাত্মা উপদিষ্ট হন নাই ; সুতরাং উষন্তের জ্ঞান কহোলও পরমাত্মারই
আরও বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; এবং
ক্ষুণ্ণপিপাসাতীতবাক্যেও জীবাত্মা উপদেশের বিষয় না হওয়াতে, কহোলের
জ্ঞান উষন্তেরও পরমাত্মা-বিষয়কই জিজ্ঞাসা বুঝিতে হইবে । এইরূপে
প্রশ্ন ও উত্তরের বিভিন্নতা নিবারিত হয় । এবং এতদ্বারা ব্রহ্মের জীব-
স্বভাবও নিবারিত হইয়াছে (অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাণাদি পরিচালন দ্বারা জীবের
জ্ঞান তৎফলভোক্তা যে হয়েন না, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে) । যাজ্ঞবল্ক্য
প্রতিবচন দ্বারা সর্বাত্মা পরমেশ্বরই যে উপাস্ত, তাহা উভয় স্থলেই একরূপে
উপদেশ করিয়াছেন । যেমন ছানোগ্যে সন্নিধ্যাপ্রকরণে এক সদ্ভুক্তই সমস্ত
প্রত্যুত্তরে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ এই স্থলেও বুঝিতে হইবে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৭ সূত্র । সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥

ভাষ্য ।—সৈব সত্যশব্দাভিহিতা “সেয়ং দেবতৈর্কৃত তেজঃ
পরশ্চাং দেবতায়ামি”-তি প্রকৃতৈব খলু, যথা “সৌম্য ! মধুমধু-
কৃতো নিস্তিষ্ঠস্তু” ইত্যাদি পর্যায়েষু বর্ততে “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং
তৎ সত্যমি”-তি প্রথমপর্যায়ে পঠিতা এব সত্যাদয়ঃ সর্বেষু
পর্যায়েষু পসংহ্রিয়ন্তে ॥

অন্তার্থঃ—পরমাত্মাই সত্যশব্দদ্বারা সত্যবিজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছেন, “সেই
এই দেবতা পরবর্তী দেবতাসকলে লক্ষণ করিলেন, আমি তেজোরূপ”
এইরূপ প্রশ্তাবনা করিয়া, পরে বলিলেন “হে সৌম্য ! যেমন মধুকর

মধুতে অবস্থান করে”। এতৎ সমস্ত স্থলে “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যঃ” এই বাক্যোক্ত প্রথম পৰ্য্যায়ের পঠিত সত্যাদি গুণ পরবর্তী সমস্ত পৰ্য্যায়ের গ্রহণ করিতে হইবে।

৩য় অধ্যায় ৩য় পাদ ৩৮ সূত্র। কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—“অথ যদিদমগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম দহরোহস্মিন্ স্তুরাকাশস্তস্মিন্গদস্তদন্তদন্তেষ্টব্যমি”-তি উপক্রম্য “এষ আত্মা অপহন্তপাপ্মা”-ইত্যাদিনা সত্যকামত্বাদিগুণবতঃ ছান্দোগ্যে “স বা এষ মহানজ জ্বায়া যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু এষোহস্ত-হৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্গচ্ছতে, সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেষ্টশান”-ইতি বশিত্বাদিগুণবতঃ পরমাত্মন উপাস্তৃত্বং বাজসনেয়কে চ শ্রুয়তে। ইহোভয়ত্র বিষ্টেক্যং যতঃ সত্যকামত্বাদি বাজসনেয়কে বশিত্বাদি চ ছান্দোগ্যে গ্রহীতব্যম্। কুতঃ? আয়তনাদ্যবিশেষাৎ ॥

অন্তার্থঃ—ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে “হৃদয়স্বরূপ ব্রহ্মপুরে যৈকুন্দ্ৰ গর্তাকৃতি স্থান অধোমুখ পদ্মস্বরূপে অবস্থিত আছে, তাহার অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তন্মধ্যে আত্মা ধ্যাতব্য” ; এইরূপ আরম্ভ-বাক্যের পর “এই আত্মা নিষ্পাপ” ইত্যাদিবাক্যে আত্মার সত্যকামত্বাদি-গুণ উল্লিখিত আছে। বাজসনেয়শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে “এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিজ্ঞানময়রূপে অবস্থিত, ইনিই হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তাহাতে শয়ান আছেন, সমস্তই ইহার অধীন, ইনিই সকলের নিয়ন্তা”, এই বাক্যে বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট পরমাত্মাই উপাস্ত্র বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই সকল বাক্য বিভিন্ন শাখায় উক্ত হইলেও, উভয়স্থলে একই বিত্তা উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাজসনেয়শ্রুতুক্ত বশিত্বাদি গুণ ছান্দোগ্যে, এবং ছান্দোগ্যোক্ত

সত্যকামত্বাদি গুণ বাজসনেয়কে দহরবিদ্যায় গ্রহীতব্য । কারণ, যে হৃদয়-
তনে উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা একই, এবং উভয়ের ফল প্রভৃতিরও
একই উভয়শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৯ সূত্র । আদরাদলোপঃ ।

ভাষ্য ।—আদরাদান্নাতনাং সত্যকামত্বাদীনাং প্রতিষেধো
নাস্তি “নেহ নানে”-তি প্রতিষেধস্তাত্ত্বিকপদার্থপরত্বাৎ ॥

অন্তার্থঃ—শ্রুতিকর্তৃক আদরের সহিত প্রকাশিত সত্যকামত্বাদিগুণের
প্রতিষেধ নাই ; কারণ “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” (তাহা হইতে ভিন্ন কিছু
নাই) এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অপ কিছু পদার্থ থাকা নিষিদ্ধ
হইয়াছে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪০ সূত্র । উপস্থিতেহতন্তুদ্বচনাৎ ॥

[উপস্থিতে = ব্রহ্মভাবমাপনে সৰ্বলোকেষু কামচারো ভবতি, অতঃ ব্রহ্ম-
ভাবপ্রাপ্তেরেব হেতোঃ ; তদ্বচনাৎ = সৰ্বত্র কামচারবিষয়কবচনাদিত্যর্থঃ ।]

ভাষ্য ।—উক্তলক্ষণয়া ব্রহ্মোপাসনয়া ব্রহ্মোপসম্পাদে সৰ্ব-
লোকেষু কামচারো ভবতি । নমু তত্তল্লোকপ্রাপ্তিসঙ্কল্পপূর্বকং
তত্তৎসাধনানুষ্ঠানং বিনা কুতঃ সৰ্বত্র কামচারঃ ? তত্রোচ্যতে ।
(অতঃ) উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ “পরং জ্যোতিরূপসম্পাদ্য স্মেন
রূপেণাভিনিষ্পাদ্যতে স স্বরাড্ ভবতি তস্ম সৰ্বেষু লোকেষু কাম-
চারো ভবতী”-তি বচনাৎ ॥

অন্তার্থঃ—উক্তলক্ষণ ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা ব্রহ্মরূপতা লাভ করিয়া উপাসক
সৰ্বলোকে কামচারী হয়েন । পরন্তু উক্তলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্বক
তদুপযোগী সাধনানুষ্ঠান না করিলে, কিরূপে সৰ্বত্র কামচারী হইতে পারে
(যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন লোকে গমনসামর্থ্য পাইতে পারে) ? এই প্রশ্নের

উত্তরে স্বত্রকার বলিতেছেন, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে, সেই নিমিত্তই অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি নিমিত্তই তাঁহার কামচারিত্ব হয় ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন “পরং জ্যোতির্গম্যরূপসম্পন্ন হইয়া তিনি নিম্পাপস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তিনি স্বরাটু হইবেন, সমস্ত লোকে কামচারী হইবেন” ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪১ সূত্র । তন্নির্দারণানিয়মস্তদৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ঘ্য-
প্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥

[পৃথক্-ই—অপ্রতিবন্ধঃ = পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ।) (তৎ তস্য কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রয়স্ত
নির্দারণস্ত উদগীথাভ্যুপাসনস্ত, অনিয়মঃ ; তদৃষ্টেঃ তস্ত অনিয়মস্ত দৃষ্টিঃ
শ্রুতৌ দর্শনং তস্মাদিত্যর্থঃ ; শ্রুতৌ অবিদ্ববোহপি কর্তৃত্বকথনেন তস্ত
নিয়মাব্যাবঃ । হি যতঃ কৰ্ম্মফলাৎ পৃথক্, অপ্রতিবন্ধঃ অপ্রতিবন্ধরূপমুপা-
সনবিধেঃ ফলং শ্রয়তে, কৰ্ম্মফলং প্রবলকৰ্ম্মাস্তরফলেন প্রতিবধ্যতে, তদ্বিপ-
রীতমুপাসনাবিধেঃ ফলমিত্যর্থঃ ।]

তাৎপৰ্য্য ।—“ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীতে”-তাদিকৰ্ম্মাঙ্গ-
শ্রয়োপাসনস্ত কৰ্ম্মস্বনিয়মঃ । কুতঃ ? “তেনোভৌ কুরুতে
যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ নৈবং বেদে”-তি শ্রুতৌ তস্তানিয়মস্ত
দর্শনাৎ । অনুপাসকস্তাপি প্রণবেন কৰ্ম্মাঙ্গভূতেন কৰ্ম্মণি
কর্তৃত্বশ্রবণাদুপাসনকৰ্ম্মস্বনিয়তত্ত্বং নিশ্চীয়তে । যতশ্চ কৰ্ম্মফলা-
দুপাসনস্ত পৃথক্-ফলং “যদেব বিদ্যায়া কৰোতি শ্রদ্ধায়োপনিষদা
তদেব বীৰ্য্যবন্তরং ভবতী”-তু্যপলভ্যতে ।

অন্তার্থঃ—“ও এই একাক্ষর উদগীথের উপাসনা করিবে” ইত্যাদি
শ্রুতিবাক্যে যে কৰ্ম্মাঙ্গ ও-কারাপ্রতি উপাসনা (ধ্যানকার্য্য) উল্লিখিত
হইয়াছে, তাহা কৰ্ম্মকালে নিত্য প্রযোজ্য নহে । কারণ শ্রুতিই বলিয়া-
ছেন “যিনি ইহা জানেন, তিনিও উপাসনা কৰ্ম্ম করেন, যিনি না জানেন,

তিনিও করেন” এতদ্বারা জানা যায় যে, উপাসনাবিষয়ে (ধ্যানবিষয়ে) অমভিজ্ঞ ব্যক্তিরও কেবল কৰ্ম্মাঙ্গ প্রণব উচ্চারণ দ্বারাই যখন যাগ সম্পাদন করিবার বিধি আছে, তখন উক্ত উপাসনাংশের নিয়তত্ত্ব নাই ; অর্থাৎ তাহা ব্যতিরেকেও ক্রতু-সম্পাদন হয় । তদ্বিষয়ে আরও হেতু এই যে, উক্ত কৰ্ম্মাঙ্গের ফল উপাসনাকল হইতে পৃথক্ ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, “যিনি বিদ্যা (ব্রহ্মধ্যান) শ্রদ্ধা ও রহস্যের সহিত কৰ্ম্ম সম্পাদন করেন, তাঁহার সেই কৰ্ম্ম অধিক বীৰ্য্যবান্ হয়” ইত্যাদি ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪২ সূত্র । প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥

(প্রদানবৎ = পুরোডাশপ্রদানবৎ তদুক্তম্)

ভাষ্য।—দহরশ্রু গুণিনস্তদগুণাবিশিষ্টতয়া গুণচিস্তনেহপি চিস্তনমাবর্তনীয়ম্ । “ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেবাদশকপালং নিৰ্ব্বপেদিন্দ্রায়াধিরাজায় স্বরাজ্ঞে” ইতি পুরোডাশপ্রদানবদুক্তম্ “নান! বা দেবতাপৃথক্জ্ঞানাদি”-তি ॥

অন্তার্থঃ—অপহতপাপ্যুদ্বাদিগুণ চিস্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গুণ-বিশিষ্ট গুণী দহরাআরও চিস্তন দহর-উপাসনায় নিত্য সংযোজনীয় । “গুণ-নবৎ” অর্থাৎ শ্রুতিতে যেমন পুরোডাশ (এক প্রকার পিষ্ঠক) প্রদানবাক্যে উল্লেখ আছে “রাজা ইন্দ্রের, ইন্দ্রিয়াধিরাজ ইন্দ্রের, স্বর্গরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল পুরোডাশ প্রদান করিবে,” তাহাতে ইন্দ্র এক হইলেও রাজগুণ, ইন্দ্রিয়াধিরাজগুণ ও স্বর্গরাজগুণ তিনটি বিভিন্ন ; সুতরাং জৈমিনি নীমাংসা করিয়াছেন যে, এই ত্রিবিধগুণ দ্বারা ইন্দ্রের ভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া তিনবারই যত গ্রহণ করিবে ; তৎসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যও এইরূপ উক্তি আছে যে, “পৃথকরূপে জ্ঞান হওয়াতে দেবতাও নানা” । এই স্থলেও তদ্রূপ গুণসকল গুণীরই ধর্ম্ম হইলেও, গুণের পৃথক্জ্ঞান হওয়াহেতু উপাসনাকালে গুণচিস্তনের সহিত গুণীরও ধ্যান সংযোজনা করিবে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৩ সূত্র । লিঙ্গভূয়ত্বাৎ তদ্ধিবলীয়স্তদপি ॥

ভাষ্য ।—“মনশ্চিত্তো বাক্চিত্তঃ প্রাণচিত্তশ্চক্ষুশ্চিত্তঃ কৰ্ম্ম-
চিত্তোহগ্নিচিত্ত”-ইত্যাদ্যাগ্নয়ঃ “যৎকিঞ্চিৎমানি মনসা সংকল্পয়ন্তি
তেষামেব সাকৃতি”-রিতি “তান্ হৈতানেবংবিদে সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বাণি
ভূতানি বিচিহ্নন্ত্যপি স্বপতে” ইত্যেবমাদিলিঙ্গানাং বাহুল্যাদ্বিদ্যা-
ময়ক্রত্বঙ্গভূত এব । লিঙ্গং হি প্রকরণাদ্বলীয়স্তদপি শেষলক্ষণে
উক্তং “শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পার-
দৌৰ্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিত্যিতি ॥

অন্তার্থঃ—বাক্সমেনেয় শ্রুতিতে অগ্নিরহস্তে “মনশ্চিত্ত (মনের দ্বারা
নিষ্পন্ন) বাক্চিত্ত, প্রাণচিত্ত, চক্ষুশ্চিত্ত, কৰ্ম্মচিত্ত এবং অগ্নিচিত্ত” ইত্যাদি
রূপে অগ্নি বর্ণিত হইয়াছে । “এবং এই সকল প্রাণী মনের দ্বারা যে কিছু
সঙ্কল্প করে, তৎসমস্তই অগ্নির কার্য্য বলিয়া গণ্য,” “সমুদায় ভূত সৰ্ব্বদা
তত্ত্ববস্তুর নিমিত্ত এই সমস্ত অগ্নিচয়ন করে, তিনি শয়ন করিলেও
এইরূপ চয়ন করিয়া থাকে”; ইত্যাদিবাক্যে অগ্নির লিঙ্গবাহুল্য (বহু
লিঙ্গ) বর্ণিত হইয়াছে, এই সকল অগ্নি উপাসনারূপ যজ্ঞের অঙ্গীভূত
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ইহারা যজ্ঞের অঙ্গীভূত বিবিধ প্রকার প্রকৃত অগ্নি
নহে, মনের দ্বারা সঙ্কল্পিত অগ্নিমাাত্র; অর্থাৎ বাঙ্গাদিকে অগ্নিস্বরূপে ধ্যান
করাই শ্রুতির অভিপ্রায় । অগ্নির প্রকরণে উক্ত হইলেও প্রকরণ হইতে
উক্ত লিঙ্গ সকলই বলবান্; তাহা জৈমিনি কর্তৃক দেবতাকাণ্ডে “শ্রুতি-
লিঙ্গ” ইত্যাদি সূত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । (সিদ্ধান্ত এই যে “শ্রুতি লিঙ্গ,
বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এই সকল একত্র দৃষ্ট হইলে ইহাদিগের
অর্থের দূরত্বহেতু ইহাদিগকে পর পর দুর্বল বলিয়া জানিবে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৪শ সূত্র । পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্মাৎ
ক্রিয়া মানসবৎ ॥

ভাষ্য ।—অথ পূর্বঃ পক্ষঃ :—“ইষ্টকাভিরগ্নিং চিনুত” ইতি
বিহিতস্ত ক্রিয়াময়স্ত পূর্ববৈশ্বাব্যং বিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্মাৎ ।
লিঙ্গস্মাত্ৰার্থবাদস্থতেন বলীয়ত্বাভাবাৎ উক্তা অগ্নয়ঃ ক্রিয়ারূপা
এব, মনো গ্রহং গৃহ্ণাতীতিবৎ ॥

অন্তার্থঃ—এইস্থলে পূর্বপক্ষ এইরূপ হইতে পারে, যথা :—“ইষ্টকাধারা
অগ্নি চয়ন করিবে” এইবাক্যে পূর্বে যে ক্রিয়াক্রান্ত অগ্নির বিধান করা
হইয়াছে, সেই অগ্নিরই বিকল্পস্বরূপে এই সকল অগ্নি উল্লিখিত হইয়াছে
বলিয়া প্রকরণ দ্বারা বুঝা যায় । এইস্থলে উক্ত অগ্নিলিঙ্গসকল অর্থবাদরূপে
মাত্র বর্ণিত হওয়ায়, ক্রিয়াক্রান্ত হইতে ইহাদিগের স্বাতন্ত্র্য নাই ; অতএব ইহারা
উপাসনার অঙ্গীভূত নহে, যাগেরই অঙ্গীভূত । যেমন মনঃকল্পিত পৃথিবী-
রূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের গ্রহণ স্থাপন ইত্যাদি উপদিষ্ট কার্য্য মানসিক
হইলেও ক্রিয়াক্রান্ত বলিয়াই গণ্য, তদ্রূপ এই সকল অগ্নি মনঃকল্পিত হইয়াও
ক্রিয়াক্রান্ত বলিয়াই গণ্য ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৫ সূত্র । অতিদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—“তেষামেকৈক এব তাবান্যাবানসৌ পূর্বঃ” ইতি
পূর্ববাস্তবোবীর্থাৎ তেষতিদিশ্যতে, অতন্তে ক্রিয়ারূপা এব ॥

অন্তার্থঃ—এই সূত্রেও পূর্বপক্ষই বিস্তার করা হইয়াছে, যথা :—
“ইহাদিগের মধ্যে (ষট্ক্রিংশৎসহস্র অগ্নি ও অর্ক, ইহাদিগের মধ্যে)
প্রত্যেকটি তাহা, যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে” এই বাক্যে পূর্বে উক্ত
ইষ্টকাচিত অগ্নির সামর্থ্যের সহিত এই সকল অগ্নির অতিদেশ (অর্থাৎ

তুলনা) করা হইয়াছে (সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে); অতএব শেৰোক্ত কল্পিত অগ্নিসকলও ক্রিয়ারই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৬ সূত্র । বিদ্যৈব তু নির্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—সিদ্ধান্তে বিদ্যাভ্রুকা এব তে, কুতঃ ? “তে হৈতে বিদ্যাচিত এব” ইতি নির্ধারণাৎ । অত্র “যেষামঙ্গিনো বিদ্যাময়-ক্রতোস্তে মনসাংধীয়ন্ত মনসা চীযন্ত মনসৈষু গ্রহা অগ্ন্যন্ত মনসা স্তবন্ত মনসা শংসৎ যৎকিঞ্চ যজ্ঞে কশ্ম ক্রিয়তে” ইত্যাদৌ তদঙ্গভূতবিদ্যাময়ক্রতুপ্রতীশ্চ ।

অন্তার্থঃ—পরন্তু সিদ্ধান্ত এই যে, এই সকল কল্পিত অগ্নি বিজ্ঞারই অঙ্গীভূত, যাগের অঙ্গীভূত নহে ; কারণ শ্রুতি নির্ধারণবাক্যে বলিয়াছেন “পূর্বোক্ত অগ্নিসকল নিশ্চিত বিজ্ঞাচিত” এবং ইহারা উপাসনারূপ যজ্ঞেরই অঙ্গ বলিয়া “যাহাদের বিজ্ঞাময় ক্রতুর অঙ্গীভূত এই সকল, তাহারা মনের দ্বারা এই সকল ধ্যান করিবে, চয়ন করিবে, গ্রহণ করিবে, স্তব করিবে, প্রশংসা করিবে” ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৭ সূত্র । শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥

ভাষ্য ।—“তে হৈতে বিদ্যাচিত এব” ইতি শ্রুতেঃ, “এবং বিদে সর্বদা সর্বাণি ভূতানি বিচিহ্নন্তি” ইতি লিঙ্গস্ত, “বিদ্যায়া হৈ বৈতে এবং বিদশ্চিতা ভবন্তি” ইতি বাক্যস্ত চ প্রকরণাদ্-বলীয়স্ত্বান্তেষামগ্নীনাং বিদ্যাময়ক্রতুস্বতাবাধো ন ॥

অন্তার্থঃ—শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য এই তিনই প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্ ; সুতরাং উক্ত অগ্নিসকল বিজ্ঞাময় ক্রতুরই অঙ্গ, যাগের অঙ্গ নহে । শ্রুতি, যথা “তে হৈতে বিজ্ঞাচিত” (এই সকল অগ্নি বিজ্ঞাচিত) ইত্যাদি । লিঙ্গ, যথা—“এবং বেদে সর্বদা সর্বাণি ভূতানি” (ভূতসমুদায় সর্বদা তত্ত্বৎ বেত্তার

নিমিত্ত এই সকল অগ্নি চয়ন করে ইত্যাদি । বাক্য, যথা,—“বিজ্ঞান্য হৈবৈ-
তে এবং” (বিজ্ঞান্যদ্বারাই—উপাসনাদ্বারাই জ্ঞানীর ঐ সকল অগ্নি চিত
হয়) ইত্যাদি ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৮ সূত্র । অনুবন্ধাদিত্যঃ প্রজ্ঞাস্তরপৃথক্‌ত্ববৎ
দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্ ॥

ভাষ্য।—“মনসৈষু গ্রহা অগৃহস্তুে”—ত্যাাদিত্যঃ স্তোত্রশস্ত্রা-
দিভ্যোহনুবন্ধেভ্যঃ ঐত্যাাদিত্যশ্চ বিদ্যাময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগেব,
শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাস্তরপৃথগৎ । তথ্য সক্তি বিধিঃ পরিকল্প্যতে ।
দৃষ্টিশ্চানুবাদসরূপে “যদেব বিদ্যয়া করোতী”—ত্যাাদৌ কল্প্যমানো
বিধিঃ “বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদি”—তুক্তং চ ॥

অন্তার্থঃ—“মনের দ্বারাই যজ্ঞপাত্ৰাদি গ্রহসকল গ্রহণ করিবে”
ইত্যাদি স্তোত্রশস্ত্রাদিবিষয়ক অনুবন্ধবাক্য এবং পূর্ব্বকথিত অতিদেশ
শ্রুতি প্রভৃতি হেতু, মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নিবিজ্ঞানরূপ অগ্নিরই অঙ্গীভূত,
বাগ হইতে পৃথক্ । যেমন অনুবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা কৰ্ম্ম হইতে শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা
প্রভৃতির পার্থক্য অবধারিত হয় ; তদ্রূপ এই স্থলেও অনুবন্ধাদি দ্বারা
মনশ্চিৎ অগ্নি প্রভৃতিকে কৰ্ম্ম হইতে পৃথক্‌ জানা যায় । এইরূপ হওয়াতেই
তদ্বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধি পরিকল্পিত হইয়াছে । “যদেব বিজ্ঞান্য করোতি”
ইত্যাদিবাক্যে মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির পরিকল্পনার বিধি দৃষ্ট হয় । “বচনানি
ত্বপূর্ব্বত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যোক্ত ফলবর্ণনা দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয় ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৯ সূত্র । ন সামান্যাদপ্যাপলক্লেম্নত্বাবৎ ন হি
লোকাপত্তিঃ ।

ভাষ্য ।—মানসগ্রহসামান্যাদপোষাৎ ন ক্রিয়াময়ক্রমস্বভবম্,
বিদ্যারূপত্বোপলক্লেঃ । “স এষ এব মৃত্যুর্ধ এতন্মিন্ মণ্ডলে

পুরুষঃ” “অগ্নির্বৈ মৃত্যুরি”-ত্যাগ্যাদিত্যপুরুষয়োর্মনঃ-সাদৃশ্যেন
বৈষম্যাপগমঃ । ন হি “লোকো গোতমাগ্নিরি”-ত্যাগ্নেলোকাপত্তিঃ ॥

অন্তার্থঃ—মানসগ্রহসামান্য দ্বারা (অর্থাৎ সকলই মানস, কেবল এই
হেতুতে) মনশ্চিত্তাদির ক্রিয়ায় অঙ্গত্ব সিদ্ধাস্ত করা যাইতে পারে না ; ইহারা
বিজ্ঞারই অঙ্গীভূত বলিয়া শ্রুতিবাক্যে উপলব্ধি হয় । “যিনি এতন্মণ্ডলের
পুরুষ, ইনি সেই মৃত্যু,” “অগ্নিই মৃত্যু” ইত্যাদিবাক্যে অগ্নি এবং
আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এক মৃত্যুনামে কথিত হইলেও, উভয় এক নহে ;
ইহাদিগের বৈষম্য আছে । এইরূপ এইস্থলেও মানসত্ববিষয়ে সাম্যদৃষ্টে মন-
শ্চিত্তাদির ক্রিয়াঙ্গত্ব নির্দেশ করা যায় না, ইহারা বিভিন্ন । “হে গোতম !
এই লোক অগ্নি” ইত্যাদিবাক্যাহেতু যেমন বাস্তবিক অগ্নি ও লোককে এক
বলা যায় না, তদ্রূপ এই স্থলেও জানিবে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫০ সূত্র । পরেণ চ, শব্দস্য তাদ্বিধ্যং,
ভূয়স্ত্বাদ্বনুবন্ধঃ ॥

ভাষ্য ।—“অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিচিত”-ইত্যনন্তরেণ
চাস্ত শব্দস্ত মনশ্চিদাগ্নিবিষয়স্ত তাদ্বিধ্যং, মনশ্চিদাদিষু পাদে-
য়ানামগ্ন্যজ্ঞানাং ভূয়স্ত্বাদ্বহত্বান্তেবাং ক্রিয়াহগ্নিসম্মিথাবনুবন্ধঃ ॥

অন্তার্থঃ—“এই লোক অগ্নিচিত” এই বাক্য মনশ্চিত্তাদি অগ্নি-
ব্রাহ্মণের পরেই উক্ত হইয়াছে ; তদ্বারা পূর্বোক্ত মনশ্চিত্তাদি অগ্নিব্রাহ্মণ-
বাক্যের একবিধত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । যে সকল অগ্ন্যঙ্গ মনশ্চিত্তাদিতে
গ্রহণীয়, তাহারা বহুসংখ্যক হওয়াতে, ইহারা বিজ্ঞাময় ক্রতুরই অঙ্গ
বলিয়া সিদ্ধাস্ত হয় ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫১ সূত্র । এক, আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥

ভাষ্য ।—উপাসনবেলায়াং বদ্ধাবস্থঃ প্রত্যগাত্মা চিস্তনীয়ঃ, শরীরে তাদৃশশ্চেবাত্মনঃ সম্বাদিত্যেকৈ ।

অন্তার্থঃ—উপাসনাকালে বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত বলিয়া জীব আপনাকে চিন্তা করিবে, অথবা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ বলিয়া আপনাকে চিন্তা করিবে ? এইরূপ সন্দেহে সূত্রকার বলিতেছেন যে—কেহ কেহ বলেন উপাসনাকালে প্রত্যগাত্মাকে (জীব আপনাকে) বদ্ধ বলিয়াই চিন্তা করিবে ; কারণ দেহে তাদৃশ (বদ্ধ) অবস্থায়ই জীবাত্মা বর্তমান আছেন । (এইটি পূর্বপক্ষ সূত্র) ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫২ সূত্র । ব্যতিরেক, স্তম্ভাবভাবিত্বানুপ-লক্ষিবৎ ॥

ভাষ্য ।—বদ্ধাকারাবিলক্ষণে মুক্তাকারঃ প্রত্যগাত্মা সাধন-কালেহনুসঙ্কেয়স্তাদৃগুপশ্চৈব মুক্তো ভাবিত্বাৎ । ধ্যানানুরূপ-পরমাত্মাপ্রাপ্তিবৎ ॥

অন্তার্থঃ—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—উপাসনা-কালে প্রত্যগাত্মা বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তরূপে চিস্তনীয় নহে ; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বদ্ধাবস্থা হইতে অতীত, মুক্তস্বরূপে—ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে, প্রত্যগাত্মা উপাসনাকালে চিস্তনীয় ; কারণ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মুক্তস্বরূপই উপাসনাবলে মুক্তাবস্থায় লাভ করা যায় । যেমন উপাসনাকালে পরমাত্মা-সম্বন্ধে যত্নপা-ধ্যান করা যায়, উপাসনার ফলস্বরূপে তদ্রূপই পরমাত্মস্বরূপ লাভ করা যায় বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রত্যগাত্মা-সম্বন্ধেও জানিবে । শ্রুতি, যথা :—“তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি” ইত্যাদি । (উপাস্তোর সহিত একাত্মতাবুদ্ধিপূর্বক “সোহং”জ্ঞানে উপাসনা দেবদেবী

উপাসনাস্থলেও আৰ্য্যশাস্ত্রে সৰ্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মোপাসনাবিষয়েও এইটিই বিধি জানিতে হইবে) ।

(শাক্তরভাষ্যে এই সূত্র ও তৎপূৰ্ব্ব সূত্র বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; এবং এই সূত্রের পাঠও বিভিন্নরূপে শঙ্করস্বামি-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । শাক্তরভাষ্যে “স্তম্ভাবাবিদ্ধাং” এইরূপ সূত্রপাঠ দেওয়া হইয়াছে । শঙ্করের মতে ৫১ সংখ্যক সূত্রের এইরূপ অর্থ, যথা :—দেহই আত্মা ; আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে ; এই পূৰ্ব্বপক্ষ । তদন্তরে ৫২ সংখ্যক সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন ; “না, তাহা নহে ; আত্মা দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত ; কারণ মৃত্যু-অবস্থায় দেহ থাকিতেও তাহাতে আত্মধর্মের (চৈতন্যাদির) অভাব দেখা যায় । আত্মা উপলব্ধিরূপ, উপলব্ধি দেহের ধর্ম নহে ; কারণ তাহা দেহের প্রকাশক ; অতএব আত্মা উপলব্ধিরূপ হওয়াতে, তিনি দেহ হইতে বিভিন্ন” । এই স্থলে বক্তব্য এই যে, এই প্রকরণ উপাসনাবিষয়ক, অতএব এই প্রকরণে দেহ হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদনবিষয়ক বিচার প্রবর্তিত করা সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না । বিশেষতঃ আত্মা যে দেহ হইতে বিভিন্ন, তদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিচার সূত্রকার পূৰ্বেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন । এবং এই এক সামান্য সূত্র দ্বারা এই বিচারের নিষ্পত্তি হয় না । অতএব নিম্নার্কব্যাক্য ও পাঠই সঙ্গত বোধ হয় ; শ্রীভাষ্যও ইহার অনুরূপ) ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৩ সূত্র । অঙ্গাববদ্ধান্ত ন শাখাসু হি প্রতি-
বেদম্ ॥

ভাষ্য ।—“ওমিত্যেতদঙ্গরমুদগীথমুপাসীতে”-ত্বেবমাছাঃ উদগী-
থান্গপ্রতিবদ্ধা উপাসনা ন শাখাস্থেব ব্যবস্থিতাঃ । অপি তু

প্রতিবেদং সর্বশাখাস্থেব প্রতিবধ্যন্তে । যতঃ উদগীথাদিশ্রুতের-
বিশেষাৎ ॥

অন্তার্থঃ—উপাসনাকালে তাৎকালিক বদ্ধ অবস্থার চিন্তা পরিহার-পূর্বক
নিত্য মুক্তস্বরূপ চিন্তনের ব্যবস্থা করিয়া, এক্ষণে উদগীথাদি উপাসনাতে
পৃথক্ পৃথক্ শাখায় উক্ত স্বর ও প্রয়োগাদিভেদে উপাসনাংশেরও
পার্থক্য নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে হৃত্তকার বলিতেছেন :—“ওঁ এই
একাক্ষর উদগীথ উপাসনা করিবেক” ইত্যাদি শ্রুতিতে ~~উদগীথা~~দির সহিত
সংযোজিত উপাসনাসকল বেদের যে শাখায় বিশেষরূপে উপদিষ্ট
হইয়াছে, সেই সকল (যেমন উক্তবেদে পৃথিবীরূপে ধ্যান করিবেক,
ইষ্টকাচিত অগ্নিকে এতৎসমস্ত লোক বলিয়া ধ্যান করিবে, ইত্যাদি)
কেবল তত্তৎশাখার জ্ঞাত ব্যবস্থাপিত নহে; তাহা সকল শাখায় প্রযোজ্য ।
কারণ সকল শাখায়ই “উদগীথ উপাসনা করিবে” ইত্যাদি শ্রুতি সমভাবে
উক্ত হইয়াছে; অতএব সর্বত্র একই উপাসনা হওয়ায়, এক শাখায় উক্ত
উপাসনা অপর শাখায় সমভাবে প্রয়োগ কর্তব্য ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৪ সূত্র । মন্ত্রাদিবদ্বাহবিরোধঃ ॥

ভাষ্য ।—যথা “কুটরুরসী”-তি মন্ত্রঃ, যথা বা প্রযাজাস্তদ্বদন্ত্য-
ত্রোক্তানামুপাসনানামিতরত্র যোগোহবিরোধঃ ॥

অন্তার্থঃ—যেমন তণ্ডুলপেষণার্থ প্রস্তরগ্রহণমন্ত্র “কুটরুরসি” যজুঃ-
শাখায় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঐ কার্যে সর্বত্র গ্রহণীয়; যেমন
মৈত্রায়ণীশাখায় প্রযাজ্যাগ (সমিদ্ প্রভৃতি যাগ) উল্লিখিত হয়
নাই, পরন্তু অত্র উল্লিখিত হওয়াতে ঐ শাখার ক্রিয়াতেও তাহা
গ্রহণীয়; তদ্রূপ এক শাখায় উক্ত উপাসনা অত্র যোজিত করা যুক্তি-
বিরুদ্ধ নহে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৫ সূত্র। ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়ন্তং তথাহি দর্শয়তি ॥

(ভূম্নঃ = সমগ্রোপাসনশ্চেব, জ্যায়ন্তং প্রাশস্ত্যমিত্যর্থঃ ন ব্যস্তোপাসনানাম্ । ক্রতুবৎ, যথা, পৌর্ণমাসাদেঃ সমস্তস্ত ক্রতোঃ প্রয়োগে বিবক্ষিতে প্রযাজ্যাদীনাং সাক্ষানামেকঃ প্রয়োগঃ । তথা শ্রুতিরপি দর্শয়তি ।)

ভাষ্য ।—বৈশ্বানরবিদ্যায়াং সমগ্রোপাসনস্ত প্রাশস্ত্যং, যথা পৌর্ণমাসাদীনামেকঃ সাক্ষানামেকঃ প্রয়োগঃ, এবং “মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ যন্মাং নাগমিষ্যে” ইত্যাদিচ প্রত্যঙ্গমুপাসনে দোষং ব্রুবন্তী, সমস্তোপাসনস্ত প্রাশস্ত্যতাং দর্শয়তি শ্রুতিঃ ॥

অন্ত্যর্থঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫ম প্রপাঠকে যে বৈশ্বানরবিজ্ঞা (উপাসনা) উক্ত হইয়াছে (যথা হ্যালোক বৈশ্বানর-আত্মার মূর্দ্ধা, বিশ্বরূপ অর্থাৎ সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, বায়ু তাঁহার গ্রাণ, আকাশ তাঁহার মধ্যশরীর রসি তাঁহার বস্তি, পৃথিবী তাঁহার পাদ, বন্ধঃস্থল তাঁহার বেদী, দুর্দ্ধা তাঁহার লোম, হৃদয় গর্হপত্য অগ্নি, মনঃ তাঁহার অন্নাহার্য্যপচনাগ্নি, আহবনীর অগ্নি তাঁহার মুখ—৫ম প্রপাঠক ১৮শ খণ্ড) তাহাতে হ্যালোকাদি সমস্ত অঙ্গের একত্র উপাসনা কর্তব্য ; হ্যালোকাদিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা সঙ্গত নহে, ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। যেমন পৌর্ণমাসাদি যাগে পৃথক্ পৃথক্ প্রকরণে উল্লিখিত হইলেও সমস্ত যজ্ঞাক্ষ একীভূত করিয়া একই পৌর্ণমাসী যাগ সম্পাদন করিতে হয় ; তদ্রূপ বৈশ্বানরবিজ্ঞায়ও হ্যালোকধানাদি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের সমষ্টিভাবে উপাসনা করা কর্তব্য। শ্রুতিও তাহা স্পষ্টরূপে “মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ যন্মাং নাগমিষ্যে” (তুমি আমার নিকট উপদেশ গ্রহণার্থ না আসিলে তোমার মূর্দ্ধা পতিত হইত) এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সর্কীঙ্গের

একত্র ধ্যানের প্রশস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন । (ঔপম্য প্রভৃতি বৈশ্বানর আত্মাকে কেহ দ্ব্যলোক, কেহ সূর্য্য, কেহ আকাশ ইত্যাদিরূপে উপাসনা করা কণ্ডব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন । প্রাচীনশাল তাহা নিবারণ করিয়া দ্ব্যলোকাদি এক একটিকে বৈশ্বানর আত্মার এক এক অঙ্গমাত্র বলিয়া উপদেশ করিয়া সমগ্র অঙ্গের একত্র ধ্যানের প্রশস্ততা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত অঙ্গের ধ্যানের দ্বারাই জীব অমর হয় ; এক এক অঙ্গকেই বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিলে, তাহাতে জীব মরণধর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে না) ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৬ শ্লোক । নানাশাণ্ডিল্যভেদাৎ ॥

ভাষ্য ।—শাণ্ডিল্যবিদ্যাধীনানাং নানাঃ, কুতস্তচ্ছন্দাদিভেদাৎ ॥

অন্ত্যর্থঃ—শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা, ভূমবিজ্ঞা, সন্নিহিতা, দহরবিজ্ঞা, উপকোশল-বিদ্যা, বৈশ্বানরবিজ্ঞা, আনন্দময়বিজ্ঞা, অক্ষরবিজ্ঞা, উক্খবিজ্ঞা প্রভৃতি ব্রহ্মবিজ্ঞা যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, (এবং যাহার বিষয় এই প্রকরণে বিচার করা হইল) তৎসমস্ত সমুচিত করিয়া এক ব্রহ্মোপাসনা নহে ; অর্থাৎ যেমন কোন যাগকালে তাহার অঙ্গীভূত সমস্ত অংশ একত্র করিয়া একটি যাগ সম্পন্ন হয়, উক্ত শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা প্রভৃতি বিজ্ঞাসকল তদ্রূপ একই ব্রহ্মোপাসনারূপ কার্য্যের অঙ্গ নহে, ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ব্রহ্মোপাসনা ; কারণ এই সকল বিজ্ঞা পৃথক্ নামে পৃথক্ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের অনুষ্ঠানাদিও বিভিন্নরূপে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন । যদিও তৎসমস্তই এক ব্রহ্মেরই উপাসনা, তথাপি অধিকারিভেদে প্রণালীর পার্থক্য শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৭ শ্লোক । বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥

[বিকল্পঃ = বা কাচিৎ একৈবানুষ্ঠেয়ত্বার্থঃ, কৃতঃ ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ =

সৰ্ব্বসাং ব্রহ্মবিজ্ঞানাং অবিশেষণ ব্রহ্মভাবাপত্তিকলকত্বাৎ, এক এব প্রয়োজন-
সংসিদ্ধাবিতরানুষ্ঠানে প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ ইত্যর্থঃ ।]

ভাষ্য ।—বিদ্যাভেদ উক্তস্তত্রানুষ্ঠানবিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥

অন্তার্থঃ—বিজ্ঞা বিভিন্ন হওয়াতে তাহার যে কোনটি সাধকের পক্ষে
উপযোগী হয়, সেইটির অবলম্বন করিলেই সম্যক্ ফল হয় ; সমুদায়গুলি
না করিলে যে সম্যক্ ফল হইবে না, তাহা নহে ; কারণ ব্রহ্মস্বরূপোপ-
লব্ধিরূপ ফল মঙ্গলরই এক ।

(এই সূত্রের ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্যও এইরূপই করিয়াছেন ; অতএব
সৰ্ব্ববিধ ব্রহ্মবিজ্ঞার যে এক ফল, তাহা বেদব্যাসের স্থিরসিদ্ধান্ত, ইহা স্মরণ
রাখিলে পরবর্তী অধ্যায়ের বিচার বোধগম্য করিতে সুবিধা হইবে ।) এবং
ইহা এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে “অক্ষরবিজ্ঞা”ও অপরাপর বিজ্ঞার
তায় এই প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । “নেতি” নেতি” ইত্যাকার ধ্যান,
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যাহার একান্ত পক্ষপাতী, তাহাই অক্ষরবিজ্ঞার প্রসিদ্ধ ।
তাহারও ফলসম্বন্ধে একরূপ উক্ত হওয়াতে, এই প্রকরণে যে কেবল সপ্তগো-
পাসনাবিষয়ক বলিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রকরণের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, তাহা
সঙ্গত নহে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৮ সূত্র । কাম্যাস্ত যথাকামং সমুচ্চীয়েন্ন বা
পূর্বহেতুভাবাৎ ॥

(পূর্বহেতুভাবাৎ = আসাং কাম্যানাং পূর্বোক্তাবিশিষ্টফলত্বাভাবাৎ)

ভাষ্য ।—ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্তফলানুষ্ঠানেন্নিয়মো নিয়ম-
প্রযোজকপূর্বোক্তহেতুভাবাৎ ॥

অন্তার্থঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য ফলকামনা-পূরণার্থ, উপাসনাস্থলে
যথাকাম (যদৃচ্ছাক্রমে) পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাও করিতে পারা যায়, এবং

সমস্ত উপাসনাও করিতে পারা যায় ; কারণ সকাম উপাসনার ফল কামনামুসারে পৃথক্ পৃথক্ হয় ; একফলপ্রার্থী এক উপাসনা করিতে পারে, বহুপ্রকার ফলপ্রার্থী বহুপ্রকারই উপাসনার অহুষ্ঠান করিতে পারে । পরন্তু যাহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির (মোক্ষের) নিমিত্ত ব্রহ্মবিজ্ঞা অবলম্বন করেন, তাঁহাদেরই কোন একটি বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞা স্বীয় স্বীয় অধিকার অনুসারে গ্রহণ করা কর্তব্য, তাঁহাদের পক্ষে বহুবিধ ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করা বিধেয় নহে এবং নিম্প্রয়োজন ; কারণ পূর্বোক্ত^১ প্রত্যেক ব্রহ্ম-বিজ্ঞারই ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, বিজ্ঞাভেদে এই ফলের তারতম্য না হওয়ায় বহু বিজ্ঞার উপাসনা নিম্প্রয়োজন ; এবং বহুবিধ উপাসনা অবলম্বনে কোন বিশেষ উপাসনার সম্যক্ নিষ্ঠা না হওয়াতে তাহা অবিধেয় ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৯ শ্লোক । অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥

[অঙ্গেষু কৰ্ম্মাঙ্গেষু উপাশ্রিতানাং বিজ্ঞানাং কৰ্ম্মস্ব যথাশ্রয়ভাবঃ, যথা কৰ্ম্মাঙ্গানাং উদগীথাদীনামঙ্গত্বং তদ্বিজ্ঞানামপি ইত্যর্থঃ ।]

ভাষ্য ।—বহুভিলিঙ্গে কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিতানামুদগীথাদিবিদ্যানাং নিয়মেন কৰ্ম্মসূপাদানমিত্যাক্ষিপতি, উদগীথাদিষাশ্রিতানাং বদ্যানা-^{১)} মুদগীথাদিবদঙ্গভাবঃ ॥

অন্তার্থঃ—উদগীথাদি কৰ্ম্মাঙ্গের আশ্রিত বিজ্ঞা, ঐ সকল কৰ্ম্মাঙ্গের গ্রাহ্যই গ্রহণীয় অর্থাৎ উদগীথাদি যেমন কৰ্ম্মের অঙ্গ, তদ্রূপ ঐ সকল উদগীথাদি অঙ্গে আশ্রিত (সংযুক্ত) বিজ্ঞাসকলও (ব্রহ্মধ্যানও) কৰ্ম্মের অঙ্গীভূত । ইহা পূৰ্ব্বপক্ষ শ্রুত, এবং এই পূৰ্ব্বপক্ষ পরবর্তী ৩ শ্লোকে সমর্থন করা হইয়াছে ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬০ শ্লোক । শিষ্টেষ্ট ॥

(শিষ্টিঃ = শাসনঃ, বিধানমিত্যর্থঃ)

ভাষ্য ।—“উদ্গীথমুপাসাতে”-তি শাসনাচ্চোপাদাননিয়মঃ ॥

অন্তার্থঃ—“উদ্গীথের উপাসনা করিবে” ইত্যাদি প্রকার শাসনবাক্যের স্পষ্টরূপে উল্লেখ শ্রুতি করিয়াছেন, তাহাতেও সিদ্ধান্ত হয় যে, উদ্গীথোক্ত বিদ্যাও অবশ্য উদ্গীথের জ্ঞান গ্রহণীয় ; কারণ, তত্ত্ববিদ্যা ভিন্ন উদ্গীথোপাসনা হয় না ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬১ সূত্র । সমাহারাৎ ॥

ভাষ্য ।—“হোতৃষদনাকৈবাপি দুৰুদ্গীথমনুসমাহরতী”-তি প্রণবোদ্গীথয়োরেকৌ স্পাদনাচ্চ । (দুৰুদ্গীথং = দুষ্কমুদ্গীথং বেদনহীনম্ উদ্গাতা স্বকৰ্ম্মণি সমুৎপন্নং বৈগুণ্যং হোতৃ-ষদনাৎ হোতৃকৰ্ম্মণঃ শংসনাৎ সমাদধাৎ ইত্যেনে সমাধানং ক্রবন্তী শ্রুতিবেদনস্তোপাদাননিয়মং দর্শয়তি) ॥

অন্তার্থঃ—যদি উদ্গাতার অপারদশিতা হেতু উদ্গীথ দুষ্ট হয়, তাহা হইলে হোতার শংসনে (স্তোত্রে) তাহা পুনরায় সমাহৃত (অর্থাৎ অদুষ্ট) হয় । শ্রুতি এইরূপ উক্তি করাতে ঋগ্বেদীয় প্রণব ও সামবেদীয় উদ্গীথের একত্ব ধ্যান করা শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন ; সুতরাং উদ্গীথোক্ত ধ্যান (বিদ্যা) উদ্গীথের জ্ঞান কৰ্ম্মাঙ্গস্থলীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬২ সূত্র । গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥

ভাষ্য ।—“তেনেয়ং ত্রয়ী বর্জতে” ইতি গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥

অন্তার্থঃ—বিদ্যার (ধ্যানের) আশ্রয়ীভূত ওঙ্কারসম্বন্ধে শ্রুতিই বলিয়াছেন যে “এই ওঙ্কার বেদত্রয়ের আশ্রয়” ; অতএব ওঙ্কার বেদত্রয়ে প্রোক্ত উপাসনাকর্ম্মের অবর্জনীয় অঙ্গ ; অতএব ওঙ্কারোক্ত ধ্যানসকলও ওঙ্কারের অনুগামী ।

৩ অঃ ৩ পাদ ৬৩ সূত্র । ন বা তৎসহভাবোহশ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য ।—নাস্তাশ্রিতানাং বিজ্ঞানামঙ্গবৎক্রতুমূপাদাননিয়মঃ, ক্রতুসহভাবাশ্রবণাৎ ॥

অর্থঃ—পূর্বোক্ত চারিসূত্রে বাধ্যাত পূর্বপক্ষের উত্তর সূত্রকার এই সূত্র ও পরবর্তী সূত্রদ্বারা প্রদান করিতেছেন । সূত্রোক্ত “বা” শব্দে এই স্থলে পক্ষব্যাবৃতি বুঝায় । সূত্রকার উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, ক্রতুর ওঙ্কারাদি অঙ্গের হ্রায় ঐ ওঙ্কারাদি-অঙ্গাশ্রিত বিজ্ঞান যজ্ঞকর্মে গ্রহণ করিবার অবধারিত নিয়ম নাই ; কারণ সূত্রসকলের ক্রতুতে অবশ্য-গ্রহণীয়তা শ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও, অঙ্গের হ্রায় তদাশ্রিত বিজ্ঞান অবশ্য-গ্রহণীয়তা শ্রুতি উল্লেখ করেন নাই ! (ধ্যানকার্য্য পুরুষের চিন্তাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে, ইহা বাহ্যযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক নহে ; স্মরণ্য ধ্যানকে বাহ্যযজ্ঞের অলম্বনীয় অঙ্গ বলা যাইতে পারে না ; বাহ্যযজ্ঞ তদভাবেও সম্পন্ন হইতে পারে ; মন্ত্রোচ্চারণ, উল্লীখাদি গান এবং হোম প্রভৃতি দ্বারাই বাহ্য ক্রতু সম্পন্ন হয় ; এই বাহ্য ক্রতু ভিন্ন ভিন্ন ফল কামনায় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষদ্বারা আচরিত হইতে পারে ; বিজ্ঞাংশ জ্ঞানোৎপাদক ; অতএব উল্লীখাদি ক্রতুঙ্গের হ্রায় ক্রতুঙ্গাশ্রিত বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞাও ক্রতুকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবশ্যগ্রহণীয় নহে । শ্রুতি তদ্রূপ উপদেশ করেন নাই । এই নিমিত্ত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য শ্রুতি পঞ্চাশবিজ্ঞান ফলবর্ণনে উপদেশ করিয়াছেন যে, যাহারা বিজ্ঞাংশ অবলম্বন করেন, তাঁহারা অচ্চিরাদি উত্তরমার্গ প্রাপ্ত হইবেন ; পরন্তু যাহারা বিজ্ঞা-বিরহিত হইয়া অগ্নিহোত্র আচরণ করেন, তাঁহারা ধূমাদিমার্গ প্রাপ্ত হইবেন ; অচ্চিরাদি মার্গ প্রকৃতি ও মুমুকুদ্বিগের জন্তই ব্যবস্থাপিত আছে । কিন্তু বিজ্ঞাব্যতিরেকেও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সপন্ন হয় ।

৩ অঃ ৩ পাদ ৬৪ সূত্র । দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—“এবং বিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞঃ যজমানঃ সর্ববাংশ্চ ঋত্বিজোহভিরক্ষতী”-তি শ্রুতৌ বেদনানিয়ততাদর্শনাচ্চ ॥

অন্তর্থাঃ—“যে ব্রহ্মা (যজ্ঞের পুরোহিতবিশেষকে ব্রহ্মা বলে) এই প্রকার জ্ঞানবান্, সেই যজ্ঞ যজমান্ এবং সকল ঋত্বিকে রক্ষা করে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এইরূপ জ্ঞানবত্তা নিয়ত নহে ; যজ্ঞকর্তার জ্ঞানবত্তা থাকিলে যজ্ঞ অধিক ফলপ্রদ হয়, যেমন এই প্রকরণের ৪১ সংখ্যক সূত্রে শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে ; পরন্তু এইরূপ জ্ঞানবত্তা না থাকিলেও যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না, তাহা নহে ; অতএব ক্রমবিকাশিত বিদ্যাংশ বিদ্যাদ্বয়ের অনুগামিরূপে অবশ্যগ্রহণীয় নহে ।

এই তৃতীয়পাদে ত্রীভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সকল বিদ্বা অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তের দ্বারা এক ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য ; তৎসমস্তের মোক্ষফলপ্রাপ্তিবিশয়ে কোন প্রভেদ নাই ; অতএব যে কোন উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, তাহা নিষ্ঠাপূর্বক সাধন করিলেই জীব কৃতকৃত্য হয় ।* আদিত্য, মনঃ, প্রাণ, চক্ষু, হৃদয়, ঔঁকার ইত্যাদি ব্রহ্মের বিভূতিস্বরূপ বিভিন্ন প্রতীককে অবলম্বন করিয়া অথচ প্রতীকনিরপেক্ষভাবে সত্যসংকল্পত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে এবং অক্ষররূপে পরব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা শ্রুতি স্থাপিত করাতে, বিদ্বা বিভিন্ন হইয়াছে ; কিন্তু সকল বিদ্বারই গন্তব্য এক পরব্রহ্ম । বিভিন্ন প্রতীককে

* তবে প্রতীকবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাতে প্রথমে ব্রহ্মলোকের বাস হয়, এবং পরে ব্রহ্মার সহিত পরমাত্ম-প্রাপ্তি হয় বলিয়া সূত্রকার চতুর্থাধ্যায়ে পরে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন ।

অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন বিদ্যা উপদিষ্ট হওয়াতে, বিদ্যাসকলে ব্রহ্মধ্যানের তার-
তম্য স্বভাবতঃই হইয়াছে ; কিন্তু কতকগুলি শক্তি ব্রহ্মে বিদ্যমান আছে,
যাহা সকল বিদ্যাতেই সাধারণ—যেমন সৰ্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসংকল্পত্ব, সৰ্ব্বগতত্ব,
সৰ্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, আনন্দময়ত্ব ইত্যাদি । এবং সৰ্ব্ববিধ ব্রহ্মোপাসনাতেই সাধক
আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করিবেন ; ইহাও সৰ্ব্ববিধ ব্রহ্ম-
বিদ্যায় সাধারণ । এই ত্রিবিধ অঙ্গের সহিত যে ব্রহ্মোপাসনা, তাহাই ভক্তি-
যোগ বলিয়া আখ্যাত ; অতএব এই ভক্তিযোগই যে বৈদান্তদর্শনের
উপদেশ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

ইতি বৈদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ঃ তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ।

ওঁ তৎ সৎ ।

ওঁ ত্রীশ্বরবে নমঃ ।

দার্শনিক-ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ ।

এই চতুর্থপাদে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিয়াছেন যে, কেবল ব্রহ্মবিদ্যা হইতেই মোক্ষলাভ হয়, কর্ম কেবল চিন্তের মালিন্য দূর করিয়া বিদ্যার সহায়কারী হয়, যাগাদি কর্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষপ্রাপক নহে, কর্মব্যতিরেকেও বিদ্যাবান্ পুরুষ মোক্ষলাভ করিতে পারেন ; কিন্তু কর্ম পঙ্কিত্যাগ করা বিহিত নহে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১ সূত্র । পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥

[অতঃ=বিদ্যাতঃ]

ভাষ্য ।—ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিদ্যাতঃ, “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমি”-ত্যাदि-
শব্দাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্ততে ॥

অন্তার্থঃ—ব্রহ্মবিদ্যাসাধনের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থ লাভ হয় ।
প্রতি স্বয়ং বলিয়াছেন যে “ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু মুক্তিকে লাভ
করে” । ভগবান্ বাদরায়ণের ইহাই সিদ্ধান্ত ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২ সূত্র । শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাহন্তেষিতি
কৈমিনিঃ ॥

ভাষ্য ।—কৰ্ম্মাজভূতকৰ্ত্তৃসংস্কারদ্বারেণ বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাজহং,
কৰ্ত্তুঃ কৰ্ম্মশেষত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ । যথা “পৰ্ণময়ী” দ্রব্যাদিশ-
পাপলোকশ্রবণাদিফলশ্রুতিস্তুদ্বিতি জৈমিনির্ম্মতে ॥

অন্তার্থঃ—পরন্তু জৈমিনি বলেন যে, যজ্ঞকর্তাও যজ্ঞকৰ্ম্মের এক অঙ্গ ;
কর্তার দেহাদি হইতে পৃথক্ অন্তিত্বনীল বলিয়া জ্ঞান না হইলে, স্বর্গাদি-
ফলপ্রদ যজ্ঞকৰ্ম্মে কর্তার অভিরুচি ও বিশ্বাস হয় না ; সুতরাং যজ্ঞকৰ্ম্মে
তাহার প্রবৃত্তিও জন্মে না ; অতএব বিদ্যা যজ্ঞকৰ্ত্তা দেহব্যতিরিক্তত্ব-
বিষয়ক সংস্কার (শুদ্ধি) উৎপাদন করিতে, তাহা যজ্ঞের অঙ্গরূপেই গণ্য
হয় ; কর্তা যজ্ঞের অঙ্গীভূত হওয়ায় বিদ্যাবিষয়ক ফলশ্রুতি অর্থবাদ বলিয়াই
গণ্য করিতে হইবে । যেমন কিংসুক পলাশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যবিষয়ে
নিষ্পাপত্বরূপ ফলশ্রুতি আছে, তাহা অর্থবাদমাত্র, তদ্রূপ বিদ্যাফল-
শ্রুতিও অর্থবাদমাত্র ; বিদ্যা যজ্ঞেরই অঙ্গ, ইহার পৃথক্‌রূপে ফলবত্তা
নাই, স্বর্গাদি যজ্ঞফলের অতিরিক্ত মোক্ষোৎপাদকত্বসামর্থ্য স্বতন্ত্ররূপে
বিদ্যার নাই ।

(জৈমিনি কৰ্ম্মকাণ্ডের উপদেশটা, সকাম সাধকের বেদোক্ত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে
প্রবৃত্তি উৎপাদন করা জৈমিনিহৃদয়ের উদ্দেশ্য ; সুতরাং যজ্ঞের প্রতি নিষ্ঠা
স্থাপন করিবার নিমিত্ত তিনি সকাম শিষ্যকে স্বীয় অধিকারাতীত নিকাম
ব্রহ্মবিদ্যাকেও যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ব্রহ্মহৃদ্রে
উচ্চ অধিকারীর নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যাই উপদিষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং শ্রীভগবান্
বেদব্যাস ঐ বিদ্যার ফল বথার্থরূপেই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু
জৈমিনিবাক্যের খণ্ডন না করিলে শিষ্যের সংশয় দূর হইবে না ; অতএব
প্রথমে জৈমিনিমত তদনুকূল যুক্তির সহিত ২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত বর্ণনা
করিয়া, পরে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন) ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩ সূত্র । আচারদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য ।—“জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে”
ইত্যাদি শ্রুতিভ্যো জনকাদীনামাচারদর্শনাৎ ॥

অন্তার্থঃ—বিদ্যাবানেরও যজ্ঞাদি কৰ্ম্মাচরণ শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে ।
যথা, বৃহদারণ্যকে উক্ত আছে যে “বৈদেহ রাজা জনকও বহু দক্ষিণায়ুক্ত
যজ্ঞ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জানী জনকাদিরও যজ্ঞকৰ্ম্ম আচরণ
করা দৃষ্ট হওয়াতে, বিদ্যাকে কৰ্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা উচিত ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪ সূত্র । তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য :—“যদেন বিদ্যায়া কৰোতি শ্রদ্ধাযোপনিষদা তদেব
বীৰ্য্যবন্তরং ভবতী”-তি বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মোপযোগিত্বশ্চ শ্রুতেঃ ॥

অন্তার্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন “বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের (রহস্তজ্ঞানের)
সহিত যে বিহিত যাগাদি কৰ্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহা সমধিক ফল প্রদান
করে,” এই বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধান্ত হয়, যে বিদ্যার কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ
আছে, বিদ্যা স্বতন্ত্র নহে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫ সূত্র । সমম্বারস্তৃণাৎ ॥

ভাষ্য । “তং বিদ্যাকৰ্ম্মণী সমম্বারভেতে” ইতি বিদ্যাকৰ্ম্মণোঃ
সাহিত্যদর্শনাচ্চ ॥

অন্তার্থঃ—“বিদ্যা এবং কৰ্ম্ম মৃত জীবের অনুসরণ করে” এই শ্রুতি-
বাক্যদ্বারা দেখা যায় যে, ফলারম্ভবিষয়ে বিদ্যা ও কৰ্ম্মের সহতাব আছে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৬ সূত্র । তদ্বতো বিধানাৎ ॥

ভাষ্য ।—“আচার্য্যকুলাদ্বৈদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ
কৰ্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য (স্বে) কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়-
মধীয়ান”-ইতি কৰ্ম্মবিধানাচ্চ ॥

অন্তার্থঃ—আরও দেখা যায়, শ্রুতিতে উক্ত আছে যে “বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর আদিষ্ট সমস্ত কৰ্ম্ম শেষ করিয়া আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্তনান্তে (ব্রহ্মচর্য্যত্রেত উদ্‌যাপন করিয়া) স্বীয় কুটুম্বগণমধ্যে পবিত্র স্থানে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে,” ইহা দ্বারা কৰ্ম্মবান্ হইয়া বাস করিবার বিধান স্পষ্টই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। অতএব বিদ্যা কৰ্ম্মাঙ্গভূত অর্থাৎ কৰ্ম্মই বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য, বিদ্যা তাহার অঙ্গীভূতমাত্র।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৭ সূত্র । নিয়মাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—“কুৰ্ব্বন্মেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীৰ্ষেচ্ছতং সমা”-ইত্যাদি নিয়মাচ্চ ॥

অন্তার্থঃ—শ্রুতি আরও বলিয়াছেন “বিহিত কৰ্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্তই শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে” (ঈশোপনিষৎ), এইরূপ আরও শ্রুতিবাক্যসকল আছে ; তদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুপর্য্যন্ত কৰ্ম্মাচরণ করিবার নিয়ম শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ; তদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে বিদ্যা কৰ্ম্মেরই অঙ্গমাত্র ।

এক্ষণে এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ক্রমশঃ প্রদত্ত হইতেছে :—

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৮ সূত্র । অধিকোপদেশাতু বাদরায়ণশ্চৈবং তদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য ।—তত্রোচ্যতে, জীবাৎ কৰ্ত্তুরধিকশ্চ সৰ্ব্বেশ্বরশ্চ সৰ্ব্ব-নিয়ন্ত্রবেত্ত্বেনোপদেশাৎ “পুরুষার্থোহতঃ” ইতি ভগবতো বাদরা-য়ণশ্চ মতম্ । “এব সৰ্ব্বেশ্বরঃ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সৰ্ব্বশ্বেশানঃ তং হোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি সৰ্ব্বং বেদা যৎপদমামনস্তী”-ত্যাди তদর্শনাৎ ।

অন্ত্যর্থঃ—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—বেদান্তের উপদিষ্ট আত্মা সর্বৈশ্বর এবং সর্বনিয়ন্তা ; তিনি কর্মকর্তা জীব হইতে উৎকৃষ্ট, তিনিই বেত্তবস্ত বলিয়া বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছেন, এবং বিদ্যা দ্বারা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবকে দেহাতিরিক্ত বলিয়া উপদেশ করাই বিদ্যা উপদেশের সার নহে ; অতএব ভগবান্ বাদরায়ণি সিদ্ধান্ত করেন যে, বিদ্যা হইতে পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভ হয় । কারণ, শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন “এই আত্মা সর্বৈশ্বর, ইনি সর্বভূতের অন্তঃপ্রবিষ্ট, সকলের নিয়ন্তা ও শাস্তা ; সুমন্ত বেদই যাহার মহিমা কীর্তন করে, সেই উপনিষদ্বর্ণিত পুরুষ বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি” এইরূপ এইরূপ বহুবিধ শ্রুতি কর্মকর্তা জীব হইতে বিদ্যাবেদ্য পরমাত্মার উৎকৃষ্টত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং কর্মকর্তার কর্মাক্তত্ব বর্ণনাদ্বারা বিদ্যার কর্মাক্তত্ব সাধিত হয় না ; পক্ষান্তরে কর্মগম্য স্বর্গাদি হইতে উত্তমপুরুষার্থ মোক্ষ বিদ্যাগম্য হওয়াতে, বিদ্যা কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৯ সূত্র । তুল্যাং তু দর্শনম্ ॥

ভাষ্য ।—বিদ্যয়া অকর্ম্মাক্তত্বেহপি “কিমর্থ্য বয়মধ্যোষ্যামহে কিমর্থ্য বয়ং যক্ষ্যামহে” ইত্যাদি দর্শনং তুল্যম্ ।

অন্ত্যর্থঃ—বিদ্যার যেমন কর্মের সহিত যোজনা জনকাদিস্থলে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ বিজ্ঞাবান্ পুরুষের পক্ষে কর্মের অনাবশ্যকতাও শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা, “কি নিমিত্ত আমরা অধ্যয়ন করিব, কি নিমিত্তই বা যজ্ঞ করিব” ইত্যাদি ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১০ সূত্র । অসার্বত্রিকী ॥

ভাষ্য ।—“যদেব বিদ্যায়ে”-তি শ্রুতিন্ সর্ব (বিদ্যা)-বিষয়া ।

অন্ত্যর্থঃ—“যদেব বিদ্যায়া” (যাহা বিজ্ঞা দ্বারা কৃত হয়) ইত্যাদি

পূর্বপক্ষোল্লিখিত শ্রুতি কেবল উদগীথবিজ্ঞাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, এই শ্রুতি অপর বিজ্ঞাবিষয়ে প্রযোজ্য নহে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১১ সূত্র । বিভাগঃ শতবৎ ॥

ভাষ্য ।—“তং বিদ্যাকর্শ্মণী সমস্বারভেতে” ইত্যত্র ফলদ্বয়-নিমিত্তশতবিভাগবদ্বিভাগো জ্ঞেয়ঃ ।

অন্তার্থঃ ।—“বিজ্ঞা এবং কর্শ্ম মৃতপুরুষের অনুগামী হয়” এই শ্রুতি-বাক্যে বিজ্ঞা এবং কর্শ্ম একত্র উক্ত হইলেও, ইহাদের ফল পৃথক্ পৃথক্ ; যেমন শতমুদ্রা এই দুইজনকে দান কর বলিলে, বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ক্রমে দান করা বুঝায়, তত্রীপ । (অথবা এই দুই কার্য্যে শতমুদ্রা ব্যয় কর বলিলে, যেমন প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্ক্রমে শতমুদ্রাকে ভাগ করিয়া ব্যয় করা বুঝায়, এই স্থলেও বিজ্ঞা ও কর্শ্ম উভয় অনুগমন করে বলাতে বিজ্ঞা আপনার অসাধারণ ফল দিবার নিমিত্ত এবং কর্শ্মও পৃথক্ক্রমে স্বীয় অসাধারণ ফল দিবার নিমিত্ত অনুগমন করে বুঝিতে হইবে) ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১২ সূত্র । অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥

ভাষ্য ।—“আচার্য্যকুলাদেদমধীত্যে”-তত্র অধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্শ্ম বিধীয়তে ।

অন্তার্থঃ—“বেদাধ্যয়নান্তে আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্তন করিয়া” ইত্যাদি পূর্বপক্ষোক্ত শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞাবান্ পুরুষের বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লিখিত হয় নাই, কেবল অধ্যয়নপটু পুরুষের পক্ষে কর্শ্ম বিধান করা হইয়াছে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৩ সূত্র । নাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য ।—নিয়মবাক্যস্তাপি নিয়মেন বিদ্বদ্বিষয়কত্বাযোগাৎ ।

অন্তার্থঃ ।—“কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি” ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্যে বিজ্ঞাবান্ পুরুষের বিশেষরূপে উল্লেখ নাই; ইহা অপর সাধারণের পক্ষে বিধি ।

৩য় অঃ ৬র্থ পাদ ১৪ সূত্র । স্তুতয়েহনুমতিৰ্বা ॥

ভাষ্য ।—বিদ্যাস্তুতয়ে বিদুষঃ “কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি”-তি কৰ্ম্মানুষ্ঠা ক্রিয়তে ।

অন্তার্থঃ—পরন্তু “কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি” ইত্যাদি ঈশোপনিষদুক্ত শ্লোকে যে কৰ্ম্মের বিধি, ফরা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞারই প্রশংসানিমিত্ত, অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি সৰ্ববিধ কৰ্ম্ম করিলেও তিনি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্ত; শ্রুতির অর্থ এই যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম্ম আবশ্যক না হইলেও, তিনি লোকহিতার্থে সমস্ত কৰ্ম্ম আচরণ করিবেন; কারণ এই কথা বলিয়াই শ্রুতি ঐ শ্লোকেরই শেষভাগে বলিতেছেন “ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে” ।

৬ ৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৫ সূত্র । কামকারেণ চৈকে ॥

ভাষ্য ।—“কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোহয়মাত্মাহয়ং লোক”-ইত্যোকে বিদুষাং স্বেচ্ছয়া গার্হস্থ্যতাগমত এবাভিধীয়তে ।

অন্তার্থঃ—“পুত্রকলত্রাদির প্রয়োজন আমাদের পক্ষে কি আছে? আমাদের সম্বন্ধে এক আত্মাই এতৎ সমস্ত লোক, আত্মাকে লাভ করিতে আমাদের সমস্তই লব্ধ হইয়াছে; সুতরাং পুত্রাদি লইয়া কি করিব?” ইত্যাদি বাক্যে অপর শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্যা সমাপনান্তে জ্ঞানী ব্যক্তি বদৃচ্ছাক্রমে গার্হস্থ্যশ্রম গ্রহণ অথবা তাহা একদা বর্জনও করিতে পারেন । সুতরাং গার্হস্থ্যশ্রমবিহিত যাগাদি কৰ্ম্ম বিজ্ঞাবান্ ব্যক্তির পক্ষে যে নিম্নপ্রয়োজন, তাহা এতদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় । বিদ্বান্

ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গাহ'স্থ্যাপ্রম গ্রহণও করিতে পারেন ; গ্রহণ করিলে তদ্বিহিত কৰ্ম্মাচরণ কর্তব্য ; কিন্তু তাহাতে তিনি কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৬ সূত্র । উপমর্দঞ্চ ॥

ভাষ্য ।—অত এব বিদ্যায়া কৰ্ম্মোপমর্দঞ্চ, “কীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” ইত্যাদিনা পঠন্তি ।

অন্তার্থঃ—বিজ্ঞা কৰ্ম্মেরই অঙ্গীভূত হওয়া দূরে থাকুক, বিজ্ঞা হইতে কৰ্ম্মের বিনাশ হয় বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নির্ণয় করিয়াছেন । যথা “কীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি” ইত্যাদি ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৭ সূত্র । উদ্ধারৈতস্স চ শব্দে হি ॥

ভাষ্য ।—উদ্ধারৈতস্স আশ্রমেষু বিদ্যা দর্শনাচ্চ তন্ত্ৰাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিশ্চীয়তে । তে তু “ত্রয়ো ধৰ্ম্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদিশব্দে দৃশ্যন্তে ।

অন্তার্থঃ—উদ্ধারৈতঃ (সন্ন্যাস) আশ্রমে বিজ্ঞাসাধনেরই উপদেশ উক্ত হইয়াছে, কৰ্ম্মের নহে । তদ্বারা বিজ্ঞার কৰ্ম্ম হইতে স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধান্ত হয় । কৰ্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিও শ্রুতিতেই থাকা দৃষ্ট হয় । যথা ছান্দোগ্যে “ত্রয়ো ধৰ্ম্মস্কন্ধাঃ” “যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইতুপাসতে” (ধৰ্ম্মস্কন্ধ ত্রিবিধ, যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান । যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক তপঃ উপাসনা করেন ইত্যাদি) । (এইরূপ অপরাপর অনেক শ্রুতিও আছে, “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি”, “ব্রহ্মচর্যা দেব প্রব্রজেৎ” ইত্যাদি) ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৮ সূত্র । পরামর্শ জৈমিনিরচোদনাচ্চাপ-
বদতি হি ॥

[পরামর্শঃ = অনুবাদঃ ; অচোদনাং = বিধায়কশব্দাভাবাৎ ; অপবদতি = নিন্দতি)]

ভাষ্য ।—“ত্রয়ো ধর্মস্বক্কা” ইত্যাদৌ তেষামাশ্রমানামনুবাদ-
মাত্রং বিধায়কশব্দাভাবাৎ । “বীরহা বা এষ দেবানাং যোহগ্নি-
মুদ্বাসয়তে” ইত্যশ্রমাস্তুরাপবাদশ্রবণাচ্চাশ্রমাস্তুরমনমুষ্ঠেয়মিতি
জৈমিনিঃ ।

অন্তার্থঃ—জৈমিনি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তসম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি করেন,
যথা :—

“ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ” ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে বিধায়কশব্দের
অভাবহেতু তদুক্ত সন্ন্যাসাশ্রমবিষয়ক বাক্য অনুবাদ (পরামর্শ) মাত্র
(অর্থাৎ উক্তবাক্যে এমন বিভক্তি নাই, যদ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে
শ্রুতি, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেক, এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন ; এইরূপ
বিধায়কবিভক্তি না থাকাতে বুঝিতে হয় যে, লোকে যাহা কখন কখন
স্বাচরণ করে, তন্মাত্রই শ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিধি
দেন নাই) । অধিকন্তু “বীরহা বা এষ দেবানাং যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে”
(যিনি অগ্নি পরিচর্যা করেন, তিনি দেবতাদিগের শত্রুহস্তা হইবেন), “না-
পুত্রস্ত লোকোহস্তি” (অপুত্রক ব্যক্তির স্বর্গাদি উর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হয়
না) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করিয়াছেন দেখা
যায় ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৯ সূত্র । অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য ।—গার্হস্থ্যেনাশ্রমাস্তুরস্তানুবাদবাক্যে তুল্যত্বশ্রবণ-
সদনুষ্ঠেয়মিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে ।

অন্তার্থঃ—তদ্বস্তরে শ্রীভগবান্ বাদরায়ণ বলেন যে, “ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ”-

ইত্যাদি বাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের জ্ঞান গার্হস্থ্যাশ্রমসম্বন্ধেও অনুবাদবাক্যেরই উল্লেখ আছে, বিধায়ক বাক্য নাই; তৎসম্বন্ধে উভয়ই তুল্য; অতএব গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধি যেমন অনুবাদবাক্যের দ্বারা ই বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ সন্ন্যাসাশ্রমও এই অনুবাদবাক্যের দ্বারা ই বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় । সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমও অনুষ্ঠেয় ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২০ সূত্র । বিধির্ববা ধারণবৎ ।

ভাষ্য ।—বিধিরেবাস্তি যথা দিক্ষাগ্নিহোত্রে শ্রীয়েত, “অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্নুদ্রবেদুপরি দেবেভ্যো ধারয়তি”-তি বাক্যং ভিত্তোপরি ধারণমপূর্ববত্বাদ্বিধীয়তে, তদ্বৎ ।

অর্থ :—পরন্তু বাস্তবিকপক্ষে উক্ত আশ্রমতত্ত্ববিষয়ক বাক্য অনুবাদ নহে, ইহা বিধিবাক্য; যেমন “অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্নুদ্রবেদুপরি দেবেভ্যো ধারয়তি” (পিত্র্যাহোমস্থলে ইহার (হোমের যতাদির) নীচে সমিধ স্থাপন করিবে, দেবতার উদ্দেশ্যে হইলে সমিধ উপরিভাগে ধারণ করিবে) ইত্যাদি বাক্যে “ধারণতি” পদে বিধিসূচক বিভক্তি না থাকিলেও, উপরি-ধারণবিষয়ক উপদেশ পূর্বে কোন স্থানে উক্ত না থাকাত, জৈমিনি স্বয়ংই যেমন পূর্বমীমাংসায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা বিধিবাক্য (“বিধিস্ত ধারণেহপূর্বত্বাৎ” ইত্যাদি জৈমিনিসূত্র দ্রষ্টব্য); এইস্থলেও সন্ন্যাসাশ্রমের অপূর্বতাদৃষ্টে বিধিবোধক বিভক্তির অভাবেও ইহাকে বিধিবোধক বাক্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে । (বস্তুতঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রব্রজ্যাশ্রমের বিধিবাক্যও শ্রুতিতে বর্ণিত আছে; যথা “ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ”; এবং জাবালশ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন “ব্রহ্মচর্য্যং সন্যাস্য গৃহী ভবেদ্ গৃহী ভূষ্য বনী ভবেদ্বনী ভূষ্য প্রব্রজেদ্ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাধ্য বনাধ্য যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদি”-তি ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২১ সূত্র । স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্বব্ধাৎ ।

ভাষ্য ।—“স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্হ্যোঽষ্টমো য উদগীথঃ ইয়মেবগীগ্নিঃ সাম অয়ং বাব লোকঃ এষোহগ্নিশ্চিতঃ তদিদমেবোক্তমি”-ত্যাাদি কৰ্ম্মাদ্ভোগদগীথাতিস্তুতিমাত্রং তৎসম্বন্ধিতয়া রসতমত্বাদিরূপাদানাদিতি চেন্ন, অপ্রাপ্তত্বাদুদগীথাতিষু রসতমত্বাদিদৃষ্টিবিধানম্ ।

অস্বার্থঃ—(“এই সকল ভূতের রস (সার) পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল, জলের রস ওষধি, ওষধির রস মনুষ্য, মনুষ্যের রস বাক্য, বাক্যের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস উদগীথ, যাহা উদগীথ, তাহাই প্রণব” ইত্যাদি বাক্য বলিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন) “এই অষ্টম রস (পৃথিবী হইতে গণনা করিয়া অষ্টম) উদগীথ, ইহা পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বোক্ত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, পরমাত্মস্বরূপে উপাস্ত ; ইহাই ঋক্, অগ্নি, সাম ও এতৎসমস্ত লোক , ইহাই চিত অগ্নি ও উক্ত”, এই সকল বাক্য যজ্ঞকৰ্ম্মাদ্ভূত উদগীথের স্তুতিমাত্র ; কারণ উদগীথ যজ্ঞকৰ্ম্মসম্বন্ধীয় অঙ্গবিশেষ, অপরাপর অঙ্গের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে উদগীথকেও গ্রহণ করিয়া, তত্ত্বলনায় ইহাকে রসতম বলা হইয়াছে । (যেমন “ইয়মেব জুহুরাদিত্যঃ কুৰ্ম্মঃ স্বৰ্গলোকঃ আহবনীয়ঃ” (এই জুহু—আহুতিপাত্র পৃথিবী, আদিত্য, কুৰ্ম্ম) ইত্যাদি কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত বাক্য জুহুর স্তুতিবাচকমাত্র, তজ্জপ পূৰ্ব্বোক্ত রসতমত্বাদিও উদগীথের স্তাবকবাক্যমাত্র) । এইরূপ সিদ্ধান্ত সংসিদ্ধান্ত নহে ; কারণ ঐ উদগীথ-উপাসনার বিধি পূৰ্ব্বে করা হয় নাই ; বিধি থাকিলেই পরে স্থিত বাক্যকে স্তাবক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে । অতএব উদগীথ উপাসনা-সম্বন্ধীয় বাক্যসকল পূৰ্ব্বে অপ্রাপ্ত থাকায়, ইহার রসতমত্বাদি বর্ণনা স্তাবক নহে, স্বার্থ ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২২ শ্লোক । ভাবশব্দাচ্চ ।

ভাষ্য ।—“উদগীথমুপাসীতে”—ত্যাদিবিশিষ্যব্দাচ্চ ।

অস্বার্থঃ—“উদগীথ উপাসনা করিবেক” ইত্যাদি প্রতিবাক্যে উদগীথ উপাসনার স্পষ্ট বিধি করা হইয়াছে । এতদ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, রসতমহাদিগুণবিশিষ্টরূপেই প্রতি উদগীথ-উপাসনার বিধান করিয়াছেন, এই সকল স্তাবকবাক্য নহে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৩ শ্লোক । পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিত্বাৎ ।

ভাষ্য ।—বেদান্তেহাখ্যানশ্রুতয়ঃ পারিপ্লবার্থা ইতি ন মন্তব্যম্ । “পারিপ্লবমাচক্ষীতে”—তু্যক্ত্বা “মনুর্বৈবস্বতো রাজে”—ত্যাदिना कासाक्षिद्वিশेषितত্বাৎ ।

অস্বার্থঃ—উপনিষদে অধিকাংশস্থলেই আধ্যাত্মিকাসকল দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন জনক রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যজ্ঞবল্ক্যের ভাই পত্নী ছিল, জনশ্রুতির পোত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিতেন ইত্যাদি । এই সকল আখ্যান পারিপ্লবের নিমিত্ত উক্ত হয় নাই । (অশ্বমেধ-যজ্ঞের একটি অঙ্গ করেক দিন ধরিয়া স্তুতি গান ও আধ্যাত্মিকা পাঠ করা, বৈবস্বত মনু, বৈবস্বত যম ইত্যাদির উপাখ্যান পুরোহিতেরা বিধিপূর্বক পর পর পাঠ করেন, যজ্ঞদীক্ষিত রাজা কুটুম্ববর্গসহ তাহা শ্রবণ করেন, ইহাকে পারিপ্লব বলে । উপনিষদ্বক্তৃ আধ্যাত্মিকাসকল এইরূপ পারিপ্লব নহে) । কারণ প্রতি “পারিপ্লব আখ্যান করিবে” এইরূপ উক্তি করিয়া পারিপ্লবে কোন্ কোন্ আখ্যান পাঠ করিতে হয়, তাহা “মনুর্বৈবস্বতো” ইত্যাদিবাক্যে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; উপনিষদ্বক্তৃ আধ্যাত্মিকাসকল তন্মধ্যে উক্ত হয় নাই ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৪ সূত্র । তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ।

ভাষ্য ।—এবং সতি “অন্ত্যসাং দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি বিধ্যেক-
বাক্যতয়োপবন্ধাৎ সম্বন্ধাৎ তা বিজ্ঞার্থাঃ ।

অন্ত্যার্থঃ—মহুপ্রভৃতির আখ্যান বিশেষরূপে পারিপ্লবে নির্দিষ্ট হওয়ায়,
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিবাক্যসম্বন্ধীয় উপনিষদুক্ত আখ্যানসকল
বিজ্ঞাবিধির সহিত একত্র একবাক্যতায় সংযোজিত হওয়া সিদ্ধান্ত হয়।
অতএব এই সকল উপাখ্যান বিজ্ঞাতে কৃতি উৎপাদন ও তাহা সহজে
ধারণা করিবার প্রয়োজন নহে, পারিপ্লবান্ত নহে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৫ সূত্র । অতএব চান্মীক্ননাত্তনপেক্ষা ।

ভাষ্য ।—“ব্রহ্মনিষ্ঠোহমৃতত্বমেতি” ইত্যাদিশ্রুতেরূদ্ধরেতঃস্ব
অগ্নীক্ননাদ্যনপেক্ষা বিদ্যাহস্তি ।

অন্ত্যার্থঃ—“ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে
নিশ্চিত হয় যে, উদ্ধরেতা সম্যাসাদিগের মোক্ষলাভের নিমিত্ত অগ্নি, ইন্ধন
(অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম) ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না ; কেবল বিজ্ঞাই তাঁহাদের
পক্ষে প্রয়োজনীয় ; জ্ঞানী পুরুষ বিজ্ঞাবলেই মোক্ষপ্রাপ্ত করেন ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৬ সূত্র । সর্ববাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্চবৎ ॥

ভাষ্য ।—“তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন
দানেন তপসাহনাশকেন” ইত্যাদিশ্রুতের্গমনেশ্চবদ্বিজ্ঞা স্নোৎ-
পত্তৌ সাধনভূতানি সর্ববাণি কস্ম্যাণ্যপেক্ষতে ।

অস্যার্থঃ—পরন্তু “ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা
ও সম্যাসদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞার
উৎপত্তিপক্ষে যজ্ঞ দান প্রভৃতি সমস্ত বিহিতকার্যের অপেক্ষা আছে

জানা যায় ; কিন্তু যেমন গমনকার্যের নিমিত্ত অথ প্রয়োজনীয়, গমনকার্য সিদ্ধ হইলে দেশপ্রাপ্তি হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণতা অশ্বে নাই, তদ্বৎ যাগাদি কৰ্ম্ম বিত্তার সাধনভূতমাত্র ; তদ্বারা বিত্তালাভ হয় ; কিন্তু বিত্তালাভ হইতে যে মোক্ষফল উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে কৰ্ম্মের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন কারণতা নাই ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৭ সূত্র । শমদমাদ্যুপেতঃ স্ত্রাস্তথাপি তু তদ্বিধেস্তুদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ।

ভাষ্য ।—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর্বিদ্বাঙ্গভূতশ্রমকৰ্ম্মণা বিত্তানিস্পত্তি-সম্ভবেহপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্ত্রাৎ । ‘তস্মাদেবংবিচ্ছাস্তো দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাহত্ত্বেন্বেবাহত্বানং পশেদি’-তি বিদ্যাঙ্গতয়া শমাদিবিধেস্তুেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ।

অস্বার্থ :—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষ স্বীয় আশ্রমবিহিত বিত্তার অঙ্গীভূত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মাচরণ দ্বারা যদিও বিত্তাসম্পন্ন হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার শমদমাদি (শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি) সাধনাভ্যাস আবশ্যক । কারণ শ্রুতি বলিরাছেন, “অতএব বিত্তার্থী পুরুষ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিবেন” ; এই শ্রুতিবাক্যে বিত্তার অঙ্গীভূতরূপে শমদমাদিসাধনের বিধি থাকায়, তাহা অবশ্য অনুষ্ঠাতব্য ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৮ সূত্র । সর্ববান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে, তদদর্শনাৎ ।

ভাষ্য ।—“ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতী”-তি সর্বা-

স্নানুজ্ঞানং প্রাণাত্যয়াপত্তাবেব, প্রাণাত্যয়ে চাক্রায়ণো হীভ্যো-
চ্ছির্ঘ্যং ভক্ষণং কৃতবান্ । তস্মাৎ শ্রুতৌ দর্শনাৎ ।

অস্যার্থঃ—ছান্দোগ্যে যে “প্রাণোপাসকের পক্ষে কিছুই অনন্ন
অর্থাৎ অভক্ষ্য নহে”—সর্ববিধ অন্নই প্রাণোপাসক গ্রহণ করিতে পারে,
বলিয়া উক্তি আছে, তাহা সর্বকালের জন্ত ব্যবস্থা নহে ; প্রাণসংশয়স্থলেই
বুঝিতে হইবে । শ্রুতি তাহা চাক্রায়ণোপাখ্যানে প্রদর্শন করিয়াছেন ;
যথা,—শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কুরুদেশে শস্যসম্পদ বিনষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষ
উপস্থিত হইলে, চাক্রায়ণ ঋষি স্বপত্নীসহ মিথিলাদেশে গমন করিয়াছিলেন ;
তথায় অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর হইয়া হস্তিপোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া দুই দিবস প্রাণ
ধারণ করিয়াছিলেন, পরে মিথিলারাজ জনকের সভায় গমন করিয়া
যথাযোগ্য আহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । শ্রুতি এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন
করিয়া প্রাণসঙ্কটকালেই আহার্য্যানিয়মের ব্যতিক্রম করিবার অনুমতি
দিয়াছেন বুঝিতে হইবে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৯ সূত্র । অবাধাচ্চ ।

ভাষ্য ।—“আহারশুকৌ সন্তুশুদ্ধিরি”—ত্যস্তাবাধাচ্চ ।

অস্যার্থঃ—“আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্ত নির্মল হয়” এই যে শ্রুতি আছে,
তাহার বাধক শ্রুতি কোত্রাপি নাই ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩০ সূত্র । অপি চ স্মর্য্যতে ।

ভাষ্য ।—“জীবিতাত্যয়মাপনো যোহন্নমন্তি যতন্ততঃ ।
লিপ্যাতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসে”—তি স্মর্য্যতে চ ।

অন্তার্থঃ—স্মৃতিও এই বিষয়ে এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা—
“জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারবিহীন হইয়া

অন্ন গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি তন্নিস্ত পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন জল-সংযোগেও পদ্মপত্র তাহাতে লিপ্ত হয় না, তজ্জপ ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩১ সূত্র । শব্দাশ্চাতোহকামকারে ।

ভাষ্য ।—অত এব “তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেদি”-তি শব্দো যথেষ্টাচারনিবৃত্তৌ বর্ত্ততে ।

অন্ত্যর্থঃ—অতএব যথেষ্টাক্রমে অত্রকালে অভক্ষ্যাদিত্তক্ষণনিষেধক শ্রুতিও আছে, যথা—“অতএব ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না” ইত্যাদি । অতএব “প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য কিছু নাই” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে প্রাণোপাসনার প্রশংসাপরমাত্র বলিয়া বুদ্ধিতে হইবে । শমদমাদির দ্বারা সর্বান্ন-ভক্ষণকে প্রাণবিহার অঙ্গীভূত বলিয়া বুদ্ধিতে হইবে না ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩২ সূত্র । বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকস্মাপি ।

ভাষ্য ।—যদ্বিদ্যাঙ্গং যজ্ঞাদি তদ্বদমুমুক্ষুণা চাশ্রমকস্মৎত্বেনা-প্যমুষ্ঠেয়ং “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতী”-তি বিহিতত্বাৎ ।

অন্ত্যর্থঃ - আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি-কস্মকে বিহার অঙ্গ বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু অমুমুক্ষুর পক্ষেও স্বীয় আশ্রমবিহিত কস্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য ; কারণ “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে” এই স্পষ্ট বিধিবাক্যেও শ্রুতি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৩ সূত্র । সহকারিত্বেন চ ।

ভাষ্য ।—বিদ্যাসহকারিত্বেনাপি “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে”-ত্যাদিনা যজ্ঞাদেবিহিতত্বানুমুক্ষুণামপ্যমুষ্ঠেয়ং সংযোগপৃথক্বেনোভয়ার্থত্ব-সম্ভবাৎ ।

অন্তার্থঃ—“যজ্ঞের দ্বারা সেই এই আত্মাকে ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করিবেন” ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্রুতিতে যজ্ঞের বিধান থাকাতে, মুমুক্শু পুরুষের পক্ষেও বিজ্ঞার সহকারিরূপে যজ্ঞাদি কৰ্ম্মাহুষ্ঠান কর্তব্য ; কারণ বিজ্ঞাবিহীনের পক্ষে যেমন কৰ্ম্ম তদীক্ষিত ফল প্রদান করে, মুমুক্শুর পক্ষেও বিজ্ঞার সহকারিরূপে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা কৰ্ম্ম বিজ্ঞাকে দৃঢ়ীভূত করে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৪ সূত্র । সৰ্ব্বথাহপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ।

ভাষ্য ।—উভয়ার্থতয়া তে এব যজ্ঞাদয়ো বোধ্যাঃ । উভয়ত্রে-
করূপকৰ্ম্মপ্রত্যভিজ্ঞানং ।

অন্তার্থঃ—আশ্রমবিহিত ধৰ্ম্মরূপে এবং বিজ্ঞার সহকারিরূপে, এই উভয়রূপে, যে অগ্নিহোত্রযাগাদি কৰ্ম্ম অমুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাপক্ষে এবং আশ্রমিপক্ষে বিভিন্ন নহে, একই কৰ্ম্ম ; কারণ উভয়স্থলে শ্রুতিতে একই কৰ্ম্মের উপদেশ হওয়ার প্রতীতি হয় ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৫সূত্র । অনভিভবং চ দর্শয়তি ।

ভাষ্য ।—“ধৰ্ম্মেণ পাপমপমুদতী”-তিশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈর্যজ্ঞাদিভি-
রেব বিজ্ঞাভিভবহেতুভূতপাপাপনয়নেন বিদ্যায়াঃ অনভিভবং
দর্শয়তি ।

অন্তার্থঃ—“ধৰ্ম্মাচরণের দ্বারা পাপসকলকে ক্ষালিত করিবে” ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যজ্ঞাদির দ্বারাই বিজ্ঞার অভিভবকারী পাপসকলের অপনয়ন এবং বিজ্ঞার অনভিভবতা প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হওয়া প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব সিদ্ধান্ত এই যে বিজ্ঞাবান্ গৃহস্থ বাক্তির পক্ষেও বিহিতকৰ্ম্ম অমুষ্ঠেয় । সন্ন্যাসাশ্রমী উর্দ্ধরেতাগণের যাগাদি কৰ্ম্ম অনাবশ্যক ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৬ সূত্র । অন্তরা চাপি তু তদৃক্ষেঃ ।

ভাষ্য ।—আশ্রমমন্তরা বর্তমানানামপি বিদ্যাধিকারোহস্তুি ।

রৈকাদেবিদ্যানিষ্ঠত্বস্ত দর্শনাৎ ।

অন্তার্থঃ—আশ্রমবহির্ভূত (অনাশ্রমি)-রূপে অন্তরালে অবস্থানকারী বিধুরাদি (যাহারা সমাবর্তনের পর বিবাহ করে নাই, অথচ সন্ন্যাসও গ্রহণ করে নাই, এবং যাহাদের পত্নীবিয়োগের পর সন্ন্যাস গ্রহণ হয় নাই, অথচ পুনরায় বিবাহও হয় নাই ; এবং অত্যন্ত দরিদ্র প্রভৃতি) ব্যক্তিদেরও বিত্তাভে অধিকার আছে ; তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা বৈশ্বক, বাচস্পয়ী ইত্যাদি বিধুর ও দরিদ্র হইলেও, ইত্যাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি উল্লেখ করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৭ সূত্র । অপি চ স্মর্য্যতে ।

ভাষ্য ।—“জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যোদ্ধাক্ষণো নাত্র সংশয়ঃ । কুর্যাদন্যম্ব বা কুর্য্যাস্মৈত্রো ব্রাহ্মণঃ উচ্যতে” ইতি তেষামপি জপাদীনাং বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্য্যতে ।

অন্তার্থঃ—স্মৃতিও বলিয়াছেন “জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ সমাক্ষিপ্তি লাভ করিবেন, অপর কোন কৰ্ম্ম করুন বা না করুন, ব্রাহ্মণগণ স্মর্য্যসদৃশ” । এতদ্বারা অনাশ্রমী পুরুষেরও জপাদিসাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হওয়া স্মৃতি উপদেশ করিয়াছেন । জপাদি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, তাঁহাদিগের বিত্তারও উদয় হয় এবং বিত্তাফল যে মোক্ষ তাহাও তাঁহারা লাভ করিতে পারেন । যেমন স্বর্গ প্রভৃতি ঋষি অনাশ্রমী হইলেও জ্ঞানী হইয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতাদিতে উল্লেখ আছে ।

৪য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৮ সূত্র । বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥

ভাষ্য ।—জন্মান্তরায়ণোপি সাধনবিশেষেণ বিদ্যানুগ্রহঃ, স্মর্য্যতে চ “অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমি”-তি ।

অন্ত্যর্থঃ—জন্মান্তরে কৃত বিশেষ সাধনফলেও কাহার কাহার ইহজন্মে বিভালাভ হয় ; যথা স্মৃতি (ভগবদগীতা) বলিয়াছেন “বহুজন্মের সাধনেরদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া পরে ইহ জন্মে পরাগতি লাভ করেন” ইত্যাদি ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৯ সূত্র । অতস্থিতরজ্জ্বায়া লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য ।—অন্তরালবর্তিহাদাশ্রমবর্তিত্বং জ্যায়ঃ “অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত”-তিলিঙ্গাচ্চ ।

অন্ত্যর্থঃ—কিন্তু উক্তরূপকার^১ অন্তরালবর্তী (কোন আশ্রম অবলম্বন না করিয়া) থাকি অপেক্ষা বিহীন আশ্রম গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর । “অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ”, “সম্বৎসরম্ অনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ” ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণদ্বারাও তাহা সিদ্ধান্ত হয় ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪০ সূত্র । তদ্বৃত্তস্ত তু নাতস্ত্যাবো জৈমিনেরপি নিয়মাত্তদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥

[তদ্বৃত্তস্ত = সন্ন্যাসাশ্রমপ্রাপ্তস্ত ; অতস্ত্যাবঃ = সন্ন্যাসাশ্রমত্যাগঃ, পুনর্গার্হস্থ্যাশ্রমপ্রাপ্তিঃ ; নিয়মাৎ = আশ্রমপ্রচ্যুতাবিধানাৎ ; তদ্রূপাভাবেভ্যঃ = তস্ত (অতস্ত্যাবস্ত—আশ্রমপ্রচ্যুতেঃ) রূপাণি (শব্দরূপাণি) তদ্রূপাণি আশ্রমপ্রচ্যুতিবোধকানি বাক্যানি ইত্যর্থঃ, তেষাম্ অভাবঃ তদ্রূপাভাবঃ, তস্মাৎ অনাশ্রমনিষ্ঠোৎপাদকানি বাক্যানি ন সন্তি ইত্যর্থঃ, বহুবচনেন অশ্রেয়ভাবাঃ গৃহ্যন্তে, সন্ন্যাসারোহণবোধকবাক্যবৎ অবরোহণবাক্যভাবাৎ, প্রচ্যুতিনিমিত্তাভাবাচ্চ, শিষ্টাচারভাবাচ্চ ।]

ভাষ্য ।—প্রাপ্তোদ্ধারেতোভাবস্ত্যাবাস্ত নোপপাদ্যতে, ইতি জৈমিনেরপি সম্বতং বচনাভাবান্নিমিত্তাভাবাচ্ছিষ্টাচারভাবাচ্চ ।

অন্তার্থঃ—একবার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগ করা যায় না ; জৈমিনিও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; শাস্ত্রেও ইহা নিরূপিত হইয়াছে, যথা—“অরণ্যমীমান ততঃ পুনরেনাৎ”, “সন্ন্যাসাশ্রমিঃ ন পুনরাবর্তয়েৎ” ইত্যাদি । পুনরায় গার্হস্থ্যাবলম্বনবিষয়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণও নাই এবং সন্ন্যাসাশ্রমপ্রচ্যুতির পক্ষে নিমিত্তও কিছু নাই (বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের ব্যবস্থা, নতুবা নহে ; অতএব বীতরাগী সন্ন্যাসীর পুনরায় বিষয়গ্রহণের কোন নিমিত্ত হইতে পারে না), ইহা শিষ্টাচারেরও বিরুদ্ধ ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪১ সূত্র । ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানা-
তদযোগাৎ ॥

ভাষ্য ।—অধিকারলক্ষণে নির্ণীতং প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকস্ত ন সম্ভবতি, তস্মা তদযোগাৎ । “আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্যং যন্ত প্রচাবতে দ্বিজঃ । প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যোৎ স আত্মহে’-তি-স্মৃতেঃ ।

অন্তার্থঃ—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে অধিকারলক্ষণে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতভঙ্গের নিমিত্ত যে নৈষ্ঠিক-যাগরূপ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে ব্যবস্থা নহে (তাহা উপকূর্কণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে) ; কারণ ঐ প্রায়শ্চিত্তে অগ্নিচয়ন এবং জ্বীগ্রহণ আবশ্যিক, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে সম্ভব নহে, জ্বীগ্রহণ করা মাত্রই তাহার নৈষ্ঠিকত্ব বিনষ্ট হয় । অতএব ব্রহ্মচর্য্যের সফল ভঙ্গ হইলেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পতিত হয় । স্মৃতিও বলিয়াছেন “নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মে আরোহণ করিয়া যে ব্যক্তি পুনরায় তাহা হইতে চ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী পাতকী পুরুষ পুনরায় শুদ্ধিলাভ কারিতে পারে এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না” ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪২ হ্রদ্র । উপপূর্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবস্ত-
দুত্তম্ ॥

ভাষ্য ।—একে তু নৈষ্ঠিকস্ত ব্রহ্মচর্য্যাবনমুপপাতকমতস্তত্র
প্রায়শ্চিত্তং মন্যতে । উপকূর্বাণবস্তস্ত ব্রহ্মচারিত্বাবিশেষাৎ
মধমশনাদিবস্তদুত্তম্ “উত্তরেষামবিরোধা”-তি ।

অন্তার্থ :—কেহ কেহ বলেন যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ হইলে
তাহাতে উপপূর্ব অর্থাৎ উপপাতক হয় ; অতএব প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই
দোষ ক্ষালিত হইতে পারে । উপকূর্বাণ ও নৈষ্ঠিকের ব্রহ্মচর্য্যাবসরে ভেদ
না থাকাতে, মত্ত, মাংস প্রভৃতি উল্লঙ্ঘনিত পাপ যেমন উপপাতক বলিয়া
গণ্য এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার ক্ষালন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচারীব্রতভঙ্গজনিত
পাতকও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষালিত হয় । জৈমিনিমীমাংসায় “উত্তবেষাং
তদবিরোধী” সূত্রে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৩ হ্রদ্র । বহিস্তৃভয়থাপি স্মৃতেৱাচারাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—নৈষ্ঠিকাদীনাম্ স্বাশ্রমপ্রচ্যুতের্মহাপাতকত্বমুপ-
পাতকত্বং বাহিস্তৃভয়থাপি তে ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাদবহির্ভূতাঃ “প্রায়-
শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহে”-তি স্মৃতেঃ, শিষ্টাচা-
রাচ্চ ।

অন্তার্থ :—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির আশ্রমপ্রচ্যুতিকারকপাতক মহা-
পাতকই হউক অথবা উপপাতকই হউক, তাহারা ব্রহ্মবিদ্যাধিকার হইতে
চ্যুত হয়েন ; কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন “সেই আত্মব্রাতী পুরুষ কোন প্রায়-
শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না”, এবং শিষ্টাচারও এইরূপই ।
(পাতকের নরকোৎপাদিকা ও ব্যবহারবিরোধিকা এই বিবিধ শক্তি
আছে ; প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নরকোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ হইতে পারে, ইহা

জৈমিনিবাক্যে জানা যায় । পরন্তু বেদব্যাস বলিতেছেন যে, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধেও ব্যবহারবিরোধিকা শক্তির লোপ হয় না ; কারণ তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যাধিকার হইতে চ্যুত হইবেন । অতএব তাঁহার সর্বদাই শিষ্টদিগের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য থাকেন । এই নিমিত্ত পূর্বোক্ত স্থতি বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রকারে পতিত নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী কোন প্রায়-শ্চিত্তের দ্বারা সম্যক্ শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন না ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৪ সূত্র । স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাশ্রয়েঃ ॥

ভাষ্য ।—কর্মাঙ্গাশ্রিতমুপাসনং যজমানকর্তৃকমিত্যাশ্রয়েঃ ।

“যদেব বিদ্যে”—তি ফলশ্রুতেঃ ।

অন্তার্থ :—আশ্রয়ে মুনি বলেন যে যজমানেরই কর্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা করা কর্তব্য ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে “শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও উপনিষদ সহ-কারে যে যজ্ঞ করা যায়, তাহা অধিকতর ফলপ্রদ হয়” ; এই ফল-শ্রুতি দ্বারা যজমানেরই কর্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যোপাসনা করা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৫ সূত্র । আত্মজ্যামিত্যৌড়লোমিস্তস্মৈ হি পরিত্রাণীয়তে ।

ভাষ্য ।—কর্মাঙ্গাশ্রিতমুপাসনমুহি(জ)ক্-কর্তৃকং ত-(শ্র)-স্মৈ কর্মণে ক্রীতত্বাৎ ফলশ্চ যজমানাশ্রয়ম্ ।

অন্তার্থ :—আচার্য্য ঔড়লোমি বলেন যে, কর্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যোপাসনা ঋত্বিকেরই কর্তব্য ; কারণ ঋত্বিকের সহিত ক্রতুকর্ম সম্পাদনার্থ ঋত্বিক যজমান কর্তৃক দক্ষিণাদি দান দ্বারা ক্রীত হইবেন । অতএব ঋত্বিককৃত উপাসনা দ্বারা যজমানে ফল আশ্রয় করে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৫ (ক) সূত্র । অস্তুতেশ্চ ॥

(এই সূত্র শঙ্করাচার্য্য কড়ক ধৃত হইয়াছে । নিম্বার্কীচার্য্য অথবা রামানুজস্বামিকর্তৃক ইহা ধৃত হয় নাই । সূত্রার্থ এই :—ঐতিপ্রমাণেও এতদ্রূপই জ্ঞানা যায় । ঐতি, যথা :—“যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসত ইতি যজমানায়ৈব তামাশাসত” (ঋত্বিজগণ যজ্ঞে যে সকল প্রার্থনা করেন, তৎসমস্ত যজ্ঞমানের নিমিত্তই” ইত্যাদি) ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৬ সূত্র । সহকার্য্যাস্তুরবিধিঃ, পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো, বিধ্যাদিবৎ' ১৬

[বৃহদারণ্যকে কহোলপ্রশ্নে অস্তুতে “তস্মাদ্ব্যাক্ষণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যা বাল্যেন তিষ্ঠাসেং বাল্যং পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমোনং মোনঞ্চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণং” ইতি । তত্র সংশয়ঃ । কিমিহ বাল্যপাণ্ডিত্যবৎ মোনমপি বিধীয়তে ? আহোশ্বিদভুদ্যত ? তত্রোচ্যতে—তদ্বতো বিদ্যাবতঃ তৃতীয়ং বাল্যপাণ্ডিত্যোরপেক্ষয়া তৃতীয়ং সাধনং মোনং মননশীলত্বং বিধীয়তে । এতদেবাহ—সহকার্য্যাস্তুরবিধিঃ । ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সাধ্যে পাণ্ডিত্যবাল্যয়ো-রপেক্ষয়া সহকার্য্যাস্তুরং মোনং তস্মৈ বিধিরেব মুনিরिति । বিধ্যাদিবৎ, বিধীয়তে উপকারিতয়েতি বিধিঃ, যজ্ঞদানাদিরূপঃ, সৰ্ব্বাশ্রমধৰ্ম্মঃ শমাদি-রূপশ্চ । আদিশব্দেন পাণ্ডিত্যং বাল্যঞ্চ গৃহ্যেতে, তদ্বৎ ।]

ভাষ্য ।—“তস্মাদ্ব্যাক্ষণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যা বাল্যেন তিষ্ঠা-সেদ্বাল্যং চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাথ মুনিরি”-তাত্র মননশীলে মোনপদপ্রবৃত্তিসম্ভবেহপি পক্ষেণ প্রকৃতমননশীলে প্রয়োগ-দর্শনাৎ পাণ্ডিত্যবাল্যয়ো-রপেক্ষয়া তৃতীয়ং সহকার্য্যাস্তুরং মোনং বিধীয়তে, যজ্ঞাদিবৎ শমাদিবচ্চ ।

অন্তার্থঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে কহোলপ্রশ্নে উক্ত আছে “অতএব

পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ বাল্যে (বালকবৎ সরলতাসম্পন্ন হইয়া) অবস্থিতি করিবেন ; বাল্য এবং পাণ্ডিত্যলাভ হইলে মৌনী হইবেন ।” মননশীল অর্থে মৌনশব্দের প্রয়োগ হয় ; এইস্থলে মননশীলতাই মৌনশব্দের অর্থ । পাণ্ডিত্য ও বাল্যের তুলনায় মৌনব্রতকে তৃতীয় সহকারী বিধিরূপেই উক্ত শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে । যদিও পাণ্ডিত্য ও বাল্যসম্বন্ধে “তিষ্ঠাসেৎ” পদদ্বারা বিধি জ্ঞাপন করা হইয়াছে, “মুনি” শব্দসম্বন্ধে তদ্রূপ বিধি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি পাণ্ডিত্য ও বাল্যের ত্রায় মননশীলত্বও ব্রহ্মসাক্ষীংকাররূপ সাধ্যবিষয়ে সহকারী সাধনাস্তর । অতএব তাহার অপূর্ণত্বহেতু বিধিজ্ঞাপক বিভক্তি তৎসম্বন্ধে না থাকিলেও, তাহাও বিধিস্বরূপেই শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে । যেমন যজ্ঞদানাদি গার্হস্থ্যধর্ম, শমদমাদি সর্বাশ্রমধর্ম, এবং পাণ্ডিত্য ও বাল্য বিধিস্বরূপে উপদিষ্ট, তদ্রূপ মৌনও বিধিস্বরূপে উপদিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ : ৭ সূত্র । কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥

ভাষ্য ।—“স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভি-সম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ততে” ইতি গৃহিণোপসংহারঃ সর্বাশ্রম-ধর্মসম্ভাবাৎ সর্বধর্ম্য প্রদর্শনার্থঃ ।

অন্তার্থঃ—“তিনি এইরূপ যাবজ্জীবন বিধানানুসারে যাপন করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন, তথা হইতে পুনরাবর্তিত হইবেন না” ছান্দোগ্যো-পনিষদ এইরূপ বাক্যদ্বারা গৃহস্থাশ্রমীর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিবিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিয়াছেন । গৃহস্থের পক্ষে গার্হস্থ্যশ্রমবিহিত যজ্ঞদানাদি কর্ম যেমন কর্তব্য, সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বিষ্ণোপাসনাও তদ্রূপ কর্তব্য ; এই বিদ্যাবলেই পুনরার্ত্তনের নিবৃত্তি হয়, এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি

হয়। সুতরাং গৃহস্থের সম্বন্ধে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও পুনরাবর্তননিবৃত্তি শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বারাই সন্ন্যাস প্রভৃতি সৰ্ববিধ আশ্রমীয় পক্ষেও ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও পুনরাবৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কেবল গৃহস্থাশ্রমীয়ই উক্ত ফললাভ হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে না।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৮ সূত্র। মৌনবদিতরেষামপ্যাপদেশাৎ ।

ভাষ্য।—তথৈব তস্মিন্ বাক্যেহপি মৌনোপদেশঃ সৰ্ববিশ্ব-প্রদর্শনার্থঃ। মৌনোপদেশবৎ “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা” ইত্যাদিনা সর্ববিশ্বমধ্যোপদেশাৎ ।

অন্তার্থঃ—এই প্রকার সূত্রোক্ত “অথ মুনিঃ” বাক্যে যে মৌনের (মৌন্যশ্রমের) উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্যকুলবাসাদি আশ্রমাস্তরেরও বিধান করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মৌনোপদেশের দ্বারা “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদিবাক্যে সৰ্ববিধ আশ্রমধর্মের বিধানই শ্রুতি করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৯ সূত্র। অনাবিকুর্বন্নম্ময়াৎ ।

ভাষ্য।—পাণ্ডিত্য (প্রযুক্ত) স্বমাহাত্ম্যাদ্যানাবিকুর্বন্ বাল্যেন নিরহঙ্কারভাবেন বর্ত্তেত। তস্মৈবাহ্বয়সম্ভবাৎ ।

অন্তার্থঃ—পূর্বোক্ত “তস্মাদ্বুদ্ধিঃ পাণ্ডিত্যং নিবিদ্যা বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” ইত্যাদিবাক্যে যে বাল্যভাব ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে পাণ্ডিত্যলাভপ্রযুক্ত স্বীয় মাহাত্ম্যাদি প্রকাশ না করিয়া, বালকের দৃষ্টাহঙ্কারশূন্য হইয়া ঋজুভাবে অবস্থান করবেন; কারণ তাহাই বাক্যের সঙ্গতার্থ; জ্ঞানাভ্যাসের নিমিত্ত বালকের যথেষ্টাচার উপযোগী নহে; অতএব উক্তবাক্যে বালকের যথেষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য

করা হয় নাই ; তাহার অনাস্তিকতা, সরলতা প্রভৃতি গুণের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫০ সূত্র । ঐহিকমপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে, তদদর্শনাৎ ॥

(অপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে—অসতি বাধকে)

ভাষ্য ।—অসতি প্রতিবন্ধে ঐহিকুং বিদ্যাজন্ম, তস্মিন্ সত্যামুশ্মিকং “মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহথ ব্রহ্মবিদ্যামি”-তাদৌ তদদর্শনাৎ ।

অন্তার্থঃ—প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) লাভ করা যায়, প্রতিবন্ধ থাকিলে পরজন্মে, প্রতিবন্ধ দূর হইলে, লাভ হয় । কারণ “যমরাজকথিত বিদ্যালাভ করিয়া নচিকেতাঃ যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন” ইত্যাদিবাচ্যে কঠ ও অপরাপর ঐতি এইরূপই নির্দেশ করিয়াছেন ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫১ সূত্র । মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধূতেস্তদবস্থাবধূতেঃ ॥

[তদবস্থাবধূতেঃ বিশ্বরূপাবস্থস্ত সম্পন্নবিদ্যস্ত অনিয়তমুক্তিকালত্বেন অবধূতেরিতার্থঃ] ।

ভাষ্য ।—তথা মুক্তিফলানিয়মঃ “তস্মৈ তাবদেব চিরম্” ইতি বচনাৎ ।

অন্তার্থঃ—তদ্রূপ মুক্তিরূপ ফল যে এই জন্মে লাভ হইবে, তাহারও নিয়ম নাই ; কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন “মৃত্যুর পর ব্রহ্মরূপতা হয়,” (যেমন প্রতিবন্ধাভাবে এই জন্মেই বিদ্যালাভ হয়, প্রতিবন্ধক থাকিলে

হয় না ; অতএব এই জন্মেই হইবে বলিয়া বিদ্যালাভবিষয়ে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই ; তদ্রূপ বিদ্যাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মুক্তিরূপ বিদ্যাফললাভ-বিষয়েও জীবিত থাকিতেই হইবার নিয়ম নাই ; কারণ জীবিত থাকিতে হইবে বলিয়া শ্রুতি অবধারণ করেন নাই, মৃত্যুর পরেও হয় বলিয়াছেন ।

এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে কর্মকারী জীবের সংসারগতি বর্ণিত হইয়াছে ; তদ্বারা যে পুনঃ পুনঃ জন্মমূর্ত্তরূপ মহদুঃখ হইতে জীব উদ্ধার পায় না, তাহা শ্রীভগবান্ বেদবাস শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণিত করিয়া, তদ্বারা বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন । দ্বিতীয় পাদে জীবের স্বপ্নাদি অবস্থার বিচার ও প্রাসঙ্গিকরূপে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব আরও বিশেষরূপে প্রতিপাদিত করিয়া সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্মের উপাসনাই যে মুক্তির নিমিত্ত প্রয়োজন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন । তৃতীয় পাদে উপনিষদুক্ত নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনার বিচার করিয়া তত্ত্বউপাসনাসকলের সার যে নানাবিধরূপে ব্রহ্মচিন্তন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং আপন আপন অধিকারভেদে সাধক সেই সকল উপাসনার মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারেন এরূপ উপদেশ দিয়াছেন । চতুর্থ পাদে বাগাদিকর্ম হইতে বিজ্ঞার স্বাতন্ত্র্য ও মোক্ষফলদানক্ষমতা প্রতিপাদিত করিয়া, গার্হস্থ্য সন্ন্যাসাদি আশ্রমভেদে উপাসনার প্রণালীগত যে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং বিজ্ঞাবান্ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ের মোক্ষাধিকার ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন । এই তৃতীয় অধ্যায় সাধকের পক্ষে বিশেষ আশ্রয়ণীয় ; ইহা পাঠে নানাবিধ সাধনবিষয়ক সংশয় বিদূরিত হয়, এবং ব্রহ্মোপাসনার নিষ্ঠা উপজাত হয় ।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ ।

ওঁ তৎসৎ ।

ও শ্রীগুরুবে নমঃ

ও হরিঃ ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথম পাদ ।

ব্রহ্মস্বরূপ, জগৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ, এবং ব্রহ্মের উপাসনা যদ্বারা জীবের পরমপুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ হয়, এবং উপাসনাকালে ব্রহ্মের স্বরূপ যে ভাবে চিন্তা করিতে হয়, তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে। ইদানীং চতুর্থাধ্যায়ে মোক্ষসম্বন্ধে বিশেষ বিচার প্রবর্তিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমপাদে অবিশ্রান্ত সাধন অবলম্বন করা যে প্রয়োজন, তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণিত করা হইবে, এবং উপাসনা-কালে সাধক আপনাকে কিরূপে চিন্তা করিবেন এবং পূর্বাধ্যায়োক্ত প্রতীকাদিকে কিরূপে ভাবনা করিবেন, এবং উপাসনাসিদ্ধ হইলে জীবিত পুরুষের কিরূপ অবস্থা লাভ হয়, ইত্যাদি জিজ্ঞাস্ত বিষয়সকলও সীমাংসিত হইবে। দ্বিতীয়পাদে ব্রহ্মজপপুরুষের দেহপরিত্যাগকালে যেভাবে উৎক্ৰান্তি হয় তাৎপর্য বর্ণিত হইবে। তৃতীয়পাদে দেহপরি-
ত্যাগান্তে ব্রহ্মজপপুরুষের অচিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন ও তথায় পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি বর্ণনা করা হইবে। এবং অবশেষে চতুর্থপাদে বিদেহমুক্তপুরুষের

ব্রহ্মরূপতা লাভ হইলে যে অবস্থায় স্থিতি হয়, তাহা অবধারিত হইবে ।
এক্কে প্রথমপাদ নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১ সূত্র । আত্মতিরসকৃদুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য ।—অসকৃৎ সাধনাবৃত্তিঃ কর্তব্য্যা “শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্য” ইত্যাদিব্রহ্মদর্শনায়োপদেশাৎ ।

অন্তার্থঃ—একবারমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণের দ্বারা সিদ্ধমনোরথ হওয়া যায়
না ; পুনঃ পুনঃ অবিশ্রান্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাসাধন করা কর্তব্য ; কারণ ব্রহ্মদর্শনের
নিমিত্ত “শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করা প্রয়োজন” বলিয়া শ্রুতি উপদেশ
করিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ২ সূত্র । লিপ্সাচ্চ ॥

[লিপ্সা = স্মৃতি]

ভাষ্য ।—“অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়” ইত্যাদি-
স্মৃতেশ্চ ।

● অন্তার্থঃ—“হে ধনঞ্জয় ! তুমি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা আমাকে
জানিতে ইচ্ছা কর” ইত্যাদিবাক্যে স্মৃতিও এইরূপই উপদেশ
করিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৩ সূত্র । আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥

ভাষ্য ।—“এষ মে আত্মে”-তি পূর্বে উপগচ্ছন্তি । “এষ
তে আত্মে”-তি শিষ্যানুপদিশন্তি । অতো মুমুক্শুণা পরমপুরুষঃ
স্বস্ত্যত্মেন ধ্যেয়ঃ ।

অন্তার্থঃ—“পরমপুরুষ ব্রহ্ম আমার আত্মা” এইরূপ বৃত্তিতে ধ্যান
করিবে, এবং শিষ্যদিগকেও “ব্রহ্মই তোমার আত্মা” এইরূপ ধ্যান
করিতে উপদেশ করিবে ; শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করাতে মুমুক্শু ব্যক্তির

পক্ষে পরমপুরুষ পরমাত্মাই স্বীয় আত্মা, এইরূপ ধ্যান করা কর্তব্য ; অর্থাৎ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নজ্ঞানে ব্রহ্মচিন্তা করা কর্তব্য । (ভেদ-সম্বন্ধজ্ঞান বন্ধজীবের স্বাভাবিকই আছে, (ইহাই জীবের বন্ধের হেতু) । পরন্তু অভেদ-সম্বন্ধজ্ঞান পুনঃ পুনঃ অভেদ-চিন্তা দ্বারা সিদ্ধ হয়) ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৪ সূত্র । ন প্রতীকেন হি সঃ ॥

ভাষ্য ।—প্রতীকে স্বাত্মানুসন্ধানং ন কার্য্যং, ন স উপা-
সিতুরাত্মা ।

অন্তার্থঃ—মন, আদিত্য, নাম ইত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ইহা-
দিগের উপাসনা করিবার বিধি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মুমুকুর পক্ষে
এই সকল প্রতীকে একাত্মবুদ্ধি করিয়া ধ্যান করা পূর্ব্বস্বত্রোক্ত উপদেশের
অভিপ্রায় নহে ; কারণ এই সকল প্রতীক উপাসকের আত্মা নহে ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৫ সূত্র । ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥

ভাষ্য ।—মনআদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিযুক্তৈব, নতু ব্রহ্মাণি মনআদিদৃষ্টি,
ব্রহ্মাণি উৎকর্ষাৎ ॥

অন্তার্থঃ—মনঃপ্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে দর্শন, যাহা উপাসনা প্রকরণে
উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্ত । পরন্তু ব্রহ্মকে মনঃপ্রভৃতিরূপে চিন্তা করা
যুক্ত নহে ; কারণ তিনি মনঃপ্রভৃতি প্রতীক হইতে উৎকৃষ্ট ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৬ সূত্র । আদিত্যাদিমতয়শ্চাজ্জ, উপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য ।—“য এবাসৌ তপতি তমুদগীথমুপাসীতে”—ত্যাভ্যুপা-
সনেষুদগীথাদিষাদিত্যাদিমতয়ঃ কর্তব্যঃ আদিত্যাদেৰুৎকর্ষো-
পপত্তেঃ ॥

অন্তার্থঃ—“যিনি এই তাপ প্রদান করিতেছেন (স্বর্ঘ্য), তিনিই
উদগীথ, এই কল্পনায় উদগীথের উপাসনা করিবে” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যোক্ত

উদ্যোগোপাসনার যজ্ঞপ্রণবাদিতে আদিত্যাদিবুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে ; আদিত্যাদিতে প্রণবাদি যজ্ঞ কল্পনার উপাসনা করা বিধেয় ; নহে ; কারণ আদিত্যাদি প্রণব হইতে উৎকৃষ্ট ; প্রণবাদিকে আদিত্যাদিদৃষ্টি দ্বারা সংস্কৃত করিলে কর্মসকল বিশিষ্ট ফল প্রদ হয় । (অর্থাৎ ব্রহ্ম মনঃপ্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং তাঁহাকে মনঃপ্রভৃতিরূপে দৃষ্টি না করিয়া মনঃপ্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে দৃষ্টি করিলে, মনঃপ্রভৃতি বিস্মৃত হয় । তদ্রূপ আদিত্যাদিকর্ম্মজ উদ্যোগাদি হইতে শ্রেষ্ঠ ; অতএব ঐ উদ্যোগাদিকেই আদিত্যাদিরূপে ভাবনা দ্বারা সংস্কৃত করিতে হয় ; আদিত্যাদিকে উদ্যোগরূপে ভাবনা করিবে না ; এইরূপ সাধক আপনাকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ভাবনা করিবেন, ব্রহ্মকে জীবরূপে ভাবনা করিবেন না, বুদ্ধিতে হইবে) ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৭ সূত্র । আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য ।—আসীন এবোপাসনমমুতিষ্ঠেৎ তস্মৈব তৎসম্ভবাৎ ।

অন্তার্থঃ—উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবে ; কারণ উপবেশন করিয়া উপাসনা করিলেই, তাহা সম্যক সিদ্ধ হয় (শয়নে আলস্য ও নিদ্রার সম্ভব হয় ; গমনশীল প্রভৃতি অবস্থায় শরীরধারণাদিবিষয়ক প্রযত্নহেতু বিক্ষেপের সম্ভব হয়) ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৮ সূত্র । ধ্যানাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—উপাসনম্ধ্যাণরূপত্বাদাসীন এব তদমুতিষ্ঠেৎ ॥

অন্তার্থঃ—ধ্যানের দ্বারাই উপাসনা করিতে হয়, সুতরাং আসীন হইয়াই উপাসনা করিবে ; কারণ আসীন না হইলে ধ্যান সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয় না ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৯ সূত্র । অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥

ভাষ্য ।—“ধ্যায়তীব পৃথিবী”-ত্যাচলত্বমপেক্ষ্য ধ্যায়তি-প্রয়োগো বর্ততে । অত আসীন এবোপাসনমমুতিষ্ঠেৎ ।

অন্তার্থঃ—পৃথিবীর অচলত্বকে লক্ষ্য করিয়াই “পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । আসীন হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেই, এই অচলত্ব লাভ করা যায় । অতএব আসীন হইয়াই ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১০ সূত্র । স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য ।—“শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য” ইত্যাদি স্মরন্তি চ ॥

অন্তার্থঃ—স্মৃতিও তদ্রূপ উপদেশ করিয়াছেন ; যথা “পবিত্রস্থানে আসন স্থাপন করিয়া” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদগীতাবাক্যে এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১১ সূত্র । যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য ।—যত্র চিত্তৈকাগ্র্যং তত্রোপাসীত, তদতিরিক্তদেশাদি-বিশেষাশ্রবণাৎ ।

অন্তার্থঃ—যেখানে যে সময়ে একাগ্রতা জন্মে, সেইখানেই উপাসনা করিবে ; কারণ তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ দেশকালাদির নিম্ন শ্রুতি উপদেশ করেন নাই ; চিত্তের একাগ্রতাই উপাসনার নিমিত্ত প্রয়োজন ; তাহা যেখানে যে কালে যাহার উপস্থিত হয়, তাহাই সেই উপাসকের পক্ষে উপাদেয় ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১২ সূত্র । আপ্রয়াণাস্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥

ভাষ্য ।—উপাসনমাপ্রয়াণং কার্যম্ । যতস্তত্রাপি “স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষ্মি”—ত্যাদৌ তদদৃষ্টম্ ।

অন্তার্থঃ—মৃত্যুকালপর্যন্ত আজীবন উপাসনা কার্য করিবে । কারণ তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন “তিনি এইরূপে আজীবন অবস্থান করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন” ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৩ সূত্র । তদধিগমে, উত্তরপূর্বযোরগ্নেষ-
বিনাশৌ তদ্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য ।—বিদুষ উত্তরপূর্বযোরগ্নেষবিনাশৌ ভবতঃ ।
কুতঃ ? “এবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন ল্লিঘ্যতে”, “অশ্চ সৰ্বেষ পাপানঃ
প্রদূয়ন্তে” ইতি ব্যপদেশাৎ ॥

অন্তার্থঃ—(পূৰ্বোক্ত সূত্রসকলে উপাসনার প্রণালীর সম্বন্ধে পূৰ্বে অমুক্ত
প্রয়োজনীয় বিষয়সকল ব্যাখ্যা করিয়া, এক্ষণে বিশেষরূপে বিদ্যার ফল
বর্ণনা করিতে সূত্রকার প্রবৃত্ত হইতেছেনঃ)—

ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের পূৰ্ব্বকৃত পাপসকল বিনষ্ট হয়, এবং পরে কৃত
পাপসকলও তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না । কারণ শ্রুতি তৎসম্বন্ধে
স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে “এইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে পাপকৰ্ম্ম লিপ্ত করে না ;
“তদ্ যথা পুরুষপলাশে আপো ন ল্লিঘ্যন্তে” “যেমন জল পদ্মপত্রের লিপ্ত হয়
না, তদ্বৎ” ইত্যাদি, এবং “যেমন তুলারাশি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ
বিদ্বান্ পুরুষের সমস্ত পাতকরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়” ইত্যাদি ।

৫র্থ অঃ ১ম পাদ ১৪ সূত্র । ইতরস্তাপ্যেবমসংশ্লেষঃ, পাতে তু ॥

ভাষ্য ।—পুণ্যস্ত কাম্যকৰ্ম্মণোহপি অঘবশ্মুক্তিবিরোধিত্বা-
দুত্তরস্তাশ্লেষঃ, পূৰ্ব্বস্তা বিনাশঃ এব । উত্তরপূর্বযোরগ্নেষবিনা-
শাস্তরং দেহপাতে সতি মুক্তিরেব ।

অন্তার্থঃ—পাপের ছায় পুণ্যও মুক্তির বিরোধী ; সুতরাং জ্ঞানী
পুরুষের পূৰ্ব্বকৃত পুণ্যেরও বিনাশ হয়, এবং পরে কৃত পুণ্যকৰ্ম্মের সহিত
তাঁহার অশ্লেষ (অলিপ্ততা) ঘটে । পূৰ্বে ও পরে কৃত পুণ্যের বিনাশ
ও অশ্লেষ হইয়া, দেহপাতে তাঁহার পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কৰ্ম্ম বিলুপ্ত
হয় ; এবং তিনি সম্যক মুক্তপদবী লাভ করেন ।

[মূলসূত্রে কেবল “অগ্নেয়” শব্দের প্রয়োগ আছে ; তাহার অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরে কৃত পুণ্যকর্ম জ্ঞানপুরুষকে লিপ্ত করে না । কিন্তু পূর্বোক্ত ১৩ সংখ্যক সূত্রে যেমন পূর্বকৃত পাপের বিনাশ স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এই পরবর্তী সূত্রে তাহার উল্লেখ হয় নাই ; তদ্বারা এই সূত্রের অর্থ এইরূপ অঙ্কুরিত হইতে পারে যে, জ্ঞানোদয়ের পরে কৃত পুণ্য-কর্মের সহিত জ্ঞানী পুরুষ লিপ্ত হয়েন না ; কিন্তু তাঁহার পূর্বকৃত পুণ্যের বিনাশ হয় না । এই অর্থ সঙ্গত নহে ; কারণ পাপের দ্বারা পুণ্যেরও বিনাশ না হইলে, মোক্ষ হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; “ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি” এবং “উভে উ হৈবৈ” এতেন তরতি” ইত্যাদি প্রতিবাক্যে ইহার প্রমাণ ।]

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৫ সূত্র । অনারম্ভকার্যে এব তু পূর্বৈব তদবধেঃ ॥

[তদবধেঃ = তস্মৈ দেহপাতাবধিস্থোক্তত্বাৎ ।]

ভাষ্য ।—বিজ্ঞাপ্রাপ্তৌ পূর্বৈব পাপপুণ্যে হ প্রবৃত্তফলে এব ক্ষীয়েতে । কুতঃ ? “তস্মৈ তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে দ্যুত সম্পৎশ্চে” ইতি শরীরপাতাবধিশ্রবণাৎ ।

অন্তার্থঃ—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্বকৃত পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয় বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত পাপপুণ্যসম্বন্ধে নহে, যে কর্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই (অর্থাৎ ইহজন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম এবং অপরাপর-জন্মসঞ্চিত কর্ম, যাহা ইহজন্মে ফলোন্মুখী হয় নাই), তৎসম্বন্ধেই এই উক্তি বুঝিতে হইবে । কারণ যে কর্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও ক্ষয় হয় না বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন ; যথা—“তাহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) তাবৎ-কাল বিলম্ব যাবৎকাল দেহ থাকে ; দেহান্তে তিনি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন”

ইত্যাদি, এই সকল বাক্যে শরীরপতনের অপেক্ষা থাকে, প্রতিই স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। (শরীর-ধারণ পূর্বজন্মার্জিত কৰ্মেরই ফল ; জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এই তিনটি সাধারণতঃ পূর্বজন্মার্জিত কৰ্মের ফল ; ইহজীবনে কৃতকৰ্ম মৃত্যুকালে ফলদানের জন্য উদ্দীপিত হইয়া মৃতপুরুষকে প্রেরণা করে, এবং তদনুসারে স্বৰ্গনরকাদিভোগান্তে তাহার ইহলোকে দেহপ্রাপ্তি হয় ; ইহলোকে প্রাপ্ত দেহ, আয়ু ও ভোগ পূর্বজন্মে কৃত ফলদানে প্রবৃত্ত কৰ্মসকলের ফলস্বরূপ। স্মৃত্যকার বলিতেছেন যে, এইরূপ ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে কৰ্ম, তাহা বিনাভোগে বিনষ্ট হয় না ; যদি সমস্ত কৰ্মই একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই বিনষ্ট হইত, তবে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গেসঙ্গেই মৃত্যু ঘটত ; কারণ সমস্ত কৰ্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইলে, দেহকে জীবিত রাখে এমন কৰ্মও কিছু থাকে না বলিতে হইবে ; কিন্তু জীবিতব্যক্তিও, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, মুক্ত হয়েন বলিয়া সর্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে। অতএব মুক্তজীবিত ব্যক্তির সমস্তকৰ্ম যে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহা অবশ্য স্বীকার কবিতো হইবে। কোন্ কোন্ কৰ্ম নাশপ্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে বেদব্যাস বলিতেছেন যে, অনারককৰ্মেরই নাশ হয় ; যাহা ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হয় না। পরন্তু জীবিতমুক্তপুরুষের আরককৰ্মও তাঁহাকে লিপ্ত করে না, তিনি নির্লিপ্তভাবে তাহা ভোগ করেন ; দেহের অবসানের সহিত তৎসমস্ত নিবৃত্ত হয় ; স্মৃতরাঃ তখন তাঁহার সর্ববিধ কৰ্মের সম্যক বিনাশ হয়)।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৬ সূত্র। অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব
তদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য ।—বিদ্যাহিহ্নিহোত্রদানতপআদীনাং স্বাশ্রমকর্মণাং নিবৃত্তিশঙ্কা নাস্তি, বিদ্যাপোষকত্বাদমুঠেয়ান্নেব । যজ্ঞাদিশ্রুতৌ তেষাং বিদ্যোৎপাদকত্বং দর্শনাৎ ॥

অন্তর্থাঃ—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে অগ্নিহোত্র, দান, তপঃ প্রভৃতি আশ্রমবিহিত-কর্মের নিবৃত্তির আশঙ্কা নাই, অর্থাৎ তাহা পরিত্যাজ্য নহে ; কারণ এই সকল কর্মেরদ্বারা বিদ্যার পোষণ হয়, অতএব এই সকল কর্ম সর্বদাই অনুষ্ঠেয় । পূর্বে উক্ত “যজ্ঞেন দানেন তপসা” ইত্যাদি শ্রুতিতে এইসকল কর্মের বিদ্যোৎপাদকত্ব উল্লেখ আছে ; অতএব এইসকল কর্ম বিদ্যাবিরোধী নহে । কাম্যকর্মেরই বিনাশ ও পরিত্যাজ্য সিদ্ধ আছে ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৭ সূত্র । অতোহন্যাপি হে কেষামুভয়োঃ ॥

ভাষ্য ।—অস্মাৎ প্রাপ্তবিষয়াৎ কর্মণো বিদ্যোৎপাদকাদি-রূপাদন্যাপ্যলব্ধবিষয়াকৃত্যাহস্তি । তদ্বিষয়মেকেষাং “মুহুদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিসন্তঃ পাপকৃত্যামি”-ভূতয়োঃ পুণ্যপাপয়োবিভাগ-বচনম্ ।

অন্তর্থাঃ—প্রাপ্তবিষয় কর্ম (ফলোৎপাদনে প্রবৃত্ত কর্ম) এবং অগ্নি-হোত্রাদি বিদ্যোৎপাদক কর্ম ব্যতীত অপর অপ্রাপ্তবিষয় কর্মও জীবমুক্ত পুরুষের অবশ্য থাকে ; তৎসম্বন্ধে কোন কোন শাখীরা বলেন যে “মুক্ত-পুরুষের দেহান্তে তঁাহার পুণ্যকর্মের ফল মুহুদগণ এবং পাপকর্মের ফল শত্রুগণ প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতি ঐ সকল পাপ ও পুণ্যের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ইহাদের ফল মুক্তপুরুষকর্তৃক ভুক্ত না হইলেও অপন্নকর্তৃক বিভাগক্রমে ভুক্ত হয় ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৮ সূত্র । যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥

ভাষ্য ।—কৰ্ম্মণঃ প্রবলত্বদুর্বলত্বসূচনার্থমিদমুচ্যতে “যদেব বিজ্ঞা ” ইতি হি ।

অন্তার্থঃ—ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে “গাহা বিজ্ঞা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের সহিত কৃত হয়, তাহা অধিকতর শক্তিশালী হয়” ; এই বাক্যের অর্থ এইরূপ নহে যে, বিজ্ঞাবিরহিত যাগাদি অকর্তব্য ; এবং বিজ্ঞা-যুক্ত যাগাদিই কর্তব্য । বাস্তবিক আশ্রমবিহিত সমস্ত কৰ্ম্মই জ্ঞানী পুরুষেরও কর্তব্য । বিজ্ঞাযুক্ত যাগাদির শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিজ্ঞাবিরহিত যাগাদির অশ্রেষ্ঠত্ব মাত্র উক্ত শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন ; এই শ্রেষ্ঠত্ব, অশ্রেষ্ঠত্ব (প্রবলত্ব, দুর্বলত্ব) প্রদর্শন করা মাত্র ঐ ছান্দোগ্যবাক্যের অভি-প্রায় ; বিজ্ঞাবিরহিত যাগাদিকৰ্ম্ম নিষেধ করা ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৯ সূত্র । ভোগেন দ্বিতরে ক্ষপয়িত্বাহং সম্পদ্বতে ॥

ভাষ্য ।—বিদ্বানারব্ধকার্যে তু স্বকৃতদুষ্কৃতে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্বতে ।

অন্তার্থঃ—আরব্ধবিষয় যে পাপ ও পুণ্য-কার্য্য, তাহা ভোগেরদ্বারা ক্ষয় করিয়া, জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন ।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ ।

ওঁ তৎ সৎ ॥

ও শ্রীশুরবে নমঃ ।

ও তৎসৎ ॥

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১ সূত্র । বাঙ্মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ॥

ভাষ্য ।—“বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে” ইতি বাগিন্দ্রিয়স্য মনসি সংযোগরূপা সম্পত্তিরুচ্যতে, বাগিন্দ্রিয়ে উপরতেহপি, মনঃ-প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, “বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে” ইতি শব্দাচ্চ ।

অন্তার্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন “প্রয়াণকালে মৃতপুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়” । এতদ্বারা জানা যায় যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগকালে তাঁহার বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সংযোগরূপ-“সম্পত্তি” লাভ করে, (অর্থাৎ মনের সহিত বাগিন্দ্রিয়-যুক্ত হইয়া একত্ব লাভ করে, ইহার পৃথক্ স্মরণ থাকে না), কারণ বাগিন্দ্রিয় উপরত হইলেও- (মৃত্যুকালে পুরুষের বাকরোধ হইলেও), মনের প্রবৃত্তির রোধ না হওয়া দৃষ্ট হয় ; এবং পূর্বোক্ত “বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে” (বাক্য মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়) এই শ্রুতিবাক্যও তাহা প্রমাণিত হয় ।

শ্রীমচ্ছরাদ্বার্যের অভিমত এই যে, এই পাদে কেবল সঙ্গোপাসক-দিগের গতি অবধারিত হইয়াছে । কিন্তু সঙ্গোপাসক ও নিঃসংগোপাসক

বলিয়া কোন প্রকার প্রভেদ মহাবি সূত্রকার প্রদর্শন করেন নাই ; এইরূপ প্রভেদ অপর কোন ভাষ্যকারও স্বীকার করেন নাই । সূত্রসকল পর পর পাঠ করিয়া গেলে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্ত কোন প্রকারে সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না । এই অধ্যায়ের প্রথমপাদে যে সর্ববিধ মুমুক্শু-পুরুষের আচরণীয় উপাসনার বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন মতবিরোধ নাই । এই পাদে উক্ত উপাসকদিগের মৃত্যুসময়ের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে ; তাহাতে সূত্রকার কোন বিশেষ শ্রেণীর উপাসকের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন বলিয়া জ্ঞাপন না করাতে, সর্ব প্রকার উপাসকের সম্বন্ধেই এই বর্ণনা প্রযোজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করাট সঙ্গত ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ২ সূত্র । অতএব সর্ববাণামু ।

ভাষ্য ।—বাচমসু সর্ববাণ্যপীন্দ্রিয়াণি মনসি সম্পদ্যন্তে, তথা-দর্শনাৎ, ‘ইন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈরি’-তি শব্দাচ্চ ।

অন্তার্থঃ—বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হইলে, তৎপশ্চাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয়সকলও মনের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয় ; কারণ মৃত্যুকালে প্রথমেই বাকুরুদ্ধ হওয়া এবং পরে অপরাপর ইন্দ্রিয় উপরত হওয়া প্রত্যক্ষীভূত হয় ; শ্রুতিও বলিয়াছেন “ইন্দ্রিয়সকল মনের সহিত সমতা লাভ করে” ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৩ সূত্র । তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥

ভাষ্য ।—তচ্চ প্রাণেন সংযুজ্যতে । “মনঃ প্রাণে” ইত্যুত্তরাচ্ছব্দাৎ ।

অন্তার্থঃ—সর্বেন্দ্রিয়সংযুক্ত মন প্রাণের সহিত সংযুক্ত হয় ; কারণ শ্রুতি উক্তবাক্যের পরেই বলিয়াছেন “মন প্রাণে সমতা লাভ করে” । (শ্রুতি, যথা—“অন্ত সোম্য পুরুষস্ত প্রয়তো বাহ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণন্তেজসি তেজঃ পরশ্চাং দেবতায়াম্” ইতি) ।

এই স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রুতি “পরশ্রাং দেবতানাম্” অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হইবার কথা উল্লেখ করিয়া, যে পুরুষ দেহান্তে পরমমোক্ষপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারই বিষয় যে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৪ সূত্র । সৌহৃদ্যক্ষে তদুপগমাদিত্যঃ ॥

ভাষ্য ।—প্রাণো জীবেন সংযুক্ত্যতে । কুতঃ ? “এবমেবে-
মমাত্মানমন্তকালে সর্বৈ প্রাণা শুভিসমায়ন্তি,” “তমুৎক্রামন্তঃ
প্রাণোহমুৎক্রামতি, কস্মিন্মা প্রতিষ্ঠিতো প্রতিষ্ঠিতঃ স্যামি”-তি
তদুপগমাদিবোধকবাক্যোক্ত্যঃ জীবসংযুক্তস্ত প্রাণস্ত তেজসি
সম্পত্তিরিতি ফলিতোহর্থঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—মনঃসংযুক্ত প্রাণ জীবের সহিত সংযুক্ত হয় ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন “অন্তকালে উপস্থিত হইলে প্রাণসকল জীবের অভিমুখে সমাগত হয়”, “জীব উৎক্রান্ত হইলে মুখ্যপ্রাণও তৎসহ উৎক্রান্ত হয়, আর কাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে” । এই সকল বাক্যে জীবের সহিত প্রাণের উৎক্রমণ, অমুগমন ও অবস্থান উক্ত হইয়াছে । “প্রাণন্তেজসি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রাণের তেজে লয়ও উক্ত হইয়াছে । অতএব জীবে সংযুক্ত হইয়া প্রাণের তেজোরূপতাপ্রাপ্তি হয়, ইহাই সূত্রের ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে ।

৫র্থ অঃ ২য় পাদ ৫ সূত্র । ভূতেষু তচ্ছূতেঃ ॥

ভাষ্য ।—সা চ জীবসংযুক্তস্ত তস্ত তেজঃসহিতেষু ভূতেষু
ভবতি “পৃথ্বীময়ঃ আপোময়ো বায়ুময়ঃ আকাশময়স্তেজোময়ঃ”
ইতি সধ্বরতো জীবস্ত সর্বভূতময়ত্বপ্রবণাৎ ।

অন্ত্যর্থঃ—জীবসংযুক্ত প্রাণের অপরাপর ভূতসম্বিত তেজঃপ্রধানরূপতা-

প্রাপ্তি হয় ; কারণ “এই পুরুষ পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজোময় হয়” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উৎক্রমণকারী জীবের সর্বভূতময়ত্ব উক্ত হইয়াছে ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৬ সূত্র । নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥

ভাষ্য ।—একস্মিন্ স্য ন সন্ত্যবতি “তাসাং ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি,” “নানাবীৰ্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা নাশরুব্ণ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ” ইতি শ্রুতিস্মৃতি একৈকস্ম্য কার্য্যাক্ষমত্বং দর্শয়তঃ । ১২৭

অর্থঃ—কেবল এক তেজোরূপতাপ্রাপ্তি হয় না ; কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি এক এক ভূতের পৃথকরূপে কার্য্যাক্ষমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রুতি, যথা “সেই তিন দেবতার (তেজঃ প্রভৃতির) এক একটিকে ত্রিবৃত্ত করিয়াছিলেন” (অর্থাৎ এক একটিকে প্রধান করিয়া, অপর দুইটিকে তৎসহ সম্মিলিত করিয়া, জাগতিক প্রত্যেক বস্তু রচনা করা হইয়াছে । এই স্থলে ত্রিবৃত্তকরণশব্দ পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ অর্থবোধক ; পঞ্চমহাভূত পরস্পর হঠতে পৃথকরূপে অবস্থান করে না, মিলিতভাবে সর্বত্র অবস্থান করে ; ইহাই শ্রুতিবাক্যের ফলিতার্থ) । স্মৃতি, যথা, “বিভিন্নশক্তিযুক্ত ভূতসকল মিলিত না হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, সৃষ্টিকার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই” ইত্যাদি ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৭ সূত্র । সমানা চাস্ত্যুপক্রমাদমৃততৎক্ষণানু-
পোষ্য ॥

[আস্থ্যুপক্রমাৎ বিবদবিভ্রমোৎক্রান্তিঃ সমানৈব । স্মৃতিগতিরক্তি-
রাদিকা, তত্ত্ব উপক্রমো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণঃ, তন্মাৎ প্রাগিত্যর্থঃ । মুদ্রস্ত

নাড়্যোৎক্রম্য বিদ্বষোহপি ছান্দোগ্যে গতিঃ ক্ষয়তে । নাড়ীপ্রবেশে তু জীবন্তজ্ঞানং বিশেষঃ । “অমৃতত্বং চ অল্পপোষ্য” ইত্যত্র চশঙ্কোহবধারণে । অল্পপোষ্যেব (উষ দাহে ইত্যস্ত রূপং) ; দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধমদষ্টৈব অমৃতত্বং সম্ভবতি, তৎ “যদা সর্বের প্রমুচ্যন্তে কামা...অমৃতো ভবতি” ইত্যাদি-বাক্যেনোচ্যতে ।]

স্বত্বার্থঃ—দেহপরিত্যাগের পূর্বে নাড়ীমুখপ্রবেশের পূর্বপর্যন্ত অবিদ্বান্ পুরুষের সহিত বিদ্বান্ পুরুষের সাম্য (সমানতাব) আছে, এবং দেহসম্বন্ধ বিচ্যুত না হইলেও তাঁহার অমৃতত্বও আছে ।

ভাষ্য ।—“শতং চৈকা চ হৃদয়স্থ নাড়্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃস্রুতৈকা তয়োদ্ধর্মা পন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগণ্যা উৎক্রমণে ভবন্তী”-তি নাড়ীবিশেষেণ বিদ্বষোহপ্যুৎক্রম্য গতিঃ ক্ষয়তে । এবং সতি বিদ্বষো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণগতাপক্রমাৎ প্রাপ্তুৎক্রান্তিঃ সমানৈব । যন্তু “যদা সর্বের প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ত হৃদি স্থিতাঃ অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতী”-তি বিদ্বষ ইহৈবামৃতত্বং ক্ষয়তে । তন্ম-ন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধমদষ্টৈবোত্তরপূর্বাবাঘোষবিনাশলক্ষণমুপপদ্যতে ।

অন্তার্থঃ—“হৃৎপুণ্ডরীকে একশত এক সংখ্যক নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণকালে উক্তদিকে গমন করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে” ইত্যাদিবাক্যে অতি ব্রহ্মজ্ঞানীর নাড়ীবিশেষের দ্বারা গতি বর্ণনা করিয়াছেন । অতএব নাড়ীপ্রবেশলক্ষণ-গতিপ্রাপ্তির পূর্বে পর্যন্ত জ্ঞানী পুরুষ এবং অজ্ঞানী পুরুষের গতিপ্রণালী, যাহা পূর্বে পূর্বে স্ত্রে উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির মুখ্যপ্রাণে লয়, তৎপর মুখ্যপ্রাণের তেজঃপ্রধান ভূতগ্রামে লয়), তাহা সমানই । কারণ “যখন সর্ববিধ হৃদিস্থিত কাম হইতে মুক্ত

হয়, তখন মর্ত্যব্যক্তিও অমৃতত্ব লাভ করে” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানী পুণ্যের জীবিতকালেই অমৃতত্বলাভ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দৃঢ় না হইয়াই, পূর্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ, এবং উত্তরকালকৃত পাপপুণ্যের সহিত অলিপ্ততা জন্মে। অতএব দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে জীবন্তুজপুরুষদিগেরও ইন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত হইয়াই উৎক্রান্তি (দেহ হইতে গমন) উপপন্ন হয়। (তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কা নাই।)

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা :—“সমানা চৈবোৎপত্তিস্তিৰ্ব্বাণ্ডমনসীত্যাখা, বিষদবিহ্বলোরাশ্রুতাপক্রমাং ভবিতুমহঁতি ; অবিশেষশ্চ^১ । অবিদ্বান্ দেহবীজভূতানি ভূতস্বল্পা-
ণ্যাশ্রিতা কর্ম্মপ্রযুক্তো দেহগ্রহণমভুভবিতুং সংসরতি । বিদ্বাংস্ত জ্ঞান-
প্রকাশিতমোক্শং নাড়ীধারণাশ্রয়তে, তদেতদাস্রুতাপক্রমাদিত্যুক্তম্ । নম-
মৃতত্বং বিহ্বা প্রাপ্তবাং, ন চ তদ্দেশান্তরায়ত্তং, তত্র কুতো ভূতাশ্রয়ত্বং স্রুতাপ-
ক্রমো বেতি ? অত্রোচ্যতে “অনুপোষ্য” চেদম্ ; অদক্ষ্যাহত্যন্তমবিজ্ঞানীন্
ক্লেশানপরবিজ্ঞানামর্থ্যাদাপেক্ষিকমমৃতত্বং প্রেপ্যতে ; সম্ভবতি তত্র স্রুতাপ-
ক্রমো ভূতাশ্রয়ত্বঞ্চ । নহি নিরাশ্রয়ানাং প্রাণানাং গতিরুপপদ্যতে ।
তস্মাদদোষঃ” ॥

অন্তার্থঃ—(অচিরাদিপথ অবলম্বনের উপক্রম পর্য্যন্ত বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞানী) এবং অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই বাক্যের মনে লয় প্রভৃতি পূর্বেকৃতবিষয়সকল সমান বলিতে হইবে ; কারণ শ্রুতি তৎসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন তারতম্য করেন নাই। অবিদ্বান্ ব্যক্তি দেহের বীজভূত ভূতস্বল্পসকলকে আশ্রয় করিয়া, স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া, দেহগ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করে ; বিদ্বান্ ব্যক্তি নাড়ীধারণপ্রবেশপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত মোক্ষ লাভ করেন ; (সেই নাড়ীধারণপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হরেন, অতএব নাড়ীধারণপ্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলা যায়) ।

অতএব দেহপরিত্যাগের উপক্রম পর্যন্ত উভয়ের সমানত্ব উক্ত হইয়াছে । পরন্তু এই স্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বিদ্বান্ পুরুষ অমৃতত্বকেই লাভ করিবেন, কিন্তু মোক্ষ দেশান্তরপ্রাপ্তির অধীন নহে ; অতএব তাঁহার ভূতস্থলপ্রাপ্তি এবং অচ্চিরাদিমার্গাবলম্বন কি নিমিত্ত হইবে ? এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, অনুপোষ্য চেদম্ (অমৃতত্বং) অর্থাৎ অবিচ্ছাদিক্লেশসম্বন্ধ আত্যস্তিকরূপে দৃষ্ট না হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞাবলে আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ হয় । অতএব স্থলভূতাপ্রয়ত্ব ও অচ্চিরাদি-মার্গাবলম্বন সম্ভব হয় । প্রাণ কিছু আশ্রয় না করিয়া গমন করিতে পারে না ; অতএব এই সিদ্ধান্তে কোন দোষ নাই ।

কিন্তু এই স্থলে বক্তব্য এই যে, অবিজ্ঞা থাকিতে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হওয়া কথার কোন অর্থই নাই, এবং শ্রুতি কোন স্থানে এইরূপ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অমৃতত্বপদ ব্যবহার করেন নাই । “অনুপোষ্য” শব্দের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সহিতই মুক্তপুরুষও মোক্ষমার্গে গমন করেন । অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ না করিয়া, আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ হয় বলিয়া যে শাক্তরভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সূত্রের বাক্যার্থের দ্বারা কোন প্রকারে প্রতিপন্ন হয় না ; ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৮ সূত্র । তদাপীতেঃ সংসারব্যাপদেশাৎ ॥

[আ + অপীতেঃ = আপীতেঃ ; অপীতিঃ ব্রহ্মভাবাপত্তিঃ ।]

ভাষ্য।—তদমৃতত্বং দেহসম্বন্ধমদষ্টৈব বোধ্যম্ । কুতঃ ? “তস্মৈ তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষোহথ সম্পৎস্তে” ইতি আবি-মুক্তেঃ সংসারব্যাপদেশাৎ ॥

অন্তার্থঃ—পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, দেহসম্বন্ধ দৃষ্ট না হইয়াই অমৃতত্ব লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিই “তস্মৈ তাবদেব চিরং” (ব্রহ্মজ্ঞানী-

পুরুষের ততকালই বিলম্ব, যতকাল তাঁহার দেহান্ত না হয় ; দেহান্তে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন) ইত্যাদিবাক্যে উপদেশ করিয়াছেন । উক্ত শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত, জ্ঞানিপুরুষেরও অপর জীবের স্থায় সাংসারিক কার্য থাকে । (অতএব নাড়ীমুখপ্রবেশের পূর্ব পর্য্যন্ত যে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সমভাবে ইন্দ্রিয়ের মনে লয়, মনের প্রাণে লয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত) ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৯ সূত্র । সূক্ষ্মং, প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য ।—সূক্ষ্মং, শরীরমশুবর্ত্ততে “বিদুষন্তং প্রতিক্রিয়াং, সত্যং ক্রিয়াং” ইতি প্রকৃত্তস্তত্ত্বাবোপলব্ধেঃ ॥

অন্তার্থঃ—স্থলদেহ বিনষ্ট হইবার পর জ্ঞানী পুরুষের সূক্ষ্মশরীর থাকে ; কারণ শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা তাহাই বোধগম্য হয় । যথা, শ্রুতি দেবযানপথে (অর্চিরাদিপথে) গমনকারী জ্ঞানী পুরুষ এবং চন্দ্রমার কথোপকথন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মশরীর না থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না । সংবাদ-বোধক শ্রুতিবাক্য যথা, “বিদুষন্তং প্রতিক্রিয়াং” (বিদ্বান্ পুরুষ চন্দ্রমাকে প্রত্যুত্তর করেন) ইত্যাদি ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১০ সূত্র । নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥

ভাষ্য ।—অতঃ “অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি” ইতি ন দেহ-সম্বন্ধোপমর্দ্দেনামৃতত্বং বদতি ।

অন্তার্থঃ—“অনন্তর মর্ত্যজীব অমৃতত্ব লাভ করে” এই শ্রুতিবাক্য দেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হইবার পর অমৃতত্বলাভ হইবার বিষয় বলেন নাই, (পরন্তু দেহ থাকিতেই অমৃতত্বলাভের বিষয় উপদেশ করিয়াছেন) । এতদ্বারাও জানা যায় যে, জীবিতকালেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, এবং জীব মুক্তিলাভ করে ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১১ সূত্র । অশ্বেব চোপপন্তেক্ষ্মা ।

ভাষ্য ।—স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহশ্বেব ধর্মভূতঃ উন্মোপলভ্যতে ।
তন্মিগ্নসতি তদনুপলব্ধেরিত্যুপপন্তেঃ ।

অন্তার্থঃ—স্থূলশরীরেরই ধর্মভূত উন্মা (উত্তাপ) স্থূলদেহে দৃষ্ট হয় ;
কারণ স্থূলশরীর নিজেই হইলে স্থূলদেহে উন্মা দৃষ্ট হয় না ; ইহা দ্বারা
প্রতিপন্ন হয় যে, স্থূলদেহের উত্তাপ নিজের নহে, তাহা স্থূলদেহের ।

৪ অঃ ২ পা ১২ সূত্র । প্রতিষেধাদ্বিত্তি চেন্ন শারীরাত্ স্পষ্টো
হে কেষাম্ ।

ভাষ্য ।—“অথাকাময়মানো যোহকামো নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ
আত্মকামো ন তস্ম প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতী”-তি
বিপ্রতিষেধাদ্বিছুষ উৎক্রান্তিরনুপপন্নেতি চেন্নাং বিরোধঃ,
যতোহয়ং প্রাণানামুৎক্রান্তিপ্রতিষেধাদ্বিছুষঃ প্রকৃতচ্ছারীরী-“স্ত-
স্মাত্ প্রাণা উৎক্রামন্তী”-তি স্পষ্ট একেবাং পাঠে । তস্মাদেব
তেষামুৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ শ্রুয়তে ।

অন্তার্থঃ—“পরন্তু যিনি কামনা করেন না ; অতএব কামনারহিত,
নিষ্কাম, আপ্তকাম এবং আত্মকাম, তাঁহার প্রাণসকল (ইন্দ্রিয়সকল)
উৎক্রান্ত হয় না, ব্রহ্মভাবলাভ করিয়া, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত করেন”
বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যে এই বাক্য উল্লিখিত
হইয়াছে, তাহাতে প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হওয়াতে, বিদ্বান্ পুরুষের
দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি, বাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে, তাহা
উপপন্ন হয় না ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তদন্তরে বলিতেছি যে,
উল্লিখিত প্রতিবাক্যের সহিত পূর্বে পূর্বে সূত্রোক্তিত মীমাংসার কোন
বিরোধ নাই । কারণ বৃহদারণ্যকোক্ত পূর্বেকথিত প্রতিবাক্যে শারীর-

বিদ্বান্‌পুরুষ হইতেই ইচ্ছিত্রসকলের উৎক্রান্তির প্রতিবেদ হইয়াছে, শরীর হইতে উৎক্রান্তির প্রতিবেদ হয় নাই ; মাধ্যন্দিনশাখায় উক্ত শ্রুতির পাঠে “তত্ত্ব প্রাণা” স্থলে “তন্মাৎ প্রাণা” এইরূপ পাঠ থাকাতে, ইহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। (উক্ত শ্রুতি এই, :—“যোহকামো নিকাম আপ্তকাম আশ্ব-কামো ন তন্মাৎ প্রাণা উৎক্রামস্তি”)। অতএব বিদ্বান্‌পুরুষের প্রাণ (ইচ্ছিত্র) সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, তৎসহ তাহারাত্ত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রথমোক্ত শ্রুতিও উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই সূত্রে শাক্তবৃত্তান্তে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। “প্রতি-বেদাদিতি চেন্ন শরীরাত্ত্বং এই অংশকে একটি স্বতন্ত্র সূত্র, এবং “স্পষ্টো হোকেবাৎ” এই অংশকে অপর একটি স্বতন্ত্র সূত্র বলিয়া শাক্তবৃত্তান্তে ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত অংশের অর্থসম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। যথা, এই সূত্রের ব্যাখ্যান “অধা-কামরমানো যোহকামো” ইত্যাদি পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যকের চতুর্থধ্যায়োক্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন :—“অতঃ পরবিজ্ঞাবিষয়াৎ, প্রতিবেদাৎ, ন পরব্রহ্মবিদো দেহাৎ প্রাণানামুৎক্রান্তিরন্তীতি চেন্নৈত্যাচ্যতে। যতঃ শরীরাদায়ন এষ উৎক্রান্তিপ্রতিবেদঃ প্রাণানাং, ন শরীরাত্ত্বং। কথমব-গম্যতে। “ন তন্মাৎ প্রাণা উৎক্রামস্তি” ইতি শাখাস্তরে পঞ্চমীপ্রয়াগাৎ। সম্বন্ধসামান্যবিষয়া হি বহী শাখাস্তরগতয়া পঞ্চম্যা সম্বন্ধবিশেষে ব্যবহাণ্যতে। তন্মাদিতি চ প্রাধান্যাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাবিকৃতো দেহী সম্বধ্যতে, ন দেহঃ। ন তন্মাহুচ্চিক্রমিবোজ্জীবাৎ প্রাণা উৎক্রামস্তি সইব তেন ভবন্তি ইত্যর্থঃ।

অন্তার্থঃ—“পূর্বোক্ত “অধাকামরমানো” ইত্যাদিবাক্য পরবিজ্ঞা-বিষয়ক হওয়ার, এবং তাহাতে প্রাণের উৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হওয়ার, পর-ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মৃত্যুকালে দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি হয় না, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ

শরীর হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি উক্তবাক্যে প্রতিষিদ্ধ হয় নাই, শারীর-পুরুষ হইতেই উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হইয়াছে। যদি বল, প্রতিবাক্যের অর্থ কি নিমিত্ত এইরূপ বুক্তিতে হইবে? তাহার উত্তর শাখান্তরে “ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি” এইরূপ পাঠ উক্ত শ্রুতির থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাতে যষ্ঠ্যন্ত “তন্ত প্রাণা” স্থলে পঞ্চমাস্ত “তস্মাৎ প্রাণা” এইরূপ পাঠ আছে। যষ্ঠ্যবিভক্তি যে পাঠে আছে, তাহাতে কেবল সম্বন্ধমাত্র প্রকাশিত হয়। (“তাহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না” এইমাত্র বাক্যার্থ। কিন্তু তাহার প্রাণসকল কাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, দেহ হইতে অথবা শারীরজীব হইতে, তাহা উক্তবাক্যে বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় নাই)। কিন্তু পঞ্চমী-বিভক্তি পাঠান্তরে থাকায়, শারীরজীব হইতেই যে উৎক্রান্তি হয় না, তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় (কারণ “তস্মাৎ” শব্দের পূর্বে “শরীর” শব্দের উল্লেখমাত্র নাই, বিদ্বান্ পুরুষেরই উল্লেখ আছে, অতএব “তস্মাৎ” শব্দে তস্মাৎ পুরুষাৎ, ইহাই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়)। ‘তস্মাৎ’ শব্দের প্রাধান্য-হেতু মোক্ষাধিকারিদেহীর সহিতই “তৎ” শব্দের সম্বন্ধ, দেহের সহিত নহে। অতএব প্রতিবাক্যের অর্থ এইরূপই বুক্তিতে হইবে যে, দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমনেচ্ছু জীবের প্রাণসকল তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ তাহার সহকারী হয়।”

পরন্তু এই সূত্রের এইরূপ অর্থ করিয়া, আচার্য্য শব্দের বলিয়াছেন যে, ইহা পূর্বপক্ষীয় সূত্র, ইহাতে বেদব্যাস নিজমত জ্ঞাপন করেন নাই; পূর্বপক্ষ এইরূপ উল্লেখ করিয়া, তদুত্তর পরসূত্রে বেদব্যাস প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

“স্পষ্টো হোকেষাম্”

এই সূত্রের অর্থ ত্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথাঃ—
“সপ্রাণস্ত চ প্রবসতো ভবভ্যুৎক্রান্তির্দেহাদিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে “স্পষ্টো

হেঁকেষাম্’। নৈতদস্তু যত্নকৃতং পরব্রহ্মবিদোহপি দেহাদন্ত্যাংক্রান্তিঃ, প্রতিষেধস্ত দেহপাদানত্বাদिति। যতো দেহপাদন এবোংক্রান্তিপ্রতিষেধ একেবাং সমান্নাতুণাং স্পষ্ট উপলভ্যাতে। তথা হ্যর্ন্তভাগপ্রশ্লোত্তরে ‘যত্রায়ং পুরুষো ত্রিযতে তদাস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহোশ্বিন্নেতি’ ইত্যত্র “নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ” ইত্যুৎক্রান্তিপক্ষং পরিগৃহ্য ন তর্হায়মমুৎক্রান্তেষু প্রাণেষু মৃত ইত্যশ্রামাশঙ্কায় ‘মত্রেব সমবলীয়স্ত’ ইতি প্রবিলয়ঃ প্রাণানাং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে ‘স উচ্ছয়ত্যাখ্যায়ত্যাখ্যাতো মৃতঃ শেতে’ ইতি সশব্দপরামৃষ্টস্ত প্রকৃতশ্রোংক্রান্ত্যবধেৰুচ্ছয়নাদীনি সমামনস্তি। দেহস্ত চৈতানি স্থানং দেহিনঃ। তৎসামান্যং তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে’ ইত্যত্রাপ্যভেদোপচারেণ দেহদেহিনোর্দেহপরামর্শিনা সর্বনান্না দেহ এব পরামৃষ্ট ইতি পঞ্চমীপাঠে ব্যাখ্যেয়ম্। যেযাস্তু ষষ্ঠীপাঠস্তেবাং বিদ্বৎসম্বন্ধিন্যুৎক্রান্তিঃ প্রতিষিধ্যত ইতি প্রাপ্তোংক্রান্তিপ্রতিষেধার্থত্বাদস্ত বাক্যস্ত দেহপাদানৈব সা প্রতিষিদ্ধা ভবতি দেহাছুৎক্রান্তিঃ প্রাপ্তা ন দেহিনঃ। অপিচ ‘চক্ষুষো বা মূর্ধ্বে। বাহুভেত্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তঃ প্রাণোহনুৎক্রামন্তি প্রাণমুৎক্রামন্তঃ সর্কে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি’ ইত্যেবমবিদ্বদ্বিষয়েষু সপ্রপঞ্চমুৎক্রমণং সংসারগমনঞ্চ দর্শয়িত্বা ‘ইতি নু কাময়মানঃ’ ইত্যুপসংহৃত্যাহবিদ্বৎকথাম্ ‘অথাকাময়মানঃ’ ইতি ব্যপদিষ্টা বিদ্বাংসং যদি তদ্বিষয়েহুৎক্রান্তিম্বেব প্রাপয়েদসমঞ্জস এব ব্যপদেশঃ শ্রুতঃ। তস্মাদবিদ্বদ্বিষয়ে প্রাপ্তরোগ্যত্বাৎক্রান্ত্যোর্কিবদ্বিষয়ে প্রতিষেধ ইত্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ং ব্যপদেশার্থবিস্তার। ন চ ব্রহ্মবিদঃ সর্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্ত প্রক্ষীণকামকর্ষণ উৎক্রান্তির্গতির্যোপপত্ততে নিমিত্তাভাবাৎ। ‘অত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে’ ইতি চৈবজ্ঞাতীয়কাঃ শ্রুতয়ো গত্ব্যুৎক্রান্ত্যোরভাবং সূচয়ন্তি।

অর্থার্থঃ—“দেহপরিভাগকারী বিদ্বান্ পুরুষও প্রাণসকলের সহিত যুক্ত হইয়া, দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলেন। এইরূপ আপত্তির উত্তর—

“স্পষ্টো হ্যেকেষাম্” এই স্থলে দেওয়া হইতেছে। যথা :—“তস্মাৎ” পদে পঞ্চমীবিভক্তি দৃষ্টে যে “অথাকাময়মানো” ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্রুতি-বাক্যে দেহী পুরুষ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করা হইয়াছে (দেহ হইতে উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করা হয় নাই), সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী-পুরুষেরও দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় বলিয়া পূর্বপক্ষে বলা হইল, তাহা প্রকৃত নহে। কারণ দেহ হইতেই উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হওয়া একশাখার পাঠদৃষ্টে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়; যথা—বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে ২য় ব্রাহ্মণে, আর্ন্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর উক্ত আছে, তাহাতে দেখা যায়, আর্ন্তভাগ প্রশ্ন করিলেন—“যখন এই পুরুষ মৃত হয়, তখন তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয়, অথবা হয় না?” তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “না”, অর্থাৎ তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না। পরন্তু এইমাত্র বলাতে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণসকল উৎক্রান্ত না হওয়াতে, বিদ্বান্ পুরুষের মৃত্যুই হয় না; এই আশঙ্কা নিবারণার্থ পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন “ইহাতেই (এই দেহেই) তাঁহার প্রাণসকল সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হয়”; এইরূপে প্রাণসকলের লয় জ্ঞাপন করিয়া, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্ত পুনরায় বলিলেন “তিনি তখন উচ্ছূনতা (বাহুবায়ুপ্রপূরণে বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হয়েন, এবং আত্মাত হয়েন (ঘর্ ঘর্ শব্দ করেন), এবং এইরূপ ঘর্ ঘর্ শব্দ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করেন”। এই সকল বাক্যে শ্রুতি “স” শব্দের সহিতই অবয়ব করিয়া “উৎক্রান্তি” হইতে “উচ্ছয়নাদি” পর্য্যন্ত ক্রিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; পরন্তু “উচ্ছয়নাদি” কার্য্য দেহেরই হয়, তাহা দেহীর নহে; এই “উচ্ছয়নাদির” সহিত “উৎক্রান্তি” পদেরও সমার্থভাব থাকায়, “ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রান্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে” এই স্থলেও পরবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া “তস্মাৎ” পদে যে তদশব্দের পর পঞ্চমীবিভক্তি আছে, সেই তদশব্দ যদিও আপাততঃ

দেহীকেই বুঝায়, তথাপি উক্ত স্থলে “দেহ” অর্থেই তাহার প্রয়োগ বুদ্ধিত হইবে। আর যাহারা “ন তন্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি” এইরূপ পাঠ না করিয়া, “ন তন্তু প্রাণা উৎক্রামন্তি” এইরূপ পাঠ করেন, তাঁহাদের পাঠে বিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধে ঐতি উৎক্রান্তি প্রতিবেদন করিয়াছেন ; উৎক্রান্তির প্রতিবেদন ঐ বাক্যদ্বারা প্রাপ্ত হওয়াতে, দেহ হইতেই উৎক্রান্তি প্রতিবেদন হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হয়। বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে যে প্রাণাদির উৎক্রান্তি হয় না, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার আরও হেতু এই যে, বৃহদারণ্যকে চতুর্থাদ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে ঐতি প্রথমতঃ জীব উৎক্রান্ত হইলে, “চক্ষু, মূর্ধ্বা অথবা শরীরের অত্র প্রদেশ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহকারী হয়; মুখ্য প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে, অত্র প্রাণ সকল ইহার অনুসরণ করে” ইত্যাদি বাক্যে অবিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধে প্রাণাদির সহিত উৎক্রমণ এবং পুনরায় সংসার-গমন প্রদর্শন করিয়া, ‘ইতি নু কাময়মানঃ’ (সকাম পুরুষের এই প্রকার গতি) এই বাক্যেরদ্বারা তদ্বিষয়ক গতিবর্ণনার উপসংহারক্রমে, তৎপরে ‘অথা-কাময়মানঃ’ (অনন্তর যিনি নিষ্কামী) ইত্যাদি বাক্য উপদেশ করাতে, যদি বিদ্বান্ পুরুষেরও তদ্রূপ উৎক্রান্তিই উপদেশ করেন, তবে ঐতি উপদেশ অসমঞ্জস হইয়া পড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, অবিদ্বানের সম্বন্ধে যে গতি ও উৎক্রান্তির বিষয় ঐতি প্রথমে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই বিদ্বানের বিষয়ে পরে প্রতিবেদন করিয়াছেন ; ঐতিবাক্যের এইরূপ অর্থ করিলেই, তাঁহার অর্থবত্তা স্থিরতর থাকে। ব্রহ্মবিদ পুরুষ সর্বগত ব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার সকামকর্ম সমস্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাঁহার দেহ হইতে উৎক্রান্তির পক্ষে কোন নিমিত্ত থাকে না ; অতএব মরণান্তে তাঁহার দেহ হইতে উৎক্রান্তি যুক্তিযুক্ত উপপন্ন হয় না। “এখানেই তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন” ইত্যাদিপ্রকার ঐতিবাক্য-সকলও ব্রহ্মজ্ঞানীর উৎক্রান্তিগতি না থাকারই সূচক।

পরন্তু ত্রীভাষ্যও (রামানুজভাষ্যও) নিষার্কভাষ্যেরই অনুরূপ ।
অতএব এইস্থলে বিচার্য্য এই, কোন্ ব্যাখ্যা সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা
বলিয়া গ্রহণীয় ? ব্যাখ্যা দ্বয় সম্পূর্ণরূপে বিরোধী, ইহাদের সামঞ্জস্য কোন
প্রকারেই হইতে পারে না ।

প্রথমতঃ, দেখা যায় যে “প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাত্” সূত্রের
এই অংশ যদি শাক্তিকব্যাখ্যানুসারে পূর্বপক্ষের উক্তিমাত্র বলা যায়,
তবে তাহার উত্তরস্বরূপে যে বেদব্যাস “স্পষ্টো হেকেষাম্” এই সূত্রাংশ
রচনা করিয়াছেন, তাহার কোন নির্দশন শেষোক্ত সূত্রাংশে (অথবা
সূত্রে) নাই । পক্ষব্যাবর্তনস্থলে বেদবাস ব্রহ্মসূত্রে “তু” অথবা
“বা” অথবা “ন বা” ইত্যাদিশব্দে উক্ত হানীয়সূত্রে সর্বত্রই ব্রহ্মসূত্রে
সংযোজিত করিয়াছেন, কিন্তু এইস্থলে তাহা না করিয়া, যেরূপভাবে
সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে সূত্রার্থ এইরূপই বোধ হয় যে, সূত্রের
“স্পষ্টো হেকেষাম্” অংশ “প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাত্” এই অংশের
পোষক, তদ্বিপরীত-মত-জ্ঞাপক নহে । এই দুই অংশ বিভাগ করিয়া
পৃথক্ পৃথক্ দুই সূত্ররূপে যেরূপ শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, জাহাতে
সূত্রার্থের কোন তারতম্য হয় না । এই সূত্রের গঠনের সহিত অপর
দুইটি সূত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । যথা, ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের
দ্বিতীয়পাদের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সূত্র । দ্বাদশসূত্র, যথা, “ভেদাদিতি
চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ” এইস্থলে “ভেদাৎ” এই অংশ পূর্বপক্ষ, তাহা
তৎপরস্থিত “ইতি চেৎ” বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া, তদন্তরে বেদব্যাস
বলিতেছেন “ন”, এবং তৎপরেই কেন নহে, তাহার কারণ “প্রত্যেক-
মতদ্বচনাৎ” এই বাক্যেরদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং “অপি চৈবমেকে”
এই ত্রয়োদশসূত্রদ্বারা উক্ত কারণের সমর্থন করিয়াছেন । এই চতুর্থা-
ধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের দ্বাদশ সংখ্যক সূত্র, যাহার অর্থ বিচার করা যাইতেছে,

তাহার গঠন পূর্বোক্ত তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের ১২শ ও ১৩শ সংখ্যক সূত্রদ্বয়ের ঠিক অনুরূপ । পূর্বপ্রদর্শিত রীত্যনুসারেই ইহার অর্থ গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য । যথা: “প্রতিষেধাৎ” এই অংশ পূর্বপক্ষ, তাহা তৎপরস্থিত “ইতি চেৎ” বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া তদুত্তরে বক্তা সূত্রকার বলিতেছেন “ন”; এবং কেন নহে, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া সূত্রকার বলিতেছেন “শারীরাত্”; এবং তৎপরবর্তী “স্পষ্টো হ্যেকেষাম্” বাক্যের দ্বারা তাহারই সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয় । অতএব সূত্রের গঠনের বিচারদ্বারা সূত্রের উভয়াংশ একই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতেই বলিয়াই অনুমিত হয় । আচার্য্য শঙ্কর যে একাংশকে পূর্বপক্ষ এবং অপরাংশকে সেই পূর্বপক্ষের উত্তর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সূত্রের গঠনবিচারে অনুমান করা যাইতে পারে না ।

দ্বিতীয়তঃ, এই ১২শ সূত্রের চারিটি সূত্র পূর্বে, চতুর্থীধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদের ৭ম সংখ্যক সূত্রে বেদব্যাংস বলিয়াছেন “সমানা চাস্ত্যুপক্রমাৎ”, তাহার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং এইরূপ করিয়াছেন যথা, “সমানা চৈষোৎ-ক্রান্তিকীণ্ড মনসীত্যাদ্য। বিদ্বদবিহৃষোরাস্ত্যুপক্রমাৎ ভবিতুমর্হতি । অবি-শেষশ্রবণাৎ” (এই ৭ম সূত্রব্যাখ্যানে তৎসম্বন্ধীয় শঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ও অব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষের উৎক্রান্তিক্রম, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মনে লয় হওয়া, মনের মুখ্যপ্রাণে লয় হওয়া, মুখ্যপ্রাণের জীবের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত সমান, কারণ তাহার কোন বিভিন্নতা শ্রুতি বলেন নাই । (বিদ্বান্ শব্দের ব্রহ্মজ্ঞ অর্থে ব্যবহার ব্রহ্ম-সূত্রে সর্বত্রই হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই) । ঐ সূত্রে, “অমৃতত্বং চাস্তুপোষ্য” অংশের যে ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, তাহা যে সঙ্গত নহে, তাহা পূর্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । মাত্র চারিটি সূত্র পূর্বে বেদব্যাংস

এইরূপ বলিয়া, ১২শ সূত্রে নিকাম বিদ্বান্ পুরুষের কোন প্রকার উৎক্ৰান্তি (গতি) নাই বলিবেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যদি সগুণ ও নিগুণ উপাসকভেদে এইরূপ উৎক্ৰান্তি ও অনুৎক্ৰান্তির ব্যবস্থা করা তাঁহার অভিপ্রায় হইত (শঙ্করাচার্য্য এইরূপই মীমাংসা করিয়াছেন), তবে তৎসম্বন্ধে সূত্র রচনা করিয়া, তিনি তাহা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিতেন; কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে কোন স্থলে তিনি এইরূপ নির্দেশ করেন নাই; পক্ষান্তরে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৫৭ সংখ্যক সূত্রে (“বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ” সূত্রে) এইরূপই নির্দেশ করিয়াছেন যে, সর্ববিধ বিদ্যারই এক ফল ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। সুতরাং এইরূপ ভেদকল্পনা করিব না, নিমিত্ত কোন প্রকার হেতু দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয়তঃ, “নিকাম, আপ্তকাম, আত্মকাম” পুরুষের গতিবিষয়ক শ্রুতি শঙ্করাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে দ্বিজ্ঞান এই, সগুণব্রহ্মোপাসক, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিয়া বিদ্বান্-পদবী প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি নিকাম না হইয়াই ব্রহ্মবিৎ হয়েন? তাঁহার জীবিতকালেই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা শ্রুতি অনুসারে বেদব্যাস তৃতীয়াধ্যায়ের শেষপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থাধ্যায় পর্য্যন্ত সর্বত্র বর্ণনা করিয়াছেন; এবং শঙ্করভাষ্যেও তাহার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুতরাং তিনি জীবিতকালেই আপ্তকাম হয়েন, ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য। ব্রহ্মদর্শন হইলে, জীবের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, পূর্বসঞ্চিত কৰ্ম্ম-সকলের ক্ষয় হয়, আরম্ভকৰ্ম্ম, যন্নিমিত্ত এইরূপ হইলেও তাঁহার দেহ জীবিত থাকে, তাহাতে তিনি কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না, ইত্যাদি সমস্তই সর্ববিধ ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রতীষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে বেদব্যাস শ্রুতিপ্রমাণানুসারে পূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং তৃতীয়াধ্যায়ের উপাসনাপ্রকরণে স্পষ্ট-রূপে মীমাংসা করিয়াছেন যে, বিজ্ঞা বিভিন্ন হইলেও, সকল ব্রহ্মবিজ্ঞারই

এক ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞা সিদ্ধ হইলে, জীবিতকালেই ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। সগুণব্রহ্মোপাসকের দ্বায় নিগুণব্রহ্মোপাসকও ব্রহ্মদর্শন-লাভান্তে জীবিত থাকেন; অতএব সর্ববিধ ব্রহ্মোপাসকেরই জীবিতকালেই নিকামত্ব ও আপ্তকামত্ব লব্ধ হইতে পারে। সুতরাং যখন জীবন্মুক্ত সর্ববিধ ব্রহ্মোপাসকই “অকাম, নিকাম, আত্মকাম ও আপ্তকাম” হয়েন, তখন শ্রুতি এবং সূত্রকার কেহই কোন স্থানে তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া চরমকালে গতিবিষয়ে তারতম্য প্রদর্শন না করাতে, শঙ্করাচার্য্য যে এইরূপ তারতম্য কল্পনা করিয়াছেন, তাহা একান্ত অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। যদি “অকাময়মানো যোহকামো নিকামঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যারূপ করা যায়, তবে বলিতে হয় যে, সর্ববিধ ব্রহ্মজ্ঞ (বিদ্বান) পুরুষের সম্বন্ধেই তাহা খাটে; সগুণ ও নিগুণ উপাসক উভয়েই যখন নিকামপ্রভৃতি অবস্থানাত করেন, এবং কেবল নিকামত্বপ্রভৃতি উল্লেখ করিয়া, যখন শ্রুতি উৎক্রান্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন, এবং উক্ত নিকামীদিগের মধ্যে যখন কোন শ্রেণীভেদ করেন নাই, তখন সর্ববিধ জীবন্মুক্তপুরুষের পক্ষেই উক্ত প্রতিষেধ খাটে। পরন্তু, পূর্কোক্ত “সমানা চানুতু্যপক্রমাৎ” ইত্যাদি বহুসংখ্যক সূত্রে পূর্কে ও পরে বেদব্যাস জীবন্মুক্ত বিদ্বান্ পুরুষেরও দেহ হইতে উৎক্রান্তি হওয়া শ্রুতিপ্রমাণানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা কাল্পনিক এবং প্রকৃত নহে।

চতুর্থতঃ, যদি সগুণ ও নিগুণ উপাসনার ভেদ কল্পনা করিয়া উক্ত আপত্তি সকলের কোন প্রকার সঙ্গতি করা যায়, তথাপি নিবিষ্ট হইয়া বিচার করিলে, পূর্কোক্ত সূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য যে সকল হেতুতে স্বকৃত সূত্রব্যাখ্যা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না। শঙ্করোক্ত হেতুসকল এক একটি করিয়া, নিম্নে আলোচিত হইতেছে :—

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়ব্রাহ্মণোক্ত আর্ন্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিয়া, তিনি উহার ব্যাখ্যা দ্বারা প্রথমতঃ স্বীয় মতের পুষ্টি সাধন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। উক্ত প্রশ্নোত্তরের সার নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

বৃহদারণ্যকোপনিষদ, তৃতীয়াধ্যায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ।

“জরৎকারবংশোদ্ভব আর্ন্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কয়টি এবং অতিগ্রহ কয়টি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, গ্রহ আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি। আর্ন্তভাগ বলিলেন, অষ্টগ্রহ এবং অষ্ট অতিগ্রহ কি কি ? ১।

“যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রাণ গ্রহ ; ঐ প্রাণ রূপ গ্রহ অপান-নামক অতিগ্রহকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, ঐ অপানের দ্বারাই গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে । ২।

“বাক্ অপর একটি গ্রহ। ঐ বাক্ নামরূপ (বক্তব্যবিষয়রূপ) অতিগ্রহকর্তৃক গৃহীত হয়, বাক্ দ্বারা নামসকল উচ্চারণ করা যায় । ৩।

“জিহ্বা অপর একটি গ্রহ। ঐ জিহ্বা রসনামক অতিগ্রহকর্তৃক গৃহীত হয়, জিহ্বারদ্বারা ঐ রসসকল আশ্বাদন করা যায় । ৪।

“চক্ষু একটি গ্রহ। তাহা রূপনামক অতিগ্রহ কর্তৃক গৃহীত হয়। চক্ষুরদ্বারা রূপসকল দর্শন করা যায় । ৫।

“শ্রোত্র একটি গ্রহ, তাহা শব্দনামক অতিগ্রহের দ্বারা গৃহীত হয়। শ্রোত্রের দ্বারা শব্দসকল শ্রবণ করা যায় । ৬।

“মন একটি গ্রহ, মন কামনারূপ অতিগ্রহকর্তৃক গৃহীত হয়। মনের দ্বারা কাম্যক্ৰিয়সকল কামনা করা যায় । ৭।

“হস্তদ্বয় গ্রহ। ইহারা কর্মরূপ অতিগ্রহকর্তৃক গৃহীত হয়। হস্তদ্বয়ের দ্বারা কর্মসকল সম্পাদন করা যায়” । ৮।

“ত্বচ্ছ গ্রহ । তাহা স্পর্শরূপ অতিগ্রহের দ্বারা গৃহীত হয় । ত্বচ্ছ দ্বারা স্পর্শসকল অনুভূত হয় । এই অষ্টগ্রহ ও অষ্ট অতিগ্রহ বর্ণিত হইল । ৯ ।

“আর্ন্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! দৃশ্যমান এতৎ সমস্তই মৃত্যুর অন্তরূপ । পরন্তু মৃত্যুও যাহার অন্তরূপ, সেই দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অগ্নিই মৃত্যু ; সেই অগ্নি অপের (জলের) অন্তরূপ । অগ্নি মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে (জীব অপকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে জয় করে) । ১০ । (এইস্থলে ছান্দোগ্যোক্ত পঞ্চাশিবিজ্ঞা দ্রষ্টব্য)

“আর্ন্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! যখন এই পুরুষের মৃত্যু হয়, তখন প্রাণসকল তাঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয়, অথবা হয় না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না ; ইহাতেই লয় হয় ; তিনি ক্ষীত হইতে থাকেন, ঘব্ ঘব্ শব্দ করিতে থাকেন ; ঐরূপ শব্দ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করেন । ১১ ।

(এই শেষোক্ত ১১ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরই গ্রহণ করিয়া শাকরভাষ্যে বিচার প্রবর্তিত হইয়াছে) । অতএব মূলশ্রুতি, যাহার অর্থ উপরে ব্যাখ্যাত হইল, তাহা অবিকল এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে :—

“যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যত্রাণং পুরুষো ভ্রিয়ত উদস্মাণং প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি ? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোহত্রৈব সমবলীয়ন্তে স উচ্ছুর্যত্যাশ্বায়ত্যাশ্বাতো মৃতঃ শেতে” । ১১ ।

“আর্ন্তভাগ বলিলেন, যখন এই জীবের মৃত্যু হয়, তখন কে তাঁহাকে ত্যাগ করে না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, নাম তাঁহাকে ত্যাগ করে না ; নাম অনন্ত, বিশ্বদেবগণ অনন্ত ; মৃতব্যক্তি নামের দ্বারা লোকসকলকে জয় করে । ১২ ।

“পুনরায় আর্ন্তভাগ বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! যখন এই মৃতপুরুষের বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষুর্দ্বয় আদিত্যে, মন চন্দ্রে, কর্ণ দিক্

সকলে, স্থলশরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোমসকল ওষধিতে, কেশসকল বনস্পতিসমূহে, রক্ত এবং রেতঃ জলে, লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পুরুষ কোথায় অবস্থিতি করে ? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সৌম্য আর্ত্তভাগ ! আমার হস্ত ধারণ কর, আমরা দুজনেই এই প্রশ্নের উত্তর একান্তে অবধারণ করিব, জনাকীর্ণস্থানে (সভামধ্যে) ইহার উত্তর দাতব্য নহে । অনন্তর তাঁহারা দুইজনে, সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিলেন । তাঁহারা মীমাংসা করিয়াছিলেন, কর্ম্মই জীবের আশ্রয়, কর্ম্মকেই তাঁহারা প্রশংসা করিয়াছিলেন, পুণ্যকর্ম্মকারী জীব পুণ্যের দ্বারা পুণ্যকেই প্রাপ্ত হয়েন, পাপকর্ম্মকারী জীব পাপের দ্বারা পাপকেই প্রাপ্ত হয়েন । এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া, আর্ত্তভাগ পুনরায় প্রশ্ন করা হইতে বিরত হইলেন” ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ।

পূর্বোক্ত ১১শ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরব্যাখ্যাধ্বারা ই প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মতের পোষকতা করিয়াছেন ; তাঁহার মতে এই প্রশ্নোত্তর কেবল ব্রহ্মজপুরুষবিষয়ক, অর্থাৎ ব্রহ্মজপুরুষের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় কি না ? ইহাই আর্ত্তভাগের প্রশ্ন ; তৎসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর “না” হয় না । *শঙ্করাচার্য্যের মতে এই প্রশ্নোত্তরের সারমন্ম এই যে, বিদ্বান্ পুরুষের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণসকল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, দেহেই বিলীন হয় । যদি প্রশ্ন কেবল ব্রহ্মজপুরুষ-সম্বন্ধে না হইয়া, বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের সম্বন্ধে হয়, অথবা কেবল অবিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধে হয়, তবে উক্ত ১১শ প্রশ্নোত্তরের ব্যাখ্যা যেক্ষেপে শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, (অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না, দেহেই বিলীন হয়), তাহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ অবিদ্বান্ পুরুষের প্রাণসকল যে মৃত্যুকালে তৎসহ দেহ হইতে উৎক্রান্ত

হয়, তাহা শ্রুতি স্পষ্টরূপে অতীত বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা, “তন্মুক্তামন্তঃ
প্রাণোহনুংক্রামতি অতঃ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে” (জীব উৎ-
ক্রান্ত হইলে, তৎপশ্চাৎ প্রাণও দেহ হইতে উৎক্রমণ করে এবং অতীত
নূতন ইষ্টসাধক রূপ নির্মাণ করে)। ভগবান্ বেদব্যাসও তাহা স্পষ্টরূপে
পূর্ব পূর্ব সূত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং ইহা শঙ্করাচার্য্যেরও সম্মত।
অতএব উক্ত প্রশ্নোত্তর কেবল ব্রহ্মবিৎপুরুষের সম্বন্ধে যদি না হয়,
তবে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা যে কখনই সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পরন্তু, উক্ত প্রশ্নোত্তর কেবল ব্রহ্মবিদবিষয়ক, তাহা শঙ্করাচার্য্য কি
নিমিত্ত বলিতেছেন, তাহার কোন কারণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই।
আত্মভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের যে বিচার হইয়াছিল, তাহা সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে।
প্রথম প্রশ্ন, গ্রহ ও অতিগ্রহ কয় প্রকার ও কি কি ? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য
আটটি ইন্দ্রিয় ও আটটি ইন্দ্রিয়ার্থকে গ্রহ ও অতিগ্রহ বলিয়া বর্ণনা
করিয়াছেন। তৎপরে প্রশ্ন, মৃত্যু কাহার অঙ্গ ? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য
বলিয়াছেন, অগ্নিই মৃত্যু, এবং সেই অগ্নি অপের অঙ্গ। তৎপরে প্রশ্ন,
পুরুষের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহা হইতে তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত
হয় কিনা ? উত্তর, না। পুনরায় প্রশ্ন, পুরুষ মৃত হইলে, কি তাঁহাকে
পরিত্যাগ করে না ? উত্তর, নাম। তৎপরে প্রশ্ন, পুরুষ মৃত হইলে,
তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইলে, তিনি কি অবলম্বন করিয়া থাকেন ? উত্তর
কস্ম। পুণ্যকস্ম পুণ্যলোকপ্রাপ্তি করায়, এবং অপর পুণ্যকস্মে
প্রেরণা করে ; পাপকস্ম তদ্বিপরীত ফল প্রদান করে। এইমাত্র সমগ্র
বিচার। ইহাতে ব্রহ্মবিৎপুরুষের সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোন প্রশঙ্গই
দেখা যাইতেছে না। ১১শ প্রশ্নের পূর্ববর্তী প্রশ্নোত্তরে, অপের (জলের)
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অগ্নিরূপ মৃত্যুকে জয় করিবার কথাই উল্লেখ আছে ;

দশমপ্রশ্ন পরব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক নহে, অগ্নিজয়মাত্রই ইহার বিষয় ; কারণ যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনিয়া আর্ন্তভাগ তাহা প্রকৃত উত্তর নহে বলিয়া প্রতিবাদ করেন নাই ; অতএব প্রশ্নও অগ্নি এবং অপুবিষয়ক ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । এবং ১২শ ও ১৩শ প্রশ্নোত্তরে মৃতপুরুষকে “নাম” পরিত্যাগ করিয়া যায় না, এবং পাপকর্মের ফলে মৃতপুরুষ পাপভোগ, ও পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই প্রত্যয়মান হয় যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সম্বন্ধে এই সকল প্রশ্নোত্তর নহে । এই সকল কারণে অবিদ্বান্ পুরুষই পূর্বোন্নিখিত ১১শ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরের বিষয় বলিয়া শ্রীরামানুজস্বামী-প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই শ্রুতিতে কেবল বিদ্বান্ পুরুষই লক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিবার কোন সম্ভব কারণও শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শন করেন নাই ; অতএব তদুক্ত মোমাংসা ও শ্রুতিব্যাখ্যা সম্ভব হইতে পারে না । মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, পূর্বোক্ত “গ্রহ” সকলের (ইন্দ্রিয়সকলের) কার্য্য বন্ধ হয়, ইহা সচরাচরই দৃষ্ট হয় ; তাহাতে আর্ন্তভাগ জিজ্ঞাসা করিতেছেন “এই সকল গ্রহ” কি জীবকে পরিত্যাগ করে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন “না”, অর্থাৎ দেহাদির ত্যাগ তাঁহা হইতে (“অস্মাৎ”) বিচ্যুত হয় না, তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে ; ইহাদের কার্য্যরুদ্ধ হইলে, তিনি স্ফীত হইতে থাকেন, ঘর ঘর করিয়া শব্দ করিতে থাকেন এবং তৎপরে তিনি দেহকে পরিত্যাগ করেন ; দেহ নিশেষে হইয়া পড়িয়া থাকে । তিনি যখন দেহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাহাতে লীন গ্রহসকল অবশ্য তাঁহার সঙ্গেই যায় ; ইহা শ্রুতি ভাবতঃ মাত্র এইস্থলে বলিয়াছেন ; কিন্তু অত্র শ্রুতিতে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ স্পষ্টরূপে শ্রীরামানুজস্বামী স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন ; বথা “অবিদুষস্ত প্রাণাহনুৎক্রান্তিবচনং, স্থলদেহবৎ প্রাণা ন মুচন্তি, অপিতু ভূতস্বল্পবজ্জীবং পরিষজ্যা গচ্ছন্তীতি প্রতিপাদয়তি” ।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যে “অস্মাৎ” শব্দ আছে “(অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি)”, তাহা ঐ বাক্যের অর্থানুসারে “পুরুষ”-বোধক ; ঐ বাক্যের প্রথমোক্ত চরণে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে “অস্মৎ পুরুষো ত্রিষতে”, সেই পুরুষশব্দের সহিতই পরবর্ত্তী “অস্মাৎ” শব্দ সমন্বিত, অর্থাৎ “অস্মাৎ” শব্দে “এই পুরুষ হইতে” বুঝায় ; “পুরুষের শরীর হইতে” এই অর্থ বাক্যের অর্থের দ্বারা লব্ধ হয় না ; কারণ “অস্মাৎ” শব্দের পূর্বে “শরীর” শব্দের কোন প্রয়োগই নাই । পরন্তু ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি বলেন যে, “স উক্লম্বতি, আত্মায়তি” (সে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি ক্ষীত হয়, ঘর ঘর করে), এই পরবর্ত্তী বাক্যে স্পষ্ট বোধ হয় যে “স” শব্দ শরীরবাচক, কারণ ক্ষীত হওয়া, ঘর ঘর শব্দ করা শরীরেরই কার্য্য, জীবের নহে । অতএব প্রাণসকল “সমবলীয়ন্তে” (তাহাতে সমাবলীন হয়) পদেও শরীরেই বলীন হয় বুঝিতে হইবে ; “স” শব্দ জীববাচী হইলেও তাহা শরীরার্থক, সুতরাং “অস্মাৎ” পদও “শরীরাৎ” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝা উচিত ।

এই স্থলে বক্তব্য এই যে, “সে ক্ষীত হয়, ঘর ঘর করে”, এই বাক্যে ক্ষীত হওয়া, ঘর ঘর শব্দ করা যদিও শরীরেরই কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু শরীরধারী জীবসম্বন্ধে এইরূপ বাক্য সচরাচরই প্রয়োগ হইয়া থাকে । আমি ক্ষীত হইয়াছি, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, আমি গোর, আমি ক্লান্ত, ইত্যাদি বাক্যব্যবহার সর্ব্বদাই প্রসিদ্ধ আছে । যদিও প্রধানতঃ শরীরসম্বন্ধেই এই সকল বাক্য সার্থকতা লাভ করে, তথাপি শরীর জীবের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করাতো, এবং তাহাতে জীবের আত্মবুদ্ধি থাকাতো, এই সকল বাক্যের যিনি বক্তা, তিনি জীবেরই প্রতি তৎসমস্ত আরোপিত করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকেন ; শ্রুতিও তদ্রূপই করিয়াছেন । যদি “সেই পুরুষ ক্ষীত হইলেন” প্রভৃতি

বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া, সেই পুরুষশব্দের শরীরমাত্র অর্থ করা যায়, এবং তদৃষ্টে “সমবলীয়ন্তে” ও “উৎক্রামন্তি” পদেরও শরীর হইতে উৎক্রান্তি না হওয়া এবং শরীরেই লয় হওয়া অর্থ করা হয়, তবে প্রশ্নোক্ত “স্রিয়তে” এবং পরবর্তী “মৃতঃ শেতে” পদেরও অর্থ এইরূপই করা উচিত হয়, অর্থাৎ প্রশ্নের অর্থ তবে এইরূপ করিতে হয় যে, “শরীর যখন মৃত হয়, তখন তাহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় কি না” ? এবং উত্তরেরও এইরূপ অর্থ করিতে হয় “না, হয় না, শরীরেই লীন হয়, শরীর ক্ষীত হয়, ঘর ঘর করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করে” । কিন্তু “শরীরে মৃত্যু” এইরূপ বাক্য সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, শ্রুতিও করেন নাই। জীবের সম্বন্ধেই জন্ম, মৃত্যু, প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ; এবং এই স্থলে যে জীবসম্বন্ধেই প্রশ্ন, তাহা পরবর্তী বাক্যে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় ; যথা, “নাম জীবকে পরিত্যাগ করে না, দেহের উপকরণসকল পৃথিব্যাদিতে লয় প্রাপ্ত হয় ; স্বকৃত পুণ্য ও পাপরূপ কর্মকে আশ্রয় করিয়া জীব তৎফলভোগ করেন” ইত্যাদি । মৃত্যু অর্থাৎ দেহত্যাগ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটে, তাহাই শ্রুতি এইস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন ; মৃত্যুর পর প্রাণসকল যে দেহে লীন হইয়া থাকে, জীবের অনুগমন করে না, তাহা শ্রুতি বলেন নাই । অতএব “উচ্ছুরতি ও আধারতি” পদের উপর নির্ভর করিয়া, সমগ্র বাক্যে “পুরুষ” এবং “স” শব্দের “শরীর” অর্থ করা যুক্তিসঙ্গত নহে ।

অবশেষে বক্তব্য এই, “প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ” এই পরিষ্কার যুক্তিপূর্ণ সূত্রাংশকে যদি পূর্বপক্ষস্বরূপে বেদব্যাস বর্ণনা করিয়া থাকেন, এবং “স্পষ্টো হ্যেকেষাম্” এই অংশে যদি তাহার উত্তর দিয়া থাকেন, তবে পূর্বোক্তাংশিত শ্রুত্যুক্ত “সমবলীয়ন্তে” পদের অর্থ “শরীরেই লয় হওয়া” স্পষ্টরূপে, অর্থাৎ অবিতর্কিতভাবে সকলের বোধগম্য হওয়া উচিত । কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাবিরোধ এবং যুক্তিদৃষ্টে, কি ইহা বলিতে পারা যায়

যে, উক্ত প্রতিবাক্যে “সমবলীয়ন্তে” এই ক্রিয়ার অপাদান “অস্মাৎ” (পুরুষাৎ) পদের স্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকাতেও, এই “অস্মাৎ” শব্দের “শরীরাৎ” অর্থ এমনই স্পষ্ট যে, বেদব্যাস তৎসম্বন্ধে অত্র কোন বাখ্যা না করিয়া, কেবল “স্পষ্ট” এই কথাদ্বারাই সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন ? অতএব এস্থলে শঙ্করমত গ্রহীতব্য নহে ।

(২) অতঃপর শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকোপনিষদের অপর একটি বাক্যের উল্লেখ করিয়া স্বীয় সূত্রবাক্যার্থ্য পুষ্টিসাধন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন । এক্ষণে তদ্বিষয় সমীক্ষাচিত হইতেছে :—

বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থোধ্যায়ের রাজর্ষি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহা বিবৃত হইয়াছে । ঐ চতুর্থোধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাক্য যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

“স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্যঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োহতেজোময়ঃ কামময়োহুকামময়ঃ ক্রোধময়োহক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োহধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ন্তদ্বদেতদিদময়োহদোময় ইতি, যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন অথো থব্বাহঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পত্ততে ॥ ৫

“তদেব শ্লোকো ভবতি । তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিযুক্তমস্ত্র প্রাপ্যাস্তং কর্ম্মণস্তস্ত্র যৎ কিঞ্চিৎ করোত্যয়ম্ । তস্মাল্লোক্য পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানোহথাকাময়মানো যোহকামো নিষ্কাম আগ্নিকাম আত্মকামঃ ন তস্ত্র প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” ॥ ৬ ॥

অন্তার্থঃ—এই জীবায়া ব্রহ্ম, ইনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়, অধর্মময়, যাহা কিছু প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষীভূত তৎসর্বময় । যেরূপ কর্ম করেন যেরূপ আচারবিশিষ্ট হয়েন, তদ্রূপই হয়েন । সাধুকর্মকারী সাধু হয়েন, পাপকর্মকারী পাপী হয়েন, পুণ্যকর্মকারী পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয়েন, পাপকর্মকারী পাপযোনিপ্রাপ্ত হয়েন । অতএব পুরুষকে কামময় বলা যায় ; তাঁহার যদ্রূপ কামনা, তদ্রূপই কর্তা হয়েন এবং তদনুসারে তিনি কর্মসকল আচরণ করেন, এবং যদ্রূপ কর্ম করেন, তদ্রূপ অবস্থায় তিনি প্রাপ্ত হয়েন । ৫ ।

তৎসম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা, ইহলোকে জীব যে সকল কর্ম করেন, তাহাতে তিনি আসক্তচিত্ত হইলে, সেই আসক্তিবিবন্ধন তৎসহ পরলোকগত হইয়া, তাহা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত, পরলোকে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন । ভোগান্তে পরলোক হইতে (নিষ্ক্রান্ত হইয়া) পুনরায় ইহলোকে কর্মকরণার্থ প্রত্যাগমন করেন । কামনাবান্ পুরুষের সম্বন্ধেই এই কথা । অকামনাবান্ পুরুষের সম্বন্ধে এক্ষণে বলা হইতেছে ; যিনি অকাম, নিকাম, আপ্যকাম ও আত্মকাম, তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না ; তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন । ৬ ।

এই ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাক্যের পূর্বে উল্লিখিত চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রথম হইতে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বাক্যসকলের মর্ম্ম নিয়ে বিবৃত হইতেছে :—

যখন এই পুরুষ দুর্বল হইয়া মোহিতের ত্রায় পতিত হয়েন, তখন তাঁহার প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকল তদভিমুখে আগমন করে । সেই পুরুষ তৈজস চক্ষুর্বা দি ইন্দ্রিয়াদিগকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়প্রদেশে গমন করেন ; তখন চাক্ষুষপুরুষ—আদিত্য চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অনুগ্রহ করিতে পরাভ্যুত হয়েন, অতএব পুরুষের তখন রূপজ্ঞান হয় না । ১ ।

চক্ষুঃ তখন আত্মার সহিত একীভূত হয়, এবং লোকে বলে “অমুক দেখিতেছে না।” এইরূপে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনা, শ্রবণ, মন, হৃৎ, বুদ্ধি জীবের সহিত একীভূত হয় ; লোকে বলে “তিনি ঘ্রাণ করিতেছেন না, শ্রবণ করিতেছেন না, বোধ করিতেছেন না” ইত্যাদি। তখন তাঁহার হৃদয়ের অগ্রভাগ আলোকিত হইয়া প্রকাশ পায় ; ঐ হৃদয়াগ্র নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইলে, জীবাত্মা চক্ষু, মূৰ্দ্ধা বা শরীরের অপরাংশ দ্বারা শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয় ; তিনি উৎক্রান্ত হইলে মুখ্যপ্রাণও তৎসহ উৎক্রান্ত হয়, এবং তৎপশ্চাৎ অপর ইন্দ্রিয়সকলও তৎসহ উৎক্রান্ত হয় ; তিনি তখন সবিজ্ঞান অর্থাৎ কর্মসংস্কারবিশিষ্ট থাকেন ; তিনি তখন কর্মসংস্কারকে সঙ্গে লইয়াই দেহ হইতে গমন করেন ; বিজ্ঞা, কর্ম ও পূর্বপ্রজ্ঞা তাঁহার অনুগমন করে। (“তং বিজ্ঞাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ”) । ২ ।

যেমন তৃণ-জলৌকা একটি তৃণের অন্ত্যভাগে গমন করিয়া, অপর একটি তৃণকে আশ্রয় করিয়া, প্রথমোক্ত তৃণ হইতে আপনাকে উপসংহার করে, তদ্রূপ এই জীব, স্থূলশরীরকে পরিত্যাগ করিয়া, অবিজ্ঞাবশতঃ দেহান্তর অবলম্বন করে, এবং অবলম্বন করিয়া পূর্বদেহ হইতে উপসংহৃত হয় । ৩ ।

যেমন সুবর্ণকার সুবর্ণের অংশসকল লইয়া নূতন সুন্দর সুন্দর বস্তু নির্মাণ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা এই স্থূলদেহবিনাশান্তে অবিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া অল্প নূতন অভীপ্সিত পৈত্ৰা, অথবা গান্ধর্ব্ব, অথবা দৈব, অথবা প্রাজাপত্য, অথবা ব্রাহ্মী, অথবা অল্প প্রাণিসকলের রূপ অবলম্বন করে । ৪ ।

এই সকল বাক্যের পরেই পূর্বোক্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম বাক্যে পাপী, পুণ্যাত্মা, কামী, অকামী, সকলেরই দেহান্তে যথোপযুক্ত গতির বিষয় উল্লেখ করিয়া,

৬ষ্ঠ বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কৰ্ম্মানুসারে তৎফলসকল পরলোকে ভোগ করিয়া, সকামকৰ্ম্মকারী জীব পরলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইহলোকে পুনরায় কৰ্ম্ম করিবার নিমিত্ত আগমন করে । এই বাক্যের অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন যে, নিষ্কামপুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম নহে ; “তঁাহাদের প্রাণসকল আর উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়েন ।” এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিষ্কামী পুরুষ যে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্ত হইয়েন না, তাহা উপদেশ করাই শ্রুতির অভিপ্রায় । অবিদ্যাবশতঃই সংসারে পুনরায় আগমন হয়, ইহা শ্রুতি প্রথমতঃ বর্ণনা করিয়াছেন ; বিদ্বান্ পুরুষের ব্রহ্মা বিনষ্ট হওয়ায়, তাঁহার প্রত্যাগমন হয় না, তাহাই শ্রুতি এই স্থলে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন । স্থলদেহপরিতাগকালে পরলোকগমনের সময় দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় কি না, তদ্বিষয় উপদেশ করা এই স্থলে শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া অনুমান করা যায় না ; পরলোকে কৰ্ম্মফলভোগান্তে, পুনরায় ইহলোকে আরতি । যাহা সকামপুরুষসম্বন্ধে পূৰ্ব্বোক্ত ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাক্যের প্রথমাংশে শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই উক্ত বাক্যের শেষাংশে নিষ্কাম পুরুষের সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন । নিষ্কাম পুরুষ মৃত্যুর পর, ব্রাহ্মদেহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বসতি করেন ; এবং অবশেষে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়েন ; ইহা শ্রুতি বহুস্থানে উপদেশ করিয়াছেন, এবং ইহা সকল ভাষ্যকারেরই সম্মত । অতএব অকাম পুরুষ যে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না ইহাই উপদেশ করা উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় । শ্রুতি বলিতেছেন যে, অকাম পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার সহিত ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয় । অতঃপর ৭ম বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের জীবিতকালেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয় উপদেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে, জীবমুক্তপুরুষের দেহে আত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অপগত হয়, এবং তিনি

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হয়েন, এবং দেহান্তের পর তিনি মুক্তিপথে গমন করেন “তেন ধীরা অপি যান্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বৰ্গং লোকমিতঃ উদ্ধং বিমুক্তাঃ।” অতঃপর নবম বাক্যে বলা হইয়াছে “এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিমুক্তন্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ” ইত্যাদি। অতএব এই শ্রুতির বাক্যার্থবিচারেও, শাক্ত-ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না। এই শ্রুতির ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য যে স্বীয় নতের পুষ্টিসাধন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তাহাও নিষ্ফল।

(৩) অতঃপর আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের যখন “সর্বগতব্রহ্মানুভূতত্ব” সিদ্ধি এবং তাঁহার কৰ্ম্মসকল যখন সম্যক ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তখন দেহ হইতে তাঁহার উৎক্রান্তি উৎপাদনের উপযোগী অপর কোন নিমিত্ত না থাকাতে, তাঁহার উৎক্রান্তি যুক্তিতঃও অসম্ভব; এবং পূর্বোক্ত জনক ও যজ্ঞবল্ক্যের সংবাদোপলক্ষে কথিত “অত্র ব্রহ্মসমশ্রুতে” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে যখন ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া উল্লেখ আছে, তখন উৎক্রান্তির সম্ভাবনা কোথায়?

এই সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, জীবমুক্তপুরুষগণ যে সকল কৰ্ম্ম করেন, তাহাতে তাঁহারা লিপ্ত হয়েন না সত্য, কিন্তু সেই সকল কৰ্ম্ম অবশ্য তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; কারণ ঐ সকল কৰ্ম্মের স্মৃতি যে তাঁহাদের থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ এবং শাস্ত্রপ্রমাণ সিদ্ধ। পরন্তু শ্রুতি-প্রমাণানুসারে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে পদ্মপত্রস্থ জলের ত্রায় জীবমুক্ত-পুরুষদিগের কৰ্ম্ম তাঁহাদিগের সহিত লিপ্ত হয় না। সেই সকল কৰ্ম্ম তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে সক্ষম, সেই সকল কৰ্ম্ম ব্রহ্মলোকের দ্বারস্থিত বিরজানদী উত্তীর্ণ হইবার সময় তাঁহাদিগ হইতে সম্যক বিলিষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগের বন্ধ ও দ্বেষ্টাগণকে আশ্রয় করে; এইরূপ কৌষীতকী শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যদি

এই সকল কৰ্ম দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাতেও ব্রহ্মোপাসনারূপ কৰ্ম, যাহা বিদ্বান্ পুরুষেরও কর্তব্য বলিয়া পূর্বাধ্যায়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সেই কৰ্ম্বলেই তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হইতে পারেন। অতএব ব্রহ্মলোকপ্রাপক কোন নিমিত্ত নাই, এই কথা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না।

এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যে এই দেহ জীবিত থাকিতেই হইতে পারে, তাহা বেদবাস ইতিপূর্বে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং “অত্র ব্রহ্ম-সমশ্রুতে” ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতিও তদ্বিষয়ে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন, এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যেরও এই বিষয়ে কোন বাক্য ব্যাখ্যা অথবা বিরুদ্ধ মত নাই; এই সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত। এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেই, পুরুষ মায়াবদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়েন; সুতরাং তাঁহাকে জীবমুক্ত বলা যায়; তিনি জীবিত থাকিয়াও মুক্ত, তাঁহার আর পুনরায় অবিদ্যাবন্ধন কখন ঘটে না, এবং কোন প্রকার কৰ্ম তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। এতৎ সমস্তই সর্ববাদিসম্মত, এবং বেদবাস তাহা স্পষ্টরূপে পূর্বে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জীবমুক্ত অবস্থায় পুরুষের সর্বত্র সমদর্শন সর্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে; জীবমুক্তপুরুষ আপনাকে এবং জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। ইহাও সর্ববাদিসম্মত। কারণ, ইহা না হইলে “মুক্ত” কথার কোন অর্থই থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, বামদেবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার পর, তিনি বলিয়াছিলেন, “অহং সূর্য্যঃ, অহং মনুঃ” ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি আপনাকে এবং সূর্য্য, মনু ইত্যাদি সমস্ত জাগতিক বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক জীবিত থাকিয়া জীবমুক্ত-পুরুষ যে সর্বল পুণ্য ও পাপকৰ্ম করেন, তাহাতে যে তিনি লিপ্ত হইয়েন না, তাহারও এইমাত্রই কারণ যে, সর্বত্রই তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভেদবুদ্ধিহেতুই সাধারণ জীবের অপ্রাপ্তবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা

ইত্যাদি জাত হইয়া, তাঁহাতে বাসনানুরূপ সংস্কারসকলও উপজাত হয় ; ভেদবুদ্ধিরহিত হইলে, কাজেই তদ্রূপ বাসনা ও সংস্কার উপজাত হইতে পারে না । অতএব শ্রুতি যে বলিয়াছেন, “এখানেই তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন”, ইহা জীবমুক্তপুরুষের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সত্য । বৃহদারণ্যকে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক-সংবাদে ১৩শ বাক্যে এইরূপ স্পষ্ট উক্তি আছে, যে “যশ্চাত্মবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাশ্মিন্ সংদেহে গহনে প্রবিষ্টঃ স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বশ্রু কৰ্ত্তা তস্মৈ লোকঃ স উ লোক এব” (এই গহনস্বরূপ অনেকার্থসম্বন্ধীদেহে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি সত্যক জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি সর্বকৰ্ত্তা, ঐ ১লোক তাঁহার, এবং তিনি এই লোক) । তৎপরে ১৪শ সংখ্যক বাক্যে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন “ইদৈব সন্তোহথ বিদ্বন্তদ্বয়ং ন চেদবেদিমহিতী বিনষ্টিঃ, যে তদ্বিহুরমৃতাস্তে ভবন্তি” (আমরা এই দেহে থাকিয়াই আত্মাকে বিদিত হই, আত্মাকে যদি আমরা বিদিত না হইতাম, তবে আমাদের মহৎ বিনাশ উপস্থিত হইত, যাহারা ইহা জানেন তাঁহারা অমৃত হইবেন) । ব্রহ্ম সর্বগত, এবং সেই সর্বগত ব্রহ্মের সহিত জীবমুক্তপুরুষের অভেদজ্ঞানহেতু তাঁহার “সর্বগতব্রহ্মাত্মতা” সিদ্ধই আছে । পরন্তু জীব স্বরূপতঃ অণুস্বরূপ ; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত তাঁহার ভেদাভেদসম্বন্ধ, ইহা বেদব্যাস পূর্বেই বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । অতএব জীব মুক্ত হইলেও, তাঁহার পক্ষে স্থলদেহধারী হইয়া থাকা অসম্ভব হয় না ; মুক্ত হইয়াও তিনি এই দেহে জীবিত থাকেন । অতএব এই দেহান্তে, স্থলদেহধারী হইয়া এই দেহ হইতে উৎক্রমণপূর্বক তাঁহার পক্ষে প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে । তাঁহারা সর্বগতভাব লাভ করিবার পরেও যদি স্থলদেহবিশিষ্ট হইয়া জীবিত থাকিতে পারেন, তবে স্থলদেহান্তে স্থলদেহবিশিষ্ট হইয়া ত্রিলোক পর্য্যন্ত গমন করা সম্ভব বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে ? অতএব মৃত্যুকালে

তঁাহাদের স্থলদেহ হইতে উৎক্রান্তি যুক্তিবলেও অসিদ্ধ হয় না । নারদ, শুকদেব, সনকাদি এবং অপরাপর মুক্তপুরুষসকল স্থলদেহপরিত্যাগী হইলেও, পুণ্যবান্ সাধকদিগের নিকট সময় সময় দর্শনীয় হয়েন । তাঁহাদের আহ্বান, ধ্যান, পূজা প্রভৃতি শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু তাঁহাদের সম্যক্ লয় হইয়া থাকিলে—তঁাহাদের কোন প্রকার দেহ না থাকিলে, এই সমস্ত বিধির কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে না । কপিলাদি ঋষি যে পূর্বব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন ; অথচ তাঁহারা ধ্যানগম্য । অতএব সর্বগত ব্রহ্মকে মুক্তপুরুষসকল লাভ করা হেতুতে, মৃত্যুকালে তঁাহাদের হৃদ্মদেহেরও আত্মিকবিনাশ অথবা তাঁহাদিগহইতে সঙ্গক বিল্লেখ করণা করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই । অতএব মৃতদেহ হইতে উৎক্রান্তিও অবশ্য সুসিদ্ধান্ত বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে । ইন্দ্রিয়াদি হৃদ্মদেহেরই অঙ্গীভূত, তদ্বারাই হৃদ্মদেহ রচিত হয়, ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত ; সুতরাং ইন্দ্রিয়সকল যে মরণান্তে জীবের অঙ্গীভূত হইয়া গমন করে, ইহাই সংসিদ্ধান্ত ।

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবমুক্তপুরুষ এবং বিদেহমুক্তপুরুষ (অর্থাৎ যে মুক্তপুরুষের স্থলদেহ মৃত্যুকালে বিনষ্ট হইয়াছে), এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ? তদন্তরে এই স্থলে, এই ব্রহ্মহৃদ্রের ও শ্রুতির মীমাংসানুসারে, এই মাত্রই বলা যাইতে পারে যে, জীবমুক্তপুরুষের ভেদবুদ্ধি রহিত হওয়াতে, এবং সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য, সর্ববিষয়ে তাঁহার সমবুদ্ধি হওয়াতে, প্রারব্ধকর্ম্ম, বাহ্য জাতি, আয়ু ও ভোগ-সৃষ্টির দ্বারা ফলোন্মুখী হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট করিতে মুক্তপুরুষের প্রবৃত্তি হইবার কোন কারণ নাই ও হয় না ; এই দেহকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা প্রথমে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে নহে ; সেই উপাসনাবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ হইলে, তখন সুখ, দুঃখ,

দেহ, বিদেহ, সকল বিষয়েই তাঁহাদের সমবুদ্ধি আবিভূত হয়; তখন তদবস্থায় তাঁহাদের দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় আরক্ককর্ষ ও তদনুগামী সুখদুঃখাদি বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নূতনকল্পে কোন ইচ্ছা বা সাধন উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কারণ থাকে না। অতএব প্রারক্ক-কর্ষ, যাহা তাঁহাদের দেহ, আয়ু ও ভোগরূপ ফল উৎপাদন করিতে উন্মুখ হইয়াছে, তাহা প্রতিরোধ করিতে আভ্যন্তরিক কোন শক্তির প্রেরণা না থাকায়, তাহা অপ্রতিহত থাকে। এই প্রারক্ককর্ষ যতদিন এইরূপে ভোগের দ্বারা ক্ষয় না হয়, ততদিন মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে স্থল-দেহের কার্য্য অপর জীবের গ্রাহ্যই চলিতে থাকে। ইহাই জীবমুক্ত-পুরুষের বিশেষ। প্রারক্ককর্ষ ক্ষয়ে, এই স্থলদেহ, বিনষ্ট হইলে, মুক্তপুরুষ-গণ নিশ্চল সুস্থদেহমাত্র আশ্রয়পূর্ব্বক, অচ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া, বিদেহমুক্তপুরুষদিগের পদবীপ্রাপ্ত হইয়ন; তখন তাঁহারা যে অবস্থা লাভ করেন, তাহা বেদব্যাস এই অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে উক্ত আছে যে, তাঁহাদের সুস্থদেহের উপকরণ সমস্ত সাক্ষাৎব্রহ্মরূপতালাভ করে, তাঁহারা ব্রহ্মের গ্রাম আনন্দময় ও “স্বরাট” হইয়ন; কিন্তু এইরূপ ব্রহ্মসারূপ্যলাভ হইলেও, বিশ্বের সৃষ্টিসংহারবিষয়ে স্বতন্ত্র সামর্থ্য তাঁহাদের থাকে না। এতদ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ব্রহ্মের সহিত বিদেহমুক্তপুরুষদিগেরও সম্বন্ধ একান্ত অভেদসম্বন্ধ নহে, কিঞ্চিৎ ভেদও থাকে (অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, ব্রহ্মের অংশস্বরূপই থাকেন, বিভূষরূপ পূর্ণব্রহ্ম হইয়ন না)। অতএব জীবমুক্তপুরুষ হইতে বিদেহমুক্তপুরুষের এই বিশেষ যে, জীবমুক্তপুরুষের সম্বন্ধে যেমন ফলদানে প্রবৃত্ত প্রারক্ককর্ষের কথঞ্চিৎ অধীনতা আছে, বিদেহমুক্তপুরুষের সম্বন্ধে সেই অধীনতাও নাই; জীবমুক্ত-পুরুষদিগের উক্ত কন্ম্যাধীনতা থাকাতে, তাহা ভোগের নিমিত্ত তাঁহাদের

ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে হয় না। সুতরাং শ্রুতি “স্বরূট” শব্দের দ্বারা বিদেহমুক্তপুরুষদিগকে জীবমুক্তপুরুষ হইতে বিশেষিত করিয়াছেন। পরব্রহ্মরূপতা সম্পূর্ণরূপে লব্ধ হইলে প্রারব্ধকর্মের ভোগ, বাহ্য জীবমুক্তপুরুষের সম্বন্ধে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। অতএব সেই ভোগের অনুরোধে জীবমুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে পরব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তির বিষয় শ্রুতি উল্লেখ না করিয়া, বিদেহমুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেই তাহা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। বিদেহমুক্তপুরুষদিগের যে বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম-শরীরগত উপকরণসকল ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা ক্রুরূপ, ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে; যোগসূত্রের বিভূতিপাদের ৩৫ অধ্যায়ের সূত্রের ভাষ্যে “পৌরুষেণ প্রত্যয়” বলিয়া বেদব্যাস যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বিচার দ্বারা ইহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা বাক্যের অগম্য যাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে তাঁহারা ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন।

পূর্বোক্ত কারণে, উক্ত ১২শ সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যেক্রমে করিয়াছেন, তাহা গৃহীত না হইয়া, এই গ্রন্থে শ্রীমন্নিম্বার্কাদি আচার্য্যের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইল। বস্তুতঃ “ব্রহ্ম সত্য, জগন্নিখ্যা” এই মন্ত যাহা আচার্য্য শঙ্কর নানাস্থানে নানাগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, ব্রহ্মজ্ঞ মুক্তপুরুষের দেহ হইতে মৃত্যুকালে উৎক্রান্তির নিষেধ অবশ্যই করিতে হয়; কারণ যে মতে দেহাদি প্রপঞ্চ সত্য নহে, ইহাদিগকে সত্য বলিয়া বোধ করাই অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান যখন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই বিনষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহ হইতে উৎক্রান্তি কথার অর্থই কিছু হইতে পারে না। অবিদ্বান্ পুরুষের অজ্ঞানহেতু দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে সত্য বলিয়া ভ্রম থাকাতে, তাঁহার সম্বন্ধেই যাতায়াত শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। এই মতের পুষ্টিসাধন ও ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের

ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে, তাঁহার মায়াবাদের উপরও আস্থা স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শূত্রের : ইরূপ ব্যাখ্যা সুব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; তাহাতে তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডিত হইলে, সেই মায়াবাদই বরং পরিহার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। কিন্তু মুক্তিবিশয়ক বিচারের দ্বারা অল্প কারণেও শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট মায়াবাদকে রক্ষা করা যায় না। জীবমুক্তা-বস্থা—জীবিতকালেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, সম্ভব বলিয়া বেদবাস্য স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন; এবং শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যদি কোন পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বৈত হয়, তবে “জগৎ-নিখ্যা”-বাদীদিগের মতে, কিরূপে সেই পুরুষের সম্বন্ধে “স্বয়ম্ভূত” প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা বোধগম্য করা সুকঠিন। ফলপ্রদানে উন্মুখ কৰ্ম্মের ভোগই বা সেই পুরুষের সম্বন্ধে কিরূপে উক্ত হইতে পারে? দেহ, কৰ্ম্ম এতৎ সমস্তই ত অসত্য—মায়ামাত্র, জ্ঞানোৎপত্তিতে ত তৎসমস্তই তাঁহার নষ্ট হইয়াছে; তবে তাঁহার দেহ কি, প্রারব্ধকৰ্ম্মই বা কি এবং তাঁহার ভোগ এবং মৃত্যুই বা কি? যদি তাঁহার সম্বন্ধে, তাঁহার নিজ জ্ঞানে এতৎ সমস্ত কিছুই না থাকিল, তবে তাহা অপরের জ্ঞানেই বা থাকিবে কি নিमित্ত? তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হওয়া মাত্রই ত অপর লোকও তাঁহার মৃত্যু হইল বলিয়া দর্শন করা উচিত; ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহার নিজের জ্ঞানে ত দেহ থাকিতেই পারে না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রিকমতে দেহের কোন অস্তিত্বই নাই, ইহা ভ্রমমাত্র, ব্রহ্মজ্ঞানীর সেই ভ্রম অবশ্যই দূর হইয়াছে; অতএব ঐ দেহের আশ্রয়ীভূত অবিজ্ঞার বিনাশ হওয়াতে, অপর সকলেরও নিকট তাঁহার দেহ বিনষ্ট বলিয়া বোধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বাস্তবিক জগতের ও কৰ্ম্মসকলের অনস্তিত্ববাদ কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। ইহাই এই বিচারেরও ফল।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৩ সূত্র । স্মর্য্যতে চ ॥

ভাষ্যঃ ।—“সন্নিরুদ্ধস্ত তেনাত্মা সর্ববশায়তনেষু বৈ । জগাম ভিত্ত্বা মুক্তানং দিবমভ্যুৎপপাত হ ॥” ইতি বিদুষ উৎক্রান্তিঃ স্মর্য্যতে ।

অন্তার্থঃ—মহাভারতে উক্ত আছে যে, “তিনি দেহ পরিহার করিয়া মস্তক ভেদ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইলেন” এতদ্বারা বিদ্বান্ পুরুষের যে উৎক্রান্তি আছে তাহা স্মৃতিও প্রমাণিত করিয়াছেন ।

শাক্ত ভাষ্যে—

“সর্বভূতাত্মভূতস্ত সম্যগ্ভূতান পশ্যতঃ ।

দেবা অপি মার্গে মুহুস্ত্যপদস্ত পদৈষিণঃ ॥”

এই মহাভারতীয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, এতদ্বারা ব্রহ্মজ-পুরুষের দেহ হইতে উৎক্রান্তি নিষেধ করা হইয়াছে । এই শ্লোকের অর্থ এই :—“যিনি ভূতসকলকে আত্মভাবে দেখেন, যিনি সম্যক্ ভূতসকলকে সমদর্শন করেন, পদপ্রার্থী দেবতাসকলও সেই “অপদ” পুরুষের মার্গ (গতি) বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ তাঁহারাও তাহা জানিতে পারেন না ।” “পদৈষিণঃ দেবাঃ” শব্দে “পদ”-প্রার্থী দেবগণ বুঝায় ; সুতরাং “অপদ” শব্দে সেই পদ (ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ ইত্যাদি) যাহার নাই এবং যিনি তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাকে বুঝায় । ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেবলোকও অতিক্রম করিয়া যান, সুতরাং দেবতারাও তাঁহার গন্তব্য স্থান অবগত নহেন ; এই মাত্র এই শ্লোকের অর্থ । ইহা দ্বারা স্মৃতি কিরূপে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সম্বন্ধে স্থলদেহ হইতে উৎক্রান্তির নিষেধ করিয়াছেন বুঝা যায়, তাহা শঙ্করাচার্য্য কিছুমাত্রই প্রকাশ করেন নাই ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৪ সূত্র । তানি পরে তথা হ্যাহ ।

ভাষ্য ।—তেজঃপ্রভৃতিভূতসূক্ষ্মাণি পরস্মিন্ সম্পত্ত্বন্তে ।

“তেজঃ পরমাত্মাং দেবতায়াম্”—ইত্যাহ শ্রুতিঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—তেজঃ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মসকলও পরব্রহ্মরূপতা লাভ করে ।

“তেজঃ পরমাত্মায় সমতা প্রাপ্ত হয়” ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৫ সূত্র । অবিভাগো বচনাৎ ।

ভাষ্য ।—তেষাং বাগাদিভূতসূক্ষ্মাণাং পরেহবিভাগস্তাদা-
ত্ব্যাপত্তিঃ, “ভিদিতে চ তং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে”
ইতি বচনাৎ ॥

অন্ত্যর্থঃ—“এবমেবাস্ত পরিদৃষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং
প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি,” অর্থাৎ (নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে) সেইরূপ
এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের ষোলকলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতসূক্ষ্ম) পরম-
পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্গত হয়, ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ কলাসকলের
ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, শ্রুতি বলিয়াছেন “ভিদিতে চাসাং নামরূপে
পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে” (সেই কলাসকলের নাম ও রূপ মিটিয়া যায়,
তখন তাহাদিগকে পুরুষ এইমাত্র বলা যায়) । এতদ্বারা বাগাদি ভূতসূক্ষ্ম
কলাসকলের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব ও তদাত্মতাপ্রাপ্তি প্রতিপন্ন হয় । (এই
“অবিভাগ” শব্দের অর্থ বিনাশ নহে, ব্রহ্মাত্মতাপ্রাপ্তি ; বস্তুতঃ কোন
বস্তুই এতদা বিনষ্ট হয় না ; সকলই ব্রহ্মের অংশরূপে নিত্য অবস্থিত) ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৬ সূত্র । তদোকোহগ্রজ্বলনং, তৎপ্রকাশিত-
দ্বা বিদ্যাসামর্থ্যাস্তচ্ছেষগত্যানুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ
শতাধিক্যো ॥

ভাষ্য ।—“শতং চৈকা চ হৃদয়স্ত নাড্যঃ, তাসাং মূর্দ্ধান-

মভিনিঃস্ফটিকা তয়োর্দ্ধমায়ম্মতত্বমেতি” ইতি শ্রুত্ব্যক্তা নাড়ী বর্ততে । বিদ্যাসামর্থ্যান্তচ্ছেষগতশুশ্রুতিযোগাচ্চ প্রসম্মেন বেদোনাশুগৃহীতো যদা ভবতি, ততস্তস্ত্রোকো হৃদয়মগ্রজ্বলনং ভবতি, তদা পরমেশ্বরপ্রকাশিতদ্বারস্তাং বিদিত্বা বিদ্বান্ তয়া নিজ্জানমতি ।

অন্তার্থঃ—“হৃদয়প্রদেশে ১০১ নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী হৃদয় হইতে মূর্দ্ধার অভিমুখে গিয়াছে, এই নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন,” ইহা রূপে শ্রুতি এক নাড়ী থাকা বলিয়াছেন, তাহা আছে । নিজ স্বভাবপ্রভাবে এবং নিজের শেষগতিস্বরূপ পরমাত্মার সর্বদা স্মরণহেতু প্রসন্ন শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের অনুগ্রহে সেই নাড়ীর মূলস্থান (ওক) অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হইয়া উঠে ; তৎপরে ভগবৎ-রূপায় সেই নাড়ীর দ্বার প্রকাশিত হয় ; তাহা তখন বিদিত হইয়া বিদ্বান্ পুরুষ উক্ত নাড়ীদ্বারা নিজ্জানন্ত হয়েন ।

নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইবার পূর্বপর্য্যন্ত মৃত্যুকালে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ পুরুষের তুল্যত্ব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; এবং দেহান্তে বিদ্বান্ পুরুষের লিঙ্গশরীরের ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তিও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে । এইক্ষণে এই সূত্র হইতে বিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রান্তি-প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৭ সূত্র । রশ্ম্যানুসারী ॥

ভাষ্য ।—বিদ্বান্মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা নিজ্জানম্য সূর্য্যরশ্ম্যানু-সার্যেবোর্দ্ধং গচ্ছতি “তৈরেব রশ্মিভিরি”-ত্যবধারণাৎ ।

অন্তার্থঃ—বিদ্বান্ পুরুষ মূর্দ্ধন্যনাড়ীদ্বারা নিজ্জানন্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি (যাহা ঐ মূর্দ্ধন্যনাড়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা) অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৮ সূত্র । নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্ত যাবদেহ-
ভাবিত্বাদ্ধর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য ।—নিশি মৃতস্ত বিদুষো ন পরপ্রাপ্তিরিতি ন বাচ্যম্,
যাবদেহভাবিকর্ম্মসম্বন্ধাপগমাত্তস্ত তৎপ্রাপ্তিঃ স্তাদেব, “তস্ত
তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষেহথ সম্পৎস্তে” ইতি শ্রুতেঃ ।

অন্তার্থঃ—রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্ পুরুষের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, ইহা
বক্তব্য নহে ; যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে সেই পর্য্যন্ত বিদ্বান্ পুরুষের কর্ম্মসম্বন্ধ
থাকে, (যে কোন কালে হত্যাগ ইউক) দেহত্যাগ হইলেই তাঁহার
পরব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যস্বাভাবী ; কারণ শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন “তাঁহার
ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিশয়ে ততদিনই মিলন যতদিন দেহসম্বন্ধ রহিত না হয় ।
(রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি থাকে না বলিয়া, রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্ পুরুষের ঐ রশ্মি
অনুসরণ করিয়া উদ্ধে গমন করা অসম্ভব, ইহা বলা যায় না ; কারণ
দেহের সহিত নিম্নত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে ; শ্রুতি বলিয়াছেন “অহরে-
বৈতদ্রাত্তৌ বিদধাতি” অর্থাৎ সূর্য্যদেব রাত্রিকালেও রশ্মি বিতরণ করেন ;
এই অর্থ শাস্ত্ররভাষ্যে করা হইয়াছে) ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৯ সূত্র । অতশ্চায়নেহপি দক্ষিণে ॥

ভাষ্য ।—উক্তহেতোদক্ষিণায়নেহপি মৃতস্ত বিদুষো ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিঃ ।

অন্তার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত হেতুতে দক্ষিণায়নে মৃত হইলেও বিদ্বান্ পুরুষের
ব্রহ্মপ্রাপ্তির বাধা হয় না ; তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ২০ সূত্র । যোগিনঃ প্রাতি স্মর্য্যতে, স্মার্ত্তে চৈতে ॥

(স্মার্ত্তে = স্মৃতিবিষয়ভূতে)

ভাষ্য ।—“যত্র কালে ত্খনাবৃত্তিরি”-ত্যাদিনা চ যোগিনঃ

প্রতি স্মৃতিদ্বয়ং স্মর্য্যতে। তে চৈতে স্মরণার্থে, অতো ন কাল-
বিশেষনিয়মঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় “যে কালে মরিলে অনাবৃত্তি এবং যেকালে মরিলে
আবৃত্তিপ্রাপ্তি হয়, তাহা বলিতেছি, হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! শ্রবণ কর”
ইত্যাদি বাক্যের পর উত্তরায়ণ ও দিবাভাগে মৃত্যুতে অনাবৃত্তি ও
দক্ষিণায়ন ও নিশাভাগে মৃত্যুতে আবৃত্তি উক্ত হইয়াছে। এই সকল
বাক্যে পিতৃযান ও দেবযান এই দুইমার্গে গতির বিষয় উল্লেখ
হইয়াছে সত্য; পরন্তু এই সকল বাক্য যোগীদিগের কেবল গতিদ্বয়ের
বোধের নিমিত্ত। সকাম কৰ্ম্মাঙ্গ অনুষ্ঠানে সকল পিতৃযানমার্গলাভ এবং
জ্ঞানঙ্গ অনুষ্ঠানের ফল দেবযানমার্গলাভ, ইহা সাধকদিগের হয়; ব্রহ্মজ্ঞ-
যোগীদিগকে ইহা কেবল জ্ঞাপন করাই ঐ সকল বাক্যের অভিপ্রায়;
ঐহাদিগের সম্বন্ধেও মৃত্যুর যে কালনিয়ম আছে, তাহা অবধারণ করা
এই সকল বাক্যের অভিপ্রায় নহে। কারণ তদ্বিষয়ক বাক্যের উপ-
সংহারে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন “নৈতে স্মৃতি পার্থ, জানন্ যোগী মুহুরিত
কশ্চন” (এই দুইমার্গ জানিয়া যোগিপুরুষ কিছুতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন না),
এই বাক্যে যোগীদিগের যে এই দুই গতি জ্ঞাতব্য এইমাত্র বলা হইয়াছে;
জ্ঞান উপজাত হইলে যে দেবযানমার্গই লাভ হয়, তাহাই ঐহাদের
স্মরণার্থ উক্তস্থলে উপদেশ করা হইয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞানীও যে মৃত্যুর সম্বন্ধে
কালবিচার আছে, তাহা বলা উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় নহে।

ইতি বেদাস্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ও শ্রীশুরবে নমঃ ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ।

বেদান্তদর্শন ।

চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ ।

৪ অঃ ৩য় পাদ ১ হ্রদ্র্ অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ।

[প্রথিতেঃ = প্রসিদ্ধেঃ ।]

ভাষ্য ।—এক এব মার্গোহর্চিরাদিভ্যোহতস্তেনৈব বিদ্বাংসো গচ্ছন্তি । “অর্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি অর্চিষোহহরহু আপূর্য্যমাণ-পক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাভ্যাহ্ন ষডুদঙ্ঙতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্ব্যতং তৎপুরু-ষোহমানবঃ স এতান্ ব্রহ্মা গময়তি এষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপত্তমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে” ইতি ছান্দোগ্যে, তেহর্চিষমভি (সম্ভবন্তি) অর্চিষোহহরহু আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্য-মাণপক্ষাভ্যাহ্ন ষডুদঙ্ঙাদিত্যমেতি মাসেভ্যঃ দেবলোকং দেব-লোকাদাদিত্যমাদিত্যাদৈদ্ব্যতং তান্ বৈদ্ব্যতাৎ পুরুষোহমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি” ইতি বৃহদারণ্যকে, হন্ত্রাপি তথৈব প্রসিদ্ধেঃ ।

অন্তার্থঃ—অর্চিরাদিমার্গ একটাই আছে জানিবে । শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, বিদ্বান্ পুরুষ তদ্বারাই গমন করেন । ছান্দোগ্য

উপনিষদেৱ ৪র্থ প্রপাঠকের ১৫শ খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, “ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অচ্চিরাতিমার্গপ্রাপ্ত হয়েন ; অর্থাৎ প্রথমে অচ্চিঃকে প্রাপ্ত হয়েন, অচ্চির পর অহরভিমানী দেবতাকে, তৎপরে গুরুপক্ষাভিমানী দেবতাকে, গুরুপক্ষাভিমানী দেবতার পর উত্তরায়ণযগ্মাসাভিমানী দেবতাকে, যগ্মাসাভিমানী দেবতার পর সম্বৎসরাভিমানী দেবতাকে, সম্বৎসরাভিমানী দেবতার পর আদিত্যাভিমানী দেবতাকে, আদিত্যাভিমানী দেবতার পর চন্দ্রমসভিমানী দেবতাকে, তৎপরে বিহ্বাদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, তৎপরে অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি করান ; এইটাই দেবপথ, এইটিই ব্রহ্মপথ ; এই পথ যাহারা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আবর্তনশীল নহ্মলোকে আগমন করেন না ।” বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রহ্মণ্ডে এইরূপই উল্লেখ আছে ; যথা,— “যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাবৃত্ত হইয়া সত্যের উপাসনা করেন, তাঁহারাও এঃ অচ্চিরাতিমার্গপ্রাপ্ত হয়েন ; প্রথমে অচ্চিরাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া পরে অহরভিমানী দেবতা, তৎপরে গুরুপক্ষাভিমানী দেবতা, তৎপরে উত্তরায়ণযগ্মাসাভিমানী দেবতা, তৎপরে দেবলোকাভিমানী দেবতা, তৎপরে আদিত্যাভিমানী দেবতা, তৎপরে বিহ্বাদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন ; তৎপরে অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান” । অন্তঃপ্রতিতে এই প্রকার গতিই উক্ত আছে (যথা কৌষীতকী ইত্যাদি) ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ২ সূত্র । বায়ুমন্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ।

[অক্ষাৎ=সম্বৎসরাৎ ।]

ভাষ্য ।—ছান্দোগ্যশ্রুতিপঠিতাৎ সম্বৎসরাদূর্দ্ধমাদিত্যাৎ পূর্বব-“মম্বিলোকমগচ্ছতি স বায়ুলোকমি”-তি কৌষীতকীশ্রুত্যানুসারে বায়ুমতিসম্ভবন্তি অবিশেষবিশেষাভ্যাম্ “অগ্নিলোকমগচ্ছতি স বায়ুলোকমি”-ত্যাৎ বায়ুরবিশেষেনোপদিষ্টত্বাৎ “তস্মৈ স

তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রশ্চ খং তেন স উর্দ্ধমাক্রমতে স
আদিত্যমাগচ্ছতী"-ত্যত্র বিশেষাবগমাচ্চ।

অন্তার্থঃ—কৌষীতকী উপনিষদে প্রথমাধ্যায়ে দেবদানপথে গতির
বিষয়ে এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা,—“স এতং দেবদানং পশ্চান্নাপ্তাশ্চি-
লোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্র-
লোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং” (তিনি দেবদানপস্থা প্রাপ্ত
হইয়া, অগ্নিলোক প্রাপ্ত হইলেন, তিনি ক্রমশঃ বায়ুলোক, আদিত্যলোক,
বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং অবশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত
হইলেন)। এই বর্ণনা সাধারণ বর্ণনা, ইহাতে পশ্চাকে সমাক্ বিশেষিত
করিয়া নির্দিষ্ট করা হয় নাই। ছান্দোগ্যশ্রুতির সহিত এই শ্রুতির
যোগ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই কৌষীতকীশ্রুতিতে যে অগ্নিলোকের
পর বায়ুলোক প্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই বায়ুলোক-প্রাপ্তি
ছান্দোগ্যোক্ত সৎসরাভিমানী দেবলোক প্রাপ্তির পর এবং আদিত্য-
লোক প্রাপ্তির পূর্বে; কারণ, কৌষীতকীশ্রুতিতে অগ্নিলোকের পর যে
বায়ুলোকের কথা উল্লেখ আছে, সেই বায়ুলোকের বিশেষ বর্ণনা উক্ত
কৌষীতকীশ্রুতি করেন নাই; বৃহদারণ্যকে ৫ম অধ্যায়ে ১০ম ব্রাহ্মণে
তৎসম্বন্ধে বিশেষ বলা হইয়াছে, যথা “যদা বৈ পুরুষোহস্মাল্লোকং প্রৈতি
স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা চক্রশ্চ খং তেন স উর্দ্ধমাক্র-
মতে স আদিত্যমাগচ্ছতি” (যখন ঐ পুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া
গমন করেন, তখন তিনি বায়ুকে প্রাপ্ত হইলেন; বায়ু তাঁহার নিমিত্ত
আপনাকে সচ্ছিন্ন করেন, ঐ ছিন্ন রথচক্রের ছিদ্রসদৃশ; সেই ছিদ্রদ্বারা
পুরুষ উর্দ্ধগামী হইলেন এবং তৎপরে আদিত্যকে প্রাপ্ত হইলেন)। (অগ্নি-
শব্দে জলন বুঝায়, অর্চিশব্দেও জলন বুঝায়; অতএব কৌষীতকীশ্রুত্যানু-
সারে অগ্নি এবং ছান্দোগ্যোক্ত অর্চি একই; পরন্তু এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে

যে, অগ্নির পর যে বায়ুলোকপ্রাপ্তি কৌষীতকীশ্রুতিতে উল্লেখ আছে, তাহা কি অচ্চিঃপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে এবং অহঃপ্রভৃতির পূর্বে, অথবা অচ্চিরাদিসম্বৎসরের পরে এবং আদিত্যের পূর্বে প্রাপ্তি হয় ? তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই বায়ুলোক-প্রাপ্তি সম্বৎসরাভিমানী দেবলোক-প্রাপ্তির পরে এবং আদিত্যালোক-প্রাপ্তির পূর্বে হয় ; কারণ বায়ুলোকের স্থান বিশেষরূপে কৌষীতকী উপনিষদে নির্দিষ্ট হয় নাই ; তাহাতে সাধারণ-ভাবে বায়ুলোকপ্রাপ্তিমাত্র উল্লেখ আছে ; কিন্তু বৃহদারণ্যকোপনিষদের উপদেশ দ্বারা ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে, বায়ুলোক-প্রাপ্তি আদিত্যালোক-প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে হয় । ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রেতি ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৩ সূত্র । তড়িতোহধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ।

(তড়িতঃ = বিদ্যাতঃ ; অধি = উপরি ; বরুণঃ = বরুণলোকঃ ; সম্বন্ধাৎ = বিদ্যাবরুণয়োঃ সম্বন্ধাৎ) ।

ভাষ্য ।—“স এতৎ দেবযানং পশ্চানমাপত্তাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকমি”-তি কৌষীতকীশ্রুত্যাঙ্কো “বরুণশ্চন্দ্রমসৌ বিদ্যাতমি”-তি ছান্দোগ্যশ্রুত্যাঙ্কবিদ্যাত উপরি তেজো বিদ্যাবরুণ-সম্বন্ধাদিন্দ্রপ্রজাপতী চ তদগ্রে যোজ্যো ।

অন্তার্থঃ—কৌষীতকী উপনিষদে যে দেবযানপথের কথা উল্লেখ হইয়া প্রথমে অগ্নিলোকপ্রাপ্তি, তৎপরে ক্রমশঃ বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই বরুণলোকের স্থিতি ছান্দোগ্যোক্ত চান্দ্রমসু ও বিদ্যাংলোকের উপরে বুঝিতে হইবে, কারণ বিদ্যাতের সহিত বরুণের প্রকটসম্বন্ধ আছে ; এই বরুণলোকের পর ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৪ সূত্র । আতিবাহিকাস্তুল্লিঙ্গাৎ ।

ভাষ্য ।—অচ্চিরাদয়ো গন্তুগাং গময়িতারঃ “স এতান্ ব্রহ্ম গময়তী”-ত্যাশ্রয়বস্ত্র গময়িতৃত্বশ্রবণাৎ পূর্বেবামপি গময়িতৃত্বং গম্যতে ।

অন্তার্থঃ—পূর্বে যে অচ্চিরাদি (অচ্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, যশাস, সম্বৎসর বায়ু, আদিত্য ইত্যাদি) বলা হইয়াছে, ইহারা ব্রহ্মলোকে গন্তা পুরুষ-সকলের বাহনকারী দেবতা । কারণ বৃহদারণ্যকোক্ত “স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি” (তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান) এই বাক্যে অমানুষের (দেবতার) ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি উল্লেখ থাকাতে এই বাহকত্বচিহ্নদ্বারা তৎপূর্ববর্তী অচ্চিঃ, দিবস ইত্যাদি শব্দের বাচ্য বাহক-দেবতা বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয় ।

(এই সূত্রের পরে আর একটি সূত্র শাকরভাষ্যে ধৃত হইয়াছে, তাহাঃ অপর ভাষ্যাকারগণকর্তৃক ধৃত হয় নাই । সেই সূত্র এই :—

“উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ।”

অচ্চিঃপ্রভৃতি যদি অচেতন হয়, তবে তাহারা অচেতন হওয়াতে গন্তা পুরুষকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারে না ; গন্তা পুরুষও উক্ত পথের বিষয়ে অজ্ঞ ; সুতরাং অচ্চিরাদি অচেতনপদার্থ নহে, তদভিমানী চেতন দেবতা ।)

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৫ সূত্র । বৈদ্যতে নৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ।

ভাষ্য ।—বিদ্যাত উপরিষ্ঠাদমানবৈনৈব বিদ্বান্নোয়তে । বরুণা-দয়স্ত সাহিত্যেনোপকারকাঃ ।

অন্তার্থঃ—বিদ্যাতের উপরে অমানবপুরুষকর্তৃক বিদ্বান্ নীত হয়েন, বরুণাদি তাঁহার সঙ্গী হইয়া উপকার করেন । বৃহদারণ্যকশ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন “তান্ বৈদ্যতান্ পুরুষোহমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি” ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৬ সূত্র । কার্য্যং বাদরিরস্ত গত্যুপপত্তেঃ ।

ভাষ্য ।—অচ্চিরাদি-গণঃ কার্য্যং ব্রহ্ম তদুপাসকাময়তি,
কার্য্যস্ত ব্রহ্মণ এব গত্যুপপত্তেরিতি বাদরির্মন্ততে ।

অন্তার্থঃ—বাদরিমুনি বলেন যে অচ্চিরাদিদেবতাগণ কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকেই তদুপাসকগণকে প্রাপ্তি করান, পরব্রহ্মকে নহে ; কারণ গতিশব্দের দ্বারা দেশবিশেষবর্তী কার্য্যব্রহ্মেরই সম্ভব হয় ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৭ সূত্র । বিশেষিতত্বাচ্চ ।

ভাষ্য ।—“তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরমপরাবস্তো বসন্তী”-তি
লোকশব্দবহুবচনাত্যাং বিশেষিতত্বাচ্চ

অন্তার্থঃ—বিশেষতঃ, বৃহদারণ্যককথিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, “তঁাহারা ব্রহ্মলোকসকলে চিরকাল বাস করেন” ; এইবাক্যে “ব্রহ্মলোক” শব্দ এবং বহুবচন থাকায়, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অচ্চিরাদিদেবগণ যথাক্রমে হিরণ্যগর্ভকেই প্রাপ্তি করান ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৮ সূত্র । সামীপ্যাত্ম তদুপদেশঃ ।

ভাষ্য ।—প্রথমজন্মেন ব্রহ্মসামীপ্যাত্ম “ব্রহ্ম গময়তী”-তি
ব্যপদেশ উপপদ্যতে ।

অন্তার্থঃ—বাদরিমুনি বলেন, “ব্রহ্ম গময়তি” (ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করান)
এই বৃহদারণ্যকোক্ত পদে যে “ব্রহ্ম” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত
নহে ; কারণ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই সৃষ্টির আদিপুরুষ, তঁাহার পরব্রহ্মসামীপ্য-
হেতু তঁাহাকে ব্রহ্মপদবী দেওয়া হইয়াছে ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৯ সূত্র । কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভি-
ধানাৎ ।

ভাষ্য ।—কার্য্যব্রহ্মলোকনাশে কার্য্যব্রহ্মণা সহ কার্য্যব্রহ্মণঃ

পরং প্রাপ্নোতি “তে ব্রহ্মলোকেতু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরি-
মুচ্যন্তি সর্বের” ইত্যভিধানাৎ ॥

অন্তার্থঃ—কার্য্যব্রহ্মলোকের লয়কালে তদধ্যক্ষ-হিরণ্যগর্ভের সহিত
তল্লোকবাসী সকলে শুদ্ধ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন ; যথা
“তে ব্রহ্মলোকে” ইত্যাদি । অতএব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত পুরুষের যে সংসারে
অনারুত্তি-সূচক শ্রুতি আছে, তাহাও উক্ত “তে ব্রহ্মলোকে” ইত্যাদি
শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমঞ্জসীভূত হয় ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১০ হ্রস্বঃ স্মৃতেশ্চ ।

ভাষ্য ।—“ব্রহ্মণা তে সর্বের সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে ।
পরশ্রান্তে কৃতাত্মানঃ এবিশন্তি পরং পদমি”-তি স্মৃতে-
শ্চোক্তার্থোহবগম্যতে ।

অন্তার্থঃ—স্মৃতিতেও এইরূপই উল্লেখ আছে, যথা, “মহাপ্রলয় উপ-
স্থিত হইয়া, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার লয় হইলে, তল্লোকবাসী সকলে লব্ধ-ব্রহ্ম-
জ্ঞান হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে প্রবেশ করেন” ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১১ হ্রস্বঃ । পরং জৈমিনিমুখ্যত্বাৎ ।

ভাষ্য ।—“পরং ব্রহ্ম নয়তি” “এতান্ ব্রহ্ম গময়তী”-তি
ব্রহ্মশব্দস্ত পরস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ ।

অন্তার্থঃ—জৈমিনি মুনি বলেন যে, পরব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইবার নিমিত্তই
অচ্চিরাদিদেবগণ লইয়া যান ; ইনি বলেন যে, এইস্থলে ব্রহ্মশব্দ পরব্রহ্ম-
বোধক ; কারণ “পরং ব্রহ্ম নয়তি”, “এতান্ ব্রহ্ম গময়তি” ইত্যাদি স্থলে
ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে ; ব্রহ্মশব্দ মুখ্যার্থে পরব্রহ্মকেই বুঝায় ;
এই মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া, গোণার্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে । (লোকশব্দ
বহুবচনান্ত হওয়াতেও তদ্বারা কার্য্যব্রহ্ম বুঝায় না ; কারণ ব্রহ্ম সর্বগত

হইলেও, তিনি স্বেচ্ছায় বিশেষদেশবর্তী হওয়ার কোন বাধা হয় না । কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন “যোহস্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ তিষ্ঠতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” ইত্যাদি । এবং ব্রহ্মলোকেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ আছে, “অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকঃ সম্ভবানি” ইত্যাদিশ্রুতি তাহার প্রমাণ । গোক-প্রদেশের বাহ্যাবিবক্ষাতে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়া অসঙ্গত নহে ; যথা, শ্রুতি বলিয়াছেন, “যে লোকা নম বিমলাঃ সন্ধিভিঃ স্তব্ধাঃ সুরবৃষভৈ-রপীষ্যমাণাঃ ॥ তান্ক্ষিপ্রং ব্রজ সত্যগ্নিহোত্রযাজিন্তুল্যো ভব গরুড়োত্তমাজ্জয়ান” ইত্যাদি দ্রোণপর্বোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্য । শ্রীশ্রীনিবাসা-চার্য্যকৃতভাষ্য হইতে এই ব্যাখ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছে ।)

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১২ সূত্র । দর্শনাচ্চ ।

ভাষ্য ।—“পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে” ইতি পরপ্রাপ্যত্বদর্শনাচ্চ ।

অন্ত্যর্থঃ—শ্রুতিও অতীত পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া-ছেন । যথা, “পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য” ইত্যাদি ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১৩ সূত্র । ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ।

(ব্রহ্মোপাসকস্ত মৃত্যুকালে যা প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিসঙ্কল্পঃ সা ন কার্য্যে ব্রহ্মণি সম্ভবতি ইত্যর্থঃ) ।

ভাষ্য ।—“প্রজাপতেঃ সভাং বেষ্মা প্রপদ্যে” ইত্যয়ং প্রাপ্তেঃ সঙ্কল্পঃ কার্য্যব্রহ্মবিষয়কো ন, কিন্তু পরমাত্মবিষয়কঃ তস্মৈ বাধিকারাত্ ।

অন্ত্যর্থঃ—“আনি প্রজাপতি ব্রহ্মার সভাগৃহপ্রাপ্ত হইলাম” এই শ্রুতি-বাক্যে যে এইরূপ সঙ্কল্প উক্ত আছে, তাহা কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে, তাহা পরমাত্মবিষয়ক ; কারণ “নামরূপয়োর্নির্ঝহিতা তে যদন্তরা তদব্রহ্ম” (তিনি

নাম ও রূপের নির্বাহক ; নাম ও রূপ যাহার বহির্কর্ত্তী, তিনি ব্রহ্ম) ইত্যাদি প্রতিবাক্যে যে পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে, উক্ত গতিশ্রুতি ঐ প্রস্তাবেরই অন্তর্গত । অতএব পরব্রহ্মই লক্ষ হইলেন, কার্য্যব্রহ্ম নহেন ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১ঃ সূত্র । অপ্রতীকালম্বনাময়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষান্তৎক্রতুশ্চ ।

ভাষ্য ।—অচ্চিরাদিগণঃ প্রতীকালম্বনব্যতিরিক্তান্ পরব্রহ্মো-
পাসকান্ ব্রহ্মাত্মকতয়াহঙ্করস্বরূপোপাসকাংশ্চ পরংব্রহ্ম নয়তি ।
কুতঃ ? উভয়থা দোষঃ । কার্য্যোপাসকান্ময়তীত্যত্র “অস্ম্যা-
চ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যে, তরুপসম্পদ্যে”—ত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপঃ
স্বাৎ । পরোপাসীনানিব নয়তীতি নিয়মে তু “তদ্যইখং
বিদূর্য্যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইতু্যোপাসতে তেহর্চিষমভি-
সম্ভবন্তী”—তিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্বাৎ । “তস্মাদ্ যথাক্রতুরস্মিল্লৌকে
পুরুষৌ ভবতি তথেষঃ প্রেত্য ভবতী”—ত্যাদিশ্রুতেস্তৎক্রতুস্তথৈব
প্রাপ্নোতীতি সিদ্ধান্তো ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে ।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্তবিষয়ে মহর্ষি বাদরায়ণের মীমাংসা এই যে, যাহারা কেবল প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন, (অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মভাবে নাম অথবা অপর প্রতিমাকে মাত্র উপাস্তব্রহ্মরূপে ভজন করেন—‘যে নামব্রহ্মো-
তু্যোপাসীতে’ ইত্যাদিশ্রুত্যানুমানাদি প্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা করেন) তদ্ব্যতীত অপর পরব্রহ্মোপাসকদিগকে, এবং যাহারা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিয়া অক্ষরাঙ্গার উপাসনা করেন, ঔহাদিগকে অচ্চিরাদি বাহক-দেবতা-
গণ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্তি করান, কার্য্যব্রহ্মকে নহে । কারণ, পূর্ব্বোক্ত উভয় (বাদরিকৃত ও জৈমিনিকৃত) মীমাংসাতেই দোষ আছে ; যদি কার্য্য-

ব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চিরাদিদেবগণ বহন করিয়া লইয়া কার্যব্রহ্মপ্রাপ্তি করান (বাঁহারা পরব্রহ্মোপাসনা করেন তাহাদিগের কোন লোকে গমন নাই এবং তাঁহাদিগকে লইয়া যান না), এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে “অস্মাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত” (এই শরীর ইহিতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতীরূপে সম্পন্ন হইবেন, এবং ব্রহ্মভাবলাভ করেন) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যের সহিত এই মীমাংসার বিরোধ হয়। আর যদি কেবল পরব্রহ্মোপাসককেই অর্চিরাদিদেবগণ লইয়া যান, এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে “তদ্য ইথং বিহর্যে চেমেহরণ্যে ঐক্কাং তপ ইতুপাসতে তেহর্জিষমভিসম্ভবন্তি” (বাঁহারা ইহা জাহ্নবে এবং বাঁহারা অরণ্যে তপস্তরূপ ঐক্যকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিরাদিগতিপ্রাপ্ত হইবেন) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্য পঞ্চাশি উপাসকদিগের অর্চিরাদিগতি উপদেশ করাতো, উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল সেই মীমাংসার বিরোধী হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন “অতএব পুরুষ ইহলোকে বজ্রপ ক্রতুবিশিষ্ট হইবেন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, তদ্রূপতাই প্রাপ্ত হইবেন,” এইরূপ অত্যাশ্রিত শ্রুতিও আছে ; তদ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, যিনি বজ্রপ ক্রতু (উপাসনা)-সম্পন্ন হইবেন, তিনি তদ্রূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন ; হিরণ্যগর্ভোপাসক হিরণ্যগর্ভকে প্রথমতঃ প্রাপ্ত হইবেন, পরব্রহ্মোপাসক পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীবাদরায়ণ বেদব্যাসের এই সিদ্ধান্ত ।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১৫ সূত্র । বিশেষঃ চ দর্শয়তি ।

ভাষ্য । —“যাবন্নান্নোগতং তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতী”-
তাদিক্য অর্চিঃ প্রতীকোপাসকস্ত গত্যনপেক্ষং ফলবিশেষঃ চ
দর্শয়তি ।

অন্তার্থঃ—কেবল নামাদিপ্রতীকোপাসকদিগের সম্বন্ধে শ্রুতি পরব্রহ্ম-

প্রাপিকা গতি উল্লেখ না করিয়া, তাঁহাদিগের অপর ফলবিশেষই প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা,—“যাবন্মায়োগতং তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি বাণ্ডাব নামো ভূয়সী যাবন্মায়োগতং তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি মনো বাব বাচো ভূয়ঃ” ইত্যাদি (নামধাতো নামত্বপ্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার তদুপযুক্ত কামচারতা জন্মে ; বাব্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ কামচারী হয়েন ; মন বাব্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক তদ্রূপত্ব-প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ কামচারী হয়েন) । এই নিমিত্ত কেবল প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপরের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি বুলা হইল ।

সে — —

ফলতঃ সিদ্ধান্ত এই যে, “নি যাহার উপাসনা করেন, তিনি দেহপরি-ভাগ করিয়া তদ্রূপতাপ্রাপ্ত হয়েন । কেবল নাম, মন ইত্যাদি প্রতীককে যাহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রতীকোপাসক বলে ; সেই সকল প্রতীকে প্রকাশিত ব্রহ্মের যে সকল শক্তি আছে, তদুপাসক তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া, তদনুরূপ কামচারতাপ্রাপ্ত হয়েন ; তাঁহাদের ধ্যানে প্রতীকই প্রধান হওয়ায়, ব্রহ্ম অপ্রধানভাবে তাঁহাদের উপাস্ত হয়েন, সুতরাং মুখ্যব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল তাঁহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে হয় না । পরন্তু যাহারা ব্রহ্মকে সর্বান্তর্যামী, সর্বনিরন্তর, সর্বকর্তা, সত্যসঙ্কল্প, সর্বদায়ক, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, ইত্যাদিরূপে বিশেষপ্রতীক-নিরপেক্ষ হইয়া ধ্যান ও উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনায় পরব্রহ্মই প্রধানরূপে ধোয় ; সুতরাং তাঁহাদের দেহান্তে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ্যব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত অপর কর্ম্মজ থাকিলেও (গৃহস্থদিগের পক্ষে বেদব্যাস তাহা পূর্বাধ্যায়ের বিধিবদ্ধ করিয়াছেন), তদ্বারা তাহাদের মুখ্যব্রহ্মোপাসনার আনুকূল্যই হয় । যাহারা উক্তপ্রকারে মুখ্যব্রহ্মোপাসনা করেন না, প্রতীকাদিই

মুখ্যরূপে ঐহাদের উপাত্ত, তাঁহাদেরও উপাসনার উৎকর্ষভেদে কাহার কাহার দেবদানমার্গলাভ হইতে পারে ; পরন্তু তাঁহারা সেই উপাসনা-বলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন না, তাঁহারা উপাসনার ফলস্বরূপ ইন্দ্র-লোকাদি উচ্চ লোকসকল প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং শাস্ত্রে কথিত আছে যে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ উপাসনার বশে পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎসঙ্গকে এই দেহত্যাগেই পরেই প্রাপ্ত হয়েন না ; ব্রহ্মলোক উহারা পর ব্রহ্মোপাসনা করিয়া পরে ব্রহ্মার সহিত একীভূত হইয়া তৎসং পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন । তাহারা প্রত্যগাত্মাকে পরব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, তাঁদের উপাসনা প্রতীক-বলঘন-উপাসনা না হওয়ায়, তাঁহাদেরও ব্রহ্মে সাক্ষাৎসঙ্গকে পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় । অতএব কেবল প্রতীকবিশিষ্ট উপাসনিক ভিন্ন সাক্ষাৎসঙ্গকে সত্যকামত্বাদিগুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মসাক্ষাৎসঙ্গ, এবং অক্ষরব্রহ্মাকল্পরূপে প্রত্যগাত্মার উপাসকগণ অমানব পুরুষ হাব নীত হইয়া পরব্রহ্ম-রূপতাপ্রাপ্ত হয়েন ; ইহাই ত্রিভুগবান্ বেদব্রহ্মসং মীমাংসে, এবং ইহাই পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যকপ্রভৃতি শাস্ত্রসাক্ষ্যের মন্ত ।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থোধ্যায় তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ।

৬৩২২ ।

ও শ্রীশ্রীশ্রী নমঃ ।

দার্শনিক ব্রহ্মসিদ্ধ্যা ।

সেদান্তদর্শন ।

চণ্ড. ১ অঃ—৫তুর্থ পাদ ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১ শ্লোক । সম্পদ্যাবিভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ।

ভাষ্য ।—জানোপ্রতিষ্ঠিতত্বকর জাগ্রৎ পরং সম্পদ্য স্বাভাবিকের বিশেষরূপবিশিষ্টত্বাৎ জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-
ম্পাদ্যত্ব-উক্তিবাচকোক্ত প্রা. পাদান্তে, স্বেনেতি শব্দাৎ ।

অঃ ৪র্থঃ—অজিতাবিকারী অনন্যনৃত্য পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব-
ন্তীয় স্বাভাবিকরূপপ্রাপ্ত হইয়ন ; অর্থাৎ তাঁহার দেবকলেবর কি অপর
কোন বিশেষরূপবিশিষ্ট বস্তুকলেবর প্রাপ্ত হয় না ; অতি যে “স্বেন”
(সিন্ধে) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহালা ইহা নিশ্চিত হয় ; অতি যথা :
—“এতেনৈব সম্পদ্যাদোক্তজ্যোতিরূপাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য
স্বেন রূপেণাভিম্পাদ্যত্বং” (ছান্দোগ্যে প্রজ্ঞাপতিবাক্য) । (এই সংসার-
রূপেবিস্তৃত সম্পদ্যদপ্রাপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে সম্যক্ উখিত হইয়া
পরমজ্যোতির প্রাপ্তিষ্ঠিত হইয়া, (নবপ্রকাশক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়ন) ।
হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক বিত্তরূপে অবস্থিত হইয়ন) ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২ শ্লোক । মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ । *

ভাষ্য ।—বন্ধাদিমুক্ত এবাত্র স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে
ইত্যাচ্যতে । কুতঃ ? “য আত্মা অপকৃতপাপো”-তাপকৃত্য
“এতং হেব তে ভূয়োহম্ব্যাপ্যাত্মানী”-তি প্রতিজ্ঞানাৎ ।

অন্তার্থঃ—পূর্বোক্ত ছান্দোগ্যে শোভতে যে “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে”
(স্বীয় স্বাভাবিকরূপসম্পন্ন হইলেন) বলা হইয়াছে, চক্রে অর্থাৎ সম্যক্ বন্ধ
হইতে মুক্ত হইলেন । ইহা উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা প্রত্যাকৃত
হয় । প্রতি প্রথমে আত্মায়ুগ্মে উপস্থিত বসিত হইলেন “য আত্মা অপকৃত-
পাপো” (আত্মা নিষ্পাপ, নিষ্পদ) ; তখন “এতং ভূয়োহম্ব্যাপ্যাত্মানী”
মুক্তস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং পরে “এতং ভূয়োহম্ব্যাপ্যাত্মানী”
ব্যাখ্যান্তানী” (তোমাকে পুনরাবৃত্তি করিবার কথা বর্ণিত হইল), ইতিপ
প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে প্রকরণশেষে “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে”
এই বাক্য দ্বারা আত্মায়ুগ্মা সমাপন করিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৩ সূত্র । আত্মা অপকৃতপাপো ।

ভাষ্য ।—আত্মাব্যাবির্ভাবকরণমহং প্রকরণমহং ।

অন্তার্থঃ—পূর্বোক্ত “অপকৃতপাপোহম্ব্যাপ্যাত্মানী”-ব্যাখ্যান্তানী
“জ্যোতিঃ” শব্দ আছে, তাহা আত্মা বোধক ; তাহা উক্ত প্রকরণ
আত্মাই বর্ণিত হইয়াছেন । এই সূত্রের ভাষ্যে অত্যাশ্রিত্যে ভাবিতব্যার্থ
বলিয়াছেন “তস্মাদচিরাদিন পরং প্রকরণসম্পন্ন স্বাভাবিকত্বেনৈব রূপে-
ণাভিনিষ্পদ্যতে প্রত্যগাত্মেতি সাক্ষ্যং (অতএব অচিরাদিমার্গে গমন
করিয়া, পরব্রহ্মে সম্যক্ প্রতিপ্রাপ্ত্যভ্যাং প্রাণ স্বাভাবিক বিজ্ঞানপ্রাপ্ত
হইলেন, ইহা সিদ্ধান্ত হইল ; অচিরাদিমার্গগামী পুরুষ যে কার্যব্রহ্মকেই
প্রাপ্ত হইলেন, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেন না, এবং বাহ্যে দেহান্তে পর-

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন, তাঁহারা অর্চিরাদিমার্গে গমন করেন না ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভবত নহে) ।

৪র্থ অঃ ৪৭ পঃ ৪ হুক্ত । অবিত্যগেন দৃষ্টহাৎ ।

ভাষ্য।—গুরুঃ পবিত্রানাত্মনিং ভাগ্যবিনোদিনা অবিত্যগে-
নানুভবতি । ততস্তত্তদানীমপনোক্তো দৃষ্টহাৎ, শাস্ত্রত্যাগোবাং
দৃষ্টহাৎ ।

অর্থ।—গুরুত্বের মতনরূপে পবিত্রানাত্মনি হইতে অভিন্নরূপে অনুভব
করেন । তখন তাঁহার ৪৭ সমস্তকই পরমাশ্রয়রূপে দর্শন হয়, শাস্ত্রও
এইরূপই ত্যাগই সম্ভব হইবে ।

বিবেচনা।—এককয়ের সর্ববিধ বস্তুই মূল হওয়াতে, তাঁহার ব্রহ্ম হইতে
ভেদদ্বারা কখন সৃষ্টি হইয়া না য়িন ব্রহ্মরূপের সমস্ত প্রত্যক্ষ করেন ।
কিন্তু সূর্যের তীর তরঙ্গমতঃ অণুতাপ বহিরা বেরতঃ উপদেশ করিয়াছেন,
ব্রহ্ম সিন্ধু বিভূষণঃ ; সুতরাং সূর্যমহাশয়ও জ্ঞান ব্রহ্মের অংশ, পূর্ণব্রহ্ম
নহেদ । সুতরাং জ্ঞানমাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মের অংশ
হওয়াতে ব্রহ্ম বহিরাই সফলত আপনাকে অনুভব করেন, এবং সমস্ত
ভগবৎপ্রকাশরূপ দর্শন করেন । “দেবো সৌম্যোদয়গ্র আসীৎ”, “সর্বঃ
গানকঃ একঃ” ইত্যাদি প্রতিব্যাকো দণ্ডমাস জড়জগতেরও ব্রহ্মাভিন্নত্ব-
সিদ্ধি জায়ছে । কিন্তু একত্বমতঃ ব্রহ্মের অংশমতঃ ; “একাংশেন স্থিতো
জগৎ” ইত্যাদিবাক্যে তাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে । জীবাশ্রয় এইরূপ ব্রহ্ম
হইতে অভিন্ন, তাঁহার অংশস্বরূপ ; সংসারবস্থায় তিনি তাহা বুদ্ধিতে
পারেন না, বুদ্ধিবস্থায় তাঁহার এই একাংশরূপতা সম্পূর্ণ স্ফুটীপ্রাপ্ত
হয় । মহাপ্রলয়ে জড়জগৎও নামরূপাদিভেদমুচক সর্ববিধ চিহ্নরহিত
হইয়া, ব্রহ্মের সহিত একতাপ্রাপ্ত হয় ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৫ সূত্র । প্রাক্ষেপ জৈমিনিরূপত্বাদিসাদিক্যঃ ।

ভাষ্য ।—অপহতপাপুত্বাদি-প্রাক্ষেপে শুধু যুক্তঃ প্রত্যা-
গাত্ম্যবিভবতীতি জৈমিনির্মম্ব্যতে । দত্তবসাকো ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া
শ্রতানামপহতপাপুত্বাদীনাং প্রাক্ষেপচিত্বাকো প্রত্যাগাত্মসম্বন্ধি-
তয়াহপাপুত্বাদিনাং অক্ষয়াদিভাষ্যঃ ।

অন্ব্যর্থঃ—জৈমিনি বলেন যে ব্রহ্মবসাকো অহতপাপুত্বাদি অক্ষয়ক
প্রতিতে উক্ত আছে, মুক্তাবস্থায় জীবিত হইয়া অহতপাপুত্বাদি
ব্রহ্মের “দহর”-বিজ্ঞা-বিষয়ক ব্রহ্মবসাকো অহতপাপুত্বাদি অক্ষয়ক
সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে । অতএব প্রাক্ষেপচিত্বাকো
উক্ত অপহতপাপুত্বাদি যোগ মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের “দহর” অহতপাপুত্বাদি
“সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যাদি উপর দৃষ্ট হইয়াছে । অতঃ
“স তত্র পর্যোতি জকন্ ক্রীড়ন বসমগ্না” ইত্যাদি ব্রহ্মবসাকো অহতপাপুত্বাদি
ক্রম করেন, ভোগ করেন, ক্রীড়া করেন, বসমগ্ন হইয়াছেন, ইত্যাদি ব্রহ্মবসাকো
তাহা জানা যায় ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৬ সূত্র । দ্বৈতঃ কল্পাত্রেয়ঃ তদাত্মকত্বাদিভেদো
ডুলোমিঃ ।

ভাষ্য ।—ব্রহ্মণি চিদ্রূপে উপসমঃ প্রত্যাগাত্মা চিদ্রূপে
রূপেণাবিভবতি । “প্রজ্ঞাময়ন প্রোণ” ইতি ব্রহ্ম তদাত্মকত্বপ্রমাণ-
দিত্যোডুলোমির্মম্ব্যতে ।

অন্ব্যর্থঃ—ওডুলোমি মুনি বলেন যে, মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা কেবল
চৈতন্যমাত্ররূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল চৈতন্যমাত্ররূপে আবির্ভূত
হয়েন (অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণ কাল্পনিকমাত্র, তাহা তাঁহার প্রকৃতরূপ

নামে, 'কেবল মুক্তচেতনমাত্রই তাঁহার স্বরূপ হয়') ; কারণ শ্রুতি তাঁহাকে "ব্রহ্মানুশ্রবন" নামে বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৭ শ্লোক । এবমপ্যপেক্ষাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ।

[পূর্বভাবঃ = "পূরোক্তাদপহতপাপুহাদিগুণসম্পন্নবিজ্ঞানস্বরূপপ্রত্য-
গাম্মাদিভাবঃ" ।]

ভাষ্য ।—বিজ্ঞানাত্মস্বরূপপ্রতিপাদনে সত্যপি অপহত-
পাপুহাদিমন্নিজ্ঞানস্বরূপং ভাবাদবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো
মন্ত্যতে । কুতঃ ? মু- । বসন্ধিতয়া অপহতপাপুহাদ্যপ-
েক্ষাসাৎ ॥

অর্থঃ—যদিচ মুক্ত-আত্মা কি রূপমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন
সত্য, তথাপি তাহার ঐ বিজ্ঞানরূপ অপহতপাপুহাদিগুণবিশিষ্ট, ইহা
ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করেন ; কারণ মুক্তজীবসম্বন্ধে অপহত-
পাপুহাদি ৪র্থ পূর্বোক্ত উপেক্ষাবাক্যে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা
সুত্রোপি প্রত্যাখ্যাত হয় নাই ।

(বিবেকমুক্তজীবসম্বন্ধে যে সত্যসকলাদি ঐশ্বর্য থাকে, তাহা বেদব্যাস এই
স্থলে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন ; ইহাই যে "ব্রহ্মভাব" এবং ইহাই
যে সংসারাতীত মুক্তজীবস্বরূপ, তাহাও পূর্বে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ।
এক চিন্তাত্মক ইহাও যে সত্যসকলাদি ঐশ্বর্যবিশিষ্ট আছেন, এবং তাহা যে
তাঁহার অপরজীতস্বরূপ, ইহা একদ্বারা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় । এই স্থলে
যে পূর্বোক্তস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বিরোধ নাই ; ইহা যে ব্যাবহার-
াতীত (সংসারাতীত) রূপ, তাহাও সন্দেহ হইতে পারে না ; কারণ
ব্যাবহারাতীত বর্ণিত প্রত্যেক প্রদর্শন করিবার অধিকারই যেহেতু যে

পরব্রহ্মরূপতাল্লাভি হর তাহা, স্মৃতির অনুসরণ করিয়া বেদব্যাখ্যি এই হৃদয়ের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব পরব্রহ্মের স্বরূপকে কেবল ব্যবহারিক বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বেদব্যাঙ্গের মতের এবং স্মৃতির উপদেশের বিরুদ্ধ। এই সকল গুণ থাকিতে পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ একদা গুণশূন্য—নিগুণ নহেন, তবে গুণগণে সাধাক্ষুতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তামঃ এই ত্রিবিধ গুণ, যাহাদ্বারা জগৎ প্রোতুত হইয়াছে, তাকাকে মাত্র বসায়; তিনি স্বরূপতঃ এই সকল গুণের অতীত, এই নিমিত্ত তাঁহাকে নিগুণ বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; তাঁহার স্বরূপগত গুণসম্প্রাপ্তত্ব নাই, তাহা অপ্রাকৃত।

এই হৃদয়ের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও এইরূপই করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যবহারাপেক্ষা এই সকল গুণ স্বীকার কৰায়। এই হৃদয়ের শব্দবক্ত সস্পর্শ ভাব্য নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল।

“এবমপি পারমার্থিকটৈতত্ত্বমাত্রম্বরাণাত্ম্যপগমেহপি ব্যবহারাপেক্ষা পূর্বতাপ্যপত্তাসাদিত্যোহনগতস্তত্রাক্ষৈত্বস্বরূপতাপ্রত্যক্ষাণাং বিরোধঃ বাদরাগণ আচার্য্যো মন্ততে”।

উক্ত ব্যাখ্যানে “পারমার্থিক” এবং “ব্যবহারাপেক্ষা” এই দুইটি পদ স্ত্রীমহাকবিচার্য্যের স্বরূপোল্লিখিত, ইহা হৃদয় কোন স্থানে নাই; তাঁহার নিজ মতের সহিত বেদব্যাঙ্গের মতের অবিরোধ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এই দুইটি পদ ব্যাখ্যায় সংযোজনা করিয়াছেন। “পারমার্থিক” বিষয়ের এই স্থলে কোন সম্বন্ধ নাই; দেহপাত্ত, তৎসংস্কৃত ভোগ হইয়াছে, পরব্রহ্মতাবল্লাভি হইয়াছে; সেই পরব্রহ্মতাবল্লাভি, তৎসংস্কৃত জৈমিনী ও উদ্ধলোমির মত উল্লেখ করিয়া এবং উক্তদের সাধকত্ব স্থাপন এবং স্মৃতিবাক্যের একতা প্রদর্শন করিয়া বেদব্যাঙ্গ বলিয়াছেন যে, এই

পরব্রহ্মতাব বলিতে, একদিকে “বিজ্ঞানবনম্” এবং অপরদিকে “সত্যসকলম্” “অপহতপাপম্” প্রভৃতি বুঝায় ।

অতএব বেদব্যাসকৃত এই সূত্র শাক্তিকমতের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে, এবং ইচ্ছাই শাক্তিক ব্রহ্মস্বরূপনির্ণয়বিষয়ক মতের স্পষ্ট খণ্ডনস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে । সত্যসকলম্ আদিগুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মস্বাপাসকঃ যে অচিরাদিগার্গপ্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন, তাহাও এই সূত্র একটি অকাট্য প্রমাণস্বরূপ গণ্য, সন্দেহ নাই । কেবল স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপে তাহারা চিন্তা করেন, শাক্তিকমতে তাহারাই দেহান্তে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত ; পরন্তু কখনো ক্রতুরস্মি শোকে পুরুষো ভবতি, তথেষতঃ প্রেত্য ভবতি ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য বাহ্য বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারও শঙ্করচাৰ্যের এই মতের খণ্ডন হয় ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৮ সূত্র । ঈশানাদেব উচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য ।—মুক্তস্য সঙ্কল্পদেব পিত্রাদিপ্রাপ্তেঃ । কুতঃ ?
‘সে তি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাং পিতরঃ
সমুত্তষ্ঠাতি’ ইতি তদভিধানক্রমেণ ॥

অতীর্থঃ—সত্যসকলম্ অর্থাৎ যে মুক্তপুরুষদিগের হয়, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, কতি বলিয়াছেন যে মুক্তপুরুষদিগের সঙ্কল্পমাত্রই তাহাদের নিকট পিতৃদিগের সমান হয় । যথা মহাবিজ্ঞানের উক্ত আছে “তিনি যদি পিতৃলোকদর্শনকাম হইবেন তবে তাহার সঙ্কল্পমাত্র পিতৃগণ সমুদ্ভূত করেন” ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৯ সূত্র । অতএবানন্তাধিপতিঃ ॥

ভাষ্য ।—পরব্রহ্মাত্মকো মুক্ত আবিভূতস্য সত্যসকলম্ আদেবানন্তাধিপতির্ভবতি, “স ব্রহ্মাভূতবতি” ইতি প্রথমে ॥

অন্তর্থাৎ—মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মাত্মক হইয়া স্বাভাবিকরূপে কণাখিনিষ্ট হওয়ার তিনি সম্পূর্ণ অনন্তাধিপতি অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন করেন, অপর কেহ তাঁহার অধিপতি থাকে না (তিনি আমার উপাধীন থাকেন না) । কারণ প্রতি বলিয়াছেন “তিনি স্বরাট্ হইলেন” ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১০ হ্রস্ব । অজ্ঞাবৎ বাদরিরাহ ত্বেবম্ ॥

[“ত্বেবম্” = “হি” যতঃ ক্রান্তিঃ {এবং} শরীরাত্ ত্বেম্ আত্মা ।]

ভাষ্য ।—মুক্তস্ত শরীরাদ্যাভাবং বাদরিমন্ততে ; যতঃ “অশরীরং বাব সন্তং ন প্রি প্রিয়ে স্পৃশ্যত”-ইতি প্রতিপত্তির্ভবাহ ॥

অন্তর্থাৎ—বাদরি মুনি বলেন যে মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নাই ; কারণ প্রতি “তিনি অশরীর করেন, এবং প্রিয়প্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করে না” ইত্যাদিবাক্যে তজপই বলিয়াছেন ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১১ হ্রস্ব । ভাবঃ জৈমিনিকিমকল্পামননাৎ ॥

ভাষ্য ।—তচ্ছরীরাদিভাবং জৈমিনিমন্ততে । কুতঃ । “স” একথা ভবতি ত্রিধা ভবতি” ইত্যাদি বৈবিধ্যামননাৎ ॥

অন্তর্থাৎ—জৈমিনি বলেন যে মুক্তপুরুষেরও শরীরাদি থাকে । কারণ সেই মুক্তপুরুষ কখন একপ্রকার করেন, কখন তিনপ্রকার করেন” ইত্যাদিপ্রতিবাক্যে তাঁহার বিবিধ রূপ ধারণ করা নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১২ হ্রস্ব । বাদিশাহবদ্ব্যন্তরবিধং বাদশায়োপাধিত্বং ॥

ভাষ্য ।—সকলাদেব শরীরমশরীরম্ভেদং মুক্তস্ত জ্ঞানবান্ বাদশায়ণো মন্ততে । বাদশাহস্ত যথা “বাদশাইহুচ্ছিকানা উপোয়ঃ”, “বাদশাহেন প্রজাকানাং রাজরোদি”-তি সত্রমহমহীনকঃ ।

অর্থঃ—ভগবান্ বাবজারপ (ভগবান্) তবিরে এইরূপ কীর্তনা করেন যে, মুক্তপুরুষ শরীর সফলভাবে কখন মশরীর কখন বা অশরীর করেন, যেমন পূর্বশ্রমসাধক “দাদশাহ” (দাদশদিনব্যাপী এক বছর) সম্বন্ধে এইরূপ কীর্তনিত হইয়াছে যে “দাদশাহমুক্তিকামা উপেহুঃ” এই বাক্যে প্রতি “উপেহুঃ” শব্দ ব্যবহার করিয়া এই বাগের “অহীনত্ব” প্রদর্শন করিয়াছেন, আর “দাদশাহেন্ প্রকাকাম যাজয়েৎ” এই বাক্যে “সাজয়েৎ” শব্দ ব্যবহার করিয়া এই বস্তুর “অহীনত্ব” স্থাপন করিয়াছেন; অতএব “দাদশাহ” বাগের ‘সম্বন্ধ’ ও “অহীনত্ব” উভয়রূপভাই সিদ্ধ, তদ্রূপ মুক্তপুরুষসম্বন্ধে ও “মশরীরত্ব” ও “অশরীরত্ব” উভয় উপদেশ করাত মুক্তপুরুষের উভয়ই সিদ্ধ হয়। (যে বাগ ‘উপস্থিতি’ ও ‘অনন্ত’ এই দুই ক্রিয়াগণের দ্বারা বিহিত হইয়াছে এবং বাহা বহুকর্তার দ্বারা নিষ্পাদ্য, তাহা “সং”, দ্বারা গণ্য; তদ্বির যজ্ঞধাতুর পদের প্রয়োগে বাগ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা “অহীন” বলিয়া গণ্য)।

এই স্থানের ব্যাখ্যায় শাকরভাষ্যের সহিত কোন প্রকার বিরোধ নাই।

১৫ নং পাদ ১০ সূত্র। উহ্যভাবে সন্ধ্যাবহুপার্শ্বভেদে: ॥

ভাষ্য।—সম্বন্ধশরীরাত্তভাবে সপ্তবহুগবৎসম্বন্ধশরীরাদিনা মুক্তভোগোপপত্তে: শরীরাদেশু ক্তস্যজ্যানিয়মঃ ॥

অর্থঃ—সম্বন্ধশরীরাদির অভাবেও, স্বয়ংকালে বহুবীনের যে ভোগ হয়, তাহার দ্বারা, সপ্তবহুগবৎসম্বন্ধশরীরাদিসম্বিত হইয়া মুক্তপুরুষের ভোগ উপপন্ন হইতে পারে; অতএব মুক্তপুরুষকর্তৃকই যে আত্মার শরীরাদি সৃষ্ট হয়, এমন নিয়ম নাই।

(এই সকল স্থলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, মুক্তাবস্থারও পরজন্ম এবং মুক্তপুরুষের সম্পূর্ণ অভাবসম্বন্ধ হয় না, মুক্তপুরুষের জন্মবশতঃ কলিয়ার

তখনও গণ্য ; তিনি পূর্ণত্বক নহেন । অতএব সুকান্যার সম্বন্ধকেও ভেদাভেদসম্বন্ধই বলিতে হয় ; এবং তাহাই বেদব্যাস পূর্বে হুত্রেয় দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতএব এক অষ্টৈতমীমাংসো বিত্তক মীমাংসা নহে ; ঐতমীমাংসাই বেদান্তদর্শনের অঙ্গমোদিত । ইহার পরের হুত্রেও এই স্থলে দ্রষ্টব্য । এষ্ট হুত্রেও কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই ।)

৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ পাদ ১৪ হুত্রে । ভা ব জাগ্রৎ ॥

ভাষ্য ।—স্বপ্নকালবীরাদিভাবোপায়া মুক্তস্ত ভগবন্তীলায়স-
কোণোপপত্তেঃ কদাচিত্তগবল্লীণামুসারিণা স্বপ্নকালেনাপি সজ্জতি ॥

অর্থার্থঃ—নিজেরই কৃত্বক সৃষ্ট শরীরে বিশিষ্ট হইয়াও সূতপুরুষ ভগবন্তীলায়সভোগ করিতে পারেন ; অতএব সূতপুরুষ ভগবন্তীলার অনু-
সরণ করিয়া নিজের জাগ্রৎপুরুষের জ্ঞান সত্ত্বপূর্বক শরীরাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৫ হুত্রে । প্রদীপবৎ বৈশস্তপা হি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য ।—প্রভাষা দীপস্তেব জ্ঞানেন ধর্মভূতেন জীৱন্তামুনক-
শরীরেয়াবেশো ভবতি “স চানন্ত্যায় কল্পতে” ইতি অর্পিতস্তপা হি
দর্শয়তি ॥

অর্থার্থঃ ।—জীবেরই দ্বারা বিভূ হুত্রে না হওরাত্রে) সূতপুরুষ এক
হইয়াও কিরূপে জৈমিনি পুত্র “স একথা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চাধা সপ্তাধা”
ইত্যাদি প্রতিবাক্যের অনুরূপ বহু শরীরধারী হইতে পারেন ; তদ্বিষয়ে
সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেমন এক স্থানে স্থিত হইয়াও তাহার
প্রভার দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতে পারে ; তদ্বৎ সূতপুরুষ
দ্বারা জ্ঞানবর্ধ্যবলে অনেক শরীরে আবিষ্ট করেন ।

সূতপুরুষবিশেষের যে একরূপ প্রদীপ হইতে পারে, তাহা প্রতিই প্রদীপ

করিয়াছেন; বধা:—“বাল্যপ্রাপ্তভাগ্য শতধাকরিতত্ত্ব চ ভাগ্যো জীৱ-
ন বিজ্ঞেয়ঃ স চামন্তায় করিতে” (কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া
তাহাকে পুনরায় শতভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তজ্জপ সূক্ষ্ম অণু-
পরিমাণ; কিন্তু এইরূপ অণুব্রূপ হইলেও তিনি ভূশে অনন্ত হইতে
পারেন) ইত্যাদি। (অতএব জীবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের সঙ্কোচের এবং
অসঙ্কোচের বা উত্তীর্ণতার বন্ধন ও মুক্তির বিরূপিত হয়; মুক্তপুরুষের
জ্ঞানৈবধা কিছু দাবা বাধিত নহে; স্তবরাং তিনি যে বহুদেহ চালনা
করিতে পারেন, তাহাতে তেঁা কিছু নাই; বন্ধজীবও হস্তপদাদি দূর্বলী
অবসরকালে চালিত ক মুক্তপুরুষও তজ্জপ বহুদেহের চালনা
করিতে পারেন।)

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৬ শ্লোক।

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোবশ্যত্বাপেক্ষ-

মাবিশ্বতং হি ॥

(স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যো = স্বপ্তি-উৎক্রান্ত্যোঃ)

ভাষ্য।—প্রাজ্ঞেনাত্মনা পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ-
নাস্তরম”-তি স্বাক্যং তু ন মুক্তবিষয়ং, কিন্তু স্বপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো-
বশ্যত্বাপেক্ষম্ “নাই খলুয়ং সম্প্রত্যাত্মানং জ্ঞানাত্মহস্মী”-
তি “নো এবেসানি ভূতানি বিনাশমেব” ইতি ভূতানীতি
“এতেচ্ছো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্ত্বিকানুবিনশ্যতী”-তি চ “স বা
এব এতেন দিব্যেনাচক্ষুষা মনসৈস্তান্ কামান্ পশ্যসি”-তি চ
জীবন্তোভয়ত্র নির্বোধকঃ মুক্তাবস্থায় চ সর্বজ্ঞকঃ শাস্ত্রোপা-
বিব্রক্তম্ ॥

অর্থঃ।—স্বপ্নাবস্থায় ৪র্থ অধ্যায়ের, অর্থ জ্ঞানসে ইতি ইতিভাষ্যে
জ্ঞানকে প্রত্যক্ষীকৃত দার্শনিক ইতি বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ

বোধবিমুক্ত হই, তদুপ (জীব প্রাক্ক পরমাত্মা-কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া বাহ্য অথবা আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না) । এই বাক্য মুক্তপুরুষ-বিষয়ক নহে ; কিন্তু সুবৃত্তি অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষবিষয়ক । সুবৃত্তি ও উৎ-ক্রান্তি (মৃত্যু) এই দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বাক্য অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে । যথা, ছান্দোগ্যে সুবৃত্তি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঐতি বলিয়াছেন “তিনি তখন আপনি “আমি এই” বলিবার নিতে পারেন না”, “এতৎ সমস্ত যেন কিছু নাই, এইরূপ বোধ হয়”, এবং মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে “এতেভ্যো তুতেভ্যো” ইত্যাদি (এই প্রকরণে উক্ত হইতে সম্যক উথিত হইয়া সেসকলের বিন বিনষ্ট করেন, তখন সংজ্ঞা কিছু থাকে না) ইত্যাদি । এইরূপ এই উভয় অবস্থাসম্বন্ধে বলিয়া, ছান্দোগ্যে ঐতি মুক্তাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন “তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মনের দ্বারাই এতৎ সমস্ত দর্শন করে ” ইত্যাদি । এইরূপে সুবৃত্তি ও উৎক্রান্তি এই উভয় অবস্থার সংজ্ঞাহীনতা, এবং জ্ঞানস্থায় সর্বত্র শাস্ত্রে সর্বত্র স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে ।

(সুত্রোক্ত “সম্পত্তি” শব্দে কৈবল্যা বুঝায় বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; এই অর্থেও সম্পত্তিশব্দের ব্যবহার আছে ; “বাগ্মনসি সম্পত্ততে...তেজঃ পরতাং দেবতারাং” ইত্যাদি স্থলে সম্পত্তিশব্দে সত্ত্ব (মৃত্যু) বুঝায় । যদি কৈবল্যার্থে “সম্পত্তি” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই অর্থ হইতে পারে যে, সংজ্ঞাহীনতা, সুবৃত্তিহীনতা এবং সর্বত্র সত্ত্ব মুক্তি স্থলে ঐতি উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া ঐতির প্রকরণবিচারে আনিবৃত্ত (প্রতিপন্ন) হয়) ।

“ চতুর্থ অঃ চতুর্থ পাদ ১৭ হ্রস্ব । জগদ্ব্যাপারবর্জ্যঃ প্রকরণ-দর্শনবিহিতবাক্যঃ ।

বাক্য ।—জগৎ-ব্যাপারবর্জ্যঃ প্রকরণ-দর্শনবিহিতবাক্যঃ ।

“মতো বা ইমানি জুতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি পরব্রহ্মপ্রকরণ-
মুক্তান্ত তত্ত্বাসম্মিহিতত্বাচ্ ॥

অর্থঃ—জগৎপ্রবৃত্তিবিদ্যাপার ব্যতীত অপর সর্ববিধ ঐশ্বর্য্য মুক্ত-
পুরুষদিগের চাইরা থাকে । কারণ “বাহ্য হইতে এই সমস্ত ভূতপ্রাণ-
সৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণোক্ত ত্রুটিবাক্যে পরব্রহ্মেরই জগৎ-
স্রষ্টা উক্ত আত্মা ; উক্ত প্রকরণে পরব্রহ্মই স্রষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন
(উক্ত প্রকরণ মুক্তপুরুষবিষয়ক নহে), এবং মুক্তপুরুষদিগের জগৎ-
সৃষ্টিসামর্থ্য্য হওয়া স্রুতি কোন স্থানে উপদেশ করেন নাই ।

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলে) সগুণব্রহ্মোপাসনাবলে বাহ্যরা জীৱসাবুজ্য-
রূপ মুক্তিশান্ত করেন, তাহাদের সম্বন্ধেই বেদব্যাঙ্গ এই সূত্রে বলিয়াছেন
যে তাহাদের জগৎসৃষ্টিসামর্থ্য্য নাই । পরন্তু এই প্রকরণে সগুণব্রহ্মো-
পাসক অথবা নিগুণব্রহ্মোপাসক বলিয়া কোন স্থানে কোন প্রকার ভেদ
বর্ণনা করা হয় নাই ; ব্রহ্মসম্পদ দেহান্তে যখন পরব্রহ্মে মিলিত করেন,
যখন তাহার “ব্রহ্মসম্পত্তি” লাভ হয়, তখন তাহার কুরুপ অবস্থা হয়, তাহাই
বেদব্যাঙ্গ এই প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন, এই প্রকরণ আত্মোপাস্ত পাঠ
করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় । তবে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে ব্রহ্মসম-
পদের এইরূপ প্রতীতিভেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার কারণ এই যে,
তাঁহার মতে নিগুণব্রহ্মোপাসকগণ পরব্রহ্মের সহিত একেবারে মিলিয়াই
যান, তাহাদের আর কিছুকিছু চিহ্ন থাকে না ; এইমত বেদব্যাঙ্গ কোন্
স্থানে ব্রহ্মসূত্রে ব্যক্ত করিয়া নাই ; ইহা প্রকৃত হইলে, বেদব্যাঙ্গ ভবিষ্য
অংশট ও সন্দেহ রাখিয়া, কেবল বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া শিবকে মোহিত
করিত্তকাল ; তদসম্বন্ধে তেজসকল প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টরূপে সূত্র রচনা
করিয়াছেন । এই শেষপ্রকরণে ব্রহ্মসম্পদপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অবস্থা বর্ণনা
করিবার বিবিধ বৈশিষ্ট্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন ভাবে ব্রহ্ম

ব্রহ্মসম্প্রাপ্ত পুরুষবিদগের মধ্যে শ্রেণীভেদ প্রদর্শিত হয় নাই । কেবল নাম, মন, প্রাণ, ইত্যাদি প্রভৃতি প্রতীক বাহ্যিক ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদের পরব্রহ্মসম্পত্তিলাভই হয় না, তাঁহারা কাৰ্য্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া স্পষ্টরূপে এই অধ্যায়ের তৃতীয় প্রকরণের ১৪ সংখ্যক শ্লোকে বেদ-ব্যাস উপদেশ করিয়াছেন ; নিও পরব্রহ্মলীলক ভিন্ন কাহাও সম্পূর্ণরূপে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি হয় না, এই শাস্ত্রিকমত যদি বেদব্যাসেরও হইত, তবে তৎসম্বন্ধেও এইরূপ স্পষ্টই অবশ্যই থাকিত । পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি দেহান্তে হয়, ইহা তৃতীয় প্রকরণে নির্দ্বন্দ্বিতা বর্ণিত, পরব্রহ্মরূপপ্রাপ্ত, সৰ্ব্বতোভাবে কর্ণবন্ধন হইতে বিনুক্ত, পুরুষের অবস্থাকি, তাহা বিচার করিবার নিমিত্তই এই চতুর্থ প্রকরণ ব্যক্তি হইয়াছে ; শাস্ত্রিকমত পবিত্র হইলে, এই প্রকরণে উদ্বিগ্নে স্পষ্টই থাকি। কি নিতান্ত আয়োজনীয় হইত না ? শঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অবৈবাদী, সুতরাং তাঁহাব পক্ষে মুক্তপুরুষের কোন প্রকারও পার্থক্য থাকি। স্বীকৃত হইতে পারে না ; তাহা স্বীকার করিলে, বৈতাত্তিকমত গ্রহণ অবলম্বন করিতে হয় ; কারণ পরব্রহ্ম হইতে মুক্তপুরুষের কিঞ্চিদাত্তের খোঁজি। এলে, নিরবচ্ছিন্ন অবৈববাদ একেবারে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে । এই শ্লোকে বেদব্যাস বলিলেন যে, ব্রহ্মরূপপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষবিদগেরও পরব্রহ্মের জগৎপ্রতি-
শক্তি উপভাত হয় না ; সুতরাং কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিয়াই গেল । বেদান্তে মুক্তজীবও পরব্রহ্মের অংশমাত্র, সেই মতে মুক্তপুরুষবিদগের পরব্রহ্মরূপ-প্রাপ্তি অথচ সৃষ্টিসামর্থ্যলাভ না করা স্বভাবতঃই স্বীকৃত ; কারণ, অংশ-অংশী হইতে ভিন্ন নহে, অথচ অংশীর সম্যক-শক্তি অংশে থাকিতে পারে না ; মুক্তপুরুষকে, ভগবদংশ ; সুতরাং তাঁহার সহিত তাঁহাদের ঐক্যও আছে ঐক্য শক্তিবিষয়ে স্বৰ্গতাও আছে । মুক্ত হওয়ার তাঁহাদের ভেদকাল সম্যক বিদ্যুৎ হয়, সৰ্ব্ববিধ শক্ত্যাশ্রয় যে ব্রহ্ম স্বীকার করিতে পারেন, তাহা হওয়ার

উক্তাদেশের সর্বত্র প্রকাশন হইল, ইহাই বক্তব্যের পরিচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। কিন্তু শাস্ত্রিকমত রক্ষা করিতে গেলে, এই উদ্দেশ্য ও প্রকাশনের উপদেশ-
নকলের অর্থ সঙ্কোচ না করিলে চলিবে না; অতএবই সীমাবদ্ধতাচার্য
তদ্ব্যর্থের উক্ত প্রকার সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু জগৎ
ও ভগবৎ অস্তিত্বঃ ব্যবহারিক অস্তিত্ব সর্ববাদিসম্মত; ইহা নিষেধ করিতে
কেহ সমর্থ নহে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদদ্বারা এই স্বীকৃত ব্যবহারিক
অস্তিত্বেরও কোন একাঙ্গ ব্যাখ্যা করা যায় না। যাহা হউক এই বিষয়ে
পূর্বে অনেক বিচার করা হইয়াছে; এই স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার
প্রয়োজন নাই। এই স্থলে এইমাত্রই বক্তব্য যে, ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত মুক্ত
পুরুষদিগের অবস্থাবিশয়ে যে বাস এই স্থলে এবং সাধারণতঃ এই
প্রসরণে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রিকমতের বিরোধী।

১৭ অঃ ৩র্থ পাদ ১৮ স্তব্ধ। প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি চেদাধিকারি-
কমণ্ডলস্বোক্তেঃ ॥

[আধিকারিকমণ্ডলস্থাঃ হিণ্যগভাদিলোকস্থা ভোগান্তেহর্শি মুক্তানু-
ভবিনী, ভেদানুভূতেঃ ছান্দোগ্যাদ্রুত্যা তৎপ্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ।]

তাৎপ্য।—“স স্বরাড্ভবতি তস্মৈ সর্বেষু লোকেষু কামচারো
ভবতি” ইত্যাদিপ্রুত্যা মুক্তস্ত জগত্বাপারপ্রতিপাদনাং “জগ-
ত্বাপারবর্জিত-তি যুক্তং তস্মৈতি চেদ, তয়া প্রুত্যা হিণ্যগ-
ভাদিলোকস্থানাং ভোগানাং মুক্তানুভববিষয়ভূয়োক্তত্বাৎ ॥ ”

অর্থঃ—“তিনি স্বরাই (সম্পূর্ণবাহিন) হইলেন, তিনি সকল লোকে-
কামচারী হইলেন” ইত্যাদি ছান্দোগ্যপ্রুতিবাক্যে মুক্তপুরুষদিগের জগৎ-
প্রত্যাবিলাসের লাভ করা সম্বন্ধে প্রতিপন্ন হইল; অতএব “জগত্বাপার”
কিছু কাম সামর্থ্য হয় বলিয়া বোধ হইল, তাহা সম্বন্ধিত নহে;

এইরূপ আশঙ্কি হইলে, তাহা সম্ভব নহে; কারণ উক্ত শক্তির এইমাত্রই অভিক্রান্ত যে হিরণ্যগর্ভানিলোকস্থিত পুরুষদিগের যে সমস্ত ভোগ হয়, তৎসমস্তই ব্রহ্মপুরুষের আরম্ভাধীন হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৯ সূত্র । বিকারাবলি চ তথাহি শ্রুতিমাহ ॥

[বিকারে জন্মানিবষ্টকে ং আবর্ত্তে ইতি বিকারানুষ্ঠ জন্মানি-
বিকারশূন্তং ; চ শব্দোৎপাদনং । তথা মুক্তস্থিতিমাহ ং : ইত্যর্থঃ ।]

ভাব্য ।—জন্মাদিবিকারশূন্যং স্বাভাবিকান্দিদ্যানন্তগুণসাগরং
 সবিশুদ্ধিকং ব্রহ্মৈব মুক্তোহমুভবতি তথাহি মুক্তস্থিতিমাহ
 ৱতিঃ । “যদা হেবৈষ এতন্নি । অনাত্মো নিরুক্তো
 নিলয়নে হভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেহথ সোহভয়ং গতো ভবতি,”
 “রসো বৈ স, রসং ছেবায়াং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি” ইত্যাদিকা ।

অর্থার্থ:—মুক্তপুরুষগণ (জগদ্বাপারসার্থ্য লাভ না করিলেও, তাঁহারা) জন্মানিবিকারশূন্য হইলেন; তাঁহারা স্থানবিক অচিন্ত্য অনন্ত গুণমাণব সর্ববিভূতিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ বলিয়া আপনাকে অচুড়, করেন। মুক্তপুরুষদিগেব এইরূপ স্থিতিই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; যথা, তৈত্তিরীয় শ্রুতি মুক্তাবস্থার সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—“যখন এই জীব এই অদ্বন্দ্ব, দেহানিবিকল্পিত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ, যে পণ্ডিত, তাঁহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং তদ্ব্যক্ত সর্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হইলেন, তখন তিনি সেই ব্রহ্ম-ব্রহ্মরূপই হইলেন;” “তিনি রসব্রহ্ম, এই জীব সেই রসব্রহ্মপদক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরূপ লাভ করেন। ইত্যাদি। [মুক্তপুরুষ সর্ববিভূতি-সম্পন্ন ভগবানকে লাভ করিয়া ভগবদ্বিভূতিবিশেষ বিরাটস্বরূপের লোকসকলসহিত ভোগসকলও প্রাপ্ত হইলেন; ইহাই মুক্তপুরুষের কাৰ্য্যচার-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়; মুক্তপুরুষ ভিন্ন আরও কৰ্ম্মভি

হিরণ্যগর্ভলোক (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হইতে পারেন ; কিন্তু তাঁহারা পরব্রহ্ম-
লক্ষণ লাভ করেন না, এবং তাঁহাদের কেবল তদ্ব্যবহি পুনরাবর্তন বৃত্ত
হয় না ; কারণ “আব্রহ্মত্বব্রহ্মলোকাঃ পুনরাবর্তিনোহবন্তি” (ভগবদ্গীতা
৮ম অধ্যায়) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্তনের কথা শাস্ত্রে
উল্লিখিত আছে ।]

শাকরও যে এই শব্দের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, বলা,—পরমেশ্বর
যে কেবল বিকারভূত সূর্যমণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্তমান আছেন,
তাঁহা নহে, তিনি বিকারবর্তী অর্থাৎ নিত্যমুক্ত বিকারাতীতরূপেও বিরাজ
করিতেছেন ; তাঁহার “এই দিক দিগে স্থিতি প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন,—বলা
“তাবানন্ত মহিমা ততো নাস্তি পুরুষঃ”, “পাদোহন্ত সৰ্বা ভূতানি”,
“ত্রিপাদভায়ুতং দ্বিবি” ইত্যাদি । এতৎ সমস্তই পরমেশ্বরের বিবৃতি ; তিনি
এই সকলকে অতিক্রম করিয়া আছেন, ইহাদিগহইতে তিনি শ্রেষ্ঠ ;
এই সমুদায় ভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র, অবশিষ্ট তিন পাদ অমৃত, অর্গে
অবস্থিত) । এই ব্যাখ্যা এই পূর্বে প্রাসঙ্গিক বলিয়া অঙ্গীকৃত হয় না ;
বাহ্য হটক ঈশ্বরের এই বিরূপ হই বৈতাগৈতবাদীদিগের সম্মত ; ঈশ্বর
স্বনাতন । ১৭২ সমস্ত উত্তরই । যদি ইহাই বেদব্যাসের অভিপ্রায় হয়,
তবে ব্রহ্ম কেবল নিশ্চল বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য মত প্রকাশ করিয়াছেন,
তাঁহা, এই শব্দের ব্যাখ্যা তিনি যেরূপ করিয়াছেন, তদ্ব্যবহি বর্ণিত হইল ।
তাঁহার মত বেদব্যাসের অঙ্গীকৃত হইতে যে নহে, তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না ।
অতএব অপর হাদে বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে তিনি
ব্রহ্মকে কেবল নিশ্চল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহা সঙ্গত ব্যাখ্যা নহে
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

৩র্থ অঃ ৩র্থ পাদ ২০ বাক্য । দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষকৃত্যন্যে ।

[প্রত্যক্ষ = প্রতি ; অঙ্গীকৃত = স্বীতি]

ভাষ্য ।—কৃৎসনজগৎসৃষ্টাদিবিদ্যাপারাই-ব্রহ্মৈব “স কারণং কারণাধিপাধিপঃ সর্ববিশ্বস্য সর্ববিশ্বতোদ্যানঃ,” “মহাধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্”-তি প্রকৃতিসৃষ্টী দর্শয়তঃ “জগদ্ব্যাপারবর্জজঃ মুক্তৈশ্বর্যম্ ।”

অর্থঃ—সম্যক্ জগতের সৃষ্টাদিবিদ্যাপার যে কেবল ব্রহ্মই আছে, তাহা প্রতি এবং সৃষ্টি উভয়ই স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছে । প্রকৃতি, যথা “কারণং কারণাধিপাধিপঃ” ইত্যাদি; সৃষ্টি, “মহাধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্” (ইতি ভঃসুদগীতাবান্) । অতএব মুক্ত-পুরুষদিগের জগৎসৃষ্টাদিসামর্থ্য না থাকার বা “নে সিদ্ধ” করাইয়াছে, তাহা সঙ্গত ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২১ হুক্ত । ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ ।

ভাষ্য ।—“সৌহৃদুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপ-
লিচ্ছতে”-তি ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ মুক্তৈশ্বর্যং জগদ্ব্যাপারবর্জজম্ ।

অর্থঃ—“মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের সন্তিত স বিধ ভোগ উপলব্ধি করেন,” এই স্পষ্ট প্রতিবাক্যে ইচ্ছাবের সহিত মুক্তপুরুষের কেবল এই সমতা থাকার প্রতি উপদেশ করিয়াছেন, সামর্থ্যের সাম্য উপদেশ করেন নাই । অতএব ইহা দ্বারাও মুক্তপুরুষদিগের জগৎসৃষ্টাদিবিদ্যাপারসামর্থ্য না থাকার সিদ্ধান্ত হয় ।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২২ হুক্ত । অনারুতিঃ শব্দাদনারুতিঃ শব্দাৎ ।

ভাষ্য ।—পরংজ্যোতিরূপসম্পন্নস্ত সংসারাবিমুক্তস্ত প্রজ্য-
গাম্বলঃ পুনরারুতির্ম ভবতি কুতঃ ? “এতেন প্রতিপদ্য-
মানা ইমাঃ মানবাবিভং নাবর্তন্তে,” “মানুপেত্য ব্রু কোত্তেরঃ,
পুনর্জন্ম ন বিচ্ছতে” ইতি শব্দাৎ ।

অতীর্থ্য—পরব্রহ্মজ্ঞানব্রহ্মপ্ৰাপ্তিঃ, সংসার হইতে বিমুক্ত, জীবের সংসারে পুনরাবুত্তি হয় না। কারণ জ্ঞান বলিয়াছেন “এই দেবদানপথে প্রস্থিত পুণ্ড্রদিগের আর এই ব্রহ্মব্যাসবক্ষীর আকর্ষে আবর্তিত হইতে হয় না।” শ্রীমত্তগবদগীতারও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন “হে কোত্তের! আমাকে প্রাপ্ত হইও, আর পুনর্জন্ম হয় না।”

এই স্থলে ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ইহাচার্য্য সগুণ ব্রহ্মোপাসকের পুনরাবুত্তিই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রতিবেদ করিয়াছেন। সগুণব্রহ্মোপাসকগণেরই যখন পুনরাবুত্তি নিষিদ্ধ হইল, “তখন নির্গুণ-পদায়ণ, সম্যক্ নিগুণ শ্রীদিগের অনাবৃত্তি কাজেই সিদ্ধ আছে,” অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য নিশ্চয়োজ্ঞান। পরন্তু বেদব্যাস যখন সর্ববিধ ব্রহ্মোপাসকদিগের গতি এবং মুক্তাবস্থা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন নিগুণ ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকের গতির ও মুক্তির তারতম্য থাকিলে, তাহা প্রদর্শন না করা, দোষাবহ-বলিয়াই গণ্য হইত, এবং তাহাতে গ্রন্থের পূর্ণতার অভাব হইত। অতএব শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত বলি, এবং করা বাইতে পাবে না। কেবল নাম, মনঃ, প্রাণ, সূর্য্য ইত্যাদি প্রতীকালম্বনেই, বাহ্যারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদের ঐ উপাসনার ফলে সাক্ষ্যসম্বন্ধে পরব্রহ্মপ্ৰাপ্তি হয় না; তাঁহাদের সেই উপাসনার ফলে তাঁহারা হিরণ্যগর্ভদ্যানকারী হইলে, হিরণ্যগর্ভলোকপ্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং ব্রহ্মার জীবিতকাল পর্য্যন্ত তথায় বসতি করিয়া, তাঁহারা পরে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন; কিন্তু বাহ্যারা হিরণ্যগর্ভেরও প্রভা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিরণ্যগর্ভলোকে গমনের পর পরব্রহ্মের সহিতই একত্বপ্রাপ্তি হয়; সুতরাং ব্রহ্মসম্পত্তিলাভ করিতে তাঁহাদিগের আর অপেক্ষা থাকে না; পরব্রহ্মলাভের নিষিদ্ধ তাঁহাদিগের আর ব্রহ্মার জীবিতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। তাঁহাদের

সব্বদেই ত্রীভগবদগীতার ত্রীভগবান্ বলিয়াছেন “সর্গেহপি নোপজারন্তে
প্রণয়ে ন বাধস্তি চ” ; তাঁহাদের পরব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একত্ববোধ
হইলেও, তাঁহারা যে একেবারে নির্কাণপ্রাপ্ত হইবেন না, উক্তব্যক্যই তাহার
প্রমাণ ; যদি তাঁহাদের শক্তিবিশয়েও কোন প্রভেদ না থাকিত, তাঁহারা
যদি ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমত প্রাপ্ত হইতেন, তবে “প্রণয়ে ন
বাধস্তি চ” ইত্যাদিবাচ্য নিরর্থক হইত। ত্রীভগবান্ দেবগণ এই
প্রকরণের ১২শ হইতে ১৫শ সূত্রে তাহা প্রতিপাদন করিয়া
করিয়াছেন ; এবং মুক্তপুরুষদিগের যে ৬ গৎসংখ্যা
বলিয়া বেদব্যাস সমপ্রমাণ করিয়াছেন, তদ্বারাও পুরুষ এবং পরব্রহ্মের
যে সর্বাংশে সমতা হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

• আব একটি কথা এইস্থলে বলণীয় যে, গীতার ব্রহ্মলোক লাভ
করিয়া, ব্রহ্মার জীবনান্তে ব্রহ্মরূপতা লাভ করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই
মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত বার্থপক্ষে মুক্ত বলা উচিত নহে । সাধারণ
ব্রহ্মলোকবাসিদেবগণকে মুক্তপুরুষ বলা হয় না ; ব্রহ্মলোকবাসি
দেবগণ এবং মুক্তপুরুষদিগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা ১৭
সূত্রব্যাখ্যানে বেদব্যাস স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং
বেদান্তদর্শনেও তৎসম্বন্ধীয় বহুপ্রতি সকল ভাষ্যকারগণ উদ্ধৃত করিয়া,
তাঁহা ব্যাসসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; এবং ব্রহ্মলোক যে ধ্বংসশীল,
তাঁহা সর্বশাস্ত্রসম্বত ; সুতরাং তদ্ব্যাজ লাভ করিয়া যে জীব কৃতকৃত্য
হইতে পারে না, তাঁহাও সর্ববাদিসম্বত । জীবমুক্তপুরুষের আরম্ভকর্ম-
ভোগের নিমিত্ত কেহ থাকে ; এই আরম্ভকর্ম-কর্ম হইয়া গেলে, ব্রহ্মরূপতা
লাভ করিতে আর কিছু অন্তরায় থাকে না । জগদন্তীত এবং সর্বগত
ব্রহ্মধ্যানরূপ উপাসনাকার্য্য তাঁহারা ইহজীবনে অবলম্বন করেন ; সুতরাং
অপরাধের লোকসকলের আত্মপ্রীতি এবং সর্বলোককাম্যক ব্রহ্মলোক স্থলা

সেহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে প্রথমেই প্রশ্নি হওয়া উচিত; ইহাই স্বাভাবিক; এইরূপ সর্বলোকপ্রাপ্তকৃত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া, তৎকর্তৃত পরব্রহ্মকে তাঁহারা লাভ করেন বলিয়া যে পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তে আপত্তির বিষয় কি হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য বলেন, প্রারম্ভে যখন ভুলভেদের নিধনের সঙ্কটই নিঃশেষিত হইয়া গল, তখন আর কোন্ হেতু অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মরূপকৃত অস্তিত্বাদিমাংগাৎ যেন ব্রহ্মলোকে বাইবেন? এই তর্কের বিচার যথাস্থলে কবা হই ; এইরূপে তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, জীব সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেও, স্বরূপতঃ বিভূষরূপ নহেন, কেবল পরমাত্মাই বিভূষরূপ, তাহা কেনবাস প্রথমেই সমাপিত করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ বিভূষরূপ অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান হইলে, তাঁহার বদ্ধাবস্থার একেবারে অসম্ভব হ ; যিনি স্বভাবতঃ বিভূ, তাঁহার আবরক কিছু হইতে পারে না; সঙ্কোচবিকাশধর্ম বাহ্যর আছে, তাহা < সীমাবদ্ধ বলিতে হয়, তিনি বিভূ—সর্বব্যাপী নহেন; সর্বব্যাপিশব্দের সঙ্কোচ অসম্ভব, এবং বিকাশও অসম্ভব। সুতরাং জীব স্বভাবতঃ বিভূষরূপ হইলে, তাঁহার বদ্ধাবস্থা অসম্ভব। এই বিষয়ে পূর্বে বিস্তৃতরূপে বিচার দ্বারা সীমাংসা করা হইয়াছে। অতএব জীব স্বভাবতঃ বিভূষরূপ না হওয়াতে, মুক্তাবস্থায়ও তাঁহার বিভূষ লাভ হয় না; তিনি ইচ্ছাকৃত অংশরূপেই থাকেন; সুতরাং তিনি একেবারে অলিঙ্গ হইবেন না; অলিঙ্গ না হওয়াতে, তাঁহার গতি অসম্ভব নহে। ব্রহ্ম সর্বগত হইয়াও, অক্ষরভীত। প্রকাশিত স্বরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মলোকেই অবস্থিত। ব্রহ্মলোকে পরব্রহ্মের প্রকাশিত প্রধানতম বিজ্ঞতিবস্তু; সুতরাং ব্রহ্মকে লাভ হইতে হইলে, এই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই আবশ্যিক। এই ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি দ্বারা প্রথমতঃ এই চতুর্বিধ ভ্রমরূপাণী ভগবদ্বিকৃতির সাক্ষাৎকার

হয়, এবং এই বিকৃতিসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তদন্তীত সৰ্ব্বাভীত সৰ্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মরূপও লক্ষ হয় ; ইহাই শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন ; ইহাই পরব্রহ্মপ্রাপ্তির ক্রম ; এইরূপেই পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ।

তীক্ষ্ণ স্বয়ং দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, এবং মহাত্মার্তে স্বর্গারোহণ পক্ষে উল্লেখ করিয়াছে যে, তীক্ষ্ণ মানবদেহান্তে ব্রাহ্ম-বশু-সমযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণরূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই অবস্থার দর্শন করিয়াছিলেন । সৰ্ব্বতোভাবে মুক্ত সনকাদি আচার্য্য এবং নান্য শ্রুতি ও ভক্ত সাধুকগণকে দর্শন দিয়া থাকেন, ইহা সৰ্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে । এতৎসমস্তই কৰ্ম্ম ; তাহা যদি তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে পরব্রহ্মজন্মপুরুষের দেহান্তে ব্রহ্মলোকগমনরূপ কৰ্ম্ম করা অসম্ভব বলিয়া কিরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে? অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, দেহান্তে ব্রহ্মপুরুষগণ ব্রহ্মরূপে ভেদ করিয়া এই দেহ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া নির্গত হইলেন, এবং অর্চিরাশিয়ার্গ অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইলেন ; তৎকাল তাঁহাদিগের দেহান্তে গর্ত ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মরূপে সমতাপ্রাপ্ত হয় ; তাঁহারা ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হইয়া, সৰ্ব্বত্র অভ্যন্তরীণ ও ব্রহ্মদর্শী হইলেন, ধ্যানমাত্রই তাঁহাদিগের সৰ্ব্ববিষয়ের জ্ঞান উদ্ভূত হয় ; তাঁহাদের ইচ্ছা অপ্রতিহত হয় ; পরব্রহ্ম জৈব হইতে তাঁহাদের স্বাভাব্য না থাকায়, জগৎস্থিতিব্যাপারাদিবিষয়ে তাঁহাদিগের জৈব হইতে স্বতন্ত্র ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকে না । এইরূপ সীদাংসাতে সমস্ত শ্রুতিবাক্য সমযুক্ত হয় ।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ ।

ওঁ তৎসৎ ।

ও শ্রীশ্রবণে নমঃ ।

ও হরিঃ ॥

উপসংহার ।

বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা সমাপ্ত, হল ; এবং তৎসহ পূর্বপ্রতিজ্ঞাত
বড়দর্শনের ব্যাখ্যা, সম্পূর্ণ হইল । দার্শনিক বিচার বেদান্তদর্শনেই পূর্ণতা
প্রাপ্ত হইয়াছে । ব্রহ্মব্রহ্মণ, জীবন্ত প এবং দৃশ্যমান জগতের মূলতত্ত্ব সমস্তই
এই বেদান্তদর্শনে উপলব্ধ আছে । কান্যকর্ণের দ্বারা চালিত হইয়া
জীব যে সংসারে নানাবিধ , তে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া, অধ-
ঃখাদি ভোগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাও পর্যায়ক্রমে শ্রীভগবান বেদব্যাস
এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন , এবং নিষ্কামকর্মের দ্বারা হিরণ্যগর্তীভ্য ত্রয়ের
উপাসনা করিয়া ব্রহ্মলোকাদি প্রাণ হইয়া তথায় বিহারপূর্বক অন্তে যে
পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবেন, তাহাও এই গ্রন্থে মহর্ষি কৃষ্ণবৈপাশন
সুপ্রমাণ করিয়াছেন । অতঃপর নিষ্কাম পরব্রহ্মোপাসকগণ যে দেহান্তে
অস্তিত্বাদি চর্চা গমনপূর্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, পরব্রহ্মস্বরূপতা লাভ
করেন, এবং তৎকালে তাঁহাদের যেকোন অবস্থা হয়, তৎসমস্তও মহর্ষি
বেদব্যাস অতি বিশদরূপে এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন । অতএব তত্ত্ব-
জিজ্ঞাসুর শঙ্কে এই গ্রন্থ অতিশয় আদর্শীয় ।

এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়সকল অতীন্দ্রিয়পদার্থ-বিষয়ক ; প্রত্যক্ষ-
প্রমাণের দ্বারা এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না ; অতুমান-
প্রমাণ প্রত্যেকের উপরই স্থাপিত ; সুতরাং কেবল অতুমানবলেও এই সকল
অতীন্দ্রিয়বিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান লাভ করা যায় না ; অতএব তৎসমস্তই একমাত্র
নিশ্চিত প্রমাণ শ্রুতি, যাহা ভারতবর্ষীয় ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত

হইরাছিল। প্রধানতঃ কলনিপত্তির দ্বারাই ঐতিহাসিকসকল ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। পরন্তু ঐতিহাসিকল মান্যপ্রাপ্ত নানাবিধ-উপলক্ষে নানাপ্রকারে লিপিবদ্ধ হওয়াতে, তৎসমস্তের সারমর্ম কি, তাহা সন্দেহ উপস্থিত হয়; অতএব পণ্য কাক্ষিক ব্রীডগবান্ বেদব্যাস জীবের কল্যাণের নিমিত্ত পুণ্যপুণ্যরূপে ঐতিহাসিকসকলের অর্থের বিচার করিয়া, তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ এই প্রকৃতিতে উপস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু অহুমানের বিরুদ্ধ হইলে, সাধারণ জীবের উপদেশ গ্রহণ ও আয়ত্ত করা কঠিন বিবেচনায়, তিনি যুক্তিগত প্রত্যুক্তি উপদেশসকলের সমর্থন করিয়া সাধকের বুদ্ধিকে তাহা স্পষ্ট করিতে একটি করেন নাই। প্রত্যর্থবিচার ও যুক্তিমূলে বেদব্যাস ব্রহ্মবাক্য এবং জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বহুকেই ঐতিহাসিক উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় ষোড়শতরোপানযুক্ত ঐতিহাসিকসকল উপদেশ করিয়াছেন :—

“ও ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা

জীবাম কেন, ক চ স প্রতিষ্ঠাঃ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্থখভেষু

বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥ ১ ॥ ১ম অঃ ॥

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্দৃচ্ছা।

ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যাম্।

সংযোগ এবাং ন স্বাভাবা-

দাস্ত্রাপ্যন্যনঃ স্থখদুঃখভেষু ॥ ২ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্চন্
 দেবাত্মশক্তিং স্বপুণৈর্নিগূঢ়াম্ ।
 যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
 কালানুক্যুক্তাশ্চাধি ঐত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

উদ্যমীতমেতৎ ব্রহ্মসমস্ত ব্রহ্ম
 তস্মিন্দ্রব্যং তর্জিত্বকরঞ্চ ।
 তত্রাহুতং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
 লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা মোনিমুক্তাঃ ॥ ৭
 সংযুক্তমেতৎ স্বব্রহ্মকরঞ্চ
 ব্যক্তাব্যক্তং স্তব্ধং বিশ্বমীশঃ ।
 অমীশশাশ্বত্বা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ,
 ভোক্তা দেবঃ মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৮
 ভোক্তা হাবজাবীণনীশা-
 বজা হেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ।
 অমলশ্চাশ্বা বিশ্বরূপো হরকর্তা
 ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥
 করং প্রধানমমৃতাকরং হরঃ
 করাত্মনাবীশতে দেব একঃ ।
 তত্কাতিধ্যানাদ্ যোজনাত্ তদ্বক্তাবাদ্
 তদ্বক্তাভ্যন্তে বিশ্বনাথনিয়তিঃ ॥ ১০ ॥

জ্ঞান দিবং সর্বপাশাপহানিঃ
 ক্রীণৈঃ ক্রৈশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ।
 তস্তাভিধানাহৃতঃ দেহভেদে
 বিনৈশ্বৰ্য্যং কেব. আপ্তকামঃ ॥ ১১ ॥
 এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমবাস্যসংস্থং
 নাতঃপরং বোধিতং হি কিঞ্চিৎ ।
 ভোক্তা ভোগ্যং প্রে. এবঞ্চ মদ্বা
 সর্বং প্রোক্তং ত্রিবি. অজামেতৎ ॥ ১২ ॥

* * * *

অজামেতং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
 বহবীঃ প্রজাঃ স্বজন্মানং সকপাঃ ।
 অজো হ্যেকো জন্মলোহিতশুক্রে
 জহাতেনাং ভুতভোগ্যমজোহুতঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥
 বা স্বপর্ণী সমুজা সমায়া
 সমানং বৃক্ষং পরিবহজাতে ।
 তরোরম্ভঃ পিঙ্গলং দ্বাদশা
 নগ্নগ্নস্তোহুতিচাক্ষীতি ॥ ৬ ॥
 সমানে বৃক্ষে পুষ্করো নিমগ্নো
 অনীশয়া শোচতি মুখমানঃ ।
 জুষ্ঠং বদা পশুভ্যামানন্দ
 মহিমামবিত্তি বীজশোকঃ ॥ ৭ ॥

* * * *

মায়াস্তব প্রকৃতিং বিজ্ঞানায়িনস্তব মহেশ্বরম্ ।

তস্তাবয়বভূতৈস্তব ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ ১০ ॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো

ব স্মিন্নিদং স চ বি দ্বৈতং সর্ববম্ ।

তদ্বিশ্বানং বরদং দেবীদাং

নিচাং মাং শান্তিসংযন্তমেতি” ॥ ১১ ॥

অন্তর্থাঃ—ওঁ । ব্রহ্মবাদীগণ! (জনিরূপণার্থ সমবেত হইয়া) প্রশ্ন করিলেন, ব্রহ্ম কি জগৎকে কাব্যে? আমরা কোথা হইতে জন্মলাভ করিলাম—উৎপত্তি হইলাম? কালাদি দ্বারা আমাদের জীবনব্যাপার নির্বাহ হইতেছে? কাহাকে আমরা কবিলা ‘আমরা’ (জীবনাঙ্কে) প্রতিষ্ঠিত হই? হে ব্রহ্মবিদগণ! কাহারদ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা সুখদুঃখভোগে অবস্থিতি করি? ১ ॥ ১০ অঃ ॥

কালই জগতের কাব্য? অথবা দ্রাব্যাদি বস্তুসকল কি স্বভাবতঃই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে? অথবা পুণ্যপাপরূপ কর্মই (নিয়তি) কি জগৎকাব্য? অথবা কোন কারণ ব্যতিরেকে হঠাৎ কি কিং পকটীত হইয়াছে? অথবা আকাশাদি ভূতই কি এই জগতের কারণ? অথবা পুরুষই (জীবাত্মাই) কি এই জগতের উৎপত্তিকারণ? (অথবা কালাদি কি মিলিতভাবে জগতের কারণ? না, কালাদি জগৎকারণ হইতে পারে না; কারণ) কালাদির সংযোগেও জগৎ সৃষ্টি হইতে পারেনা, যেহেতু আত্মার অস্তিত্ব তদ্বারা সাধিত হয় না। তত্বে কি আত্মাকেই (জীবাত্মাকেই) জগৎকারণ বলিয়া অবধারণ করা কর্তব্য? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ আত্মাও সর্বশক্তিদান্য নহে; তিনি

অবশ হইয়া পুণ্যপাপাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনিচ্ছাবশেও স্বপ্ন-
চঃখাদিতোষণেব হেতুভূত হইলেন । ২ ॥

তাহারা ধ্যানসম্পন্ন হইয়া দেখিলেন যে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের (বাহ্যে প্রকা-
শিত) গুণসকলব অন্তরালে স্থিত অরূপগত শক্তিই (এতৎ সমস্তের কারণ),
তিনি এক হইয়াও কাল ও আত্মা-সংকুল অপর সমস্ত কারণে অবিচ্ছিন্ন
করিতেছেন (অন্ত গমস্ত কাবণ কী, এই শক্তিবিশেষ । [“দেবত্ব জ্যোতি-
নামিত্যুক্তমাত্মনামহেশ্বরস্য পদমাশ্রিত্য আত্মভূতঃ শ্রুতজ্ঞান পথগতভূতঃ
শ্রুতম্ভা শাস্তিঃ কাবণমপশ্যন” । ইতি শাক্তব্রাহ্মণো] ৩ ॥

এই ব্রহ্মকেই বেদ সর্বশ্রুত (সর্ব- বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ;
ঐচ্ছাতেই ত্রিবিধ (ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও দৃষ্ট জগৎরূপত্ব) প্রতীক্ষিত আছে ;
এবং তিনি (সর্বশ্রুতরূপ) অক্ষবস্তুভাব বটেন (সর্বদা একরূপ, অপরি-
বর্তনীয় ও বটেন) । যাহা বা ব্রহ্মবিৎ তাহারা ব্রহ্মের এতৎসমস্ত শক্তিভেদ
অবগত হইয়া ব্রহ্মপায়ণ করেন এবং ঐচ্ছাতে লান হইয়া সংসার হইতে
মুক্ত হইলেন । ৭ ॥

ঈশ্বর ও অক্ষবহ এই উভয় সংঘ-ভাবে বক্ষ্যব্রহ্মপে বহু ন আছে,
[অরূপ জগৎও ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ—শক্তিবিশেষ হওয়ার, তাহা এবং
সর্ববিধ শক্তির আশ্রয়রূপে স্থিত পূর্বে ক “অক্ষর” ব্রহ্ম, নিত্য সংস্কৃতভাবে
অবস্থান করিতেছেন ; তন্মধ্যে] ঈশ্বর রূপা এক স্থল ও স্থল সর্বব্রহ্মপায়ণ
জগৎকে ধারণ ও পোষণ করেন ; জীবকণী ব্রহ্ম অনীশ্বর (অল্পশক্তিমাত্র,
অসর্বজ্ঞ) হওয়ার, (ভেদবুদ্ধিনিবন্ধন) আপনাকে ভোক্তা ও জগৎকে ভোগ্য
বলিয়া জ্ঞান করিয়া বন্ধনপ্রাপ্ত হইলেন ; পরন্তু যখন তিনি পূর্বোক্ত স্বপ্রকাশ
ব্রহ্মকে অবগত হইলেন, তখনই সর্ববিধ বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করেন । ৮ ॥

[পূর্বে ১ম লোকে যে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে
আরও বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইতেছে] । ব্রহ্মের স্বরূপে তিনি “অ-

অর্থাৎ সর্বজ্ঞস্বভাব; অতীতের অর্থাৎ জীবরূপে তিনি “জ্ঞান” অর্থাৎ অপূর্ণজ্ঞস্বভাব; এই উভয়রূপই তাঁহার নিত্য। তদ্বির তাঁহার আর একটি রূপ আছে, যাঁহা জীবকণী ব্রহ্মের ভোগসাধক—অর্থাৎ বহির্জগৎ; ইহাও নিত্য। একক ব্রহ্ম আত্মা স্বরূপ, অনন্ত (সর্বব্যাপী) এবং বিশ্বরূপ, অর্থাৎ ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিন তাঁহার স্বরূপগত; সুতরাং তিনি অকর্তা; কারণ তাঁহাকে যিহাই তাঁর এই আত্মরূপের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া আছে। “যত এবান্দিয়া বিশ্বরূপ আত্মা অতএব অকর্তা কর্তৃহাদিসংসারবন্দনহিত ইত্যর্থঃ” চৈ। শাস্ত্রভাষ্যে। অর্থাৎ যখন ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্বই জীবশক্তি, জগৎশক্তি ও ঐশীশক্তি এতৎসমস্তই অক্ষরকণী ব্রহ্মের স্বরূপগত। তাঁহা কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কারণ সকলই এখন স্বরূপে বর্তমানই আছে, তখন তিনি আর নূতন করিয়া করিবেন কি ?] । ৯ ।

প্রথম (অর্থাৎ ভোগ্যাত্মীয় জগৎতর পক্ষ) করস্বভাব—পরিবর্তনশীল, ইচ্ছা কর (জৈব) অক্ষর অপবর্ণা ও অমৃত; তিনি এক অবিভী, প্রকাশিত হইয়া জ্ঞানস্বভাব উক্ত প্রধানকে এবং জীবকে নিবশিত করেন। পুনঃ পুনঃ তাঁহা। ধ্যানের দ্বারা, তাঁহার সহিত বিশ্বের একত্বজ্ঞানের দ্বারা, তাঁহার সহিত অবেদ একাত্ত বোধের দ্বারা (ভোক্তা-ভোগ্যরূপ) বিশ্বমায়া হইতে জীব নির্মুক্ত হয় ॥ ১০ ॥

সেই দেবকে (সর্বপ্রকাশক ও কে) জানিতে পারিলে সমস্ত সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়; সুতরাং সেই জ্ঞানী, ক্রমের অবিভাবি ক্রেশসকল অসংগত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু চইতে তিনি বিমুক্ত করেন। তাঁহার (সেই দেবের) ধ্যানের দ্বারা দেহান্তে জ্ঞানী পুত্র ব্রহ্মের জগৎভীত (পূর্বোক্ত) জড়ীয় স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আগতিক সমস্ত ঐশ্বর্যভোগের অবিভাবী এবং জগৎভীত (কেবল) ও আশঙ্কিত করেন ॥ ১১ ॥

আত্ম-রূপে প্রকাশিত এই ব্রহ্মই নিত্য ব্রহ্ম (তাহার জ্ঞানলাভ করিতে অবিরত বৃত্ত করা প্রয়োজন), তদ্বির চিত্তবীর বৃত্ত অপর কিছু নাই; এই ব্রহ্মই ভোগ্য জীব, ভোগ্য জগৎ, এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত নিরাকার পরিচালক ঈশ্বর; এই ত্রিবিধরূপই তাঁহার, - এই প্রকারে তাঁহাকে চিত্তা করিবে ॥ ১২ ॥

জগদ্রহিত (নিত্য) একটি (জীব দ্বা), তদ্রূপে লোহিত গুরু ও কৃষ্ণবর্ণী (সমস্ত বস্তুঃ এবং তদ্রূপ) দুই নিদেব সমানবর্ণবিশিষ্ট (ত্রিগুণাত্মক) প্রজাত্বটিকাধী অপর একটিকে ' ত্রিগুণাত্মিক নানারূপবিশিষ্ট প্রকৃতিকে) ভোগ্য কবিত্ব, তাহাতে সংস্থাপিত আছেন, নিত্য অপর একটি (ঈশ্বর) ভোগ্যাত্মিক প্রকৃতিকে পরিচালনা করিয়া (তদন্তীত হইয়া) অবস্থিতি করেন । ৪র্থ অধ্যায় । ৫ ॥

সম্যভাবে স্থিত পক্ষী দুইটি একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া আছেন; তদ্ব্যধ্যে জীবরূপী পক্ষী এই বৃক্ষের ফলকে স্বাদ গ্রহণে আত্মদান করেন, অপরটি (ঈশ্বররূপী পক্ষী) ফল ভক্ষণ - - - - - বৈধিক ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন । ৬ ॥

একই বৃক্ষে জীবরূপী পক্ষী অবস্থান করিয়া তাহাতে আবদ্ধ করেন, এবং সামর্থ্যভাবে আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া শোক করিতে থাকেন । পরে যখন তিনি অস্ত্র ঈশ্বররূপী পক্ষীতে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার মহিমা অবগত করেন, তখন তিনি (তৎপ্রত্যয়ে) শোক হইতে বিমুক্ত করেন । ৭ ॥

এই অগতির উপাদান যে ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি, তাঁহাকেই ব্রহ্মের দ্বারাশক্তি বলিয়া জানিবে; এবং সেই ব্রহ্মেরকেই দ্বারাশক্তিমান (দ্বারা-

১১ শক্তির আশ্রয়) বলিয়া জানিবে। সেই মাধানারী শক্তিরই বিভিন্ন অবয়বের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। ১০ ॥

সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতেই এতৎ সমস্ত সম্যক্ লয় প্রাপ্ত হয়। সেই বরদ, জগদ্বিস্তার, সকলের পূজার্থ, সর্বত্র, সর্বত্র এককে প্রত্যক্ষ করিয়া জীব আত্যাত্মিক শক্তি (মোক) লাভ করিয়া থাকে। ১১ ॥ *

সংক্ষেপ :-

(১) এই সকল শক্তিক্রিয়া প্রথমে এই উপদেশ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের আশ্রিত ঐশ্বর্যশক্তিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ ; সুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপতঃই সর্বশক্তিমান। (পূর্বোক্ত ১ম হইতে ৩য় শ্লোক এবং তৎপরবর্তী শ্লোকসকল দ্রষ্টব্য)। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায় প্রথমপাদের ১ম ও ২য় হুক্তে শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও এই সিদ্ধান্তই বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, যেতদ্ব্যতিরিক্তি পূর্বোক্ত প্রথমোক্তের ৭ম শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন যে, এই ব্রহ্মই সমস্ত উপনিষদে একমাত্র পরমপদার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের প্রথমোক্তের প্রথমপাদের ৩য় ও ৪র্থ হুক্তে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) তৃতীয়তঃ, যেতদ্ব্যতিরিক্তি পূর্বোক্ত ২য় শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মবস্তুর মনোভূতাদি প্রকৃতিবর্ণ এবং অসর্বশক্তিমান্

শ্লোকসকলের দার্শনিক অর্থ, এইখানে যে স্পষ্ট হয়, তাহাই অবশ্যে উল্লিখিত হইল।

জীব জগৎকারণ নহে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে ৫ম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত প্রতিবাক্যের বিচার এবং যুক্তিমূলে তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(৪) চতুর্থতঃ, যেতাত্ত্বতরপ্রতি ঐক্য স্বরূপী ব্রহ্মকে "জ" (সর্বজ) স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়া, জীব অসম্বন্ধস্বভাব সর্বশক্তিমান্ ও প্রকৃতিবর্গের ভোক্তা বলিয়া পূর্বোক্ত প্রথমোধ্যায়ের ১ম প্রভৃতি সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন; এবং জীবকে এক্ষেপ্ত্র নিত্য অংশ এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৪২ সংখ্যক সূত্রে জীবকে ব্রহ্মের অংশমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(৫) পঞ্চমতঃ, দৃষ্টমান্ জগৎকে যেতাত্ত্বতরপ্রতি ত্রিগুণাত্মক ও ক্ষর-স্বভাব অর্থাৎ পরিণামশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়া জগতেব বীজরূপী প্রকৃতিকে "মায়ী"শক্তি এবং "প্রধান"নামে অভিহিত করিয়াছেন; এবং এই শক্তিকে ব্রহ্মেরই নিত্যশক্তি ও অংশস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সূত্র ১ অ' ১০ম শ্লোক, ৪র্থ অঃ ৫ম এবং ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ পাদে এবং তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের ২৭শ প্রভৃতি সূত্রে এইরূপই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(৬) ষষ্ঠতঃ, যেতাত্ত্বতরপ্রতি যেমন স্বীকৃতি ও গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ নিত্য সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজস্বভাব ঐক্যস্বরূপী ব্রহ্ম যে উক্ত গুণরূপী (প্রকৃতিরূপ) অংশ হইতে অভীত; সুতরাং জীব ও প্রকৃতির নিয়ম হইয়াও জনন্যাপারে নির্ভিন্ন (অন্যত্ব), তাহাও স্পষ্টাক্ষরে পূর্বোক্ত ৫ম শ্লোকসকলে উপদেশ করিয়াছেন। যথা, পূর্বোক্ত প্রথমোধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বিশ্বের কারণীভূত

ঐশীশক্তিকে “বস্তুগৈনিগূঢ়ান্” (ব্রহ্মের “শূন্য” সকলের অন্তরালে হিত) বলিয়া বেদান্ততত্ত্বপ্রতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন; পুনরায় ঐ অধ্যায়ের ৯ম ও ১০ম শ্লোকে “অজা” “ভোগ্য”-স্থানীয় গুণাত্মিকা প্রকৃতি, এবং ভোক্তা জীব হইতে দ্ব্যতীত এবং এতদ্ব্যতীতের পরিচালক ও নিয়ামক বলিয়া ঐশ্বররূপী ব্রহ্মকে ঐ শক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঐশীশক্তি, জীবশক্তি ও মায়ীশক্তি (জীবসম্পাদ প্রকৃতি) ২, ৩ অতীত হওয়াতে, ঐ শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত; অতএব পূর্বোক্ত ৩য় শ্লোকে ইহাকে “দেবাত্মশক্তিঃ” (ব্রহ্মের স্বরূপগত শক্তি) বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এই ঐশীশক্তির নাম মায়ীশক্তি নহে; শক্তিও ব্রহ্মের শক্তি; কিন্তু যে শক্তিকে প্রথমাদ্যায়ে ১০ম শ্লোকে “প্রধান” নামে, এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৪ম শ্লোকে “লোহিতগুরুত্বা” (সহ বজ্রঃ ও তমোগুণাত্মিকা) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই শক্তিকেই দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে “প্রকৃতি” নামে অভিহিত করিয়া শক্তি স্থাপন করিয়াছেন যে, ঐ প্রকৃতিরই অপরাগম “মায়ী” এবং ভাঙ্গা পোষকেরই শক্তিবিশেষ। ১ম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে ব্রহ্মের (১ম অধ্যায়) “জয়ং” উল্লেখ করিয়া সেই ত্রিবিধত্ব কি, তাহা স্পষ্টরূপে তৎপরবর্তী ২য় শ্লোকে প্রতি উপদেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, অজ জীব, অজাপ্রতি (ভোগ্যস্থানীয়া প্রকৃতি) এবং অজ ঐশ্বর এতৎত্রিত্বই ব্রহ্ম। সুতরাং ঐশ্বররূপী ব্রহ্ম যে গুণাত্মিকা প্রকৃতির দ্ব্যতীত, তাহাষ্মে প্রকৃতির অভিত্যয়স্বত্বে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে নাই। বেদান্তদর্শনে ত্রীভাবানু বেদব্যাসও যে তত্রূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বেদান্তদর্শনব্যখ্যানে সর্বত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে। “ব্রহ্মবাদী শব্দ ও ব্রহ্মবিজ্ঞা”-নামক মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদে এই ঐশীশক্তির স্বরূপ অধ্বাংশ করিতে প্রয়াস করা হইয়াছে। এইস্থলে তাহা উল্লেখ। ঐশীশক্তির প্রকাশোদ্ভাবত্বকেই মায়ীশক্তি বলা যায়।

(৭) সপ্তমতঃ, প্রথমাধ্যায়ের পূর্বোক্ত ৭ম স্লোকে ব্রহ্মের উক্ত
 ত্রিবিধ বর্ণনা করিয়া প্রতি উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম “অক্ষর” ও
 বটেন (“অক্ষরক”)। কিন্তু সে সর্বশক্তিমান হইয়া, জগতের সৃষ্টি-
 সাধন, এবং জীব ও জগতের পরিচালন ধাবণ ও বক্ষণ এবং জগতের
 সংহারসাধন করিয়াও ব্রহ্ম “অক্ষর”- অপরিসর্জনশীল থাকে, তাহা ব্যাখ্যা
 করিতে গিয়া প্রতি পূর্বোক্ত ৯ম স্লোকে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অনন্ত এবং
 বিধরূপ ; অতএব তিনি “অকর্তা” (“অনন্তশক্তি”- বিধরূপোহকর্তা)।
 ব্রহ্ম অনন্ত-ও বিধরূপ—ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত জগৎ নিত্য তাহার
 স্বরূপভূক্ত ; অতএব তাহার ঐশীশক্তি । তাহার স্বরূপই বিভিন্নরূপে
 প্রকাশিত হয়—তাহার স্বরূপকেই তিনি “সমস্তরূপে মর্শন ও ভোগ
 করেন। তিনি যে শক্তিধারা এই স্বরূপের সমগ্র মর্শন করেন, তাহাই তাহার
 ঐশীশক্তি—সমস্তশক্তি ; যে শক্তির দ্বারা তিনি ঐ স্বরূপকে ব্যষ্টিভাবে মর্শন
 করেন, তাহাই তাহার জীবশক্তি ; এবং ঐ জীবশক্তির দৃষ্ট-৫-ভোগ্য-
 হানীর যে শক্তি তাহারই নাম জগৎ ও বা প্রকৃতি। দৃষ্টতই ৩-স্থিতিকা
 প্রকৃতির স্বরূপ হওয়াতে তাহাকে “অ-” বাণী আখ্যা দেয়া হয়।
 কিন্তু প্রকাশিত অবস্থায়ই এই অচেতনত্ব ; ব্রহ্মের স্বরূপান্তরিত অবস্থায়
 ইহার পৃথক কোন সংজ্ঞা নাই। অতএব “অক্ষর”ব্রহ্মে জগৎ-গুণী বলিয়া
 কোন ভেদ নাই ; ইহাকেই ব্রহ্মের নিষ্ঠ স্বরূপ বলা যায় ; এই অক্ষর ব্রহ্মের
 ভুলনার জীব ও জগৎকে শক্তিবিশেষ দ্বারা বর্ণনা করা হয়, এবং ঐ শক্তি-
 ধারের আশ্রয় বলিয়া অক্ষরব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করা হয়। অতএব ব্রহ্ম “অ-”
 এবং “অক্ষর”—সমস্ত এবং নিষ্ঠ এই দ্বিত্বাখ্যক ; এই উভয়রূপে তাহার
 পূর্ণতা। অতএব অচেতন জগৎকে বর্ণন ব্রহ্মের প্রকাশিত দৃষ্টশক্তিরূপে
 বর্ণন এবং ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই ইহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ জগৎ নামে
 বর্ণনা করা হয় ; অক্ষরব্রহ্মের স্বরূপভূক্তরূপে ইহাকে অপ্রাকৃত ব্রহ্ম বলিয়াই

বর্ণনা করা হয়। সুতরাং জগৎকে ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাত্মক-সম্বন্ধ; জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের অংশ; সুতরাং উভয়ের সহিৎ ব্রহ্মের ভেদাত্মকসম্বন্ধ, এবং ব্রহ্ম অবৈত হইয়াও বৈত,—বৈত হইয়াও অবৈত। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ৪৩ সংখ্যক শ্লোকে, ১৭২ তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ২৭শ ও ১১শ শ্লোকে হুত্রে এই সিদ্ধান্তে উপদেশ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৮) অষ্টমতঃ, জীব-স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশমাত্র হওয়ার, তিনি ব্রহ্মের জ্ঞান বিভূ নহেন, ঈশ্বরের জ্ঞান জগৎকর্তৃত্বাদি তাঁহার নাই। ইহা সত্য যে, তিনি যুক্তাবস্থায় জগৎস্বরূপগত সমস্ত ভোগ লাভ করিয়া থাকেন, সর্ববিধ অবিকৃত-জ্ঞানতঃ (ভেদজ্ঞানজনিত) ক্রেশ হইতে তিনি বিমুক্ত হইয়া, আনন্দময় লাভ করেন, এবং কোনপ্রকার কর্মবন্ধন (যাহা ভেদজ্ঞান হইতে উপজাত হয়, তাহা) তাঁহার থাকে না। পূর্বোক্ত প্রথমোক্ত ১১শ শ্লোকে যেতাত্ত্বিক-প্রতি এতৎসম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তদর্শনের চতুর্থোক্ত ৪র্থ পাদে ১৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ২২শ শ্লোকে বিশদরূপে নানাবিধ প্রতি-প্রমাণবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যুক্তাবস্থায় দেহান্তে যাত্রাশক্তির অধীনতা (যাহা সকল বন্ধজীবে আছে, তাহা) সম্যক দূরীভূত হয়, ইহাই যেতাত্ত্বিক-প্রতি ১ন অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহাই বিশেষ করিয়া পুনরায় ১১শ শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন। যুক্ত-পুরুষের যে অস্তিত্ব লোপ হয় এবং তাঁহার কোন প্রকার শক্তির দূষণ থাকে না, তাহা উক্ত প্রতি-প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে না। তিনি ব্রহ্মের জ্ঞান বিরূপে—শক্তিমান ও শক্ত্যাশ্রয়রূপে বর্তমান করেন। তদবস্থায় ব্রহ্মের সহিত তাঁহার একত্ব হইলেও, এইরূপ প্রতীতি থাকে যে, তিনি ব্রহ্মের অংশস্বরূপ—সুখবতাব, ব্রহ্ম অংশী—বিভূবতাব; অনাখ্য

মুক্তপুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মের অঙ্গীভূত । ব্রহ্ম পুরুষগণ দেহান্তে হৃদয়েকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং তৎপরে তাঁহাদের হৃদয়েই উপকরণসকল স্বীয় পরব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্ত হয় । এই হৃদয়েই একাদশ ইন্দ্রিয়, অহংকার ও বুদ্ধি, এবং পঞ্চভূতাত্র এই অষ্টাদশ উপকরণ আছে ; ঐশ্বর্য ইন্দ্রিয়, অহংকার ও বুদ্ধি এই ত্রয়োদশ উপকরণেব কোন পক্ষ আধতন নাই এবং পঞ্চভূতাত্র ভূতপরিমাণু হইতেও হৃদয়, তহাৎও বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বুদ্ধিতত্ত্বেব সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয় । সুতরাং ব্রহ্মলোকীভবপনব্রহ্মকে লাভ করিবার সময় যে আত্মস্থাপনপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহা অবশ্য স্বীকার্য্য । বিদেহমুক্তপুরুষেব এই আত্মস্থাপন উপকরণসকল জীবশক্তির সহিত একীভূত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্ত লাভ হবে । সুতরাং জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইলেও তিনি ব্রহ্মের অংশই থাকেন । অংশবিশেষ জলবিন্দু সমুদ্রে নিপতিত হইলে, সমুদ্র হইতে ইহার কোন পাখকা থাকে না সত্য, কিন্তু সেই জলবিন্দু সমুদ্রেব সর্বদা পকত লাভ কবে না । সমুদ্রের অবিভক্ত অংশরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয় । সুতরাং ব্রহ্ম—এই না কোন প্রকার কার্য্য, সর্বদাই আছে ; সুতরাং সমুদ্রেব সহিত একীভূত পুরুষজ জলবিন্দুও সমুদ্রাধীনভাবে স্পন্দন থাকে । বিদেহমুক্তপুরুষও এইরূপ পরব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্ত করেন ; কিন্তু পুরুষের স্বরূপগত ঐশ্বর্য্যভাব অধীন হইয়া তিনি কখন কখন শক্তিপ্রকাশ ও কবিয়া থাকেন । কিন্তু এইরূপ করিলেও তিনি কখন গুণাধীন ও সীমাবদ্ধ হইবেন না ; তৎসময়ে তিনি সর্বদাই “স্বরাট্” থাকেন । অতএব জীবস্বরূপকে অগুরুভাব অর্থাৎ অতি হৃদয় বলিয়া প্রতি নানা স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন । যথা “এষো-
হুগ্রাশ্মা, বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কঙ্কিতস্ত চ ভাগো জীবাঃ” ইত্যাদি ।
শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঃ বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ১৯৭

হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০শ প্রভৃতি সূত্রে জীবকে স্বল্পপদঃ অশুভভাব বলিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং চতুর্থাদ্যায়ের চতুর্থাধ্যায়ের বিদেহমুক্তপুরুষদিগের অবস্থা এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন

(৯) নবমতঃ পূর্বোক্ত যেতাৎপর্যশ্চি এই উপদেশ করিয়াছেন যে, জীব ভোক্তৃ ভোগ্যরূপ ভেদবুদ্ধি হইয়া যতদিন অবস্থান করেন, ততদিনই তাঁহার পঞ্চবন্দন থাকে, এবং কর্মের বশীভূত হইয়া তৎকাল ভোগ কবিস্বাভিনিতিও তিনি সংসার পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন, এবং আপনাকে তাহা হইতে উদ্ধার কবিতো সমর্থ করেন না, কিন্তু তিনি যখন ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া যখন সমস্ত জগৎকে তাঁহারই বিত্ত্বতি বলিয়া অবগত হইয় এবং আপনাকেও স্বয়ং হইতে অভিন্ন জানিয়া, তিনি সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত করেন। চতুর্থাদ্যায়ের ১১শ স্লোকে এবং প্রথমাদ্যায়ের ৮ম, ৯ম প্রভৃতি শ্লোকে যেতাৎপর্যশ্চি ইহা স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অক্ষরব্রহ্ম চিস্তানর দ্বারা যে সম্যকবুদ্ধি লাভ হয়, তাহাও এই ৯ম সূত্রে তাৎপর্য উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু গুণাতীত (শুদ্ধ) ঈশ্বর সর্বশীলমান্ ১১ নম্বর ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের উদাসনাই সম্যক বুদ্ধিপদ বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে প্রত্যয় বারংবার বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ত্রীভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপ সিদ্ধান্তই বেদান্তদর্শনে স্থাপিত করিয়াছেন (বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৪শ প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য)।



(১০) সিদ্ধান্ত ।—(ক) অতএৱ সিদ্ধান্ত এই যে,—ঈশ্বর, জীব, শুধা-
ক্ষরজগৎ, এবং অক্ষর, এই চতুর্বিধ রূপ ব্রহ্মের স্বাকারে, অক্ষররূপে ব্রহ্মের
একাত্মবৈভবের সিদ্ধি আছে ; ঈশ্বর, জীব ও জগৎরূপে তাঁহার বৈভবের
সিদ্ধি আছে ; এবং ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম সর্বাঙ্গিক ইচ্ছারূপে এবং অশুভ্যাপারশব্দ

করিয়া তাহা হইতে সত্তত নিগিষ্ট ও অতীতভাবে অবস্থান করিতে ব্রহ্মের
বিশিষ্টাধৈতত্বেরও সিদ্ধি আছে। ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও জিজ্ঞাস্ত (স্বাধীন-
গুণাত্মক জগদ্রূপত্ব) এই তিনটিই ব্রহ্মের সম্বন্ধে নিত্যসিদ্ধ হওয়াতে,
বৈতবাদিভাষ্যে যে বৈতত্বের এবং বিশিষ্টাধৈতত্বাধো যে বিশিষ্টাধৈতত্বের
মীমাংসা করা হইয়াছে, তৎসমস্তই সত্য — কিন্তু আংশিক সত্য, শাক্তরূপাধো
যে ব্রহ্মের কেবল অক্ষররূপের প্রতি মীমাংসা একান্ত বৈতমীমাংসা স্থাপন
করা হইয়াছে তাহাও সত্য, — কিন্তু আংশিক সত্য। এই গ্রন্থে যে শাক্ত-
ভাষ্যেই বিশেষরূপে প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের অক্ষরত্বের
প্রতিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে নহে, এই গ্রন্থেই যে একমাত্র সত্য ও
ব্রহ্মের শক্তিমত্তা যে ঔপচারিক নহে এবং চরিত্র। অতিজীবিতীন অমিত্য-
কল্পিত মাত্র বলিয়া শঙ্করাচার্য্য বলেন। কবিয়াছেন, তাহারই দোষসকল প্রদর্শন
করিবার নিমিত্ত শাক্তিকমতেই প্রতিবাদ বিশেষরূপে এই গ্রন্থে করা
হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে সংসারস্থান উপদিষ্ট হইয়াছে, কাৰ্য্য ও কারণের
একত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে (বেদান্তদর্শন দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম, দ্বাদশ
১৫শ ১৬শ ১৭শ ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য) অসংকারণত্ব নহে, তাহা
প্রথমাবধি সর্বত্রই ত্রীভগবান্ বেদেব স ব্রহ্মত্বেন প্রতিপন্নং বলাছেন,
তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। পরন্তু কাবলকসী ব্রহ্ম সত্য,
ইহা সর্ববাদিসম্মত; অতএব কারণের স্থান কাৰ্য্যজগৎও যে সত্য, ইহা
কোন প্রকারে অস্বীকার করা নাইতে পারে না। জগৎকে কারণরূপ
ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বলিয়া যে বোধ, তাহাই অজ্ঞান, ভ্রম এবং মিথ্যাত্বের
বাচ্য; অতএব ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে, অন্তিমশীল জগৎ মিথ্যা, এইরূপ
উক্তি কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এইরূপ না বলিয়া, যদি জগৎকে
একেবারে অতিজীবিতীন — কল্পিতমাত্র বলা যায়, তাহাতে বৈদিক উপাসনা-
বিষয়ক অধিকাংশ উপদেশ অসার হইয়া পড়ে, ধর্মসাধনে প্রবৃত্তি

ভিত্তিহীন হই, ধর্মার্থ পুণ্যাপ কিছুই বিচার থাকে না, এবং কার্যতঃ নাস্তিকতা প্রকাশপ্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্তই এই গ্রন্থে শাক্তভাবের প্রতিবাদ করা আবশ্যক রোধ হইয়াছে; বিতণ্ডার অভিপ্রায়ে নহে, এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রতি ভক্তিপ্রণব অভাববশতঃ নহে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভক্তরাচার্য্যই তাহার ভাবের লিখিত মতের বে কার্যতঃ পরে আদর করেন নাই, তাহা তৎকৃত “আনন্দভট্টী” হইতে নিম্নোক্ত বাক্যসকলের দ্বারা আংশিকরূপে সপ্রমাণ হয়। ১, ১, —

“শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং

নচেদেবং দেবো ন শগঃ স্পন্দিতুমপি।

অতস্তামারধ্যাং হরিহরবিদ্যাদিভিরপি

প্রণম্য ত্তোতুং বা কথমকুরগুণাঃ প্রভবতি ॥ ১

ভবানি স্বং দাসে মায় সিতর দৃষ্টিং সক্রুণা-

ম্মিত স্তোতুং বাঙন্ কথংতি ভবানি স্বমিতি যঃ।

“তদৈব ত্বং তদৈব দিশসি নজগাযুজ্যাসদবীং

! একুন্দব্রহ্মেন্দ্রদুটনকটন, জিতপদাম্ ॥ ২২

অগ্রার্থঃ—শক্তিযুক্ত হইলেই হরির সৃষ্টিকার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন; নতুবা সেই দেব স্পন্দিত হইতে, সমর্থ হইবেন না। অতএব হরি, হর এবং বিরিকিরণ আরাধ্য। সেই দেবকে পুণ্যাদ্বা পুরুষ ভিন্ন অপরে প্রণতি অথবা স্তুতি করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে ॥ ১

“হে ভবানি! তোমার দাস—আমার প্রতি তুমি কৃপাকটাক নিক্ষেপ কর” এই বলিয়া স্তুতি করিত ইচ্ছা করিয়া কোন্ ব্যক্তি কেবল “হে ভবানি! “তুমি” এইভাবে বলিতে না বলিতে তুমি তৎকরণ্য তাহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রজ্জ্বলিত ও মুকুট বে পদে নমিত হয়, তজ্জন আরাধ্যের অর্পণ করিয়া থাক ॥ ২

আনন্দলহরীতে আত্মোপাস্ত এইরূপভাবেই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য সর্বত্র ব্যক্ত করিয়াছেন ; সুতরাং সঞ্চারিক ব্রহ্মের অর্থাৎ (জীৱরূপী ব্রহ্মের) উপাসনা যে জীবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ইষ্টপদ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও যে ইহাই অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন ।

(খ) আর একটি বিষয়েও উক্ত এইরূপে ক' কণ্ঠব্য । পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জগৎ ব্রহ্মেরই অংশ, কিন্তু বাহ্যাবেব জ্ঞানে জগতের সম্বন্ধে তদ্রূপ উপলব্ধি হয় না, ব্রহ্মজীবের জ্ঞানে চাগতিব প্রত্যেক বস্তু পৃথক্ পৃথক্ ; ব্রহ্মজীবের যে এইরূপ জ্ঞান তাহাব অপূর্ণদর্শিতা হেতু, সমুদ্রের তরঙ্গসকল আপাততঃ দেখিতে পৃথক্ পৃথক্, বাহ্যকেব জ্ঞানে ইহারা পৃথক্ বলিয়াই প্রতিভাত হয় কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ হইলেই একে সমুদ্রেরই অংশ বলিয়া বোধ জন্মে । প্রথমে ব্রহ্মজীবের সম্বন্ধে যে স্বাভাব্য বোধ, ইহা অপূর্ণদর্শিতার ফল ; এই অপূর্ণদর্শিতা হেতু অভিন্ন বস্তু-ভিন্ন বস্তু বলিয়া জীবের জ্ঞান জন্মে । এতদ্ব্যতীত যে অংশ বস্তু বা জ্ঞান হয়, তাহাকে “বিবর্তজ্ঞান” বলে । শঙ্করযোগীশ্বরও ব্রহ্ম এতদ্রূপে সত্য, জগৎ মিথ্যা ; সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেতেই মিত্যাবস্থা জগৎ জ্ঞান অত্যাশঙ্করাচার্য্যের এই মতকে “বিবর্তবাদ” বোলে । ব্রহ্মজীবের নিমিত্ত অপরাপর ভাস্ক্যাকারগণ “পরিণামবাদ” উপদেশ করিয়াছেন । এক্ষণে নির্বিঘ্নচিত্তে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই ভিন্ন মতের মধ্যে যত বিবোধ থাকা আপাততঃ মনে করা যায়, বাস্তবিকপক্ষে ইহানিগের মধ্যে তত বিবোধ নাই । জগতের যে ব্রহ্মভিন্ন অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত নাই, তাহা সকল ভাস্ক্যাকারেরই সম্মত ; অতঃ জাগতিক বস্তুসকলকে যে ব্রহ্মজীব তদ্রূপ বোধ না করিয়া পৃথক্ বলিয়া বোধ করে, তাহাও অবশ্য সকলেরই সম্মত । সুতরাং এই অর্থে “বিবর্তবাদ” সত্য বলিয়া সকলেরই স্বীকার্য্য । পক্ষান্তরে,

একের জগৎরূপ প্রকৃতিকে “করত্বভাবা”—পরিণামশীল বলিয়া প্রতিই
 প্রকাশ করিয়াছেন (পূর্বোক্ত “করং প্রধানং” ইত্যাদি প্রতিপত্তি
 প্রদর্শন)। বস্তুতঃ জগৎ পরিবর্তনশীল না হইলে—জাগতিক চিত্র সকল
 অনববর্ত্য পরিবর্তনপ্রাপ্ত না হইলে, জ্ঞানের ভেদই কিছু থাকিত না।
 অনন্তরূপে স্বীয় স্বরূপকে দর্শন ও ভোগ করিবেন বলিয়াই ব্রহ্ম স্বীয়
 ত্রৈলোক্যবিশাল জগৎ ক প্রকটিত করেন, তাহা “তদৈক্যত্বং বহুঃ শ্রীম্” ইত্যাদি
 বাক্যে প্রকটিত উপদেশ কবিয়াছেন। জগতিক জগতের অনন্তরূপে প্রকটনই
 পূর্বোক্ত বিবর্তজ্ঞানের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত; ব্রহ্ম অনন্ত পৃথক পৃথকরূপে
 প্রকটিত করেন বলিয়াই ও বস্তু সকলকে পৃথক পৃথক বলিয়া
 বোধ করেন। অতএব এই পরিণামবাদের সহিত বিবর্তবাদের বাস্তবিক
 পক্ষ অত্যন্ত বিরোধ নাই। যদি বিবর্তবাদের এইরূপ অর্থ করা যায় যে,
 জগৎ এখনো অস্তিত্ববিহীন, ইহাকে অস্তিত্বশীল বলাই বিবর্তবাদ, তবেই
 পরিবর্তনবাদের সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হয়; যেহেতু সংকারণ-
 বাদিগ তাৎক্ষণিক একটা মিথ্যা বলিতে পারেন না; কারণ সত্যাকারণ
 (ব্রহ্ম) মিথ্যাকারণের (জগতের) জনক করেন, এইকথা একেবারে
 অর্থশূন্য; ব্রহ্মার পুত্র যেমন অশুভ্র বাক্য, “মিথ্যা (অস্তিত্ববিহীন)
 জগতের কর্তা” এই বাক্যও তদ্রূপ অর্থশূন্য। কিন্তু প্রতি যখন জগৎকে
 ব্রহ্মের নিত্য অংশ এবং ব্রহ্মকে ইহার কর্তা বলিয়াছেন, তখন ইহার
 মিথ্যাস্ববাদ গ্রহণ হইতে পারে না। অতএব এই মিথ্যাস্ববাদ বর্জন
 করিলে পূর্বোক্ত মতবাদের আর প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধ থাকে না। যাহা
 কিছু বিরোধ, তাহা কেবল জগতের একটা মিথ্যাস্ববাদসম্বন্ধেই।

(১১) বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধ ।

সাংখ্যদর্শনে (সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে ৩ পাতঞ্জলদর্শন) বেদের পূর্বোক্ত চতুর্বিধ রূপের মধ্যে জীব ও জগদ্ব্যবসায়ই বিশেষ বিচার প্রযুক্তি করা হইয়াছে । এই রূপদ্বয়ই যে নিত্য তাহা বেদান্তদর্শনেও স্বীকার্য । জগৎ হইতে যে জীব বিভিন্ন, তাহা 'অ' বিস্মৃত্য বিচারের দ্বারা সাংখ্যদর্শন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । জীবকে দৃকশক্তি (চিত্ত) ও ভগৎকে দৃশ্য (অচেতন) শক্তি এবং গুণাত্মক বস্তু সাংখ্যদর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে । এতৎসম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের কোন কোন বিরোধ নাই । প্রকাশিত জগতে ব্রহ্মে জীবরূপে জগৎ বিদ্যমান, তাহা বেদান্তদর্শনেরও সম্মত । অতঃপর সাংখ্যদর্শনে এই উপদেশ করা হইয়াছে যে “নেতি” “নেতি” বিচারের দ্বারা জীব আপনাকে যখন চাইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জানিয়া, এবং আপনাকে যখন গুণাত্মক মুক্তসত্ত্বাব বোধ করিয়া, ঐ গুণাত্মক স্বরূপে চিত্ত দ্বারা মুক্তলাভ করেন । বেদান্তদর্শনের শিক্ষার সহিত সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ নাই ; মোক্ষমার্গাবলম্বী সাধক যে আপনাকে স্বরূপতঃ বিস্মৃত্য মুক্তসত্ত্বাব বলিয়া চিন্তা করিবেন, তাহা সাংখ্যদর্শন বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ৫২ সংখ্যক মার্গতঃ সূত্রে জ্ঞাপন করিয়াছেন ; এবং প্রথমোক্তাধ্যায়ের প্রথমপাদেই শেষ সূত্রে যে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ সত্ত্বাব আবশ্যিকতা বর্ণনা করা হইয়াছে । পরন্তু সাংখ্যদর্শনে জীবাত্মাকে বিভূতসত্ত্বাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; তাহার ফল এই যে সাংখ্যমার্গাবলম্বী সাধক আপনাকে জগৎপীড়িত বস্তু বিস্মৃত্য বলিয়া চিন্তা করেন । বেদান্তদর্শনে পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই বিস্মৃত্যের উপদেশ করা হইয়াছে ; অতএব সাংখ্যমার্গাবলম্বী সাধক বেদান্ত-

দর্শনোক্ত “অক্ষর ব্রহ্মের” উপাসনার অঙ্গীভূত। “অক্ষর ব্রহ্মের” উপাসনার “নেতি নেতি” বিচারের দ্বারা ব্রহ্মকে গুণাতীত নিষ্ক্রিয় ও বিকল্পহীন বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, এবং সাধক আপনাকেও ঐ অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ধ্যান করেন; সুতরাং সাংখ্যশাস্ত্রের উপদিষ্ট উপাসনাপ্রণালী বেদান্তোক্ত অক্ষরব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত। এই অর্থে সাংখ্যমার্গের উপাসনাবিষয়ক উপদেশবিষয়েও বেদান্তদর্শনের কোন বিরোধ নাই। বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষপ্রদ উপাসনার মধ্যে ইহা একাদ্রবিশেষ।

পুরুষবহুত্ব সাংখ্যশাস্ত্রেই দৃষ্ট হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও জীবশক্তিকে নিত্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে; এবং জীব যে অনন্ত তাহাও বেদান্ত-দর্শনের অঙ্গীকার্য নহে; জীবকে “অণু”-সত্তা এবং ব্রহ্মকে “বিভু”-সত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে জীবের অসংখ্যত্বই বেদান্তদর্শনের স্বীকার্য্য; এই অংশেও সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই।

যদিও জীব হইতে বিভিন্ন এবং তাহাকে যে “সর্বজ্ঞ” ও “পুরুষ-বিশেষ”, বলিয়া পাতঞ্জলদর্শনে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বেদান্ত-দর্শনের সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার্য্য নহে; কারণ ঐশ্বর্য্যশক্তিকে জীবশক্তি হইতে পৃথক করিয়া প্রতি এবং বেদান্ত উপদেশ করিয়াছেন; তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবন্ধেও “মহি সর্ববিৎ সর্বকর্তা” “ঈশ্বরঃ সর্বমিদং” ইত্যাদি হায়ে জগৎস্রষ্টার স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব এই অংশেও উভয় দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

কিন্তু বেদান্তদর্শনে সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে; অতএব ইহার উপদেশ সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে অধিক ব্যাপক। ব্রহ্মের চতুর্বিধ-রূপ বাহ্য এই উপসংহারের প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই বেদান্ত-দর্শনের উপদেশের বিষয়। সুতরাং জীবশক্তি এবং জগৎস্রষ্টাকে পরস্পর

হইতে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াও এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মরূপে একমুখ
বেদান্তদর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে ; এবং জীবসকল পরম্পর হইতে
বিভিন্ন ; সুতরাং বহু হইলেও যে, ইহারা সকলেই এক ব্রহ্মেরই অংশমাত্র
এবং তাঁহার সঙ্গিত অভিন্ন, ইহাও বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে । সাংখ্য-
দর্শন একদেশদর্শী হওয়ায় — ব্রহ্ম সাংখ্য ৭সম্বন্ধে ইহার উপদেশের বিষয়ী-
ভূত না হওয়ায়, গুণাখ্যিক প্রত্যয় ক সাংখ্যশাস্ত্রে ভাবতাই “গর্ত-
নাসবৎ” ঈশ্বরের অধীন-ও অগৎকারণ বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে,
এবং ঈশ্বরকে অকর্তা এবং গুণাখ্যিক প্রকৃতির সাহিত কেবল নিত্যসামিধ্য-
সম্বন্ধে অবস্থিত বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে । বেদান্তদর্শনে সিদ্ধান্ত করা
হইয়াছে যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে, ইহা ব্রহ্মেরই ক্রিয়াবিশেষ ; সুতরাং ব্রহ্মই
জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্তকারণ । শেঠাখ্য হেরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের
তৃতীয় প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত ভূতাদিব
কারণত্ব থাকিলেও, ইহারা ব্রহ্মের অঙ্গীভূত এবং তাঁহার নিমিত্তের অধীন ;
সুতরাং মূলকারণত্ব ব্রহ্মেরই আছে । কিন্তু ব্রহ্মের জগৎসংসারণত্ব যদি লৈও
তিনি যে অক্ষররূপে অকর্তা এবং অনাম্য — ৩১১৬, ১৭, ৩০ — বেদান্তও
উপদেশ করিয়াছেন । অতএব নির্দিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে,
উত্তরদর্শনের মধ্যে যেকোন বিরোধ থাকি কল্পনা করা হয়, তাহা প্রকৃত
নহে । এইরূপ পরমাণুকারণবাদেব মাত্র তও প্রকৃতপ্রত্যাবে বেদান্তদর্শনের
বিরোধ নাই । কারণ স্থূলপঞ্চভূতাত্মক আবাসমত্ত যে পরমাণুসকলের পক্ষী-
করণের দ্বারা গঠিত, তাহা বেদান্তদর্শনে সম্মত । তবে ঈশ্বর পরমাণুও
প্রকাশক এবং নিরস্ত্র : সুতরাং মূলকারণ সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম বলিয়া যে
ব্রহ্মহুত্রে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপ্রত্যাবে পরমাণুকারণবাদের
বিরোধী নহে । এইরূপে সকল দর্শনই বেদান্তে সমন্বিত হয় । বস্তুতঃ
ব্রহ্মের বিরূপতা বাহ্য এইপ্রদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে স্বীকার

করিতে না পারিলেই সর্ববিষয়ে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ থাকা দৃষ্ট হয় ।
নির্বাকভাষ্যোপদিষ্ট ব্রহ্মের বিরূপতাতে সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিত হয় ।

সুংখ্য প্রকৃতি দর্শনে একদেশদর্শী উপদেশ যে কারণে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা “ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিজ্ঞা” নামক মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয়ধ্যায়ের বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । উক্তস্থলে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, উপদেশপাণী শিষ্যের জিজ্ঞাসা ও প্রকৃতি এবং যোগ্যতার প্রভেদই ঋষিগণের উপদেশ সকলের বিভিন্নতার কারণ । এইস্থলে তৎসমস্ত বিধারের পুনরুক্তি নিম্নাযোজনীয় । উপদিষ্ট বিষয়ে শিষ্যের আস্থা সম্পাদনের নিমিত্ত দর্শনবক্তা বিগণ অপর মত সকলের খণ্ডন করিতেও বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু তদ্বার তাহাদের আপনাদিগের মধ্যে মতবিরোধ কখনও করা সম্ভব নহে ; এতৎসম্বন্ধেও পূর্বেই প্রস্তুত সমালোচনা করা হইয়াছে । এইস্থলে তাহা পুনরুক্তি অনাবশ্যক । *

নিবেদন ।

অবশ্যেই বলা যায় এই যে, আসা আপন প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুসারে সঙ্গতরূপে নিকট সাধন অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্তব্য । তদ্রূপ করিলেই দর্শনশাস্ত্র পাঠ সম্ভব হয়, এবং দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভিষিত উপদেশ সকল ক্ষুদ্রিগোত্র হয় । অপর সাহিত্যের ভাষ্য দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলে, কেবল মতামতবিচারেই ক্ষুদ্র ভ্রমে এবং তর্কিকতার বুদ্ধি হয়, তদ্বারা মনুষ্যজীবনের চরম উপদেশ সিদ্ধ হয় না । বেদান্তদর্শনে যে ব্রহ্ম-

* দ্বিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, বৌদ্ধ এবং জৈনমতেও আংশিকরূপে দার্শনিক সত্য নিহিত আছে ; এই সকল মতকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া যে স্বীকারো, তাহাই ভ্রান্ত এবং বেদান্তদর্শনে তাহারই প্রতিবাদ করা হইয়াছে ।

বক্ষণ, জীবতত্ত্ব ও জগতত্ত্ব শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জীবের পাপ তাপ মোচনের নিমিত্ত এবং জিজ্ঞাসু সাধককে মোক্ষমार्গ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার স্বীয় পাণ্ডিত্য জগতে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নহে। সৰ্ব্বত্র সর্বনিঃসঙ্কট ব্রহ্মই যে জীবের গন্তব্য, তাঁহাকে দর্শিত করিতে পারিলেই যে জীব কৃতার্থ হয়, তিনিই যে জীবের পাপ তাপ হারি এবং প্রলয়নাশী তাহা নিশ্চিত-রূপে অবগত হইয়া জীব যাহাতে আপনাব স্থপতিব নিমিত্ত তাঁহার শরণা-পন্ন হয়, এবং সৰ্ব্বান্তঃকরণেব সচিন্তিত তাঁহার ভজন ও চিন্তনে অগ্রবদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে বুদ্ধিকে পেরণা কবাই পবনকর্ণপূর্ণক ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস্য অভিপ্রায়। এই তত্ত্ব বিন্ধ্যত হইলে, দশম অধ্যায় ১১/১৪ কেবল ত কিকতাবই পুষ্টিসাধন হয়, তাহাতে মনুষ্যজীবনে মূখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি দুই সফলিত হয় না। অতএব যাহাবা আপন কল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ সঙ্গুতর অমুগত হইয়া দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই তাঁহাদিগেব নিবট আমার বিনীত প্রার্থন। ব্রহ্মবিদ্যা প্ৰভেদ নিমিত্ত যে ব্রহ্মবিৎ সঙ্গুতরব আশ্রয় পায়, তাহা জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সৰ্বকালে পায়। আত্মশাস্ত্রে জীবিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা। শ্রীকৃষ্ণ অঃ অঃ ১৮/১৮ তৎস্বাপদেশে কথিত বলাগাছেন যে—

“তদ্বিক্টি প্রণিপাতেন পরিত্রায়েন সেবয়া ।

উপদেক্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ সঙ্গদর্শিনঃ ॥

বজ্রজ্ঞান ন পুনর্মোহমেবং বাহুসি পাণ্ডব ।

• বেন কৃতান্তশেষেণ ব্রহ্মভ্যাস্তত্ত্বমো মসি ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা চতুর্থ অঃ ৩৩/৩৩ মোক্ষমার্গঃ ৩৩

অর্থঃ—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণকে প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা, এবং সেবা দ্বারা (তাঁহাদিগকেইতে) তুমি এই জ্ঞান লাভ কব; তাঁহারা তোমাকে এই জ্ঞানেব উপদেশ প্রদান করিবেন। হে পাণ্ডব! এইরূপে এই জ্ঞান লাভ করিলে, তুমি আব মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে না, এবং তাহা ইহাওই সনস্ত ভূতগণকে অশংক্য। আত্মাতে এবং অবশেষে আমাতে নর্ন কবিত্তে পারি ন।

ই মচ্ছক্শণচাষাঃ ইন্দ্রশাসনামক পরম উপাদেয় গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

‘কৃণমহ সজ্জনসর্বাণ্ডবেকা
ভবতি ৬ বীতরণে নোকা’ ॥

অর্থঃ—“সৎ” পুংসেব বে সঙ্গগাত, তাহাই ভবরূপ অপার সমুদকে উল্লঙ্ঘন কবিবার নিমিত্ত একমাত্র তবৎস্বরূপ ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

“কৃষ্ণ যদি স্বপা কবে কোন ভাগ্যবানে ।

গুরু অশ্রয়ান্নিপে শিক্ষায় আপনে ॥

সাপুর সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্য শ্রদ্ধা যদি হয় ।

ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার শয় ক্ষয় ॥

মহৎ রূপা বিনা কোন কন্ডে ভক্তি নয় ।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহে সার নহে ক্ষয় ॥

সাপুসঙ্গ সাধুসঙ্গে সর্ব স্নেহে কর ।

লব মাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয় ॥

• • • • •

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় ।

জবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥

সাধুসঙ্গ হইতে হয় প্রবেশ কীর্তন ।

সাধনভক্ত্যে হয় সৰ্বানর্থবিসৰ্ত্তন ॥

ইত্যাদি । দীর্ঘচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যম খণ্ড

অধোবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

শ্রীশঙ্কর নানক প্রভৃতি অপর যন্ত্রোপদেশে গণও সর্বত্র এইরূপই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । প্রতি স্বয়ং এই তত্ত্ব নানা স্থানে কীর্তন করিয়াছেন । যথা—

• “আচার্য্যাক্ষৌব বিজ্ঞা নিদিতা সাধিষ্ঠং (সাধুতমকং)
প্রাপয়তি ।”

অন্ত্যর্থঃ—আচার্য্য হইতে বিজ্ঞাকে লাভ করিলেই ঐ বিজ্ঞা সম্যক্ কল্যাণসাধন করে ইত্যাদি ।

“অতএব কল্যাণপ্রার্থী পুরুষ সর্ববিধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের সম্মত যে উপদেশ, তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া, কার্য্যে অগ্রসর হইয়া এই পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই । এই যোগ সংসাধনে পতিত হইয়া সংসারের পরপারে অবস্থিত আলোকপ্রদর্শক মহাপুরুষদিগের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য । ইতি ।

সমাপ্তমিহ ব্রহ্মমীমাংসাসম্বন্ধম্ ।

সমাপ্তঞ্চ দার্শনিকব্রহ্মসিদ্ধি-ব্যাখ্যানম্ ।

এতৎ সৰ্বং শ্ৰীবিষ্ণুপাদাপিতমস্ত ।

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণা দং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ॥

ওঁ তৎ সৎ ॥

ওঁ হরিঃ ।

